দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রবর্ত্তিত

বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি

নবদ্বীপ-গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল।

৬ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩৩৫ সাল।

মূল্য চারি টাকা

শ্রীশ্রীরাধা-মদনগোপাল-দেবো বিজয়তে।

অবতরণিকা।

জীব ভজন-বিমুখ হইলেও শ্রীভগবান্ কৃপায় কৃপণতা করেন না। আমার ন্যায় জীবাধম দ্বারা বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনকার্য্য নির্ব্বাহ করাইনা শ্রীভগবান্ এই বাক্যেরই সার্থকতা ঘোষণা করিলেন। নচেৎ এই সুদুষ্কর কার্য্য নির্ব্বাহ করা দূরে থাক সংকল্প করিবার শক্তিও আমার নাই।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়া, বৈষ্ণব জগতের প্রভূত উপকার করিয়াছেন; সেজন্য বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার নিকট চির-ঋণী। আমি তাঁহার কৃত বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন মানসে ১৩২৫ আশ্বিন মাসে প্রথমতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি; তাহার পর প্রথম হইতে যতই সমালোচনা করি, ততই মনে মনে বাসনা হয় যে, শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীভাগবত সন্দর্ভ প্রভৃতি গোস্বামি-গ্রন্থ ও গোস্বামি-পাদগণ যে যে পুরাণ-তন্ত্র সংহিতা প্রভৃতির বচনসমূহ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সেই পুরাণ-তন্ত্র ও সংহিতাদি আলোচনা করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃত্য সমূহ একত্র সন্নিবেশিত করিব। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পক্ষকৃত্য প্রকরণ, মাসকৃত্য প্রকরণ প্রভৃতি ক্রমানুসারে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ফলতঃ মূল গ্রন্থেরই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া, বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি, এই নামটি মাত্র থাকিল। নূতন ধরণের গ্রন্থ দেখিয়া মনে করিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এও এক লীলা!

প্রথম সংস্করণের দেবতা-প্রতিষ্ঠাপ্রকরণ, দীক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি অংশগুলি সর্ব্ব সাধারণের অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে কীর্ত্তন-প্রকরণ ও স্তবপ্রকরণ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। কীর্ত্তন প্রকরণে তারকব্রহ্ম নাম, অষ্টপ্রহর ও নগরকীর্ত্তনাদিতে ব্যবহার করা যায় কিনা তৎ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। নিত্যকৃত্য প্রকরণ ও পক্ষকৃত্য প্রকরণে শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চন ও মহাদ্বাদশী বিচার প্রভৃতি বহুপ্রয়োজনীয় বিষয়ে যে সমস্ত মতদ্বৈধ আছে, তাহার যথাসাধ্য সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও, শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা পদ্ধতি, ভোগমালা, হরিনামার্থ দীপিকা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি এগ্রন্থে সন্নিবেশ করিতে পারিলাম না। কারণ এগুলি সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে অনেক মতভেদ আছে, কাজেই সমস্ত মতগুলি সমালোচনা না করিয়া,কোনও মতবিশেষ আশ্রয় করিয়া পদ্ধতি লিখিলে সম্প্রদায় বিশেষের অশ্রদ্ধাভজন হইতে হইবে। আবার সমস্ত মতগুলি সমালোচনা করিতে গেলেও গ্রন্থ কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাতে বৈষ্ণবসমাজে অল্পমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাঘাত জন্মে; সুতরাং এগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি না লিখিয়া, এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে পঞ্চতত্ত্বোপাসনা পদ্ধতি নামক পৃথক্ গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করিলাম।

এই সুমহৎ কার্য্যের পক্ষে আমি অতি তুচ্ছ; তথাপি পরম-কারুণিক বৈষ্ণবগণ কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আমাদ্বারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

জানাইবার ভাষা নাই,—তথাপি আবেগের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া জানাইতেছি যে শ্রীশ্রীমদদ্বৈত বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীযুত বলাইমোহন গোস্বামী ও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, আমার পরম গুরু স্থানীয় এই প্রভুপাদদ্বয় কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ সঙ্কলন সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ প্রদানে এই জীবাধমকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।

উপসংহারে এই গ্রন্থের প্রকাশক পরমসুশীল, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র শীল মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বহু অর্থ ব্যয় এবং আমার অনেক কার্য্য-শৈথিল্যের অত্যাচার সহ্য করিয়া, এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবজগতে প্রকাশ করিয়া অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ পাঠকালে সতীশবাবুকে আশীর্ব্বাদ করিবেন তিনি যেন সবংশে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগতের হিত করেন ও তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ইতি সন ১৩২৯। ১৫ বৈশাখ।

শ্রীধাম শান্তিপুর
শ্রীশ্রীমদন গোপাল পাড়া

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত দাসানুদাস
রাধাবিনোদ
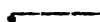
প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রীভগবৎকৃপায় অস্মৎপ্রকাশিত "বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি"র বিশুদ্ধ অভিনব সংস্করণ লইয়া অদ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইলাম। প্রথম সংস্করণের সম্পাদন-ভার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক কবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন;—নিজের অভিজ্ঞতার অনুরূপ সম্পাদনও করিয়াছিলেন। এবার বিশেষ আনন্দের বিষয় ইহাই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রথিতনামা আচার্য্য দর্শনাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কলি-পাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর বংশাবতংস পণ্ডিতবর শ্রীপাদ-রাধাবিনোদ গোস্বামি প্রভু এই অভিনব সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে যাঁহার কার্য্য, তিনিই যখন সম্পাদক, তখন আমাদের আর আশঙ্কার কারণ কিছুই থাকিতে পারে না, এবং ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয়ও অধিক কিছু হইতে পারে না। শ্রীপাদ গোস্বামি প্রভু যে পূর্ব্ব সংস্করণের অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের প্রামাণিক আকরগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি অবলম্বনে তিনি ইহার আমূল সংস্কার করিয়াছেন। ফলে "খোল ও নলিচা" উভয় বদলের মত এই সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছে। তাই এই সংস্করণকে আমি "অভিনব সংস্করণ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে যাঁহাদের নিমিত্ত এই অনুষ্ঠান, এই পুস্তক দ্বারা তাঁহাদের কাহারও কিছুমাত্র উপকার হইলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। সামান্য পরিবর্ত্তন এবং অল্প সংযোজন ব্যতীত এবারে ইহার আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কলিকাতা,
আষাঢ়, ১৩৩৫ সাল।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয় — পৃষ্ঠা

পঞ্চমোল্লাসঃ ।

কীর্ত্তন-প্রকরণম্ ।

ষষ্ঠোল্লাসঃ ।

স্তব-প্রকরণম্ ।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালদেবো বিজয়তে

বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতি।

মঙ্গলাচরণম্ —

ভক্ত্যাভাসেন তুষ্টো বিতরতি সততং প্রেমসারং য একো
যন্নাম প্রেমধাম শ্রবণপথগতং পাতকান্ হন্তি সদ্যঃ।
সৎকারুণ্যপ্রবাহৈঃ স্থিরচরনিকরং প্রেমপূতং হি জাতং
দীনোদ্ধারী প্রভুর্মে স জয়তি নিতরাং কৃষ্ণচৈতন্যনামা॥

জয়তি জয়তি দেবো বৃন্দারণ্যপুরন্দরঃ।
শ্রীমন্মদনগোপালঃ সীতানাথস্য জীবনম্॥

বন্দে মদনগোপালং ফণিভূষণবিগ্রহং।
স্বেষ্টদৈবং গুরুঞ্চৈব বাঞ্ছাকল্পতরুং মুদা॥

শাকে গ্রহত্রয়ীসিদ্ধি চন্দ্রেকর্কটগে রবৌ।
রাজধান্যাং সমারদ্ধো গ্রন্থোঽয়ং বৈষ্ণবপ্রিয়ঃ।
অদ্বৈতান্বয়সম্ভূত রাধাবিনোদ শর্ম্মণা।
লিখ্যতে পুনরালোচ্য বৈষ্ণবাচার পদ্ধতিঃ॥

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলামতা
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীরুদ্রমাধ্ব সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিঃ পাবনাঃ॥

(পদ্মপুরাণং।)

যে মন্ত্র সম্প্রদায় বিহীন অর্থাৎ গুরু পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত নহে তাহার সাধন পদ্ধতি অবিকৃত ভাবে পাওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে সমস্ত মন্ত্র নিষ্ফল। তাহা জপাদি করিয়া কেহ কখনও মন্ত্র সিদ্ধি কিংবা মন্ত্র দেবতার কৃপা পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই পরম কারুণিক শ্রীভগবান কলিযুগের জীবের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদের সাধন পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য, শ্রী, রুদ্র, মাধ্ব ও সনক এই চারি সম্প্রদায়াচার্য্য দ্বারা রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বিষ্ণুস্বামী এই চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের শ্রীভগবান্‌ই উপাস্য, তবে সকলেই শ্রীভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তির বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। সকল সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি এক গ্রন্থে সমাবেশ করা দুরূহ ব্যাপার; কাজেই বঙ্গদেশে প্রচলিত মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদ হইতে শ্রীশ্রীপ্রভু সীতানাথ, শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী এই তিন শাখা দিয়া কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে সর্ব্বত্র পরিচিত সেই সম্প্রদায়েরই আচার প্রভৃতি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী পাদ, শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী পাদ, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সমস্ত বিশেষ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতিতে আলোচনা করিয়াছেন আমরাও তদনুসারে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব শব্দটি নানাস্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়—

বিষ্ণুরেবহি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।

(লিঙ্গ পুরাণং।)

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যস্য সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবানরাঃ॥
অধ্বগস্তু পরিশ্রান্তং কালেঽত্র গৃহমাগতং।
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ॥

(স্কন্ধ পুরাণং।)

লিঙ্গ পুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণু যাঁহার উপাস্য দেবতা তিনিই বৈষ্ণব।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত যাঁহার জীবন ধারণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই, যিনি সন্তান লাভ কামনা ব্যতীত ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য পত্নী সহবাস করেন না, ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যতীত নিজ রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যিনি পাক করেন না তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।

ভোজন কালে স্ব গৃহাগত অতিথিকে যিনি ভক্তি পূর্ব্বক পূজন করিয়া থাকেন, তিনিই বৈষ্ণব।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

যাঁহার বদনে হয় এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব তারে করিবে সম্মান॥

সাধারণ ভাবে বৈষ্ণব শব্দটি এইরূপ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নানা শাস্ত্র সমালোচনা করিয়া যে সমস্ত বৈষ্ণব কৃত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাহা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরই পালনীয়। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মুখ্য বৈষ্ণব।

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবস্তু সবিজ্ঞেয় ইতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।)

যথাবিধি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি আগমোক্ত পদ্ধতিতে বিষ্ণু পূজা করেন, তিনিই বৈষ্ণব, ইহা ভিন্ন সকলে অবৈষ্ণব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ এবং বিষ্ণু পূজনই বৈষ্ণবত্বের মূল। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ এবং যথাবিধি বিষ্ণুপূজনপরায়ণ হইলেই তাহাকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই সমস্ত বৈষ্ণবেরই আচার ব্যবহার প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে যে সমস্ত আচার প্রভৃতি পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাকেই বৈষ্ণবাচার বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত গৃহস্থকে গৃহস্থ বৈষ্ণব, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী প্রভৃতি বলিলেও দোষ হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

"শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইঁহ মনেতে জানিল॥"

বৈষ্ণব গৃহস্থ এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কোনও কোনও আচারের কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নহে। কেননা সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই ভিক্ষান্ন ভোজী এবং বৃক্ষতলবাসী। তাঁহাদের পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা সর্ব্বথা অসম্ভব।

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাই পায়॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের জন্য,

এই আদেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন—

যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।
মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ, কিভাবে শ্রীগোবিন্দ সেবন করিবেন ও তাহার অবিরোধে স্ত্রী পুত্রাদিপালন ও ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি করিবেন তাহার জন্য আচার পদ্ধতি প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাই বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরাও "বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি" গ্রন্থে তাহাই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

নাম সংকীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণবেরই অবশ্য পালনীয়, সুতরাং তাহাতে কোনই বিরোধ নাই।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে পূজা পার্ব্বণাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠান না করিয়া ত্যাগী বৈষ্ণবের আদর্শ গ্রহণ করা বিত্ত শাঠ্যের পরিচায়ক এবং সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের গৃহস্থের মত ব্যবহার করা অশুদ্ধ চিত্তের পরিচায়ক তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন এবং নিজ নিজ অধিকারানুসারে যথাসাধ্য বৈষ্ণবাচার পালন তৎপর হইবেন।

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় দেখিতে দেখিতে॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা।

রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বিষ্ণুস্বামী এই চারি সম্প্রদায়ের যে

কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রজ্ঞানবান এবং আচারপরায়ণ ও শাস্ত্রীয় লক্ষণ সমন্বিত গুরু চরণাশ্রয় করিয়া বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যথাবিধি বৈষ্ণবাচার পালন রত ব্যক্তিই প্রকৃত বৈষ্ণব পদ বাচ্য। সাধারণতঃ বিষ্ণুভক্তিযুক্ত কিংবা কৃষ্ণনাম গান রত ব্যক্তিও শাস্ত্রে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইলেও তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষার অভাবে মুখ্য বৈষ্ণব নহেন, কেননা তাঁহাদের যথাবিধি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই। কোনও রমণী কোন ব্যক্তির সহিত ভাব বিশেষে মিলিত হইলেই তাহাকে তাহার পত্নী বলা হয় না। যথাবিধি বিবাহ সংস্কারপূর্ব্বক মিলিত হইলে ধর্ম্মপত্নী বলা হয়। সেইরূপ যথাবিধি দীক্ষা সংস্কারপূর্ব্বক বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ করিলেই তাহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলা হয়। নচেৎ সাধারণ বিষ্ণু ভক্ত মাত্র। বিষ্ণু দীক্ষাই বৈষ্ণবত্বের মূল, সুতরাং দীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অনেকেই মনে করেন ও প্রকাশ করেন, দীক্ষাগ্রহণে আবার প্রয়োজন কি? ভগবানের নাম যেমন তেমন করিয়া করিলেই হইল।

> নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
> মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥
>
> —পদ্যাবলী।

শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ মহামন্ত্র দীক্ষা দক্ষিণা পুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন বিধিরই অপেক্ষা করেন না; উচ্চারণমাত্রেই সর্ব্বজীবকে পরম ফল প্রদান করেন।

এরূপ নাম-মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যথেষ্ট আছে; কিন্তু শাস্ত্রের সর্ব্বাংশ আলোচনা না করিলে, কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। শাস্ত্রে নানা অধিকারীর জন্য নানা কথা বলিয়াছেন; সেগুলি না বুঝার জন্য

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে নানা অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভে লিখিত আছে—

তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফল-পর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততোমন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে। যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্ত। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি।

—ভক্তিসন্দর্ভঃ।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অর্চ্চনপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—

শ্রীভগবানের নাম, দীক্ষাদির অপেক্ষা না করিয়াই পরমপুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ। বীজাদিসমন্বিত মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও ঋষিগণ বিশেষ শক্তি ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব নাম হইতে মন্ত্রে আরও অধিক সামর্থ্য আছে, তাহা শাস্ত্র-তাৎপর্য্যালোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে দীক্ষার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—একথা সত্য; শ্রীভগবানের নামে কিংবা মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই; তথাপি—জগতের সমস্ত জীবই ত অপরাধশূন্য মুক্তপুরুষ নহে; প্রায় জীবেরই দেহ-গৃহ-প্রভৃতিতে 'আমি' 'আমার' বোধ আছে; তজ্জন্য অপরাধও আছে—সেই 'আমি' 'আমার' ভাব সঙ্কোচ করিবার জন্য পরম কারুণিক ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অনেক নিয়ম-মর্য্যাদা প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন; সেইগুলি পালন করিলেই জীবের মঙ্গল হয়; অন্যথা পতন অবশ্যম্ভাবী।

দীক্ষা-বিধানের দ্বারা জীবের সহিত ভগবানের কোন বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে; দীক্ষাপ্রভাবে জীবের ক্রমশঃ অবিদ্যা-নাশ হইয়া যায়—শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু বচন প্রমাণ আছে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানাং শিবসংস্তুতম্॥

ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার না হইলে যেমন বেদ অধ্যয়ন করিবার অধিকার জন্মে না, কিন্তু উপনয়ন হইলে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির ভগবানের পূজাদিতে অধিকার নাই; দীক্ষাগ্রহণানন্তর সেই অধিকার সঞ্জাত হয়। অতএব মানব সর্ব্বপ্রযত্নে দীক্ষিত হইয়া আত্মশোধন করিবে।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥

—স্কন্দপুরাণম্।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যে মানবগণ বিষ্ণুদীক্ষালাভ করিতে পারে নাই, কিংবা ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে পারে নাই, তাহারা নরাকৃতি পশু; তাহাদের মানবজন্ম বৃথা।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥

—স্কন্দপুরাণম্।

যে মানব অদীক্ষিত তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল। অদীক্ষিত ব্যক্তি দেহান্তে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত-বিষ্ণুরহস্য-বচনম্।

শাস্ত্রে আছে, যে কোন প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই জীব সুমহৎ ফল প্রাপ্ত হয়; তবে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া পূজা করিতে হইবে, এই শাস্ত্র বিধানের তাৎপর্য্য কি? এই আশঙ্কায় শাস্ত্রকার বলিতেছেন,—পূর্ব্ব মহাজনগণ যে বিধানে হরিপূজা করিয়া গিয়াছেন, অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি অবিকল সেই বিধানে পূজাদি করে, তাহা হইলে পূজাফলের শত ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হয়। এটিও ভাগবত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে।

দীক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথেষ্ট আছে, সকলগুলি লিখিতে গেলে গ্রন্থবাহুল্য হয়। তবে মোটের উপর সকলেরই জানা উচিত যে, দীক্ষা দ্বারা জীবের এক নূতন জীবন গঠিত হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিরও দীক্ষা প্রভাবে দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হয়। দীক্ষাই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনয়ন করে।

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥
অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥

—বিষ্ণুযামলঃ।

মায়ামুগ্ধ জীবকে দিব্য জ্ঞান দান করে ও অশেষ-জন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় করে, সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ দীক্ষা এই নামকরণ করিয়াছেন। অতএব গুরুকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে দেহ ও দৈহিক সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া, বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।
প্রাপ্তা যৈস্তু হরের্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী॥

—স্কন্দপুরাণম্।

যে সমস্ত ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন-কারিণী 'বিষ্ণুদীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই কর্ম্মনিষ্ঠ—তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ।

অধিক কি বলিব, দীক্ষা জীবকে সমুন্নত করে, দীক্ষা জীবের সাত্ত্বিক স্বভাব আনয়ন করিয়া মানুষকে দেবতার উপরিস্তরে স্থাপন করে।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যো রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

যেমন যথাযোগ্য ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়াপ্রয়োগে কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সুবিধানক্রমে দীক্ষাগ্রহণ করিলে, মানব মাত্রেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া অনেকে অনেক অপসিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এই শ্লোকবলে দীক্ষার পর শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় শব্দের অর্থ—দ্বিজস্বভাব প্রাপ্ত হয় ও দ্বিজতুল্য পূজনীয় হয়। তাহাদের যে উপনয়ন সংস্কার হইবে, এটি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীভগবানের নাম গ্রহণাদি করিলে অতি নীচ জাতিও পবিত্র হয় সত্য, কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ-বালকের জন্মগত ব্রাহ্মণ্য থাকিলেও সাবিত্র্য জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার না হইলে বেদাদি পাঠের অধিকার জন্মে না, সেইরূপ শ্রীশ্রীভগবানের নাম-প্রভাবে পবিত্র হইলেও তাহার দ্বিজোচিত কর্ম্ম করিতে জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে। বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিবেন।

যাহা হউক, নানা শাস্ত্র আলোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করা নিতান্ত

প্রয়োজনীয়। কোনও উন্নতাত্মা মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিলে, তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রভাবে হীনশক্তি জীবেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইয়া থাকে, ইহাই দীক্ষাগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যেমন সূর্য্যকান্ত মণির (আতস কাচ) মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ সঞ্চারিত হইয়া তৃণাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মহাপুরুষের মধ্য দিয়া মন্ত্রবীজাদি রূপে ভগবচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া হীনশক্তি জীবের পাপতাপ দগ্ধ করিয়া তাহাকে নির্ম্মল ও সমুন্নত করে। এই জন্যই পরম কারুণিক ঋষিগণ অনাদিকাল হইতে দীক্ষা দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীগুরুতত্ত্ব।

দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, শ্রীগুরুর পদাশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ-সম্মত চৌষট্টি অঙ্গ ভজনের প্রথমাঙ্গই গুরু-পদাশ্রয়।

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

প্রথমে গুরুপাদাশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণদীক্ষা ও পূজাদি ভজনাঙ্গ শিক্ষা করিবে।

শ্রীগুরুর তত্ত্ব না জানিলে, তাঁহার পদাশ্রয় প্রভৃতি করিবার সুযোগ ভালরূপে পাওয়া যায় না। কাজেই প্রথমতঃ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—গুরু আমাকেই জানিবে। অর্থাৎ মায়ামুগ্ধ জীব মায়িক ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার প্রকৃত স্বরূপগ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া আমিই ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে তাহাদিগকে নিজতত্ত্ব উপদেশ দেই। অতএব গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না—গুরু সর্ব্বদেবময়।

যো গুরুঃ স হরিঃ সাক্ষাদ্ যো হরিঃ স গুরুঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ॥

গুরুই সাক্ষাৎ হরি এবং হরিই জীবের গুরু ; গুরু যাহার উপর সন্তুষ্ট হন, ভগবান্ও তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

কাহারও উপর ভগবান্ রুষ্ট হইলেও যদি গুরু তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাহাকে আবার করুণা করেন, কিন্তু যদি গুরু রুষ্ট হন, তাহা হইলে অশেষ প্রকারে শ্রীভগবদ্ভজন করিলেও ভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হন না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুদেবকে প্রসন্ন রাখিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—প্রভু সীতানাথের শিষ্য শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন কারণবশতঃ রুষ্ট হইয়া তাহাকে অপরাধী করেন ও নিকটে আসিতে বারণ করেন। কমলাকান্ত মনের দুঃখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণার দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার চক্ষুর অন্তরালেই থাকেন। সময়ে প্রভু সীতানাথ আসিয়া প্রিয় শিষ্য কমলাকান্তকে না দেখিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো কমলাকান্ত কোথায় ? তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—আমি তাহাকে অপরাধী করিয়াছি। এই কথা শ্রবণমাত্র প্রভু সীতানাথের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত,—নয়নে দরদর ধারে অশ্রুপাত। গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—কমলাকান্ত ধন্য! তাই সে প্রভুর দণ্ডরূপ কৃপা পাইয়াছে,

আমার কখনও এমন ভাগ্য হয় নাই। এই কথা শুনিয়া ও এই ভাব দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রভু সীতানাথকে বলিলেন,—আচার্য্য! তুমি তাহার গুরু, তাঁহার উপর তোমার যখন এত কৃপা, তখন আমি আর কেমন করিয়া তাহাকে অপরাধী করি? এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কমলাকান্তকে ডাকিয়া প্রভু কৃপালিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

এইরূপ নানা প্রমাণে পাওয়া যায়,—গুরুকৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা ও গুরুতে কদাপি মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না; সর্ব্বদা তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবে। শাস্ত্রে এই গুরু ত্রিবিধ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

শ্রবণগুরু বা বর্ত্মোদ্দেশক গুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। প্রথমতঃ কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবশে শ্রীশ্রীভগবদ্ভজন-মার্গে শ্রদ্ধা হইলে যাঁহার নিকট ভজনতত্ত্ব কিংবা ভজনপথের কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া জীব গুরু-পদাশ্রয় করিয়া দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হয়, শাস্ত্র তাঁহাকে শ্রবণগুরু বলেন।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

পরম পুরুষার্থ লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শাস্ত্র ও ভগবানে জ্ঞানসম্পন্ন গুরুর শরণাপন্ন হইবেন ও তাঁহার নিকট ভজনপথের উদ্দেশ জানিবেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এই বচনটি শ্রবণগুরু সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মহাজনের আচারেও দেখা যায়, লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর গুরুবন্দনা করিতে ত্রিবিধ গুরুরই বন্দনা করিয়াছেন।

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ॥ ইত্যাদি

আমার বর্ত্মোদ্দেশক গুরু—চিন্তামণির জয় হউক—দীক্ষাগুরু সোমগিরিপাদের জয় হউক—শিক্ষাগুরুর জয় হউক ইত্যাদি।

যাঁহার নিকট বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তিনি দীক্ষাগুরু ও যাঁহার নিকট ভজনাদি শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু।

শ্রবণগুরু ও শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন, কারণ যত মহাত্মার নিকট ভজন শিক্ষা কিংবা ভজনপথের উদ্দেশ পাওয়া যাইবে, সকলেই শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরু। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ,
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।

ইহাতে শিক্ষাগুরুর বহুত্ব যে মহাজনসম্মত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। শিক্ষাগুরু ও শ্রবণগুরুও কৃষ্ণের স্বরূপ।

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভগবানের তত্ত্ব ভগবান্ ছাড়া আর কে জানিতে পারে? তাই ভগবানই অন্তর্য্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রূপে জীবকে নিজের তত্ত্বোপদেশ করিয়া থাকেন।

মোট কথা, সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে—গুরু দেবতা ও মন্ত্র এই তিনই এক পদার্থ; এ তিনে ভেদ জ্ঞান থাকিলে কখনই কেহ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না; অতএব গুরুতত্ত্ব জানিয়া শাস্ত্রোপদেশ মত তাঁহার চরণাশ্রয় করিতে পারিলে অনায়াসে ভববন্ধন মোচন হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরু-নির্ব্বাচন।

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন শাস্ত্রেরই মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু এই গুরু নির্ব্বাচন করা বড় কঠিন ব্যাপার। রোগার্ত্ত ব্যক্তি রোগোপশমের জন্য অসদ্বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন রোগমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও রোগ বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তিও অসদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসার ক্ষয় হওয়া দূরে থাকুক, আরও নানাপ্রকার অপরাধে পতিত হইয়া নরক ভোগ করে।

সদগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করি উপদেশ।
কয়লাকে ময়লা ছোড়ে যব্ আগ্ করে পর্বেশ॥

প্রকৃত অগ্নি স্পর্শ না হইলে কয়লার ময়লা কাটে না; তাই শাস্ত্রকারগণ গুরুর নানা প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় লক্ষণদ্বারা গুরু পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ প্রকৃত মুমুক্ষুর একান্ত কর্ত্তব্য। এই গুরু-পরীক্ষা না থাকায় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চিরন্তন ভজনপ্রথা এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাহা হউক কয়েকটী শাস্ত্রীয় গুরুলক্ষণ আলোচনা করা যাইতেছে—

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতি রিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তম্।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমধিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত॥
—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতক্রমদীপিকাবচনম্।

কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে যিনি সম্যকপ্রকারে জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ অর্থাৎ কুষ্ঠাদি মহারোগহীন, শ্রীভগবানের চরণকমলে

যাঁহার অহৈতুকী ঐকান্তিকী ভক্তি, যিনি বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-দর্শী, যিনি পূর্ব্ব মহাজনগণের আচারনিষ্ঠ, যিনি সাধুগণের প্রিয়, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিতে পারেন,—এতাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র গ্রহণের জন্য দেহ মন নত করিবে। অর্থাৎ এতাদৃশ গুরুই আশ্রয় করিবে।

শ্রুতিতেও আছে—

তদ্‌বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য সদ্‌গুরুর নিকটেই গমন করিবে।

সদগুরুর পরীক্ষার জন্য শাস্ত্রে কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই সদগুরু কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূত-হিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তাবিমর্শকঃ।
সগুণোর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ॥
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্‌গরিমাম্বুধিঃ।

—শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত-মন্ত্রমুক্তাবলীবচনম্।

যিনি অপ্রতিত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নিজে শুদ্ধ অর্থাৎ কখনও যাঁহার কোন পাতিত্য দোষ জন্মে নাই, বর্ণাশ্রমাদি-বিহিত শাস্ত্রাচার-

সম্পন্ন, আশ্রমী অর্থাৎ যিনি গৃহস্থাদি আশ্রমধর্ম্মবহির্ভূত নহেন, ক্রোধশূন্য, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসসম্পন্ন, অসূয়াহীন অর্থাৎ যিনি কাহারও গুণে দোষারোপ করেন না, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলেই আনন্দ বোধ হয়, শুদ্ধ, সুবেশ অর্থাৎ নিজে সম্প্রদায়োচিত বেশ-ভূষায় ভূষিত, তরুণ অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ নহেন, সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত, বুদ্ধিমান, ঔদ্ধত্যরহিত, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষারহিত, অহন্তা অর্থাৎ হিংসাবিহীন, বিমর্শক অর্থাৎ বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, ভগবৎপূজানিরত, কৃতজ্ঞ, শিষ্যের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্রাদিপরায়ণ, তর্কবিতর্কাদি দ্বারা শাস্ত্রীয় মতামত খণ্ডন-মণ্ডনে সমর্থ, শুদ্ধচিত্ত, দয়ালু,—এতাদৃশ গুরুই গরিমার নিধি অর্থাৎ গৌরবের যোগ্য। এইরূপ গুরুর পদাশ্রয় করাই শাস্ত্রসম্মত।

অগস্ত্য-সংহিতায় লিখিত আছে—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থ-কোবিদঃ॥
উদ্ধর্তুং চৈব সংহর্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥

দেবতাপূজনকারী, শমগুণযুক্ত, বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানী, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রার্থপারগ, মন্ত্রোদ্ধার-মন্ত্রসংহার প্রভৃতি করিতে সুনিপুণ।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়-নিরাশ করিতে সমর্থ

শাস্ত্রের গূঢ়ার্থবিৎ,পুরশ্চরণ হোম মন্ত্র প্রভৃতি সিদ্ধ ও পুরশ্চরণাদি প্রয়োগে দক্ষ, তপস্যাসম্পন্ন, সত্যবাদী—এই সকল গুণসম্পন্ন গৃহস্থ গুরুই শাস্ত্রসম্মত।

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়-সংচ্ছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

যে গুরু শিষ্যের নিকট সেবা যশঃ ও ধন লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি কদাপি গুরুপদের যোগ্য হইতে পারেন না। পরন্তু যিনি দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও আকাঙ্ক্ষারঞ্জিত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, স্পৃহাশূন্য, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ, সর্ব্ব সন্দেহ নিরাশ করিতে সমর্থ ও আলস্যরহিত, তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য।

এতাদৃশ বহু গুরুলক্ষণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; মুখ্য মুখ্য গুলির এখানে সন্নিবেশ করা গেল। গুরুসম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বিচারের প্রয়োজন আছে; সেটি অন্য কিছুই নহে; বর্ণ ব্যবস্থা। হীন বর্ণ শূদ্রাদি উত্তম বর্ণ ব্রাহ্মণাদিকে দীক্ষা দিতে পারেন কি না, এ সম্বন্ধে একটি তুমুল বিরোধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। অনেকেরই ধারণা শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ ছিলেন, অথচ তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যের কথা শুনা যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, শ্রীনরোত্তম দাসের কায়স্থ দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; কারণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনরোত্তম দাসের জন্য পদ্মাগর্ভে প্রেম নিহিত রাখিয়াছিলেন; তখন শ্রীনরোত্তম দাসের জন্ম হয় নাই; তাহার পর শ্রীনরোত্তম দাস রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, একদিন পদ্মায় স্নান করিতে গিয়াছেন;

স্নান করিয়া উঠিলাই আর সে নরোত্তম নাই! তাঁহার দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ হইয়াছে এবং বিষয়ী রাজপুত্রের সে বিষয়-ভোগ-লালসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে,—কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, নয়নে দরদর অশ্রু পতন হইতেছে, অঙ্গে স্তম্ভ স্বেদ পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার, মুখে কৃষ্ণ নাম ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, নরোত্তমের কায়স্থ দেহের পরিবর্ত্তে এক অপ্রাকৃত দেহের আবির্ভাব হইয়াছিল; সে অবস্থায় তিনি ব্রাহ্মণ কেন, দেবতারও গুরু হইতে পারেন।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" ॥

ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্য শ্রবণগুরু সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে,—দীক্ষা গুরু সম্বন্ধে নহে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ।
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাৎ তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা ॥

— শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবচনম্।

শ্রীভগবান্ নারদকে বলিতেছেন,—হে নারদ! যে ব্রাহ্মণ কালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রোক্ত দীক্ষোপযুক্ত পঞ্চকালের তত্ত্বদর্শী এবং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, তিনিই সর্ব্ববর্ণকে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিবেন। এতাদৃশ ব্রাহ্মণগুরুর যদি অভাব হয়, তাহা হইলে শান্তস্বভাব, ভগবন্ময় অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যিনি ভগবদ্বিভূতিজ্ঞান-যুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষাবিধানাদি সম্বন্ধে প্রধান, শাস্ত্রদর্শী, সৎক্রিয়ান্বিত, সিদ্ধিত্রয়যুক্ত অর্থাৎ পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্র, গুরু ও দেবতার সাধন সম্পন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষা দানে অধিকারী হইতে পারেন। এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্রের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন। এতাদৃশ বৈশ্যেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত শূদ্র শূদ্রের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন।

হীনবর্ণ শূদ্রাদি যে উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণাদির গুরু হইতে পারেন না, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই।

বর্ণোত্তমেঽথচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচনম্।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরু স্বদেশে কিংবা অন্যত্র বিদ্যমান থাকিলে কখনই আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়াদি মন্ত্র প্রদান করিবেন না। অর্থাৎ পূর্ব্ব বচনে বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় যোগ্য হইলে ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের গুরু হইতে পারেন। এই বচনে তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—যদি কোন প্রকারে ব্রাহ্মণ গুরু অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়া যায়, তবেই ক্ষত্রিয়াদি

মন্ত্র প্রদান-করিবেন; নচেৎ নহে। যদি ব্রাহ্মণ গুরু বিদ্যমান থাকিতে ক্ষত্রিয়াদি মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষ হানি হয়। অতএব শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিবে।

ক্ষত্রিয়াদির মন্ত্র প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কদাপি প্রতিলোম ক্রমে অর্থাৎ হীনবর্ণ হইয়া উচ্চবর্ণকে দীক্ষা দিবেন না।

ব্রাহ্মণই সকলের গুরু হইবেন, এ বিষয়ে সর্ব্ব শাস্ত্রেরই একমত।

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্
সর্ব্বেষামেব লোকানাং সচ পূজ্যো যথা হরিঃ॥

পদ্ম-পুরাণম্।

ভাগবত-চূড়ামণি ব্রাহ্মণই সমস্ত বর্ণের গুরু; শ্রীভগবানের ন্যায় তিনি সকলের পূজ্য।

কিন্তু বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আর একটি বিশেষ নিয়ম করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ স্বরূপতঃ সকল বর্ণের গুরু হইলেও দীক্ষা গ্রহণে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই আদরণীয়।

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

পদ্ম-পুরাণম্।

দোষ-সম্পর্ক-বিহীন, উত্তম কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বেদের সহস্র শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তিনি কদাপি বৈষ্ণবের গুরু হইতে পারেন না অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না।

শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

যিনি বিষ্ণু মন্ত্রোপাসক নহেন, তাঁহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে, নরকগামী হইতে হয়। যদি দৈবাৎ কেহ অবৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনশ্চ বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।

গুরু সম্বন্ধে বহু বিচার আছে। গুরু-নির্ব্বাচন একটি সহজ কার্য্য নহে। আজ কাল আমাদের দেশ হইতে গুরু-নির্ব্বাচন-প্রথা একে বারে উঠিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধন-পথ লোপ পাইয়াছে। কুলগুরু-প্রথায় অশেষ প্রকারে ভজন-রাজ্যের অকল্যাণ সাধিত হইতেছে। কুলগুরু অত্যন্ত অসদাচার-সম্পন্ন হইলেও ভ্রম ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া লোকে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, আত্মোন্নতি করিতে হইলে, কোন এক মহাত্মার চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি সর্ব্বপ্রকারে আমারই মত বা আমা হইতেও নীচ; তাঁহাকে ধরিয়া আমি কেমন করিয়া আত্মোন্নতি করিব? আমাদের সম্প্রদায়ের আদি গুরু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীমদদ্বৈত প্রভু, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী—ইঁহারা কেহই কুলগুরুর অপেক্ষা রাখেন নাই। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত সদাচার-পরায়ণ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণ বলিয়া শেষে কতকগুলি গুরুর দোষও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল দোষবিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না।—

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্‌বাদী গুণ-নিন্দকঃ॥

অরোমা বহুরোমাচ নিন্দিতাশ্রম-সেবকঃ।
শ্যাবদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাস-বাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ।

তত্ত্বসাগরঃ।

বহুভোজনশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়-লালসাযুক্ত, হেতুবাদরত অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ শুষ্ক তর্ক নিরত, দুষ্ট অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়-বিগর্হিত কর্ম্মকারী, পরনিন্দা বিষয় বার্ত্তা প্রভৃতি-শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বাক্য-কথনপ্রিয়; গুণের নিন্দাকারী অর্থাৎ অপর কাহারও গুণ কীর্ত্তন করিলে, তাহা গায়ে সহ্য হয় না—যেমন করিয়া হউক তাহার একটা দোষ বাহির করিতেই হইবে এতাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন, লোমহীন কিংবা বহুলোমযুক্ত, নিন্দিতাশ্রমসেবক অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করেন না—সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করেন না ইত্যাদি রূপ, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, মুখে দুর্গন্ধযুক্ত, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ প্রভৃতি দুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন, অর্থ-সামর্থ্য থাকিতেও বহু দান গ্রহণকারী, (সম্প্রতি এই দোষটি সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে ; যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ঠিক যাহাতে নিজের পরিবার পোষণ করা যায়—এইরূপ দান গ্রহণ করাই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ; তাহার পরিবর্ত্তে আজ কাল দেখিতে পাই, অর্থের অভাব নাই—অথচ দেশে দেশে ঘুরিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা সুদী কারবার প্রভৃতি নিন্দিত কার্য্য করা হইতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার বাসনা আছে, সেইজন্য ঠাকুর-সেবার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতেছি,—আমার জন্য কিছুই নহে" ইত্যাদি)। শাস্ত্রে বলেন, এই সমস্ত দোষযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে শিষ্য শ্রীভ্রষ্ট হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আজকাল দেশে অনেক নামজাদা গুরুর মধ্যেও এই সকল দোষের অভাব নাই; শিষ্যগণ যথা শাস্ত্র বিচার করিয়া লইলেই ধর্ম্মপথের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। প্রকৃত-গুরু-নির্ব্বাচন-ব্যতীত দীক্ষা গ্রহণে কোনই ফল নাই।

শিষ্য-নির্ব্বাচন।

গুরু-নির্ব্বাচনের মত শিষ্য-নির্ব্বাচনও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। নিন্দিত গুরু যেমন শিষ্যের ইহলোক ও পরলোক নষ্ট করেন, সেইরূপ নিন্দিত শিষ্যও গুরুর ইহলোক ও পরলোকের সমস্তই নষ্ট করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষণ সম্পন্ন গুরুর অভাব থাকিলেও শিষ্য যদি যোগ্য হন, তাহা হইলে, তিনি নিজগুণে গুরুর গুরুত্ব স্থাপন করিতে পারেন। শিষ্যের গুণে অনেক নিন্দিত গুরুও প্রশংসিত হইয়াছেন, এরূপ কথা শুনা যায়।

"গুরু মিলে লাখে লাখে শিষ্য মিলে এক"

এই প্রাচীন কথাটি বড় মিথ্যা নহে।

শিষ্যলক্ষণ শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশম্॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥

যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥

মন্ত্রমুক্তাবলী।

সদ্‌বংশজাত,শ্রীসম্পন্ন, বিনয়াদিগুণযুক্ত, সুদর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচার-সম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান্ না হইলে ভজনতত্ত্ব বুঝিতে পারেন না—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বড়ই সূক্ষ্ম), কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি পরিত্যাগী, গুরুভক্ত কায়মনোবাক্যে ভজনীয় দেবতার প্রতি ভক্তিবিশ্বাসী, নীরোগ, পাপজয়ী, শ্রদ্ধাযুক্ত, দেব দ্বিজ ও পিতৃগণের সেবা-পরায়ণ, যুবা (অধিক বয়স হইলে শক্তিহীনতা বশতঃ ভজন বিষয়ে পরিশ্রম করিতে পারে না), ইন্দ্রিয়জয়ী, দয়াশীল,—এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত শিষ্য প্রকৃত দীক্ষাধিকারী।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন,—এতাদৃশ লক্ষণ যাহার নাই, তাহার যদি ভগবদ্ভজনে প্রবল বাসনা হয়, তবে কি সে দীক্ষার অভাবে ভজন করিবে না? তদুত্তরে আমরা বলি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি বহুবিধ ভক্ত্যঙ্গ আছে; সে গুলি যাজন করিতে দোষ কি? ভজনের পথের ত অভাব নাই। বিশেষতঃ কাহারও কৃষ্ণ-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মশোধন করিবার যদি প্রবল আকাঙ্খা ও উৎকণ্ঠা হয়, তাহা হইলে, তাহার আর কোন দোষ থাকে না। দোষ থাকিলেও উৎকণ্ঠার অনলে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। অযোগ্য হইলেও তাহার যোগ্যতা জন্মে। প্রকৃত উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, তাঁহাতে সমস্ত লক্ষণ গুলিই প্রকট হইয়াছে।

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

নিরভিমান, পরশ্রীকাতরতাহীন, বিষয়-মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ়

প্রীতিযুক্ত, অচঞ্চল-স্বভাব অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী, ভগবান্ ও ভগবদ্ভজনের তত্ত্বজিজ্ঞাসু, পরের দোষাবিষ্করণ-স্বভাব-শূন্য ও বৃথা আলাপহীন ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত।

গুরুর যেমন নিন্দিত লক্ষণ আছে, শিষ্যেরও সেইরূপ আছে। যথা—

অলসা মলিনা ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়া মৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

যে অলস (অলস হইলে আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায়ই ভজনবিমুখ হইয়া থাকে), মলিন, অনর্থকক্লেশকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ অর্থাৎ ধনাদির সদ্ব্যয় করিতে অক্ষম, দরিদ্র (এখানে দরিদ্র বলিতে যে ব্যক্তি নিজের অভাব জ্ঞানে সদা অসন্তুষ্ট থাকে এতাদৃশ ব্যক্তি) মহারোগগ্রস্ত, ক্রোধন-স্বভাব, বিষয়াসক্ত, অত্যন্ত ভোগলালসাবান্, অসূয়াপরায়ণ, মাৎসর্য্যশীল, শঠ, রুক্ষভাষী, অন্যায় উপায়ে অর্থাৎ পর-বঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনশীল; পরদার-রত, পণ্ডিতগণের সহিত শত্রুতাকারী, নিজে মূর্খ হইয়াও পণ্ডিতাভিমানী, ভ্রষ্টব্রত অর্থাৎ যাহার কোন সংকল্পই কার্য্যে পরিণত হয় না, কষ্টবৃত্তি অর্থাৎ যে জীবিকার জন্য অবৈধ আচার করে, পরদোষদর্শী, পরদুঃখদাতা, বহুভোজনশীল, ক্রূর-কর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত—এতাদৃশ ব্যক্তিকে কখনও শিষ্য করিবে না।

অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে লোককল্পিতাঃ॥
যদ্যেতে হ্যুপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে॥

অগস্ত্য সংহিতা।

যাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায় না, যে গুরুকৃত শাসন সহ্য করিতে পারে না, এবম্ভূত ব্যক্তিকে কখনই শিষ্যত্বে বরণ করিবে না। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এতাদৃশ ব্যক্তিকে শিষ্য করেন, তবে তিনি দেবতার ক্রোধভাজন হন। দরিদ্র ও স্ত্রী পুত্রাদি বিবর্জ্জিত হন এবং দেহান্তে নরক ভোগ করতঃ পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্নএবচ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা স্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েৎ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্।

জৈমিনি, বুদ্ধ, নাস্তিক, দিগম্বর, কপিল ও গৌতম—ইহারা হেতু-বাদী; যাঁহারা ইহাদের মতানুযায়ী, তাঁহারাও হেতুবাদী। হেতুবাদীকে কখনই মন্ত্র প্রদান করিবে না।

নানাবিধ শাস্ত্রালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, গুরু ও শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা না করিয়া কখনই গুরু-শিষ্য-ব্যবহারে রত হইবেন না।

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহার-স্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে ॥

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্।

এক বৎসর একত্র বাস করিলে, গুরু ও শিষ্যের পরস্পর ব্যবহার ও স্বভাবানুভব দ্বারা পরস্পরের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তয়ো র্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলী।

গুরু ও শিষ্য এক বৎসর একত্র বাস করিলে, পরস্পর পরস্পরের স্বভাব জানিতে পারেন; ইহাতেই গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব ব্যবহার সুসিদ্ধ হয়—অন্য কোন প্রকারেই হয় না।

নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ।

শ্রুতিঃ।

এক বৎসর একত্র বাস না করিলে, মন্ত্র দিবে না।

পরীক্ষা না করার বিশেষ দোষ শাস্ত্রে এইরূপ বলেন যে—

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥

সারসংগ্রহঃ ॥

যেমন অমাত্য-কৃত দোষ নৃপতিতে উপস্থিত হয়, পত্নীকৃত দোষের ফল পতি ভোগ করেন, সেইরূপ শিষ্যকৃত পাপফলও গুরুকে ভোগ করিতে হয়। এইরূপ বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। মোট কথা গুরু বা শিষ্য কেহ—কাহাকেও বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র দান বা মন্ত্র গ্রহণ করিবেন না। এই পরীক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের সুবিমল ধর্ম্মপথ এখন অধর্ম্ম-কণ্টকে আবৃত হইয়া গিয়াছে।

গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ দেখিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়া, গুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিবেন। মন্ত্র প্রদান করিলেই গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য শেষ হইল না। প্রত্যুত পরস্পর চির-জীবনের জন্য এক অভিনব সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইলেন। গুরু শিষ্যকে নিজ পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া, তাহার হিতচিন্তা ও শাসন প্রভৃতি করিবেন। শিষ্যও গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করিয়া নিজের দেহ ও দৈহিক সর্ব্বস্ব গুরুর চরণে অর্পণ পূর্ব্বক ভৃত্যবৎ চিরজীবন তাঁহার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইবেন। এতদ্ব্যতীত পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, শাস্ত্রে তাহারও নিয়ম আছে। দীক্ষিত ব্যক্তির স্বপ্নেও যদি গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা কিংবা অবজ্ঞা আসে, তাহা হইলে তাহার আর গতি নাই ;—ইহলোক পরলোক দুই দিকই যাইবে। কাজেই শাস্ত্রলিখিত আচারে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। কেহ ইহার কিছুমাত্র অন্যথা করিবেন না। গুরুর সহিত যথাশাস্ত্র ব্যবহার করা হয় না বলিয়াই—কাহারও ধর্ম্মে উন্নতি নাই বা দুঃখেরও শান্তি নাই। কেহ বলিতে পারেন, আমার গুরুদেব যে ভাবে আজ্ঞা করেন, তাহা পালন করা আমার অসাধ্য। তদুত্তরে আমরা বলি পূর্ব্বে পরীক্ষা কর নাই বলিয়াই এক্ষণে তুমি তাহার ফলভোগ করিতেছ।

যাহা হউক, গুরু ও শিষ্যের ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।—

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ ॥
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভাহাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা ॥
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেবচ ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

গুরুদেবের জন্য জল, কুশ, পুষ্প, সমিধ্ প্রভৃতি প্রত্যহ আহরণ করিবে। [পূর্ব্বপ্রচলিত বৈদিক আচারানুসারে কুশ সমিধ প্রভৃতি আহরণের কথা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীগুরুদেবের আচারানুসারে তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় পুষ্প তুলস্যাদি আহরণেই—সেই কার্য্য হইবে]। তাঁহার বাসগৃহ মার্জ্জন লেপনাদি করিবে। তাঁহার শরীর মার্জ্জন উপলেপন প্রভৃতি করিবে। পরিধেয় বস্ত্র প্রক্ষালন করিবে। তাঁহার নির্ম্মাল্য অর্থাৎ অঙ্গোত্তীর্ণ পুষ্পমালা প্রভৃতি, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাতুকা, আসন, ছায়া, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। দন্তকাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। নিজকৃত কর্ম্ম সৎ কিম্বা অসৎ হউক, গুরুর নিকট নিবেদন করিবে। গুরুদেব উপস্থিত থাকিলে তাঁহার অনুমতি না লইয়া গমন করিবে না। সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিবে ও হিতে রত থাকিবে। গুরুদেবের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ, হাই তোলা, উচ্চহাস্য, উত্তরীয় দ্বারা কণ্ঠাবরণ, অঙ্গুলী-স্ফোটন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।

গুরু-শয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা চ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥

গুরোরগ্রে পৃথক পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জয়েৎ॥

আগমবাক্যম্।

শ্রীগুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদপীঠ, স্নানজল ও ছায়া কদাপি লঙ্ঘন করিবে না। গুরুসম্মুখে পৃথক্ পূজা অর্থাৎ গুরুর অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা করিবে না। গুরুদেবের সহিত নিজের অভেদ-ভাবনা পরিত্যাগ করিবে। গুরুসম্মুখে শিক্ষা-দান, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও নিজের প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে।

শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তি নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব সবন্ধুষু॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

গুরুপুত্র, গুরুপত্নী ও গুরুর জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিতও গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে এবং তাহাদের হিতাচরণ করিবে।

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥

মনুস্মৃতিঃ।

গুরুর গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুর সম্মুখে গুরুর অনুমতি ব্যতীত নিজের পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে প্রণামাদি করিবে না।

নোদাহরেৎ গুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্॥

মনুস্মৃতিঃ।

প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। গুরুর গতি, বাক্য ও কার্য্যের অনুকরণ করিবে না অর্থাৎ গুরুদেব এই কার্য্যটি

এইরূপে করেন, অতএব আমিও করি,—এইরূপ অনুকরণ করিলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। কারণ, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা করিবার প্রণালীই বা কিরূপ এ সমস্ত কিছুই জানি না—অথচ কেবল দেখিয়া অনুকরণ করিলে, কেন না দোষ ঘটিবে? তবে গুরুর অনুমতি পাইলে, করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত বচনে গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না,—এইরূপ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন কারণে যদি নামগ্রহণের প্রয়োজন হয়, তবে কি করিবে? এই আশঙ্কায় শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের বচন দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দ-সমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্।

যেখানে সেখানে যে সে ভাবে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না—এবং অভক্তিতে নাম উচ্চারণ করিবে না—প্রয়োজন হইলে কৃতাঞ্জলি হইয়া নতমস্তকে প্রথমে ওঙ্কার, পরে গুরুদেবের নাম, অন্তে বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ—এইভাবে উচ্চারণ করিবে।

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
গুরো র্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো ন লঙ্ঘয়েৎ কদাচন॥

শ্রীনারদ-সংহিতা।

যেখানে যেখানে গুরুদেবের দর্শন পাওয়া যাইবে, সেখানে সেখানেই

কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন, যানি, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া কদাপি লঙ্ঘন করিবে না।

আয়ন্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

গুরুদেব যখন নিজগৃহে আগমন করিবেন, তখন পথ প্রদর্শন করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিবে। যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। নিজ প্রিয় ভোজ্য দ্রব্যাদি গুরুকে প্রত্যহ সমর্পণ করিয়া ভোজন করিবে।

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্‌বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

গুরুদেব তাড়ন কিংবা পীড়ন করিলেও কদাপি তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। তাঁহার বাক্য কদাপি অবমাননা করিবে না। প্রাণ, ধন, কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সর্ব্বদা গুরুর প্রিয় কার্য্য করে, সে পরম গতি লাভ করে।

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাৎ তস্যাজ্ঞাং ন বিলঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্।

ভ্রম বশতঃ কখনও গুরুদেবকে কোন আজ্ঞা করিবে না। গুরু-দেবকে সমর্পণ না করিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। গুরুদেবের আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না।

গুরু পরীক্ষা হইতে গুরু সেবা বিধি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় জানিয়া পরে দীক্ষা গ্রহণ করিবে—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এ সমস্ত না জানিয়া গুরুপাদাশ্রয় করিলে মহানর্থ ঘটে।

শিষ্যের এইরূপ বহু কর্ত্তব্য আছে—গুরুদেবেরও শিষ্য সম্বন্ধে বহু কর্ত্তব্য আছে।—গুরুদেব সর্ব্বদা শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হইবে, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন। কেবল সাংসারিক দুঃখ জানাইয়া শিষ্যের অর্থ শোষণ করাই গুরুর কর্ত্তব্য নহে। শিষ্যের যেমন কর্ত্তব্য, কোন বিচার না করিয়া সর্ব্বদা গুরুর আজ্ঞা পালন করা, সেইরূপ গুরুরও কর্ত্তব্য শিষ্যকে কোন আজ্ঞা না করা। পাছে আজ্ঞা পালন না করিতে পারিয়া শিষ্যের অপরাধ হয়, এই জন্যই শিষ্যকে আজ্ঞা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও গুরুশিষ্য পরীক্ষা ব্যতীত কদাপি মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

গুরু ও শিষ্য পরস্পরের পরীক্ষা এবং কর্ত্তব্য না জানিয়া মন্ত্রদান বা মন্ত্র গ্রহণ করিলে উভয়েই অনন্তকাল নরক ভোগ করেন।

গুরুর আজ্ঞাপালন সম্বন্ধেও একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত আছে; গুরুদেব যদি অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা করেন অর্থাৎ শিষ্যকে বলিলেন—"বাপু, হে তুমি আমার মুখে একটি পদাঘাত কর" তখন শিষ্যের কর্ত্তব্য কি? শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা স্থলে গুরুদেব আমাকে

পরীক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া, শিষ্য মনে মনে গুরুদেবের চরণ চিন্তা করিবেন ও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবেন।

শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভক্তিসন্দর্ভে আরও একটি বিশেষ কথা আছে।—

যঃ প্রথমং শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্ তাদৃশ গুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবত-সৎকারাদাবনুমতিং ন লভতে, উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভি-প্রায়েণৈব যো বক্তিন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ, তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ। বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য-এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতি-পন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেনৈবাবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।' ইত্যাদিবচন বিষয়ত্বাচ্চ। শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ। ৫২৬ পৃষ্ঠা।

যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শাস্ত্রজ্ঞ ভগবদ্ভাবসম্পন্ন এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখিয়া প্রকৃত গুরু আশ্রয় করিতে পারে নাই অর্থাৎ অজ্ঞতা বশতঃ অযোগ্য কুলগুরু কিংবা অন্য কোন গুরু আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে পরিশেষে বিশেষ বিপদাপন্ন হইতে হয়। যে গুরুতে শাস্ত্রীয় লক্ষণ নাই, তিনি যে প্রায়ই কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার হয়ত কোন মহাত্মার প্রভাব দেখিয়া মৎসরভাবের উদ্রেক হইয়াছে। মনে করেন, আমার শিষ্য যদি অমুক মহাত্মার কাছে যায় তাহা হইলে আমার পসার কমিয়া যাইবে; অমনি তিনি শিষ্যকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অমুকের নিকট যাইবে না। তাহাতে শিষ্যের উভয় সঙ্কট হয়। কারণ সে মহাত্মার নিকট গমন করিলে, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় এবং সে

মহাত্মার সেবা না করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি শিষ্য গুরুভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, গুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রহার করিয়াছেন। এখনও কোন কোন নামজাদা মহাত্মার শিষ্য-সম্প্রদায়ে দেখা যায়, গুরুদেব আসিলে, সকলে উঠিয়া দাঁড়ান—প্রণাম করেন; কিন্তু সেইরূপ কিংবা তদপেক্ষা অধিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন কোন মহাত্মা আসিলে, শিষ্যগণ গ্রাহ্যও করেন না। এগুলি শিষ্যের দোষ নহে, গুরু দেবের মাৎসর্য্যবশতঃ শিষ্যেরা এইরূপ শিক্ষা পায়। এই অনর্থ ঘটিবে বলিয়াই শাস্ত্র বলিয়া রাখিয়াছেন,—গুরু ও শিষ্য পরস্পর পরীক্ষা করিয়া লক্ষণাদি না দেখিয়া মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ করিলে, গুরু ও শিষ্য উভয়েই নরকগামী হন। যাহা হউক, কাহারও ভাগ্যে যদি এইরূপ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাদৃশ গুরুর সঙ্গ না করিয়া, দূর হইতে ভক্তি করিবেন। গুরু যদি ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষী হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রে আছে, গুরু যদি উৎপথগামী অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত না জানিয়া, যথেচ্ছাচারী বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। কারণ, বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে, তিনি বৈষ্ণব-ভাব-রহিত অর্থাৎ অবৈষ্ণব হইলেন; তাহাতে অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক ভোগ করিতে হয়,—ইত্যাদি বচনোক্ত দোষপাত হয়।

শাস্ত্রে এইরূপ নানা সিদ্ধান্ত আছে; মোট কথা, গুরু-শিষ্য-ব্যবহার বড় কঠিন ব্যাপার। বর্ত্তমান সময়ে কেহই সেদিকে দৃষ্টি রাখেন না। সামান্য কোন ভজনাভাব বা ভণ্ডামি দেখিয়া ভুলিয়া যান ও যাহাকে তাহাকে গুরু স্বীকার করেন। বোধ হয়, একবার শাস্ত্র দেখিলে আর এ অনর্থ ঘটে না।

উপাস্য-নির্ণয়।

ভগবানের নানা মূর্ত্তি আছে,—তাহার পর অনেক দেবতা আছেন ; ইঁহাদের মধ্যে কাহার উপাসনা করিতে হইবে, এসম্বন্ধে সন্দেহ স্বাভাবিক। সেজন্য শাস্ত্রকার উপাস্য-দেবতা-নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। যদিও একই ভগবান্ নানা মূর্ত্তিতে জগজ্জীবকে কৃপা করিতেছেন, তথাপি মূর্ত্তিবিশেষের উপাসনায় ফল-বিশেষ লাভ হয়।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে গু'ণাস্তৈ-
যু'ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো নৃ'ণাং স্যুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

একই ভগবান্ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণযুক্ত হইয়া জগ-তের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়-কার্য্যার্থ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। অতএব তিন মূর্ত্তিই যখন ভগবানেরই, তখন আর ভিন্ন ভাব কিসে আসিবে? কিন্তু তত্ত্বাংশে অভেদ হইলেও সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ভেদবশতঃ ঔপাধিক ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিলেই, উপাসনায় ফলভেদ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, উপাস্য দেবতার গুণ উপাসক ভক্তে সঞ্চারিত হয়। সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিতে-ছেন, সত্ত্ব মূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাতেই জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে।

অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্‌বিরিঞ্চোপহৃতার্হ'ণাম্ভঃ॥

সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্ধঃ ১৮শ অং ২১শ শ্লোঃ।

ব্রহ্মা ভগবানের চরণযুগল ধৌত করিতেছেন; সেই চরণোদক শ্রীশ্রীমহাদেব পরমাদরে নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন ও শিব-মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই চরণবারি গঙ্গারূপে জগৎ পবিত্র করিতেছেন। অতএব শ্রীহরিব্যতীত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ আর কাহাকে বলিব? এই শ্লোকে শ্রীহরি যে ব্রহ্মা ও শিবেরও উপাস্য, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধঃ ৮৯ অঃ ১৪ শ্লোঃ।

শ্রীভৃগুমুনি অন্যান্য মুনিসমাজে শ্রীহরির মহিমা বর্ণন করিলে, সমস্ত মুনিগণ বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীহরিই একমাত্র উপাস্য; এবিষয়ে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ রহিল না। শান্তি ও অভয়ের হেতু এক মাত্র শ্রীহরি,—ইহা বিবেচনা করিয়া মুনিগণ শ্রীহরিকেই সর্ব্বেশ্বর নিশ্চয় করিয়া ভজন করিতে লাগিলেন।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃসমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

পদ্মপুরাণম্।

চরাচর ব্রহ্মাণ্ডবাসীকে মুগ্ধ করিবার জন্য সেই সেই পুরাণ আগম প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ভুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া,

সেই সেই দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন,—তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু সিদ্ধান্ত স্থলে অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র বিচার করিয়া যখন জীবের প্রকৃত প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হইবে, তখন "মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ" অর্থাৎ শ্রীহরি ব্যতীত মুক্তিদাতা কেহ নাই—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, সকলেরই শ্রীহরিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥

নৃসিংহপুরাণম্।

আমি দুই বাহু তুলিয়া তিন সত্য করিয়া ঘোষণা করিতেছি, বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই আর শ্রীহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই।

অরি র্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে শত্রুও মিত্র হয়; বিষও অমৃত হয়; অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। কিন্তু শ্রীহরি প্রসন্ন না হইলে, সবই বিপরীত অর্থাৎ মিত্রও শত্রু হয় ইত্যাদি। একথাটি রূপকথা নহে—প্রহ্লাদ-চরিত্রে সকলেই শুনিয়াছেন, শ্রীহরি প্রসন্ন ছিলেন বলিয়া কালকূট বিষ প্রহ্লাদের পক্ষে অমৃত হইয়াছিল। মদমত্ত হস্তীও প্রহ্লাদকে পদদলিত না করিয়া, মস্তকে ধারন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে রাবণ-বধের সময় রাবণের পরম মিত্র শিব, শ্রীরামচন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বাণের অগ্রভাগে ত্রিশূল হস্তে বসিয়া রাবণকে বধ করিয়াছেন।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয়। আবার আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্ম করিলেও তাহা পাপে পরিণত হয়।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

স্কন্দ পুরাণম্।

যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে। এই শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য একটু বিবেচনা করিয়া বুঝিতে হয়। আপাততঃ বচনটি দেখিলে বোধ হয়, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বুঝি অন্য দেবতাকে উপাসনা করিতে বারণ করিতেছেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে এখনও কোন কোন বৈষ্ণবকে দেখা যায়—তাঁহারা শ্রীশ্রীদুর্গা প্রভৃতিকে প্রণামাদি করেন না। সমস্তই শ্রীহরির মূর্ত্তিভেদ—শ্রীহরিই নানামূর্ত্তিতে জীবকে করুণা করিতেছেন, অতএব শাস্ত্রবাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা উচিত। স্কন্দপুরাণের এই বচনে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারই দোষ হয়। কিন্তু শ্রীহরিকে পরিত্যাগ না করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া, তাঁহারই মর্ত্তিভেদ জ্ঞান করিয়া, অন্য দেবতার পূজা করিলেও দোষ হইবে, একথা বলিতেছেন কি? বৈষ্ণব শাস্ত্রে "ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন" অর্থাৎ ভগবান্‌কে আরাধনা করিবে; কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করিবে না,—"সর্ব্বদেব পূজিবে না হবে তৎপর। সর্ব্বত্রই মাগি লবে কৃষ্ণভক্তিবর," এরূপ সিদ্ধান্ত যথেষ্ট স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণের মনোগত ভাব এই,—যেমন পতিব্রতা স্ত্রী পতিসেবা করে, আবার দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, দেবর-পুত্র প্রভৃতিরও যথাযোগ্য সেবা করে; কিন্তু দেবর পতির ভ্রাতা, ভাসুর পতির

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, পতির পিতা, এইরূপ পতির সহিত সম্বন্ধজ্ঞানে সেবা, ভক্তি প্রভৃতি করিয়া থাকে। পরন্তু ভাসুর শ্বশুর প্রভৃতি পরম ভক্তিভাজন হইলেও পতি ছাড়া অন্যের সহবাস করে না,—তাহাতে পাতিব্রত্যের হানি হয়, সেইরূপ একনিষ্ঠ ভক্তও নিজের উপাস্য দেবতারই উপাসনা করেন। অন্যান্য দেবতাগণকে তাঁহারই অংশ বা বিভূতি জ্ঞানে যথাযোগ্য সেবা করিয়া থাকেন। যুগপৎ ৫।৭ দেবতার উপাসনা করিলে, একনিষ্ঠতার অভাবে উপাসনার ফল হয় না। সেইজন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলেন—শ্রীহরির সম্বন্ধ লইয়া সকলেরই যথাযোগ্য সেবাপূজাদি কর, কিন্তু হরিসম্বন্ধ ব্যতীত স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞান করিও না। বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে পীঠদেবতা পূজা, আবরণ-দেবতা-পূজা প্রভৃতিতে সকল দেবতারই পূজার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত শাস্ত্র না দেখিয়া একদেশ দেখিলেই এই অপসিদ্ধান্ত আসে। শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য দেবতার উপাসনা করিতে নাই; এ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, কিন্তু একার্থবোধক কতকগুলি বচন লিখিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, প্রয়োজনীয় অন্য কিছু আলোচনা করা ভাল; এইজন্য বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈষ্ণব-শাস্ত্র আর একটি বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়াছেন। সেটি এই যে শ্রীহরির সহিত অন্য দেবতার সমতা বা সাদৃশ্য জ্ঞান করিতে নাই। এ সম্বন্ধেও বহু পুরাণ-বচন শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। একথাটিও বিশেষ মনোযোগ করিয়া না বুঝিলে, অপ-সিদ্ধান্তে পড়িতে হয়।

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ হীন দেব অর্থাৎ ইন্দ্রাদির সহিত বিষ্ণুর তুলনা করে অর্থাৎ ইন্দ্রও যেমন, বিষ্ণুও তেমন ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে, সেই অত্যন্ত নীচ—চণ্ডালাদি নীচ নহে। অর্থাৎ সে চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ জীব, জীবের সহিত ভগবানের তুলনা করা মহাপাপ।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥

শ্রীবৈষ্ণব-তন্ত্রম্।

ভগবান্ ও ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সমানই—এ প্রকার যে ব্যক্তি জ্ঞান করে সে পাষণ্ড। এ সমস্ত বচন বিশেষ বিবেচনা সহকারে না বুঝিলে, অতি অনর্থ হয়। পাষণ্ড শব্দের অর্থ শাস্ত্রাবিশ্বাসী অর্থাৎ যে শাস্ত্র মানেনা, সেই পাষণ্ড। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি ভগবানের গুণাবতার; ইন্দ্রাদি দেবতা তাঁহার বিভূতি; অতএব ইহা না মানিয়া সমান বলিলেইত শাস্ত্রে অনাদর করা হইল। বিশেষতঃ সমান শব্দটি একটু বিবেচনা করিয়া বুঝিলে, দেখা যাইবে—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়ো ধর্ম্মবত্বং সমানত্বম্" অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া কোন ধর্ম্ম থাকায় যেটির সহিত তাহার তুলনা করা যায়, সেইটিও তাহার সমান। যেমন "চন্দ্রের মত মুখ" এখানে মুখ ও চন্দ্র পৃথক্ বস্তু, অথচ চন্দ্র দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, মুখ খানি দেখিলেও সেইরূপ আনন্দ হয়, সেইজন্য মুখকে চন্দ্রের সমান বলা হইয়াছে। এখানে শিব ও বিষ্ণু সমান বলিলে, শিব ও বিষ্ণু যে পৃথক্, একথা স্বীকার করিতে হয়; অতএব "ভেদকৃন্নিরয়ং ব্রজেৎ" অর্থাৎ যে শিব ও বিষ্ণুতে ভেদ জ্ঞান করে সে নরকগামী হয়—এই শাস্ত্রানুসারে তাহার নরক অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য নারায়ণ ও ব্রহ্মা

শিব সমান এ জ্ঞান করিবে না। তিনিই এক পদার্থ—কোন ভেদ নাই। অভেদ ভাবনা দৃঢ় করিবার জন্যই শাস্ত্রে এ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবান্ জগতের জীবকে কৃপা করিবার জন্য নানা অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, মৎস্য কূর্ম্মাদি যেমন ভগবানের লীলাবতার, ব্রহ্মা-শিবাদিও সেইরূপ গুণাবতার—এই জ্ঞান করাই শাস্ত্র-সম্মত।

যদিও তত্ত্বাংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সমস্ত অভিন্ন, তথাপি একই ভগবান্ এক এক মূর্ত্তিতে এক এক রকম ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; এক এক মূর্ত্তিতে জীবকে এক এক রকম ফলদান করিয়া থাকেন; সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ কেবল মাত্র হরির আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্॥

শ্রীহরিবংশে শ্রীমহাদেব-বাক্যম্।

শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ তোমরা সকলেই সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, অতএব সর্ব্বদা হরির আরাধনা কর; বিষ্ণুমন্ত্র জপ কর—শ্রীহরিকেই ধ্যান কর।

অভিন্ন হইলেও শ্রীভগবান্ শ্রীহরিরূপে সর্ব্বকর্ম্মফল দাতা, শ্রীহরি রূপে মুক্তিদাতা, শ্রীহরিরূপেই সর্ব্বেশ্বর। শ্রীহরির অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীমহাদেবও জীবকে এই কথা উপদেশ দিতেছেন ও স্বয়ং তাঁহার ভজনা করিতেছেন এবং জীবকে দেখাইতেছেন, হরি ভজনই সর্ব্বমূলাধার।

তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি॥

বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীশিব-বাক্যম্।

হে পার্ব্বতি, আমি সর্ব্বদা তপস্যা দ্বারা সেই শ্রীহরিকেই ভজনা

করি; তাঁহারই স্তব করি; সর্ব্বদা তাঁহাকেই চিন্তা করি; সেই জন্যই আমার মহিমা সর্ব্বোপরি, সেই জন্যই আমি জগৎপূজ্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীহরির সর্ব্বেশ্বরত্ব নানা রূপে দেখান হইয়াছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায়।

যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে অভিলাষ করেন, আমি সেই সেই ভক্তকে সেই সেই দেবতা সম্বন্ধে অচল শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি। তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে সেই দেবতার অর্চ্চনা করিলে, পরিশেষে আমি তাঁহাদের অভিলষিত ফল দান করিয়া থাকি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮শ অঃ।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান কর, আমাকে প্রণাম কর, তুমি আমার প্রিয় পাত্র, আমি প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতেছি, অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

তুমি সমস্ত ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার শরণা-

পন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ; তোমার কোন চিন্তা নাই।

শ্রীহরিই যে একমাত্র উপাস্য, এসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুপ্রমাণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সমস্ত উল্লেখ করিলাম না। মোট কথা, শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বর ; তাঁহার আরাধনায় জীব অনায়াসে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-গণ এই সমস্ত প্রমাণ আলোচনা করিয়া, সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন ; এজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে এগুলি আলোচিত হইয়াছে।

মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্র-নির্ণয়।

শ্রীভগবানের নাম, বীজাদি-সমন্বিত-ভাবে যাহা বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিতে উক্ত আছে, তাহার নাম মন্ত্র। সাধারণ নাম ও মন্ত্রে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। নাম যে সে ভাবে, যে সে অবস্থায়, করিলেই ফলদান করেন, তাহাতে কোন নিয়ম বিশেষ নাই।

> ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
> নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধস্তু হরের্নামনি লুব্ধক।

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে দেশ-নিয়ম নাই, কাল-নিয়ম নাই, কিংবা কোন রূপ শুচি, অশুচি, বিচার করিতে হয় না।

মন্ত্র সম্বন্ধে এ যুক্তি খাটে না, তাহাতে দেশ-কালাদির বিশেষ অপেক্ষা আছে। আসনে বসিয়া, প্রাণায়াম করিয়া, একাগ্রচিত্তে মন্ত্র, দেবতার মূর্ত্তি ও মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে জপ করিতে

হয়। মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিতে শাস্ত্রে "মননাৎ ত্রায়তে" অর্থাৎ যাহা মনন করিলে, জীব ত্রাণ পায়, এই কথাই লেখা আছে। অতএব মন্ত্র, বিধিপূর্ব্বক মনন করিতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন—"আমার গুরুর আজ্ঞা আছে, সর্ব্বদা যে সে অবস্থায় মন্ত্র বলিবে, আমি তাঁহাদের গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বলি না; কিন্তু মনে হয়, তাহাতে নাম করার ফল হয়; মন্ত্রজপ জনিত বিশেষ ফল তাহাতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শিষ্যকে আজ্ঞা করিতে হইলে গুরুগণেরও একটু শাস্ত্র দেখিয়া ও বুঝিয়া আজ্ঞা করিলেই ভাল হয়।

মন্ত্র সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, শাস্ত্রোক্ত ছাড়া নিজের ইচ্ছা মত মন্ত্র হয় না। কারণ কতকগুলি নামে, বীজ ও নমঃ স্বাহা প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া, শ্রীভগবান্, শ্রীমহাদেব ও ঋষিগণ তাহাতে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া, জীবের হিতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে এই সমস্ত মন্ত্র বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান সময়েও বেদ, পুরাণ বা তন্ত্র দেখিয়া সেই সকল প্রসিদ্ধ মন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিতে হয়। এখন শিষ্য-ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ব্যবস্থা নাই; যাহারা শিষ্য ব্যবসায়ী তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য; যা মনে আসে, তাই শিষ্যের কানে মন্ত্র বলিয়া দিয়া বসেন। আমি অন্য সম্প্রদায়ের কথা জানি না,—আমাদের বৈষ্ণবসম্প্রদায় খুঁজিয়া দেখিলে, শতকরা ৯৯ জনেরই মন্ত্র অশাস্ত্রীয়। প্রায়ই "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" "রাধিকা নাথায় নমঃ" "কৃষ্ণ করুণা কর" "রাধাবল্লভায় নমঃ" "চাং চীং চৈতন্যায় নমঃ" "নাং নিত্যানন্দায় নমঃ" ইত্যাদি হাত গড়া মন্ত্র শিষ্যদের ভাগ্যে লাভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, কোন গুরু বলেন— "ওটা আমাদের কৌলিক মন্ত্র"। কেহ বা বলেন—গুরু যা বলিবেন,

তাই মন্ত্র। একজনকে গুরু 'ঢেঁকি' মন্ত্র দিয়াছিলেন শিষ্য 'ঢেঁকি' 'ঢেঁকি' করিতে করিতে সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত। এমন সময় নারদের ঢেঁকিটি তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল; নারদ আর চলিতে পারেন না, শেষে ভগবান্‌কে বলিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়া দিয়া সেখানে রাখিয়া দিলেন ইত্যাদি। কোন্ শাস্ত্র হইতে এই গল্প আসিল জানি না; যেমন হাতগড়া মন্ত্র, তেমনই তাহার হাতগড়া শাস্ত্র। গুরুদের আর কি বলিব, শিষ্যেরাই যেন মন্ত্র লওয়ার পূর্ব্বে একবার তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া, তাহা হইতে মন্ত্র নির্ণয় করিয়া, কিংবা কোন শাস্ত্রজ্ঞ লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহাদের অপোগণ্ড গুরুদের বলিয়া দেন।

পূর্ব্বে একবার একথা আলোচনা করিয়াছি; প্রায় লোকই অপরাধ বশতঃ ধন-পুত্রাদি বিষয়ে মত্ত; কাজেই এই সকল অনর্থ দূর করিয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিবার জন্য পরম কারুণিক ভগবান ও ঋষিগণ এই মন্ত্র ও তাহা সিদ্ধ করিবার বিশেষ পদ্ধতি শাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ত্র বলিতে সাধারণ ভগবানের নাম নহে, বীজাদি-সমন্বিত নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত নাম। এই মন্ত্রে দীক্ষা পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপেক্ষা আছে। দীক্ষিত না হইয়া শাস্ত্র দেখিয়া, মন্ত্র জপ করিলে, কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না; ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। মন্ত্রের সাধনা করিতে হইলে, শাস্ত্র মত গুরু নির্ব্বাচন করিয়া, বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শাস্ত্রোক্তপ্রকারে জপাদি করিতে হয়। নিজের যুক্তি বলে একটা সিদ্ধান্ত করিলে হয় না। . . .

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে গায়ত্রী ভিন্ন অন্য কোন জপ্য বৈদিক মন্ত্রের প্রচলন বা ব্যবহার নাই। পৌরাণিক মন্ত্রেরও

আদৌ ব্যবহার নাই। তান্ত্রিক মন্ত্রই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্ত্রে সাধারণতঃ শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ ও শক্তি—এ পাঁচটি মন্ত্র দেবতার কথা উল্লিখিত আছে। এ পঞ্চোপাসক যথাক্রমে শৈব, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও শাক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক দেবতারই বহু মূর্ত্তিভেদ ও মূর্ত্তিভেদে মন্ত্র ও ধ্যানভেদ শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এক এক মূর্ত্তির এক একটি মন্ত্রই যে থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই; অনেক স্থলেই এক এক মূর্ত্তিরই বহু মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বহু মন্ত্র মধ্যে জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য ও মন্ত্রবিশেষের ফল-বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট-পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রদৃষ্টি না থাকিলে এসমস্ত বুঝা অত্যন্ত কঠিন; সেইজন্য গুরুলক্ষণে "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্" অর্থাৎ শাস্ত্র ও ভগবানে জ্ঞানযুক্ত, এই কথা লিখিত আছে। যাহা হউক, আমাদের এই বৈষ্ণবাচার-পদ্ধতিতে বিষ্ণু মন্ত্র ছাড়া অন্য কোন দেবতার মন্ত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনারই প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুমন্ত্রই বিশেষভাবে আলোচ্য। শাস্ত্রে বিষ্ণুর বহু মূর্ত্তি ও বহু মন্ত্র আছে। বৈষ্ণবের মধ্যেও বহু সম্প্রদায় আছে; সম্প্রদায়-ভেদে মন্ত্র, উপাসনা-পদ্ধতি ও সদাচারের বহু তারতম্য আছে। তন্মধ্যে আমাদের দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতানুসারে বিষ্ণুমন্ত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমন্ত্র বহু প্রকার থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনাই বিশেষ ভাবে আদৃত ও গৃহীত হইয়াছে। গোপাল মন্ত্র ও বালগোপাল ও কিশোর গোপাল—এই মূর্ত্তি-দ্বৈবিধ্যানুসারে দ্বিবিধ।

আমাদের সম্প্রদায়ে অশিক্ষিত গুরু ও শিষ্যগণ মধ্যে যুগল মন্ত্র বলিয়া একটি কথার প্রচার আছে; তাহা তাঁহারা কোন্ শাস্ত্রে

পাইলেন, জানি না, বোধ হয়, এই যুগল মন্ত্রের নাম করিয়াই "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় মন্ত্রের ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে।

অপ্রাসঙ্গিক কথার বহু বিস্তারে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বোক্ত বাল-গোপাল ও কিশোর-গোপাল মন্ত্র ও তন্ত্রে অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে শাস্ত্রে ২।৪টি মন্ত্রের অধিক মাহাত্ম্য ও জপে অধিক ফল কীর্ত্তিত হওয়ায়, আমাদের সম্প্রদায়ে সেই ২।৪টি মন্ত্রই প্রচলিত আছে ও হইয়া আসিতেছে। তবে না জানিয়া অনেকে ইহার বাহিরেও যান, তাহাতে আর সম্প্রদায় কি করিবেন?

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে সেই সর্ব্বোত্তম ২।৪টি মন্ত্রের মহিমা বাড়াইবার জন্য প্রথমে সাধারণ বিষ্ণু মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বক্তব্য এই যে, পঞ্চ দেবতার মন্ত্র মধ্যে বিষ্ণু মন্ত্রই সমধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন। আমিও শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসানুসারে মন্ত্র-মাহাত্ম্য-সূচক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
পুণ্যং বর্ষসহস্রৈর্যৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ।
জপন্তি বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ নরাস্তে লোকপাবনাঃ॥

আগম-বাক্যম্॥

শ্রীগুরুর অনুগ্রহে মন্ত্ররাজাদি (মন্ত্ররাজ কোন বিষ্ণুমন্ত্র বিশেষের নাম) বিষ্ণুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে জপ করে, সে ইহলোকে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া অন্তে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে, সেই পর জন্মে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। বিষ্ণু-মন্ত্র-জপকারী নরগণ জগৎ পবিত্র করে।

প্রজপন্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।
পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যো মুচ্যতেঽসৌ মহাভয়াৎ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রম্॥

বৈষ্ণব মন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহাকে যাহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিবে কিংবা যাহাকে পদ দ্বারাও স্পর্শ করিবে সে তৎক্ষণাৎ মহাভয় হইতে বিমুক্ত হইবে।

সাঙ্গং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতম্।
সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্॥
অষ্টাক্ষরঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুধ্যেৎ তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ম্॥
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মায়ু র্বনমালিনঃ।
বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

যাঁহারা অঙ্গ, মুদ্রা, ন্যাস, ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, দীক্ষাবিধি, ধ্যান ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে, ব্রহ্মঘাতী মহাপাপীও পাপমুক্ত হয়; যে হেতু তাঁহারা বিষ্ণুতুল্য। এই মন্ত্রজপে মনুষ্যগণ শঙ্খ, চক্র ও বনমালা ধারণ করিয়া ব্রহ্মায়ু-পরিমিত কাল বিষ্ণুসারূপ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করেন।

(দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। অষ্টাক্ষর মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়) এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই দেবর্ষি নারদ ধ্রুব মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন।

জপ্যশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

হে রাজকুমার, পরম গোপনীয় জপ্য মন্ত্র আমার নিকট শ্রবণ কর; যে মন্ত্র সাতদিন মাত্র জপ করিলেই বিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শন লাভ করিতে পারা যায়। অষ্টাক্ষর মন্ত্রেরও বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

কিমন্যৈ র্বহুভি র্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈ র্বহুভি র্ব্রতৈঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ।
জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবান্ধবঃ ॥

লিঙ্গপুরাণম্।

অন্য বহু মন্ত্র কিংবা বহু ব্রতে কি প্রয়োজন আছে, নমো নারায়ণায় এই মন্ত্রেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। হে বিপ্রেন্দ্র যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করে, সে সবান্ধবে বিষ্ণুলোকে গমন করে।

প্রত্যেক বিষ্ণুমন্ত্রের এইরূপ বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দিগ্‌দর্শনের জন্য ২।১ মাত্র দেখাইলাম। শ্রীনৃসিংহ মন্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য যথা—

দেবা হবৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ তস্য আনুষ্টুভমন্ত্ররাজস্য নারসিংহস্য ফলং নো ব্রূহীতি। স হোবাচ প্রজাপতিঃ।

য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমনুষ্টুভং নিত্যমধীতে স আদিত্য-পূতো ভবতি। সোঽগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। স সূর্য্যপূতো ভবতি। স চন্দ্রপূতো ভবতি। স সত্যপূতো ভবতি।

স ব্রহ্মপূতো ভবতি। স বিষ্ণুপূতো ভবতি। স রুদ্রপূতো ভবতি॥ স সর্ব্বপূতো ভবতি।

তাপনীয় শ্রুতিঃ।

দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—হে প্রজাপতে শ্রীনরসিংহ দেবের অনুষ্টুভ মন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন।

যে ব্যক্তি এই নারসিংহ মন্ত্ররাজ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি আদিত্য হইতে পবিত্র হন। অগ্নি হইতে পবিত্র হন। বায়ু হইতে পবিত্র হন। সূর্য্য হইতে পবিত্র হন। চন্দ্র হইতে পবিত্র হন। সত্য হইতে পবিত্র হন। ব্রহ্মা হইতে পবিত্র হন। বিষ্ণু হইতে পবিত্র হন। রুদ্র হইতে পবিত্র হন। এমন কি সমস্ত হইতে পবিত্র হন।

অর্থাৎ আদিত্য অগ্নি প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পবিত্র করেন।

অনুপনীতশতমেকেনোপনীতেন তৎসমম্।
উপনীত শতমেকেন গৃহস্থেনচ তৎসমম্॥
গৃহস্থশতমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং
বানপ্রস্থশতমেকেন যতিনা তৎসমং
যতীনান্তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন তৎ সমং
রুদ্রজাপকশতমেকেনাথর্ব্বাঙ্গিরসশাখ্যাধ্যাপকেন তৎসমম্।
অথর্ব্বাঙ্গিরসশাখ্যাধ্যাপকশতমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমম্॥

তাপনীয়শ্রুতিঃ।

যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই, এইরূপ একশত ব্যক্তি একজন উপনয়ন-সংস্কারযুক্ত ব্যক্তির সমান। এক শত উপনীত ব্যক্তি একজন গৃহস্থের সমান। একশত গৃহস্থ একজন বানপ্রস্থের সমান। একশত বানপ্রস্থ একজন যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর সমান। একশত যতি একজন

পূর্ণ রুদ্রমন্ত্রজপকারী ব্যক্তির সমান। একশত রুদ্রমন্ত্রজপকারী একজন অথর্ব্বাঙ্গিরস-শাখাধ্যাপকের সমান। একশত অথর্ব্বাঙ্গিরস-শাখাধ্যাপক একজন মন্ত্ররাজ নৃসিংহমন্ত্রজপকারী ব্যক্তির সমান।

এইরূপ শ্রীরাম-মন্ত্র-মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

> সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
> গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদম্॥
> বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
> গাণপত্যাদি-মন্ত্রেষু কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা বৈষ্ণব মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-মন্ত্র মধ্যে রামমন্ত্র বিশেষ ফল দানে সমর্থ বলিয়া শ্রেষ্ঠ। এই রামমন্ত্র গাণপত্যাদি মন্ত্র অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ ফল দান করিয়া থাকেন।

> ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ।
> স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্প-যুতানি চ॥
> কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যুপপাপানি যান্যপি।
> সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণচুরি, মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন এবং কোটি কোটি উপপাতক—সমস্তই রামমন্ত্রকীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি। স মৃত্যুং তরতি। স ভ্রূণহত্যাং তরতি। স সর্ব্বহত্যাং তরতি।

স সংসারং তরতি। স সর্ব্বং তরতি। স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি। সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।

তাপনীয়শ্রুতিঃ।

যে ব্রাহ্মণ এই তারণকারী রামমন্ত্র নিত্য জপ করেন, তিনি মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন। ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন। সমস্ত হত্যাজনিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন। সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন। সমস্ত হইতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ভগবদ্ভক্তদিগের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। তিনি মুক্তি-পদবী লাভ করেন।

শ্রীবিষ্ণুর সকল অবতারেরই মন্ত্রের এইরূপ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বহুশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবতার-মাহাত্ম্য দ্বারা অবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনের মাহাত্ম্যই বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সম্প্রতি গোপাল-মন্ত্র সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখান হইতেছে।

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈকসাধনম্॥
যস্য যস্যচ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ।
অভেদাৎ তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে॥
কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপীলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রম্।

সমস্ত শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্রই প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র আনন্দ, ভোগ ও মুক্তির সাধন।

যে যে দেবতার মন্ত্র, সেই সেই দেবতা, সেই সেই দেবতার সঙ্গে অভিন্ন; অতএব সেই দেবতাই মন্ত্রদেবতা। কাজেই দেবতার তারতম্যানুসারে মন্ত্রেরও তারতম্য আছে। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরং ব্রহ্ম; অতএব কৃষ্ণমন্ত্র স্মরণমাত্রেই জীবের আনন্দ, ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা ও শ্রীদ্বারকা এই তিন স্থানে লীলা প্রকট করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে গোপ-লীলাতেই স্বয়ং ভগবত্তার প্রকাশ। অতএব যেমন সকল লীলা অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবন-লীলা শ্রেষ্ঠতমা, তদ্রূপ সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-লীলোদ্দীপক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম।

ওঁ মুনয়ো হবৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ, কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য জ্ঞানেনাখিলং জ্ঞাতং ভবতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতি।

তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ।

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যু র্বিভেতি, গোপীজন-বল্লভ-জ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি স্বাহয়েদং সংসরতি।

তে হোচুঃ।

কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি।

তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ।

পাপকর্ষণো, গোভূমিবেদাবদিতো বেদিতা, গোপীজনাবিদ্যা-কলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্ম, তদ্যো ধ্যায়তি, রসতি ভজতি, সোঽমৃতো ভবতীতি।

তে হোচুঃ।

কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং হো তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং সুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি।

তাম্নুহোবাচ হৈরণ্যঃ।

গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং, কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি, গোবিন্দং সন্তং বহুধা ধ্যায়ন্তি গোপীজনবল্লভে ভুবনানি দধ্রে স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব।
কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং
শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতি ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ।

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠতম দেবতা কে? কাহা হইতে মৃত্যুও ভয় পায়? কাহাকে জানিলে প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়? কাহা দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়?

ব্রহ্মা বলিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা। গোবিন্দ হইতে মৃত্যুও ভয় পায়। গোপীজন-বল্লভকে জানিতে পারিলে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান হয়। স্বাহা হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? স্বাহাই বা কে?

ব্রহ্মা বলিলেন,—

যিনি পাপ কর্ষণ করিতে পারেন, তিনি কৃষ্ণ। যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত ও ইহাদিগকে যিনি জানেন, তিনি গোবিন্দ। গোপীজন-শব্দের অর্থ আবিদ্যা অর্থাৎ সম্যক্ বিদ্যা, ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান; বল্লভ

শব্দার্থ তাহার প্রেরণকর্ত্তা অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় সেই জ্ঞান লাভ হয়। স্বাহা-শব্দার্থ মায়া, উল্লিখিত সমস্তই পরব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, আস্বাদন করেন, ভজন করেন, তিনিই মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তাঁহার রূপ কি? আস্বাদন কি? তাঁহার ভজনই বা কেমন? এই সমস্ত জানিবার জন্য আমাদের অভিলাষ জন্মিয়াছে—অতএব কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন।

ব্রহ্মা বলিলেন,—

গোপবেশ, নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নবকিশোর, কল্পতরু-মূলে বিরাজিত ইত্যাদি তাঁহার রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, তাহাকেই ভজন বলে; ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণকেই সার জ্ঞান করিয়া, তাঁহাতে চিত্তধারণাই ভক্তি বা ভজন শব্দের মুখ্যার্থ। ঈদৃশ ভজনকেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মশূন্যতা বলে। ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে বিবিধ প্রকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকে নানাপ্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন। গোপীজন-বল্লভই সমস্ত ভুবন পালন করিতেছেন। স্বাহাকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছেন।

বায়ু যেমন দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচরূপ ধারণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বিশ্বের হিতের নিমিত্ত এক হইয়াও ক্লীঁ, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা, এই পাঁচ পদে বিভক্ত হইয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন।

ওঁ কারেণান্তরিতং যে জপন্তি
গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তম্।
তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং
তথা মুমুক্ষুরভ্যাসেন্নিত্যশান্ত্যৈ॥

তস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্
গোবিন্দস্য মনবো মানবানাম্।
দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈ-
রভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ॥

গোপাল-তাপনীশ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি প্রণবপুটিত করিয়া গোবিন্দের এই পঞ্চপদাত্মক মন্ত্র জপ করে, গোবিন্দ তাহাকে আত্মস্বরূপ দর্শন করান। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করেন। এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতে জীবহিতার্থ দশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ পারমার্থিক উন্নতি-কামনায় তাহা জপ করিয়াছেন।

তানুবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সো ঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্ভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণস্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বাঽন্তর্হিতঃ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি ক্ষীরোদশায়ীর নাভিকমলে বসিয়া পরার্দ্ধ পরিমিতকাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও স্তব করিতে করিতে তাঁহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে গোপবেশধারী ভগবান্ আমার নিকটে আবির্ভূত হইলেন। আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইলে তিনি এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমাকে উপদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহমাত্মানং বেদয়িত্বা ওঁ কারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ সঙ্গরহিতো ঽভ্যানয়ৎ॥

গোপালতাপনী শ্রুতিঃ॥

এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র চন্দ্রধ্বজ মহাদেব ওঁকার-পুটিত করিয়া জপ

করেন এবং এই মন্ত্রদ্বারা ভগবানের মহাপূজা করেন; তাহা দ্বারা তিনি বিগতমোহ হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিয়া নিঃসঙ্গ অহরহঃ এই মন্ত্র আবৃত্তি করেন ও জগতে ইহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ।
তস্য সন্তি মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ॥
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্ল্লভম্।
অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ॥
শাপানুগ্রহকর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গোপাঙ্গমনুত্তমম্॥
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ব্বজ্ঞতামিয়াৎ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনম্॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্য্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ॥
মোহয়েৎ সকলং সোঽপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্।
বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্ষুর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী।
যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ॥
যথাবেদখিলং শ্রেষ্ঠং যথাশাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবম্।
যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ॥

কিঞ্চ—

অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তন্ত্রম্।

. জগদীশ্বর শ্রীহরি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রভু; তাঁহার মহাঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সহস্র সহস্র অবতার আছে। সেই সমস্ত অবতারের মধ্যে নরলীলাকারী বালক অবতার অতি দুর্লভ। সেই বালক অবতারে বিবিধ অলৌকিক কর্ম্ম ও তৎসহ বিশ্বের দণ্ড ও অনুগ্রহ সম্পাদিত হয়। আমি সেই বালক অবতারের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, অঙ্গ ও উপাঙ্গ-সহ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর; যাহা জানিবামাত্র মানব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে, ধনার্থী ধনলাভ করে, বিদ্যার্থী নিখিল শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মন্ত্র প্রভাবে ত্রিলোক বশীভূত হয় এবং মন্ত্রজপকারী ব্যক্তি সমস্ত বিশ্বকে আকুলিত করিতে পারে, সকল জগৎকে মোহিত করিতে পারে ও সমস্ত রিপু সংহার করিতে পারে। অধিক আর কি বলিব, এই মন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করিতে পারে। মণিগণের মধ্যে যেমন চিন্তামণি, পশুগণের মধ্যে যেমন ধেনু, নারীগণের মধ্যে যেমন পতিব্রতা, বর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীর মধ্যে যেমন ভাগীরথী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে শ্রীহরির লীলা-মহিমা-প্রতিপাদক বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, বাক্যের মধ্যে যেমন সংস্কৃত অর্থাৎ বিনয়াদিযুক্ত বাক্য শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মন্ত্র মধ্যে এই মন্ত্রই প্রধান। হে দেবি। এই জন্যই আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি—বিশ্বসংসারে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের তুল্য আর নাই। এইরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বহু মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দশাক্ষর মন্ত্রের মহিমাও শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। দশাক্ষর মন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রেরই অংশ বিশেষ; কাজেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মহিমা-কীর্ত্তনেই দশাক্ষর-মন্ত্র-মহিমা কীর্ত্তিত হয়; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রথমারম্ভে এই অষ্টাদশাক্ষর

ও দশাক্ষর মন্ত্রই ব্যবহৃত হইত। এই দুইটিই আমাদের সাম্প্রদায়িক মন্ত্র; কিন্তু কালক্রমে অনেক স্থানে এই ধারা লোপ পাইয়াছে ও অন্য মন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে। গৌড় দেশে প্রথম প্রেমভক্তিবীজের রোপণকারী শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী পাদ এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরদেব অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর শিষ্যবর্গও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রই আমাদের সম্প্রদায়ে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। এমন অনুত্তম বস্তু বুঝি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা নয় যে সকলে পায়; তাই আজকাল অনেক স্থানে অনেকে ইহার নাম গন্ধও জানেন না।

এই দুই মন্ত্রের শেষেই "স্বাহা" শব্দ আছে। সেজন্য অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তন্ত্রে আছে—

স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ॥

তন্ত্রসারঃ।

যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বাহা ও প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র স্ত্রী বা শূদ্রকে দান করেন, তাহা হইলে তাহারা ত নরকে যায়ই, ব্রাহ্মণও চণ্ডালাধম হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব স্ত্রী ও শূদ্রাদি এই মন্ত্র জপ করিতে পারে না। এই সন্দেহ নিরাশ করিবার জন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ইহার অধিকারী নির্ণয় করা হইয়াছে। সম্প্রতি সেই সমস্ত শ্লোক প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥

গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥

বৃহদ্ গৌতমীয়তন্ত্রম্॥

অনন্তর, ইহলোক ও পরলোকের ফলদায়ক শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র বলিব। যে মন্ত্র জানিয়া মুনিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে কোন অধিকারীর ভেদ বিচার নাই; গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই ইহার অধিকারী; সকলেই এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পরম ফল লাভ করিতে পারে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কৃষ্ণমন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত হইলেও স্ত্রীশূদ্রাদির গ্রহণযোগ্য। কৃষ্ণমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত হইলে স্ত্রী শূদ্রাদি তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

যেমন কোন মতেই স্ত্রী শূদ্রাদি বৈদিক মন্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে না, তান্ত্রিক মন্ত্র সেরূপ নহে। তান্ত্রিক মন্ত্রের অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিচার আছে যে—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ॥

তান্ত্রিক মন্ত্র দীক্ষায় পতিব্রতা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ-সেবা-পরায়ণ শূদ্রের অধিকার আছে।

আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥
শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥

পদ্মপুরাণম্।

স্ত্রী ও শূদ্র ভগবান্‌কে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া আগমোক্ত মার্গে অবশ্য শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন। শূদ্র নামমন্ত্রে সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারে। সকলেই বেদানুসারে আগম-মার্গে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। এই বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ-বিরোধী আগম বিধিতে অর্চ্চনা করা কোনরূপে কর্ত্তব্য নহে।

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ ॥
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥
লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

শুদ্ধাচার, একাদশ্যাদি ব্রতধারী, স্বধর্ম্মরত ও দ্বিজসেবা-পরায়ণ শূদ্র এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও অন্যান্য শুদ্ধচিত্ত বর্ণসঙ্কর জাতি, এমন কি, চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীহরির পূজাদিতে অধিকারী হইতে পারেন।

মোট কথা সর্ব্বশাস্ত্রের একই সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীহরিভজন আচণ্ডাল মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

দীক্ষা-পদ্ধতিঃ।

দীক্ষা-পদ্ধতিতে বৈষ্ণব-গ্রন্থোক্ত দীক্ষা প্রণালী কিছু আলোচিত হইবে। অশিক্ষিত গোঁসাই গুরুর দীক্ষা দেওয়া ও মালসা-ভোগ-মারা বাবাজীর দীক্ষা দেওয়া দেখিয়া অনেকেই মনে করেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রে বুঝি এ সব ছাড়া আর কিছু নাই; কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রে বিশেষ রকমই আছে; কিন্তু যাঁহারা গুরুগিরি করিবেন, তাঁহারা না শিখিলে কে কি করিবে? শিষ্যগণ পদ্ধতি দেখিয়া গুরুদ্বারা কাজ করাইয়া না লইতে পারিলে আর গতি নাই।

দীক্ষা দেওয়া ব্যাপার বড় সোজা নহে; ইহার অনেক কর্ত্তব্য ও বিচার্য্য আছে। প্রথমতঃ সকল মন্ত্র সকলের পক্ষে খাটে না। কোনও মন্ত্র গ্রহণে শিষ্যের দিন দিন আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতি হয়; আবার কোন মন্ত্র গ্রহণে শিষ্যকে ধনপুত্র নাশ, ব্যাধি প্রভৃতি নানা উপদ্রব ভোগ করিতে হয়। সে জন্য মন্ত্র দেওয়ার পূর্ব্বে গুরু তিন চক্র বিচার করিয়া রাশি নক্ষত্রানুসারে যে মন্ত্র শিষ্যের যোগ্য হয়, সেই মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে অন্যান্য দীক্ষাঙ্গ কর্ম্ম সাধন করিয়া, যথাযোগ্য কালে দীক্ষা দান করিবেন। অনেক গুরুর মুখে শুনা যায়, আমার অমুক শিষ্য আমাকে মানে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তিনি মন্ত্রদান কালে এমন কি প্রক্রিয়া করিয়াছেন যে, তাহার ফলে শিষ্য পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিবে ও গুরু চরণে অচলা ভক্তি রাখিতে সমর্থ হইবে? জোর করিয়া ত মানান যায় না। যাহা হউক, গুরুবর্গের এ সমস্ত শিক্ষা করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল।

গুরুশ্চ সিদ্ধ-সাধ্যাদি মন্ত্রদানে বিচারয়েৎ।
স্বকুলান্যকুলত্বঞ্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেবচ ॥
স্ত্রীপুং-নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্রমেলনম্।
সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণধনাদিকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শারদাতিলক-বচনম্।

মন্ত্র দানের পূর্ব্বে গুরুদেব সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ বা অরি মন্ত্র প্রদান করিতেছেন কিনা, সেটি বিচার করিয়া দেখিবেন এবং মন্ত্রের স্বীয় কুল, পরকুল, বালকত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব প্রভৃতি বিচার

করিবেন। রাশিচক্র বিচার, নক্ষত্রচক্র বিচার করিবেন। যে সময়ে মন্ত্র দিবেন, সে সময় সুপ্ত কি প্রবুদ্ধ কাল, তাহাও বিচার করিবেন। ঋণী ধনী চক্র, অকডম চক্র, অকথহ চক্র, কূর্ম্ম চক্র প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়া মন্ত্র দান করিবেন।

এ সমস্ত চক্র বিচারের কথা শুনিলে বর্ত্তমান সময়ে গুরুমহাশয়গণের অনেকেই আকাশ পাতাল মুখব্যাদন করেন।

বহু শাস্ত্রে আছে বলিয়া এবং গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এই সমস্ত চক্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল না।

ইহা ছাড়া মন্ত্রের দোষাদি শোধন করিবার জন্য দশবিধ সংস্কার করিতে হয়।

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং বোধনং তথা।
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ॥

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—মন্ত্রের এই দশপ্রকার সংস্কার করিতে হয়।

এই জনন-জীবনাদি দশটি সংস্কারের কোনটী কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা ৭২ পৃষ্ঠায় দেখান হইবে।

পূর্ব্বোক্ত চক্র-বিচারাদির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব এই যে সমস্ত মন্ত্রে সমস্ত বিচার করিতে হয় না।

নৃসিংহার্ক-বরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ।
বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রেচ ত্র্যক্ষরে।
একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥

তন্ত্রবচনম্।

নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ প্রভৃতি দেবতার মন্ত্রে, বৈদিকমন্ত্রে, স্বপ্নলব্ধমন্ত্রে, স্ত্রী-প্রদত্তমন্ত্রে, মালামন্ত্রে, ত্র্যক্ষর ও একাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি-বিচারে প্রয়োজন নাই। (বিংশাক্ষরের অধিক অক্ষর-যুক্ত মন্ত্রের নাম মালামন্ত্র)

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধাদি-বিচার ত নাইই, পরন্তু রাশিচক্র, নক্ষত্র-চক্র, ঋণী ধনী চক্র প্রভৃতি কিছুই বিচার করিতে হয় না।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র কথনে উক্ত আছে।

ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা।
ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে॥
কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ।
মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি।
এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং যতস্ত্রিভুবনোত্তমঃ॥

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-তন্ত্রম্।

শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে প্রিয়ে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বিচারে কোন সাধকের পক্ষে এই মন্ত্রটি অরি মন্ত্র হইল কি না, বিচার করিতে হয় না। ঋণী ধনী চক্র বিচার করিতে হয় না। রাশি চক্র বা নক্ষত্র চক্র বিচার করিতে হয় না। ছিন্ন, রুদ্ধ, মদোদ্ধত, মলিন, স্তম্ভিত, কীলিত, দূষিত প্রভৃতি মন্ত্রের অনেক দোষ থাকে; কিন্তু এ মন্ত্রের কোন দোষ নাই। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ত্রিভুবনোত্তম।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যেও দেখা যায়, তাঁহারা প্রায়ই কৃষ্ণমন্ত্রের দশসংস্কারও করেন না;

বলিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ও অচিন্ত্যপ্রভাব-সম্পন্ন; কাজেই ইহার দশসংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই।

মোট কথা, গুরুমহাশয়গণ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক শিষ্যদের দশাক্ষর কিংবা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দান করেন, তাহা হইলে অনেক দোষের হাত এড়াইতে পারেন।

মন্ত্র গ্রহণের দিন নির্ণয় সম্বন্ধেও শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে সে দিনে মন্ত্র গ্রহণ করিলে শুভ হয় না। আজকাল এ নিয়ম বদলাইয়া গিয়া সহরে রবিবারে ও পল্লীগ্রামে হাটের পরদিন মন্ত্র গ্রহণের দিন বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই গুরুশিষ্যের কাহারও বিশেষ ধর্ম্মোন্নতি নাই।

অথ মাসনির্ণয়ঃ।

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাৎ জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবম্॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ॥
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।
পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যাৎ মাঘে মেধা-বিবর্দ্ধনম্।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামঃ স্যুর্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্।

চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয়। বৈশাখে রত্ন লাভ হয়। জ্যৈষ্ঠে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। আষাঢ়ে বন্ধু নাশ হয়। শ্রাবণে পূর্ণ আয়ুঃ লাভ হয়। ভাদ্রে সন্তাননাশ হয়। আশ্বিনে রত্ন সঞ্চিত হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। পৌষে শত্রুপীড়া হয়। মাঘে মেধা বর্দ্ধিত হয়। ফাল্গুনে সমস্ত কামনা সফল হয়। মলমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

অথ বারনির্ণয়ঃ।

রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্ত্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ।

রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ ও শুক্রবারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

অথ নক্ষত্রনির্ণয়ঃ।

রোহিণী শ্রবণার্দ্রাচ ধনিষ্ঠা চোত্তরা ত্রয়ম্।
পুষ্যা শতভিষাশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে॥

নারদ-তন্ত্রম্।

রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তর ভাদ্রপদ, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয় নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

কোন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

অশ্বিনী রোহিণী স্বাতী বিশাখা হস্তভেযুচ।
জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্॥

অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, এই কয় নক্ষত্রে মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অথ তিথিনির্ণয়ঃ।

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা॥

সারসংগ্রহঃ।

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অন্যত্র আছে,—

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশীচ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা॥

পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমী, এই কয় তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়।

এবং শুদ্ধদিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুরূদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে॥

এই প্রকার শুদ্ধ দিনে, শুক্লপক্ষে, গুরু ও শুক্রের উদয়-কালে, অর্থাৎ শুদ্ধকালে, শুভলগ্নে, চন্দ্রতারা-শুদ্ধিতে দীক্ষা-গ্রহণই প্রশস্ত।

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে,—

সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ॥

রুদ্রযামলম্।

সত্তীর্থে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে বা শ্রীবৃন্দাবনাদিধাম প্রভৃতি স্থানে, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ সময়ে, তন্তুপর্ব্বে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে, পবিত্রারোপন-দিনে ও দামনপর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্রমাসে মদনোৎসব দিনে, মাস, নক্ষত্র, তিথি প্রভৃতির বিচার না করিয়াই দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

দুর্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥
গ্রামে বা যদিবারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরু দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া॥
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ॥

সদ্গুরুর সঙ্গ অতি দুর্লভ; তাঁহার সঙ্গ ভাগ্যক্রমে একবারও পাওয়া গেলে, তিনি যখন আজ্ঞা করিবেন, তখনই দীক্ষার কাল জানিবে। গ্রামে

বনে কিংবা ক্ষেত্রে, দিবসে কিংবা রজনীতে, যখন দৈববশে সদ্গুরু আগমন করিবেন ও আজ্ঞা করিবেন, তখনই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। গুরুর ইচ্ছা হইলে, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তীর্থ ব্রত, স্নান, হোম জপক্রিয়া প্রভৃতি কিছুই দীক্ষার হেতু হয় না। সদ্গুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।

এই সমস্ত বচন দেখিয়া কিংবা শুনিয়া, সকলেই সদ্গুরু সাজিয়া বসিয়া আছেন। অসদ্গুরু আর পৃথিবীতে নাই। গুরুর লক্ষণযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবৎ-প্রেমিক ব্যক্তিই সদ্গুরু; ইহা ছাড়া সদ্গুরু হইতে পারে না। বিশেষতঃ যাঁহারা শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ এবং যাঁহাদের দর্শন মাত্রেই বিষয় বাসনা দূর হইয়া শ্রীভগবানে রতিলাভ হয় তাঁহারাই তিথি নক্ষত্রাত্রি বিচার না করিয়া স্বেচ্ছায় মন্ত্র দান করিতে সাহসী হন। দুঃখের বিষয় এই যে সদ্গুরু লাভ করিয়া তিথি নক্ষত্রাদি বিচার না করিয়া যে সে সময়ে মন্ত্রগ্রহণ করিতে অনেককে দেখা যায়। কিন্তু সংসার বাসনা লোপ কাহারও হয় না।

আজকাল দেশে সদ্গুরু নির্ণয় করাও বড় অদ্ভুত। কেহ ভাল কীর্ত্তন করিতে পারেন, তিনি সদ্গুরু! কেহ ভাল ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই সদ্গুরু! কেহ বা কীর্ত্তনে দশা ধরেন, তিনি সদ্গুরু! কেহ বা ভাত না খাইয়া আধমণ লুচি কিংবা তিনঝুড়ি ফল খাইয়া থাকেন, তিনি সদ্গুরু! কেহ তিন-দিন হিমাচলে থাকিয়া মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী বাঁধিয়া, গেরুয়া কাপড়, পাঞ্জাবী প্রভৃতি পরিধান করিয়া আসিয়াছেন, তিনি সদ্গুরু! কেহ বারজাতির ভাত খান, অতএব ভেদ-জ্ঞান নাই, তিনি সদ্গুরু ইত্যাদি। যখন প্রকৃতভাবে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠিত হইবে, তখন আর ধর্ম্মজগতের এ দুর্দ্দশা থাকিবে না। সকলেই যদি একটু একটু শাস্ত্র চর্চ্চা করেন, তাহা হইলে দেশে আর এ দুর্দ্দশা থাকে না।

দীক্ষা দেওয়ার সময় পূজাহোমাদি কতকগুলি ক্রিয়া করিতে হয়। তাহা অতি বিস্তৃতও আছে, আবার সংক্ষিপ্তও আছে। শাস্ত্রে সাধারণতঃ চারি প্রকার দীক্ষা-প্রথা দেখা যায়।

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্দীক্ষা চতুর্বিধা।
অত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেণৈব লিখ্যতে॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

ক্রিয়াবতী, ফলাত্মা, বর্ণময়ী ও বেধময়ী ভেদে দীক্ষা চতুর্বিধা। তন্মধ্যে সুগমবিধায় ক্রিয়াবতী দীক্ষার নিয়ম ও প্রণালী সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চ্চয়িত্বা বাস্তুদেবতাঃ।
সপ্তহস্তমিতং কুর্য্যান্মণ্ডপং রম্যবেদিকম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

দীক্ষার পূর্ব্বদিনে গোময়াদি দ্বারা ভূমিসংস্কার করিয়া, তাহাতে বাস্তু দেবতা প্রভৃতির পূজা করিবে; তদন্তে তদুপরি রম্যবেদী-বিশিষ্ট সাত-হাত-পরিমিত মণ্ডপ করিবে।

এই মণ্ডপের কোণে হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হয়; তাহারও নানা প্রকার নিয়ম আছে। তাহার পর দীক্ষা-মণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে হয়। তাহার পর শাস্ত্রোক্ত প্রকারে কুম্ভস্থাপন, পূজা, হোম প্রভৃতি করিতে হইবে। পরদিনে অর্থাৎ দীক্ষা-দিনেও যথাবিধি পূজা, হোম, শিষ্যের অভিষেকাদি করিয়া যথানিয়মে দীক্ষা দিবেন। এই ক্রিয়াবতী দীক্ষারই কিয়দংশ এদেশে প্রচলিত দেখা যায়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুমোদিত একটী সংক্ষিপ্ত দীক্ষাপদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অথ দীক্ষা প্রয়োগঃ।

শিষ্যঃ পূর্ব্বদিনমুপোষ্য কৃতহবিষ্যান্নোবা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব্বপাপ-ক্ষয়ার্থং সহস্রসংখ্যক সাবিত্রীজপং কুর্য্যাৎ। স্ত্রীশূদ্রশ্চ তদ্দিনে জ্ঞানা-জ্ঞানকৃত সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থং কাঞ্চনদানং কুর্য্যাৎ। কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তি বাচনং কৃত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা গণেশাদি পঞ্চ-দেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহেন্দ্রাদি দশদিক্পালান্ সংপূজ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ যথা। বিষ্ণুরোং তৎ সদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ (নিমিত্ত বিশেষে তত্তন্নিমিত্তানামুল্লেখঃ) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি কামো বা অমুকদেবতায়া অমুকবীজাদি ইযদক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য গুরুং বৃণুয়াৎ। ওঁ সাধুভবানাস্তাং। ওঁ সাধ্বহমাসে ইতিপ্রতি-বচনং। ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামোভবন্তং। ওঁ অর্চ্চয় ইতি প্রতিবচনং। ততো বস্ত্রাদিকং দত্বা দক্ষিণং জান্বধৃত্বা অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা মৎকর্ত্তব্যে অমুকদেবতায়া অমুকবীজাদি ইয়দক্ষরমন্ত্র-দীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। ততো গুরুঃ ওঁ বৃতোঽস্মীতি ব্রূয়াৎ। ততো যথাবিহিতং গুরু কর্ম্মকুরু ওঁ যথা জ্ঞানং করবাণীতি প্রতিবচনং। ততো গুরুরাচম্য সর্ব্বতোভদ্রাদ্যন্যতম মণ্ডলোপরি কুম্ভ স্থাপনং কুর্য্যাৎ যথা। ফট্ ইতি কুম্ভং প্রক্ষাল্য বিলোমমাতৃকাং জপন্ জলেন পূরয়েৎ। ততো বস্ত্র যুগ্মেনাচ্ছাদ্য তত্র চন্দনাদিকং প্রক্ষিপেৎ। তত্র পঞ্চপল্লবং দত্বা ওঁ কুম্ভায় নম ইত্যভ্যর্চ্চ্য পঞ্চরত্নং ক্ষিপেৎ। ততঃ কুম্ভ পীঠয়োরৈক্যং চিন্তয়েৎ। ততঃ ষোড়শোপচারেণ তত্তদেবতাং পূজয়েৎ। ততো দেয়মন্ত্রস্য দশবিধং সংস্কারং কুর্য্যাৎ যথা। তাম্রাদিপাত্রে শক্তিবিষয়ে রক্তচন্দনেন বিষ্ণুবিষয়ে চন্দনেন শিববিষয়ে গোকরীষভস্মনা মাতৃকাযন্ত্রং লিখিত্বা তদ্‌যন্ত্রান্মন্ত্রঘটকবর্ণানুদ্ধৃত্য পাত্রান্তরে মন্ত্র

সংস্থানক্রমেণ লিখেদিতি জননং ॥ ১ ॥ ততোমন্ত্রস্য প্রত্যেকবর্ণান্ প্রণব-পুটিতান্ কৃত্বা শতধা দশধা বা জপেৎ। ইতি জীবনং ॥ ২ ॥ ততো-মন্ত্রস্য প্রত্যেকবর্ণান্ যং ইতি বীজেন শতধা দশধা বা চন্দনাম্ভসা তাড়য়েৎ। ইতি তাড়নং ॥ ৩ ॥ ততোমন্ত্রবর্ণান্ প্রত্যেকং বং ইতি বীজেন করবীরপুষ্পেণ সকৃৎ সকৃৎ হন্যাৎ। ইতি বোধনং ॥ ৪ ॥ ততো মন্ত্রস্যপ্রত্যেকবর্ণান্ অমুকমন্ত্রস্য অমুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ ইত্যুক্ত্বা অশ্বত্থপল্লবৈঃ শতধা দশধা বা সিঞ্চেৎ ইত্যভিষেকঃ ॥ ৫ ॥ ততো দেয়মন্ত্রং মূলাধারে বিচিন্ত্য তস্য আদৌ মধ্যে অন্তে চ ওঁ হ্রৌঁ মন্ত্রং সংযোজ্য পঞ্চবিংশতিবারং জপেৎ। ইতি বিমলীকরণং ॥ ৬ ॥ ততঃ কুশোদকেন পুষ্পোদকেন বা মন্ত্রস্য প্রত্যেকবর্ণান্ দশধা সপ্তধা বা দেয়মন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ ॥ ইত্যাপ্যায়নং ॥ ৭ ॥ ততো মধ্বাদিযুক্তজলেন অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ ইত্যনেন শতধা দশধা বা মন্ত্রে তর্পয়েৎ ॥ ইতি তর্পণং ॥ ৮ ॥ ততঃ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইতি মন্ত্রেণ পুটিতং কৃত্বা মন্ত্রং শতধা দশধা বা জপেৎ ॥ ইতি দীপনং ॥ ৯ ॥ ইদং যস্মৈকস্মৈচিন্নদেয়ং মাতৃজারবদ্গোপনীয়ং ইত্যুক্ত্বা অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা গোপয়েৎ ॥ ইতি গোপনং ॥ ১০ ॥ ততো গুরুঃ শিষ্যমানীয় বৌষট্ ইতি মন্ত্রেণ শিষ্যনেত্রে বস্ত্রেণোচ্ছাদ্য তস্যাঞ্জলিং পুষ্পেণ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্র-মুচ্চরন্ কলসে দেবতাপ্রীত্যৈ ক্ষেপয়েৎ। ততো নেত্রবন্ধনং দূরী-কৃত্য কুশাদ্যাসনে উপবিষ্টস্য শিষ্যস্য দেহে গুরুর্ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। ততঃ কুম্ভে তাং দেবতাং পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য তন্মুখস্থান্ পঞ্চপল্লবান্ শিষ্যশিরসি নিধায় অকারাদি ক্ষকারান্তাং মাতৃকাং মনসাজপন্ কুম্ভ-স্থজলং দেয়মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য তজ্জলেন বশিষ্ঠোক্তমন্ত্রৈঃ শিষ্যমভিষিঞ্চেৎ ॥ যথা ॥ ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ২ ॥ বাসুদেবোজগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে ॥ ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নি-র্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ॥

ব্রহ্মণা সহিতাহ্যেতে দিক্‌পালাঃ পান্তুবঃ সদা॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীধৃতি-র্মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধা ক্রিয়ামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জাবপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রাচ ভাবনা॥ এতস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। ওঁ আদিত্য-শ্চন্দ্রমাভৌমোবুধজীবসিতার্কজাঃ। এতেত্বামভিষিঞ্চন্তুরাহুঃ কেতুশ্চ-তর্পিতাঃ॥ ওঁ দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়োমনবো-গাবোদেবমাতর এবচ॥ দেবপত্ন্যো দ্রুমানাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানিচ॥ ঔষধানিচ রত্নানি কালস্যা-বয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ॥ এতেত্বা-মভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে। ইত্যানেনাভিষিঞ্চেৎ॥ ০॥ ততঃ শিষ্যোঽবশিষ্টজলেনাচামেৎ॥ পূর্ব্বমুখো গুরুরাত্মদেবতাশিষ্য-সংক্রান্তদেবতয়োরৈক্যং বিভাব্য গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ সহস্রবাহুং ফট্ ইতিমন্ত্রেণশিষ্যস্য শিখাং বধ্নীয়াৎ। ততঃ শিষ্যশরীরে কলান্যাসং-কুর্য্যাৎ। যথা। কুশাগ্রেণ পাদতলাজ্জানুপর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ নিবৃত্ত্যৈনমঃ। জানুনোর্নাভিপর্য্যন্ত স্পৃষ্ট্বা ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। নাভেঃ কণ্ঠ-পর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠাল্ললাট পর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ললাটাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ। পুনর্ব্রহ্মরন্ধ্রাল্ললাটপর্য্যন্ত স্পৃষ্ট্বা ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ। ললাটাৎ কণ্ঠপর্য্যন্তংস্পৃষ্ট্বা ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। কণ্ঠান্নাভিপর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। নাভের্জানুপর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। জানুনোঃ পাদপর্য্যন্তং স্পৃষ্ট্বা ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ॥ ইত্যনেনন্যসেৎ। ততঃ শিষ্যসিরসি দক্ষিণহস্তং ন্যস্য অষ্টোত্তরশতবারং দেয়মন্ত্রং জপেৎ। ততঃ অমুক দেবতায়া ইয়দক্ষরমন্ত্রং তে অহং দদামি ইত্যুক্ত্বা শিষ্যহস্তে জলং দদ্যাৎ। শিষ্যঃ ওঁ দদস্ব ইতিব্রূয়াৎ। ততো গুরুঃ আবয়োস্তুল্যফলদোভবতু ইতি। শিষ্যঃ ওঁ ভবতু ইতি ব্রূয়াৎ। ততঃ পশ্চিমাভিমুখো গুরুচরণৌ স্পৃশেৎ। গুরুঃ পূর্ব্বমুখোভূত্বা ঋষিচ্ছন্দো-

দেবতাঃ শ্রাবয়িত্বা শিষ্যস্য দক্ষিণকর্ণে ত্রিবারং বামকর্ণে একবারঃ স্ত্রীশূদ্রাণাং বামকর্ণে ত্রিবারং দক্ষিণকর্ণে একবারং মন্ত্রং শ্রাবয়েৎ। ততঃ শিষ্যো গুরুমন্ত্রদেবতানামৈক্যং বিভাব্য সেতুং কৃত্বা অষ্টোত্তরশতবারং মন্ত্রং গুরোঃ সমীপে জপেৎ। গুরুরপি স্বশক্তিরক্ষণায় তন্মন্ত্রং অষ্টোত্তরশতবারং জপেৎ। ততঃ শিষ্যো ভূমৌপতিতএব গুরুচরণৌ ধৃত্বা পঠেৎ॥ ওঁ ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মিচ॥ ইতি॥ ততো গুরুঃ ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তুতে॥ ইতি পঠিত্বা শিষ্যমুত্থাপয়েৎ। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ। যথা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতস্য অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রীদক্ষাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং তন্মূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অর্চ্চিতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে। ততো গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য অষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। ইত্যচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ততঃ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ ইতি বস্ত্রালঙ্কারাদিনা গুরুং সংপূজ্য তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা ষোড়শোপচারাদিনা ইষ্টদেবতাং পূজয়েৎ। দীক্ষিতব্রাহ্মণান যথাশক্তি ভোজয়েৎ। শ্রীগুরোরুচ্ছিষ্টান্নং স্বয়ং ভক্তিপূর্ব্বকং ভুঞ্জীত ইতি॥ ০॥ ইতি দীক্ষাপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ॥ ০॥

তত্ত্বসাগর-নামক গ্রন্থে অত্তি সংক্ষিপ্ত মন্ত্রোপদেশ-বিধি নামক একটি প্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়। অশক্ত পক্ষে সেটি মন্দ নহে।

অত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদজমভ্যর্চ্চ সাক্ষতম্।
তদন্তসাত্তিবিচ্যাষ্টবারান্ মূলেন কেকরম্।
নিধায়াম্বু জপেৎ কর্ণে উপদেশে স্বয়ং বিধিঃ॥

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্র-প্রকথনং উপদেশঃ স উচ্যতে ॥

তন্ত্রসাগরঃ।

পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ দীক্ষা-বিধানোক্ত-প্রয়োগে অক্ষম হইলে, কিংবা শিষ্য পূজা সম্ভার সংগ্রহে অসমর্থ হইলে, সজল সাক্ষত শঙ্খের জলে আটবার শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া, তাহার মস্তকে হস্তদান পূর্ব্বক কর্ণে মন্ত্র দিবেন, মন্ত্রোপদেশের এই বিধি।

চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে, গঙ্গাদিতীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে, শিবালয়ে অর্থাৎ কোন দেব-গৃহে, কেবলমাত্র মন্ত্র-কথনই মন্ত্রোপদেশ; ইহাতে অন্য কোন প্রকার ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই।

সংক্ষেপে সূত্ররূপে সমস্তই নির্দ্দেশ করিলাম; বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে তন্ত্রসার, হরিভক্তি-বিলাস, ক্রম-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

সদাচারঃ।

যিনি যে সম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন, তাঁহার সেই সম্প্রদায়োক্ত সদাচার পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দীক্ষা গ্রহণ করিলেই এক গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার লওয়া হইল। দীক্ষিতের বহু আচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ তাহার অনিষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেশ-প্রথানুসারে কাণে এক মন্ত্র লইয়া রাখে; কেননা, তাহাতে দেহ শুদ্ধ হওয়ায় চতুর্ভুজ হওয়া যায়, আর কোন আচার কেহ পালন করে না। আমার মতে দীক্ষিতের আচার পালন করিতে না পারিলে, দীক্ষা না লওয়াই উচিত। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে সুপথ্য না চলিলে, ঔষধের কোনই ফল হয় না। পথ্য ব্যবহার না করিতে

পারিলে, ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল নয় কি? বিশেষতঃ কবিরাজী চিকিৎসায় কবিরাজী মতে ও ডাক্তারী চিকিৎসায় ডাক্তারী মতে চলাই উচিত। কবিরাজী ঔষধ ও ডাক্তারী পথ্য সেবনে ব্যাধি সারে না। সেইরূপ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে, বৈষ্ণবাচারে চলিতে হইবে; তখন আর ব্রাহ্মমতে জগৎশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিলে চলিবে না; পক্ষান্তরে ব্রাহ্মমতানুযায়ী ব্যক্তিও তাঁহার নিজ সদাচারে চলিবেন; তাঁহার বৈষ্ণব মতে চলিলে হইবে না ইত্যাদি।

প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত সদাচার প্রাণ-পণে রক্ষা করিতে হইবে। এখন আর সে সদাচার দেশে নাই; সব বেদবিধির অগোচর হইয়া এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও বর্ত্তমান সময়ের বৈষ্ণব একত্র করিলে দিবা রাত্রি প্রভেদ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ দেখিলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক সদাচার জানিতে পারা যায়।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এক বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কামস্ত্রী অর্থাৎ পরস্ত্রী-সঙ্গকারী ব্যক্তি অসৎ, এবং শ্রীহরি-বিমুখ ব্যক্তি অসৎ; ইহাদের কখনও সঙ্গ করিবে না: সহৃদয় পাঠকমাত্রই বুঝিবেন, এখন ইহার কত বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

বৈরাগীর ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও উদর-পরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা কিরূপে লিখিত আছে, তাহা বুঝুন; আর বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন; তাহারা প্রাতঃকাল হইতে শয়ন-কাল পর্য্যন্ত কেবল উদর লইয়াই ব্যস্ত আছে।

সদাচার সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে—

পুংসো গৃহীত-দীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।
আচরো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতিস্মৃত্যনুসারতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভজনেচ্ছায় যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আচার ও কৃত্য শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে লিখিতেছি।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যেহেতু সদাচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিরই কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, তখন সকলেরই সদাচার পালন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবমাত্রেরই কতকগুলি অবশ্যপালনীয় সদাচার যথা—

স্বমন্ত্রো নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

নিজের মন্ত্র কাহাকেও দান করিতে নাই বা কাহারও নিকট বলিতে নাই। নিজের ইষ্ট পূজাদি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র গোপনে রাখিবে ও শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র নিজের শরীরের মত রক্ষা করিবে।

বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

শ্রীভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি মাত্রকেই ভক্তি করিবে; বিশেষতঃ যাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্য অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার-সম্পন্ন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারক, তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে যথাশক্তি পূজন করিবে। ইঁহারা বিপদে পড়িলে প্রাণপণে রক্ষা করিবে।

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিঃক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন করিলে সেখানে নির্ম্মাল্যাদি যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে বহন করিবে; পরে জলে নিক্ষেপ করিবে; যেন মাটিতে না পড়ে বা ফেলিয়া দেওয়া না হয়।

সোম-সূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নি-মধ্যগম্।
ভাবয়েদ্দেবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্র শরীরগম্॥

চন্দ্র, সূর্য্য, গো, অশ্বত্থ, অগ্নি, গুরু ও ব্রাহ্মণ—এইগুলিকে নিজ ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিবে।

যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্য্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিম্॥
যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ।
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

পরের উন্নতি সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকেই নিন্দা আরম্ভ করেন। এই ভাবে যদি কেহ গুরুর নিন্দা করে, তাহা হইলে সেখানে আর ক্ষণ-কালও থাকিবে না; শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক সেখান হইতে চলিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি গুরু, ভগবান্ কিংবা শাস্ত্রের নিন্দা করে, তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই ও একত্র বসিতে নাই।

প্রদক্ষিণে প্রয়াণেচ প্রদানেচ বিশেষতঃ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

কোন ভগবন্মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ সময়ে, কোন স্থানে গমন করিবার সময়, দান করিবার সময়, প্রভাতকালে ও বিদেশে, বহুবার নিজ মন্ত্র স্মরণ করিতে হয়।

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদম্।
অকস্মাদ্ যদি জায়েত নাখ্যাতব্যং গুরোর্বিনা॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র।

স্বপ্নে কিংবা প্রত্যক্ষে কোন অত্যাশ্চর্য্য কিংবা অতিশয় আনন্দ-জনক ঘটনা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলে, তাহা গুরু ভিন্ন অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নাই।

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পাঞ্চরাত্রিকান্।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্য মাংস কূর্ম্ম-শূকরকাংস্তথা॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষ-বট পত্রয়োঃ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥
ন সোপানৎক-চরণঃ প্রবিশেদন্তরং ক্বচিৎ।

একাদশ্যাং ন চাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রম্।

পঞ্চরাত্রোক্ত বৈষ্ণবের বিশেষ নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। এগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়াই বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। মৎস্য কিংবা মাংস খাইবে না। বিশেষতঃ কূর্ম্মমাংস কিংবা শূকরমাংস খাইবে না। কাঁসার পাত্রে ভোজন করিবে না। বট ও অশ্বত্থপত্রে ভোজন করিবে না। দেবালয়ে গিয়া থু থু ফেলিবে না; কিংবা সেখানে হাঁচিবে না। জুতা খড়ম প্রভৃতি পায়ে দিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না; একাদশী-রজনীতে জাগরণ করিবে ও বিশেষরূপে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবে।

বিশুদ্ধাহতযুগ্মবস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনম্।
গোপীচন্দন-মৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকম্ ॥
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনম্।
তুলসীমণিমালাদি-ভূষাধারণমন্বহম্ ॥
ব্রাহ্মে মূহূর্ত্তে উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনম্।
নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃ স্নানং বিধানতঃ ॥
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোঃ স্তুচ্চন্দনবিলেপনম্।
শালগ্রাম-শিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ ॥
নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তুলস্যবচয়ো বিধেঃ।
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধো হি কর্ম্মণি ॥

বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া ।
মহারাজোপচারৈশ্চ তস্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া ।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি ॥
নবীনফলপুষ্পাদের্ভক্তিতঃ সংনিবেদনম্ ।
তুলসী পূজনং নিত্যং শ্রীভাগবত-পূজনম্ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহম্ ।
বিষ্ণোর্নিবেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাং বিধারণম্ ॥
সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনম্ ।
গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥
যথা স্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদি ভক্তিতঃ ।
শঙ্খাদিধ্বনি-মাঙ্গল্যলীলাভিনয়ো হরেঃ ॥
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ।
সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনম্ ॥
তাম্বুলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ ।
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদিদিনত্রয়ে ।
ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ ॥
পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ ।
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনম্ ।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা ।
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুযামল-বচনম্ ।

বিশুদ্ধ এবং অচ্ছিন্ন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতার অর্চ্চনা করিবে। গোপীচন্দন দ্বারা সর্ব্বদা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন স্বদেহে অঙ্কিত করিবে। তুলসী প্রভৃতি মালা সর্ব্বদা ধারণ করিবে। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবে। স্বগৃহে বিগ্রহ থাকিলে, তাঁহার জাগরণ ও বাদ্য সহকারে মঙ্গল নীরাজন করিবে। বিধিপূর্ব্বক যথা সময়ে প্রাতঃস্নান করিবে। শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ হইতে নির্ম্মাল্য উত্তারণ করিবে। শ্রীভগবানের প্রসাদী চন্দন অঙ্গে লেপন করিবে। শালগ্রাম ও ইষ্ট প্রতিমা পূজা করিবে। নির্ম্মাল্য-তুলসী ভক্ষণ ও বিধিপূর্ব্বক তুলসী চয়ন করিবে। বিধিপূর্ব্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে। সর্ব্বকর্ম্মে শিখা বন্ধন করিবে। বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলে মহারাজো-পচারে শ্রীভগবানের পূজা করিবে। ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্মের বাধা না হয়, এই ভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে। ন্যাস, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবে। নূতন ফল ও নূতন পুষ্প অবশ্য শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। প্রত্যহ তুলসী ও শ্রীভাগবত পূজা করিবে। সমর্থ হইলে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে বিষ্ণু পূজা করিবে। প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ করিবে। বস্ত্রাদি সমস্ত বস্তুই শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া নিজে পরিধান করিবে। সমস্ত সৎকার্য্যই শ্রীভগবান্ করাই-তেছেন এই বুদ্ধিতে করিবে। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিবে। গুরুর সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিবে। নিজমন্ত্র ও দেবতানুসারে মুদ্রা রচনা করিবে। ভক্তিভাবে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি গান ও নৃত্য করিবে। ভগবন্মন্দিরে শঙ্খাদি শব্দ করিবে। ভগবানের লীলা-দির অভিনয় করিবে। (অদ্যাপি আমাদের দেশে নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ভগবানের লীলার অভিনয় দেখা যায়।) সমর্থ হইলে প্রতিদিন হোম করিবে। শ্রীভগবানের নৈবেদ্য ভক্তকে সমর্পণ করিবে। সাধু-সমাগমে

তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও যথোচিত পূজাদি করিবে। শ্রীভগবানের নৈবেদ্য ও প্রসাদী তাম্বূল প্রভৃতি ভোজন করিবে। সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী এই দিনত্রয় ব্রতের নিয়মে থাকিবে। সমস্ত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। জন্মাষ্টম্যাদি পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিবে। দেবালয় তুলসী-বাটিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিবে। অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন করিবে। শ্রীভগবানের ঋতুচর্য্যা অর্থাৎ যে ঋতুতে যে সেবা সুখপ্রদ,—যথা গ্রীষ্মে ব্যজন, শীতে বস্ত্রাবরণ প্রভৃতি করিবে। সাধ্য হইলে মহারাজোপচারে ঋতুসেবা করিবে। সমস্ত বৈষ্ণব ব্রত পালন করিবে। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি করিবে। সর্ব্বদা তুলসী সংগ্রহ রাখিবে। শ্রীভগবানকে শয্যা প্রভৃতি অর্পণ করিবে। শয়নকালে রামাদি চিন্তা করিবে। যথা—

"রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
শয়নে সংস্মরেন্নিত্যং"—

এই মন্ত্র শয়ন কালে স্মরণ করিবে।

ইহা ছাড়া কতকগুলি নিষেধবিধি আছে; কদাপি সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে নাই। যথা—

তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনম্।
গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ॥
শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানি দেবতার্চ্চনলোপনম্।
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনম্॥
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢ়পাদক্রিয়া তথা।
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণম্॥

অভক্তৈঃ সহ মৈত্র্যাদি অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তি র্মদ্যমাংসনিষেবণম্ ॥
মাদকৌষধসেবাচ মসূরাদ্যন্নভোজনম্।
শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ ॥
অবৈষ্ণবব্রতারম্ভ স্তথা জপ্যমবৈষ্ণবম্।
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকম্ ॥
শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্।
শুক্লা কৃষ্ণা বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা ॥
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপো তুলস্যবচয়স্তথা ॥
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং হর্য্যনিবেদিতৈঃ।
বৃন্দাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবম্ ॥
চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধার্থাচমনক্রিয়া।
কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনম্ ॥
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনম্।
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্ পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ ॥
পূজা চাসংস্কৃতৈ র্দ্রব্যৈ স্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ।
একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনম্ ॥
পর্য্যুষিতাদি-দুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনম্।
সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনম্ ॥
সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ।
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোর্বর্জ্জয়েৎ বৈষ্ণবঃ সদা ॥

শ্রীবিষ্ণু-যামল-বচনম্।

প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যার সময়ে শয়ন করিবে না। মল মূত্রাদি ত্যাগের পর বিনা মৃত্তিকায় শৌচ করিবে না। দাঁড়াইয়া আচমন, গুরুদেবের আসনে উপবেশন ও গুরুদেবের ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবের সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিবে না। শক্তি থাকিতে স্নান ও ইষ্ট পূজা বন্ধ করিবে না। গুরুদেব ও দেবতা গাত্রোত্থান করিলে, নিজেও উঠিয়া দাঁড়াইবে। গুরুদেবের সম্মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবে না ও প্রৌঢ়পাদ অর্থাৎ হাঁটু উঁচু করিয়া বসিবে না। বিনা মন্ত্রে তিলক ও আচমন করিবে না। নীল বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে না। অভক্তের সহিত মিত্রতা করিবে না। অসৎ শাস্ত্র পড়িবে না। বৈষয়িকসুখ ও বৈষয়িকসঙ্গে আসক্ত হইবে না। মদ্য, মাংস, মাদক ঔষধ, মসুর, রক্তবর্ণ শাক, গোল অলাবু, কলঞ্জ (পত্র বিশেষ) ও অভক্তের অন্ন ভোজন করিবে না। বৈষ্ণব ব্রত ভিন্ন অন্য ব্রত করিবে না। বিষ্ণুমন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র জপ করিবে না। অভিচার অর্থাৎ কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য কোন যজ্ঞাদি করিবে না। শক্তি থাকিতে গৌণোপচারে কর্ম্ম করিবে না। (শাস্ত্রে আছে, কোন পূজা-বিশেষে বস্ত্র দিতে হইবে; কিন্তু অসমর্থ ব্যক্তির, দিতে হইবে না; আমি, লক্ষপতি; আমিও অসমর্থ হইয়া বসিয়া থাকিলাম—ইহার নাম শক্তি থাকিতে গৌণোপচার)। শোক-মোহে অভিভূত হইবে না। দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রত করিবে না। শুক্লা ও কৃষ্ণা একাদশীতে ভেদজ্ঞান করিবে না। ব্রতদিনে পাশাখেলা প্রভৃতি অসদ্ব্যাপার করিবে না। শক্তি থাকিতে একাদশী দিনে ফলাদি ভোজন করিবে না। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। দ্বাদশী দিনে দিবানিদ্রা, তুলসীচয়ন ও শ্রীহরিকে দিবসে স্নান করাইবে না। শ্রীহরির অনিবেদিত দ্রব্যদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না। তুলসীপত্রহীন শ্রাদ্ধ করিবে না। বৈষ্ণবজনরহিত

শ্রাদ্ধ করিবে না। চরণামৃত পান করিয়া মুখশুদ্ধির জন্য আচমনাদি করিবে না। কাষ্ঠাসনে বসিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিবে না। পূজাকালে বাজে কথা বলিবে না ও আকন্দ প্রভৃতি পুষ্পে অর্চ্চনা করিবে না। লৌহ পাত্রে ধূপাদি দান করিবে না। বক্রপুণ্ড্র ধারণ করিবে না। অশুদ্ধবস্ত্রদ্বারা ও অস্থির চিত্তে পূজা করিবে না। একহস্তে প্রণাম করিবে না ও অকালে শ্রীহরিদর্শন করিবে না। পর্য্যুষিতবস্তু নিবেদন করিবে না। সংখ্যা না রাখিয়া মন্ত্র-জপ করিবে না। মন্ত্র প্রকাশ করিবে না। শক্তি থাকিতে মুখ্য-লোপ করিয়া গৌণ কালে কার্য্য করিবে না। শ্রীভগবানের প্রসাদ অমান্য করিবে না।

বৈষ্ণব ব্যক্তি অবশ্যই এই সমস্ত সদাচার পালন করিবেন। ইহাছাড়া বহু সদাচার আছে। সমস্ত গুলি একত্র করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ভক্তগণ একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া হরিভক্তিবিলাসাদি দেখিয়া লইবেন। এ গ্রন্থেও স্থানে স্থানে লিখিত হইবে। মোট কথা—সকলেরই সদাচারপরায়ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচার-পরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥
যজ্ঞাদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥

মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্।

গৃহস্থব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচার পালন করিবেন। আচার-বিহীন ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না। যে ব্যক্তি সদাচার উল্লঙ্ঘন করে, তাহাকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কোন ফলই দিতে পারে না।

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা, যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি, নীড়ং শাকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্।

ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেও আচারহীন ব্যক্তি পবিত্র হইতে পারে না। যেমন পক্ষীর পাখা উঠিলে, সে নীড় (বাসা) ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ অধীত বেদ সকল মৃত্যুকালে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচার-বিলঙ্ঘিনম্।
সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ॥
ততোঽভ্যসেৎ সদাচারং প্রযত্নেন সদা দ্বিজঃ।
তীর্থান্যপ্যভিলষন্তি সদাচার সমাগমম্॥

কাশীখণ্ডম্।

যম যেমন আলস্যযুক্ত, বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত, অসদন্ন-ভোজী ব্রাহ্মণকে যন্ত্রণা দেন, তদ্রূপ সদাচারহীনকেও নরক ভোগ করান। অতএব যত্নপূর্ব্বক সদাচার অভ্যাস করিবে। তীর্থগণও সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির সমাগম প্রার্থনা করেন।

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে।
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি, সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ অর্থাৎ যাঁহার সদাচার আছে, তিনিই সাধু; যাঁহার সদাচার নাই, তিনি শত সহস্র ভণ্ডামি দেখাইলেও তাঁহাকে কদাপি সাধু বলিয়া কেহ গ্রহণ করিয়া বিপদে পড়িবেন না। প্রকৃত সাধুর যে আচার, তাহাই সদা-

চার। অতএব যিনি নিজের পারলৌকিকী গতি কামনা করেন, তিনি অবশ্যই সদাচার পালন করিবেন। সাধুগণের আচারই যে সদাচার, একথা সত্য; কিন্তু আজ কাল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সাধু চিনিয়া লওয়া বড় কঠিন; প্রায় সকলেরই মোটা মালা, সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহরিনামাক্ষর অঙ্কিত, কীর্ত্তনে দশা, চক্ষে জল, ঘন ঘন কম্প প্রভৃতি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য শাস্ত্রকার চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

যাঁহার কামনা, বাসনা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কোন দোষ নাই, বিষয়াশক্তির গন্ধ মাত্রও নাই, তাঁহারই নাম সাধু। যিনি লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার ধারও ধারেন না, তিনিই সাধু; আমার মত যিনি গ্রামে গ্রামে অর্থ ও সম্মানের জন্য ঘুরিতেছেন, তিনি সাধু নহেন। যাহা হউক, সর্ব্বপ্রকার আসক্তিরহিত মহাত্মাকেই সাধু বলিতে পারা যায়; তাঁহাদের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার। আমাদের সম্প্রদায়ে, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রকৃত সাধু। ইঁহাদের কিছু মাত্র দোষ অর্থাৎ বিষয়-বাসনা ছিল না; ইঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আশ্রয় করিয়া, সেখানে বনের শাক সিদ্ধ করিয়া খাইতেন আর সাড়ে সাতপ্রহর যায় শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, অর্দ্ধ প্রহর বিশ্রাম—তাও নহে কোন দিনে—এই ভাবে শ্রীহরি ভজন করিতেন। ইঁহাদের আচারের নামই সদাচার। তাহা ছাড়া কেহ বা কলিকাতায় বিজ্ঞাপন দিয়া বসিয়া আছেন; কেহ বা প্রকাণ্ড দল সহ অর্থ বা

প্রতিষ্ঠা লোভে দেশে দেশে ঘুরিতেছেন; কেহ বা টাকা স্পর্শ করেন না, তাঁহার বাড়ীতে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়;— ইত্যাদি ব্যক্তি সাধু নহে। মোট কথা, পূর্ব্ব মহাজনের আচারই সদাচার; তদনুসারে চলা একান্ত আবশ্যক।

আচার না থাকিলে তাহার সমস্ত গুণই ব্যর্থ।

কপালস্থং যথা তোয়ং শ্বদৃতৌ বা যথা পয়ঃ।
দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শুভম্॥

যেমন নর-কপালস্থ (নরকপাল—মড়ার মাথার খুলি) স্বচ্ছজল ও কুকুরের চামড়ার পাত্রস্থ দুগ্ধ, কেবল মাত্র স্থান দোষে অপবিত্র হয়, সেই রূপ আচারহীন ব্যক্তিতে যতই গুণ থাকুকনা কেন, তাহা স্থানদোষে দুষ্ট; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্ নৃপ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

সর্ব্বলক্ষণহীন ব্যক্তিও যদি সদাচার-পরায়ণ হন এবং শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াবর্জ্জিত হন, তিনি অচিরেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন।

আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্যচ।
আচারাদ্ বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

হে রাজন্, আচারই ধর্ম্ম ও কুলের মূল; আচার-রহিত ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা কুলীন হইতে পারে না অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি ধর্ম্ম যাজন করিলেও তাহা ধর্ম্ম নহে; সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাতে কোন ফল নাই।

বিশেষতঃ আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মটি কঠিন আচারের উপর সংস্থাপিত। অন্য সম্প্রদায়ে বা কোন আচারের কিছু ন্যূনতা থাকিতে পারে; কিন্তু এ সম্প্রদায়ে আচার সম্বন্ধে কড়া নিয়ম।

সকলেই জানেন, কেবলমাত্র আচার-পালন জন্যই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রাণসম প্রিয়তম ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন। আচার-রক্ষার কি কঠিন প্রয়োচনা! সম্প্রদায়শুদ্ধ মহাত্মগণ মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ—
স্বপনেও নাহি হেরি তাহার বদন ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গৌরলীলার ইতিহাস পাঠে দেখিবেন, এইরূপ শত শত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আচারের নিশান ধরিয়া আজও বর্ত্তমান।

ইতি প্রথমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

নিত্যকৃত্য-প্রকরণম্।

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদশর্ম্মণা।
বৈষ্ণবানাং নিত্যকৃত্যং লিখ্যতেঽত্র যথামতি॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া পুনরায় রাত্রিতে শয়নকাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের যে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাই বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য। সেগুলি আপন ইচ্ছামত করিলে হয় না; সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা-গ্রন্থানুসারে করিতে হয়। সেজন্য শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিত্যকৃত্য লিখিত হইল।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ॥
আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাৎ লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ডের প্রথম দুই দণ্ড ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও শেষ দুই দণ্ড রৌদ্র মুহূর্ত্ত বা দৈব মুহূর্ত্ত।

রাত্রেস্তু পশ্চিমো যামো মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

রাত্রির শেষ যামের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত নির্ণয়-সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে—তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই; কিংবা বিচারের প্রয়োজন নাই; কারণ কোন বিশেষ বিশেষ বেদোক্ত কিংবা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মের জন্য সেই সমস্ত মতানৈক্যের সৃষ্টিপাত হইয়াছে।

বিভজ্য পঞ্চধা রাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকম্।
জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুর্ব্বীত সাধকঃ ॥

বৈহায়স-পঞ্চরাত্রম্।

রাত্রিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া, শেষ ভাগ হইতেই জপ হোম ধ্যানাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

গোট্ কথা—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কোন মতে এক প্রহর, কোন মতে তাহা অপেক্ষা কিছু কম এবং কোন মতে চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে প্রবৃত্ত হয়। শেষ মতটিই গ্রহণীয়; কারণ, রাত্রির একটি নাম ত্রিযামা অর্থাৎ তিন প্রহরব্যাপিনী। সূর্য্যাস্ত হইতে অৰ্দ্ধ প্রহর ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অৰ্দ্ধ প্রহর দিনের মধ্যেই গণ্য। কাজেই সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তপ্রবৃত্তি মতটি মন্দ নহে।

যাহা হউক প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেন। শয্যাত্যাগ কালে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কীর্ত্তন করিবেন। অন্যান্য নিত্যকৃত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে প্রাতঃস্মরণীয় অনেক রকম শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এবং শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথম মাটীতে পা দেওয়ার মন্ত্র প্রভৃতি নানা রকম দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে মন্দ কিছুই নাই; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার উল্লেখ না থাকায়, আমি লিখিলাম না।

বিশেষতঃ শ্রীভগবানের উপাসনা দুই রকম দেখিতে পাওয়া যায়;—মুক্তি-প্রধান ও ভাব-প্রধান। মুক্তি-প্রধান উপাসনা-মার্গের উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্‌কে ভজনা করা উচিত;—না করিলে মহাপাপ হয় ও

তজ্জন্য নরক ভোগ করিতে হয়। ভজন করিলে ক্রমে ক্রমে কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া গিয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। সুতরাং সে মতে সর্ব্বদাই কিসে পাপের হাত এড়াইব, কিসে আমার কৃত-কর্ম্মের ফল পাইব, কিসে পুণ্যসঞ্চয় হইবে ইত্যাদি নানা দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

ভাব-প্রধান উপাসনায় কোন কামনাই নাই; নিজ ভাবানুসারে সর্ব্বদা শ্রীহরির সম্বন্ধ-স্মৃতিই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের যে ভাবে শ্রীভগবান্ ভক্তকে করুণা করেন, ভক্ত কেবল মাত্র সেই ভাবের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন।

এ সমস্ত বিষয় অতি জটিল ও সূক্ষ্ম; অল্প কথায় সুমীমাংসা হয় না; কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইলাম। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি" নামক গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাইবেন।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থে ভাব-প্রধান উপাসনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কেবল ভক্ত্যঙ্গের অনুরূপ ও অনুকূল যে সমস্ত শাস্ত্রবিধি আছে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থে সাধারণতঃ বৈষ্ণব মাত্রেরই যে কৃত্য, তাহাই লিখিত হইয়াছে। ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব ও অধিকার অনুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিবেন। শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসের আজ্ঞাও তাহাই।

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্‌ব্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ॥

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসঃ।

কোন কোন সম্প্রদায়ে ব্যবহার আছে বলিয়া, সাধারণ-ভাবে কতকগুলি প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তনের বিধি লিখিলাম; কিন্তু প্রকৃত

কর্ত্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভীষ্ট অর্থাৎ নিজের ভজনীয় রূপ নিজ-ভাবানুসারে স্মরণ কীর্ত্তনাদি করিবে।

আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার এই যে, শ্রীগৌরলীলার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলা আস্বাদন করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যে সমস্ত ভাবই বর্ত্তমান; কাজেই কোন ভাবেরই তাহাতে অসামঞ্জস্য হয় না; বরং সকল ভাবই পরিপুষ্ট হয়। কীর্ত্তনে—স্মরণে—সকল কর্ম্মেই প্রথমতঃ শ্রীগৌর-লীলা, পরে শ্রীকৃষ্ণ লীলা—এই ভাবে চির কালই চলিয়া আসিতেছে: সুতরাং সেই ভাবেই পদ্ধতি লেখা হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ভাবে কীর্ত্তন করিবে।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধি চন্দ্রায় চারু-চন্দ্রাংশুহাসিনে॥
সংকর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্ ॥

সাধক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া হাত, পা, মুখ প্রভৃতি ধুইয়া দন্ত ধাবন করিবেন। দন্ত ধাবনেরও বিধি আছে, তাহা এখানে লেখা হইল না; দন্ত-ধাবন প্রকরণে লিখিব।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত-কৃত্য সাধারণতঃ দুই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ আছেন ও সাধক স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন, সেই স্থলেই শয্যা ত্যাগের পর দন্ত ধাবন করিতে হয়; কারণ দন্ত ধাবন না করিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করিতে নাই।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতি ॥

বরাহপুরাণম্।

দন্ত ধাবন না করিয়া যদি কেহ আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকাল-কৃত কর্ম্মের ফলই নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস আলোচনা করিলে বুঝা যায়, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হাত, পা, মুখ ধুইয়া দন্ত ধাবনান্তে পুনর্ব্বার

আচমন করিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া, সিংহাসনে বসাইয়া, মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি করিয়া পরিশেষে মল ত্যাগ ও প্রাতঃস্নান করিবে। কিন্তু আমরা প্রাতঃস্নান না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি না এবং ২।১ জন শাস্ত্রজ্ঞ প্রভু-পাদের বাড়ীতেও দেখিয়াছি, তাঁহারা প্রাতঃস্নান না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন না। তাহার কারণ এই যে, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, স্ত্রীসহবাস প্রভৃতির পরে যে নিয়মে শাস্ত্রে মৃত্তিকাশৌচ বা বস্ত্রত্যাগ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, আমরা সে নিয়মে চলি না; কাজেই আমাদের শরীর অপবিত্র থাকে; এ অবস্থায় স্নান করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করাই সঙ্গত।

যাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হইবে না, তাঁহারা শয্যাত্যাগ করিয়া, হাত, পা, মুখ ধুইয়া রাত্রিতে পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দুইবার আচমন কারবেন।

শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলম্।
প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেৎ।

বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানান্তে, অমঙ্গল দর্শন করিয়া ও অজ্ঞানতঃ অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, দুই বার আচমন করিলে শুচি হয়।

অনন্তর অন্তঃশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মরন্ধ্র-স্থিত সহস্রদল শ্রীগুরুদেবকে ভাবনা করিতে হয়।

অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদৌ।
স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ॥

বাহ্য শুদ্ধির পর পরমা শুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃশুদ্ধির জন্য মস্তকস্থ সহস্রদলে শ্রীগুরুকে ধ্যান করিয়া, স্তব করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ কীর্ত্তন করিবে।

আগমোক্ত বিধিতে শ্রীগুরুর ধ্যান করিতে হয়; যথা—

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদল-শোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরম্।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদম্॥

আগমবাক্যম্।

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল পদ্মে দ্বিনয়ন, দ্বিভুজ, পীতবর্ণ ব্যাখ্যামুদ্রাযুক্ত, পরমাত্মরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। তাহাতে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়।

অতঃপর শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃস্মরণ কীর্ত্তন করিবে; যথা—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবর-পরিষৎ স্বৈ র্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্॥
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ১

স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥ ২

বিদগ্ধগোপাল-বিলাসিনীনাং সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত-চৌরম্॥ ৩

উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন-শব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ৪

পঠিত শ্লোকের অর্থ বুঝিলে অধিক আনন্দ হয়, সেজন্য লিখিত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিলাম।

যিনি সমস্তজীবে অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান হইয়াও স্বভক্ত-বিনোদার্থ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্ত-সমাজে দেবকী-নন্দন এই নামটি রটনা করিয়াছেন। (বস্তুতঃ ভগবানের জন্ম নাই; যেখানে তদীয় জন্মের কথা শুনা যায়, সে কেবল জন্মানুকরণ মাত্র)। যিনি নিজ বাহুরূপ যাদব

পাণ্ডব প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দদ্বারা স্থাবর জঙ্গমের সংসার-দুঃখ নাশ করিতে-ছেন এবং ঈষৎ-হাস্য যুক্ত মুখচন্দ্রের অবলোকন দানে ব্রজগোপীগণের প্রেমসাগর উচ্ছলিত করিতেছেন, সেই নন্দনন্দন শ্রীহরির জয় হউক॥ ১

যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব সকল-মঙ্গলের আলয় হয়, সেই অজ, নিত্য, শ্রীহরির শরণাপন্ন হই॥ ২

যিনি পবিত্র বেদবাক্য-সকলের অগম্য হইয়াও শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম-পণ্ডিতা গোপীগণের সুখসম্ভোগ-চিহ্নে সর্ব্বাঙ্গাঙ্কিত হইয়া, গোপীগণের ঘরে ঘরে নবনীত চুরি করিতেছেন, সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই॥ ৩

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনাগণ প্রত্যহ দধিমন্থন করেন ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করেন; দধিমন্থন শব্দের সহিত সেই গানশব্দ মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকের অমঙ্গল নাশ করে॥ ৪

পুনশ্চ পঠেৎ সাধূনাং সম্প্রাদায়ানুসারতঃ।
চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্ব্বদোষশান্ত্যৈ শুভাপ্তয়ে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যাঁহারা দুঃস্বপ্ন-দর্শনাদি দোষশান্তি ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা সাধু সম্প্রদায়ে পঠিত নিম্নলিখিত চারিটি শ্লোক পাঠ করিবেন।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূত-বর-বারণ-মুক্তি-হেতুং
চক্রায়ুধং তরুণ-বারিজ-পত্র-নেত্রম্॥ ১

যিনি কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছেন, সেই গরুড়-বাহন, পদ্মনাভ, চক্রধারী, নবপদ্মপত্র-পলাশ-লোচন নারায়ণকে ভবভয়-নিবারণের জন্য প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥ ১

প্রাতর্নমামি বচসা মনসাচ মূর্দ্ধ্না
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণব-তারকস্য
পারায়ণ-শ্রবণ-বিপ্র-পরায়ণস্য ॥ ২

যিনি নরকার্ণব-তারণকারী ও বেদপাঠরত ব্রাহ্মণগণের একমাত্র গতিস্বরূপ সেই নারায়ণের চরণারবিন্দ-যুগলে প্রাতঃকালে কায় মনঃ ও বাক্যদ্বারা প্রণাম করি ॥ ২

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং
প্রাক্ সর্ব্বজন্মকৃত-পাপ-ভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রি গজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশ-মকরোদ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ৩

যিনি ভজনশীল ভক্তগণের অভয়দাতা, যিনি শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া কুম্ভীর মুখপতিত গজেন্দ্রের শোক ও দুঃখ নাশ করিয়াছেন, পূর্ব্বজন্মকৃত অশেষ পাপক্ষয়-কামনায় প্রাতঃকালে সেই শ্রীহরিকে ভজনা করি ॥ ৩

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ।
লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ ॥ ৪

এই তিনটি শ্লোক যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাঠ করেন, ত্রিলোক গুরু ভগবান্ তাঁহাকে স্বচরণাবলম্বন দান করেন ॥ ৪

ইত্থং বিদধ্যাৎ ভগবৎকীর্ত্তন-স্মরণাদিকম্।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এইরূপে প্রাতঃকালে শ্রীভগবানের কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে। ইহাতে সর্ব্বতীর্থাভিষেকের ফল হয় ও বাহ্য এবং অন্তর শুদ্ধ হয় ॥

সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ম্।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক ॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীমহাদেব কার্ত্তিকেয়কে বলিতেছেন—হে পুত্র, যদি কেহ একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহার গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থে তিন শত কল্পকাল স্নান করা হয়।

শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনম্।
কীর্ত্তনাৎ তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করে, তাহার সেই কীর্ত্তনের ফলে অশেষ জন্মের পাপক্ষয় হইয়া যায়।

স্মরণ কীর্ত্তনের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে দুই একটি লিখিলাম।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই ভাবে সাধারণতঃ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তনের বিধি আছে; কিন্তু যাঁহারা তটস্থ না থাকিয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর কোন ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজন করেন, তাঁহারা নিজ নিজ ভাবানুযায়ী স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন। আমাদের সম্প্রদায়ে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনকে ভজন করার বিশেষ কোন লিখিত পদ্ধতি নাই। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা" অর্থাৎ ব্রজ-রমণীগণ যে ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া সেই ভাবে মানস-সেবাই কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়াচার্য্যগণও নিজ নিজ গ্রন্থে মধুর ভাবেরই কথাই সমস্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়-চলিত দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রও যুগল-ভজনেরই অনুকূল। যাহা হউক, যাঁহার যে ভাবে লোভ

হইবে, তিনি সেই ভাবে ভজন করিবেন। দাস্য, সখ্য, বা বাৎসল্য রসে ভজন করিতে হইলে, সেই সেই ভাবানুযায়ী শ্লোকাদি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। আমাদের সম্প্রদায়ে প্রায় সকল মহাত্মাই মধুর ভাবে ভজন করেন। তাহা করিতে হইলে, পদ্ধতির অভাব নাই। প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিশান্ত-কালীন লীলা স্মরণ করিয়া, নিকুঞ্জে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্তলীলা স্মরণই মধুর ভাবের অনুকূল। নিকুঞ্জরহস্য প্রভৃতি স্তবও পাঠ করিতে পারা যায়। কোন কোন ভক্ত করতাল-সংযোগে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিশান্ত লীলার পদাবলী কীর্ত্তন করেন; কোনও বা নামরসিক ভক্ত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নাম সংকীর্ত্তন করেন ইত্যাদি বহুবিধ আচার, সম্প্রদায়ে দেখা যায়। মোট কথা, নিজ নিজ ভাবানুসারে ইহার কোনটিই মন্দ নহে। ফলতঃ যে কোন প্রকারে ভগবৎপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ক্ষেপণ করাই কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা কৃষ্ণস্মৃতিই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

সর্ব্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, কখনও ভুলিও না—এই বিধি ও নিষেধ মহারাজতুল্য; আর যত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রে আছে, সে গুলি ইহারই দাস।

স্মরণ-রসিক সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণে আবিষ্ট থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ আরম্ভ করেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে অষ্টকালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি কিংবা নিশান্তকালীন পদকীর্ত্তন প্রভৃতি এ গ্রন্থে সমাবেশ করিতে পারিলাম না। প্রয়োজন হইলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-দর্পণ-নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

ততঃ পাদোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্পীত্বা তুলসীদলৈঃ।
গৃহীতেনাচরেৎ তেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেচনম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অভিমত স্তবাদি পাঠান্তে কিঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত পান করিবেন। (বলা বাহুল্য, ভজনশীল ব্যক্তিগণ চরণামৃত নিজ গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখেন) পরিশেষে তুলসীদলে চরণামৃত লইয়া নিজ মস্তকে দিবেন।

অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

চরণামৃত পানান্তে প্রথমতঃ "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্রে শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করিবে। চরণে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিবে ও সমস্ত দিনকৃত্য অর্পণ করিবে।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

বামন-পুরাণম্।

সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, বরদাতা, মঙ্গলময় নারায়ণকে প্রণাম করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে।

প্রথমতঃ বিজ্ঞাপন ও দিনকৃত্য অর্পণের বিষয় লেখা হইতেছে।

যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম॥
প্রাতঃ প্রবোধি শ্রীবিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া॥

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং
ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরে হন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধা-তিরস্কার-কলিপ্রমাদ-
ভয়ানি মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

হে ভগবন্, আপনিই সকলের সকল কার্য্যের প্রেরক। আপনার প্রেরণাতেই সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে। আমিও উৎসবাদি যে যে কর্ম্ম করিব, সমস্তই আপনার প্রেরণাতেই করিব জানিবেন, ইহাই আমার নিবেদন। হে বিষ্ণো আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, আপনিই আমার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছেন, এখন জাগরিত হইয়া আপনি যাহা করাইবেন, তাহাই করিব।

হে ত্রিলোকের চৈতন্যদায়িন্, হে আদিদেব, হে শ্রীনাথ, হে বিষ্ণো, প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার আজ্ঞা-পালনরূপ প্রিয় কর্ম্ম করিবার জন্য সংসার-যাত্রার অনুষ্ঠান করিব। গৃহস্থ যদি সংসারের উপর "আমি" "আমার" ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের আজ্ঞা বোধে যথারীতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে, প্রকৃতই সংসারে স্বর্গসুখ

অনুভব করিতে পারে; এ সমস্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ উত্তমরূপে বুঝিলে সেই কথাই মনে হয়।

হে নৃহরে, হে অন্তরাত্মন্, এ সংসার আমার নয়; কেবল আপনার আজ্ঞায় আমি দাসবৎ কার্য্য করিব। বিনীত নিবেদন,—যেন কাহারও উপর স্পর্দ্ধা না করি, কাহাকেও তিরস্কার না করি, কাহারও সহিত কলহ না করি, কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অসাবধান না হই, কর্ত্তব্য পথে চলিয়া যাইতে যেন কোন ভয় না পাই।

হে অন্তর্য্যামিন্, আপনি সকলই জানিতেছেন; আমি ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছি, মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি; কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিনা। অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি; কিন্তু প্রতিক্ষণেই অধর্ম্ম করি। কি করিব, আমার ত কোন কর্তৃত্ব নাই,—আপনি যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি।
প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্যা চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্মরণ, কীর্ত্তন ও বিজ্ঞাপন করিয়া, শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিবে। প্রণাম যেন চারি বারের কম না হয়।

এস্থলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাই শাস্ত্রসঙ্গত। এখনও কোন কোন মহাত্মা আছেন, তাঁহারা প্রাতঃকালে ১০৮ বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের নিয়মাদি প্রণাম-প্রকরণে লিখিত হইবে।

প্রণাম-মন্ত্রো যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ১

ব্রহ্মণ্যদেব, গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী গোচারণলীল শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ১

অসুর-বিবুধ-সিদ্ধৈর্জ্জ্ঞায়তে যস্য নান্তং
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি॥ ২

সুর, অসুর, সিদ্ধ, প্রভৃতি যাঁহার অন্ত পান না; সমস্ত মুনিগণ যাঁহাকে অন্তর্হৃদয়ে ধ্যান করেন; যিনি সাক্ষি-স্বরূপে সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমস্ত কর্ম্মই জানিতেছেন, সেই জন্মরহিত, সনাতন, সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি॥ ২

শ্রীগোপীচন্দনেনোর্দ্ধ-পুণ্ড্রং কৃত্বা যথাবিধি।
আসীত প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে॥

প্রণামান্তে শ্রীগোপী-চন্দন দ্বারা শ্রীহরিমন্দির তিলক রচনা করিয়া, শুদ্ধস্থানে ও শুদ্ধাসনে উপবেশন করিবে।

সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ ধ্যায়েৎ কৃষ্ণং যথোচিতম্॥

স্বসম্প্রদায়ানুসারে ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া, শাস্ত্রোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে।

তথৈব রাত্রিশেষস্তু কালং সূর্য্যোদয়াবধি।
কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ॥

রাত্রির শেষভাগ হইতে সূর্য্যোদয় কালাবধি সাধকব্যক্তি শ্রীভগবানের ধ্যানসহ মন্ত্র জপ করিবেন।

এখন আর সম্প্রদায়ে এ সমস্ত অনুষ্ঠান দেখা যায় না; কোন কোন বৃদ্ধ মহাত্মাকে দেখা যায়, তিনি শেষ রাত্রিতে বসিয়া হরিনাম জপ করেন। অনুষ্ঠানাভাবেই দিন দিন সম্প্রদায় হীনবল হইয়া আসিতেছে।

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানং যথা—

স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥
আত্মনো বদনাম্ভোজ-প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ।
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহার-লসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ॥
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি- স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্বিতৈঃ॥

সারদাতিলকতন্ত্রম্॥

সহস্র সহস্র গোপ-রমণী শ্রীকৃষ্ণের বদন কমলে নিজ নিজ নয়ন ভ্রমর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কাম বাণে বিবশা হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন; সকলেই মুক্তাহার-বিভূষিত স্থূল উন্নত কুচভরে অবনতা হইয়াছেন; কৃষ্ণ দর্শনে মস্তকের কেশপাশ ও কটির বসন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; প্রেমোন্মাদবশতঃ বাক্য স্খলিত হইতেছে, দন্তশ্রেণীর শোভায় উদ্ভাসিত অধরদ্বয় প্রকম্পিত হইতেছে, নানাবিধ হাব ভাব দ্বারা গোবিন্দকে প্রলোভিত করিতেছেন; রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে এতাদৃশ গোপবনিতা-বিমোহনকারী পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে।

যাঁহারা মধুর-রসে শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ধ্যানটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপাসনায় এই ধ্যানটিই অনুরূপ।

যাঁহারা দাস্য, সখ্য, কিংবা বাৎসল্য-রসে উপাসনা করিবেন, তাঁহাদের ধ্যান পৃথক্।

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

বিকসিত নীল কমলের ন্যায় অঙ্গকান্তি, চন্দ্রনিন্দিত-মুখমণ্ডল, ময়ূর-পুচ্ছ চূড়ায় শোভিত, শ্রীবৎস-চিহ্ন-চিহ্নিত-বক্ষঃস্থল, দীপ্তিশীল কৌস্তুভ-মণিধারী, পীতবসনপরিধায়ী, সুন্দরাকৃতি, মাতৃস্থানীয়া গোপীগণের নয়নকমলে পূজিতবিগ্রহ, গোগণ ও গোপগণে পরিবেষ্টিত, মধুর রসবিশিষ্ট বেণুবাদন-তৎপর, দিব্যভূষণে ভূষিত শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি।

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরম্।
অগ্রতোঽত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তদ্ভজেৎ॥
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র, ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের অনেক ধ্যান বর্ণিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও তদনুসারে অনেকানেক ধ্যান লিখিয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে যাহার যে ধ্যান ইষ্ট, সে সেই ধ্যানানুসারে চিন্তা করিবে।

মোট কথা, ধ্যান বলিতে উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি ও রূপ বর্ণনা। যে সাধক যে মূর্ত্তিতে নিজের উপাস্য দেবতাকে দেখিতে ভাল বাসেন, এবং যিনি উপাস্য দেবতার সঙ্গে যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি তদনুরূপ ধ্যান দেখিয়া লইবেন। একজন মধুর ভাবের সাধক, তিনি গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহার সেইরূপ ধ্যানই করা উচিত। একজন সখ্য ভাবের সাধক, তিনি গোপবালক ও গোবৎস পরিবেষ্টিত গোবিন্দ মূর্ত্তি দেখিতে ভাল বাসেন; তাঁহার সেই ভাবে ধ্যান করাই উচিত। নিজের ভাব ও সম্বন্ধ স্থির রাখিতে না পারিলে, ভজনে অগ্রসর

হওয়া বড়ই কঠিন। আজ কাল প্রায়ই দেখা যায়, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের দিকে জীব অগ্রসর হইতেছে, ভাব অভাবে পরিণত। নিজ ভাবে ও সম্বন্ধে ভজন না করিলে, কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ সাম্যবাদের এ অর্থ নয় যে সকল দেবতাই এক। তাহার অর্থ একই ভগবান্, নানা মূর্ত্তিতে আছেন। তাহার মধ্যে আমার রুচি ও প্রয়োজনানুসারে কোন মূর্ত্তির ভজন করিব। যেমন হাঁড়ি, কলসী, সরা প্রভৃতি সবই মাটি; তথাপি অন্নপাকে হাঁড়ি, জল আনিতে কলসী, এইরূপ পৃথক্‌ভাবে ঐ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ, একই ভগবানের মূর্ত্তি হইলেও সাধকের ভাব ও রুচিভেদে পৃথকরূপে উপাসনা হইয়া থাকে।

এইরূপে ধ্যানাদি সমাপনান্তে যাঁহাদের সাক্ষাৎ বিগ্রহ সেবা করিতে হইবে, তাঁহারা অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন।

অথ দেবতা-প্রবোধনম্।

ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্‌ঘোষপূর্ব্বকম্।
প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ॥

ধ্যানাদি সমাপন করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিবেন। (বলা-বাহুল্য, দেবালয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই যদি দেবালয় বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তিন বার করতালি দিতে হয়; নচেৎ সেবাপরাধ হয়)। প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহকে জাগাইয়া নীরাজন করিবে ও প্রার্থনা করিবে। শ্রীবিগ্রহকে জাগাইয়া বেদীতে বসাইয়াই যে নীরাজনের কথা বলিতেছেন, ইহা মঙ্গলারত্রিক নহে; কেবল দীপ-মাত্রদ্বারা নীরাজন করিতে হয়। শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামে ইহাকে উত্থান-আরতি বলে। কোন কোন স্থানে সদাচার দেখা যায়, ইহার পর

কিঞ্চিৎ ভোগ দিতে হয়। এই ভোগের নাম উত্থান-ভোগ। আমরা এ ভোগ দেই না; মঙ্গল-নীরাজনের পর ভোগ দেই। নীরাজনের পর স্তুতি ও প্রার্থনা যথা—

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত॥

পুরাণ পুরুষ ভগবান্ দয়ালুর শিরোমণি; তিনি প্রেমযুক্ত হাস্যদ্বারা নয়ন-কমল বিকসিত করিয়া, বিশ্বমঙ্গলের জন্য গাত্রোত্থান করতঃ সুমধুর বাক্য দ্বারা আমার বিষাদ দূর করুন। হে দেব! হে শরণাগত-পরিচালক! হে কেশব! হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। দৃষ্টিদানে আমাকে পবিত্র করুন।

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণম্।

দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীষ্টানি কীর্ত্তয়ন্।
কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ॥

দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া নিজের ভাবানুকূল স্তব পাঠ করিবে ও শ্রীকৃষ্ণের তুলসী ভিন্ন অন্য পুষ্পাদি নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবে।

তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা।
দেবতাচ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

অত্রিস্মৃতিঃ।

যাহার গৃহে পিপাসাযুক্ত পশু বদ্ধ থাকে ও অবিবাহিত কন্যা রজস্বলা

হয় এবং অরুণোদয়ের পরও দেবতা নির্ম্মাল্যযুক্ত থাকেন, তাহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়।

বস্তুতঃ দেবসেবা সাধারণ কর্ম্ম নহে। এ সমস্ত নিয়ম পালন না করিতে পারিলে, মহাপাপ হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শাস্ত্র-বিধি এক রকম লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রকৃত প্রেমের সেবা প্রায়ই দেখা যায় না; কেবল মাত্র ভক্তরূপে পরিচিত হইবার জন্য কিংবা পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অগত্যা দেবসেবা করা হইয়া থাকে।

নির্ম্মাল্যাপসারণে বিলম্ব হইলে যে দোষ হয়, তাহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; যথা—

অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।
প্রাতস্তু স্যাৎ মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ॥
অতিশল্যং বিজানীয়াৎ ততো বজ্রপ্রহারবৎ।
অরুণোদয়-বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ॥
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ।
মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে॥
অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্ত-ত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে॥
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকম্।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো নহি॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্।

অরুণোদয়-বেলায় নির্ম্মাল্য শেলসম হয়। প্রাতঃকালে অর্থাৎ অরুণোদয়ের পর মহাশেল, একদণ্ড পরে অতিশল্য-তুল্য হয়। তাহার পর নির্ম্মাল্য বজ্র প্রহারবৎ হয়।

অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য থাকিলে, হরি তাহা ক্ষমা করেন। একদণ্ড অতিক্রান্ত হইলে, সামান্য পাপ হয়। দুই দণ্ড অতিক্রান্ত হইলে, পূর্ণ পাপ হয়। চারি দণ্ড পরে অতিপাতক জন্মে। ছয় দণ্ড পরে মহাপাতক জন্মে। তাহার পরও যদি নির্ম্মাল্য অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্মহত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক হয়। এক প্রহর পূর্ণ হইয়া গেলে অর্থাৎ বেলা এক প্রহরের পরও যদি নির্ম্মাল্য অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

নির্ম্মাল্যস্য বিলম্বে তু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে।
অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ॥
পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্দ্ধমুচ্যতে।
সহস্রদ্বিতয়ং কুর্য্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে॥
মুহূর্ত্তত্রিতয়েঽতীতে অযুতং জপমাচরেৎ।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুরশ্চরণমুচ্যতে।
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥

নারদপঞ্চরাত্রম্।

যদি নির্ম্মাল্য অপসারণে বিলম্ব হয় তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে।

অরুণোদয়ের পর প্রাতঃকালে একদণ্ড অতীত হইলে, সহস্রবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়। দুই দণ্ড অতীত হইলে দেড় সহস্র জপ করিতে হয়। চারিদণ্ড অতীত হইলে, দুই সহস্রজপ করিতে হয়। ছয় দণ্ড অতীত হইলে, অযুত অর্থাৎ দশ সহস্রজপ করিতে হয়। এক প্রহর পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয়। প্রহর অতীত হইয়া গেলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনাদি ।

শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রিমুখাম্ভোজ-ক্ষালনায় চ তদ্গৃহে ।
গণ্ডূষাণি জলৈর্দ্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকা ।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাৎ বাসোঽপি মুখমার্জ্জনম্ ।
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াম্ ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্ ।

শ্রীবিগ্রহ বেদীতে বসাইয়া মুখ প্রক্ষালনার্থ জল দিবে। দন্তকাষ্ঠ, জিহ্বোল্লেখনিকা (জিব ছোলা), পাদুকা, শুদ্ধমৃত্তিকা, শ্রীমুখমার্জ্জনবস্ত্র অর্থাৎ গামছা দিবে। পরে শ্রীচরণে তুলসী দিবে।

মধুর ভাবের ভক্তগণ, বিলাস-নিকুঞ্জে এইভাবে দেওয়া হইতেছে—চিন্তা করিবেন। বাৎসল্য-রসের ভক্তগণ নন্দালয়ে মা যশোদার অনুগত হইয়া, এই সকল বস্তুর অর্পণ-চিন্তা করিবেন ও সখ্য কিংবা দাস্য রসের ভক্তগণ মা যশোদা দিয়াছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবেন। ভজন করিতে হইলে নিজ ভাব ও সম্বন্ধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

অথ মঙ্গল-নীরাজনম্ ।

পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যাৎ মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥

নিজ ভাবানুকূল শ্লোক-পাঠ সহকারে কাংস্য, ও করতাল ঘণ্টাদি বাদনপূর্ব্বক ভগবানের মঙ্গল-নীরাজন করিবে। রাত্রিশেষের এই নীরাজনে জগতের মঙ্গল হয়, সেই জন্যই ইহার নাম মঙ্গল-নীরাজন।

নীরাজনন্ত্বিদং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ ।
পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ ॥

স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সর্ব্বেষ্টপূরকম্।
সমস্তদৈন্যদারিদ্র্য-দুরিতাদ্যুপশান্তিকৃৎ ॥

নারদ পঞ্চরাত্রম্।

এই মঙ্গল-নীরাজন সকলেরই শুদ্ধভাবে করা উচিত। যাঁহাদের নিজের করিবার শক্তি নাই, তাঁহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে দর্শন করিবেন। এই মঙ্গল নীরাজন দর্শনে সকলেরই সর্ব্ববাসনা পূর্ণ হয়। দুঃখ, দারিদ্র্য পাপাদি সমূলে নষ্ট হয়।

মঙ্গল-নীরাজন প্রত্যহই করা উচিত; কিন্তু প্রায় সকল দেবালয়েই আলস্য বা অন্য কোন কারণে বেতন দিয়া পূজারি রাখিয়া দেবসেবা করা হয়; তাঁহারা পূজারির বেতন বেশী লাগিবে, এই ভয়ে কেবলমাত্র কার্ত্তিক মাসে মঙ্গল-নীরাজন করাইয়া থাকেন। কদাচিৎ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই তিন মাসেও দেখা যায়। পরন্তু যাঁহারা সত্য সত্যই ধর্ম্মভীরু, তাঁহারা প্রত্যহই করিয়া থাকেন।

অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ।

ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্‌বহিঃ।
কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরম্ ॥

শয্যাত্যাগ হইতে মঙ্গল-নীরাজন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইবে। পথে যাইবার সময় কেবল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিবে। বলা বাহুল্য, নিজের ভাব ও রুচির অনুরূপ নাম কীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। আমার মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন করাই উচিত। নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জলাশয় নিকটে উপস্থিত হইবেন।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচিভূর্ত্বা সমাহিতঃ।
স্বস্তিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥

ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সংকর্ষণ নমোঽস্তু তে॥
গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিক্ষিপ্য স্নানসাধনম্।
বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদি কৃত্যং শৌচং বিধায় চ।
আচম্য খানি সংমার্জ্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতম্॥

শুক্রস্মৃতিঃ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ হইতে প্রাতঃস্নান পর্য্যন্ত যাহা যাহা করিতে হইবে, সংক্ষেপে পুনরায় বলা হইতেছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আচমনাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিবে। পরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, নিজভাবানুরূপ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জলাশয়ের তীরে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্রাদি তীরে রাখিয়া মলত্যাগ, শৌচ, দন্তধাবন প্রভৃতি করিয়া আচমনপূর্ব্বক চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল মার্জ্জনা করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে।

যাহাদের বিগ্রহ সেবা করিতে হয় না—তাঁহাদের পক্ষে ঠিক এই নিয়মে কার্য্য করিলেই চলে। বিগ্রহ-সেবকগণের যাহা বিশেষ, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

অথ মলমূত্রাদি-ত্যাগ-বিধিঃ।

ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ॥

বিষ্ণুপুরাণম্॥

পূর্ব্বোক্ত প্রাতঃকালীন ধ্যানাদি সমাপনান্তে গৃহ হইতে শরক্ষেপ

পরিমিত স্থান (অন্ততঃ ৫০ হাত) অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমদিকে মলত্যাগার্থ গমন করিবে।

দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

গৃহ হইতে দূরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পদধৌত জল কিংবা উচ্ছিষ্ট কখনও অঙ্গনে ফেলিবে না।

এ সমস্ত নিয়ম পল্লীগ্রামে বেশ প্রতিপালন করা যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নগরে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। নগরবাসিগণের যখন গত্যন্তর নাই, তখন তাঁহারা নিজগৃহে রন্ধনশালার মধ্যেই হউক বা শয়ন-গৃহেই হউক, মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবেন। পল্লীবাসিগণের এ নিয়মে চলা কঠিন নহে। কাজেই তাঁহারা এ নিয়ম পালন করিবেন। সেজন্য শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে নগরে বাস করিতে বারণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে এমন হইয়াছে যে, ইঁহারা নগর ছাড়া বাসই করেন না। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে কত কত হিমালয়ের ফেরৎ নির্ব্বিকল্পক সমাধিযোগী বিজ্ঞাপন দিয়া বাস করিতেছেন, কত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, কত ব্রাহ্মণসভা প্রভৃতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত! আর একটু উন্নতি হইলে, এগুলি সম্ভবতঃ লণ্ডনেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ॥

নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য, মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

আত্মচ্ছায়া কিংবা বৃক্ষচ্ছায়ায় এবং গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না। কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্য মধ্যে, গোচারিণ স্থানে, লোকালয়ে, পথে, জলাশয়ের ঘাটে, জলে, জলাশয়তীরে ও শ্মশানে কদাপি মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।

উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব।
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ॥

দিবাভাগে উত্তর মুখ হইয়া ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে। যেখানে মলাদি ত্যাগ করিতে হইবে, সে স্থান তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। মলমূত্র ত্যাগকালে বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিবে, মলমূত্রাদি ত্যাগ স্থানে বেশী ক্ষণ থাকিবে না ও মলমূত্রাদি ত্যাগ কালে কোন কথাবার্ত্তা বলিবে না।

নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্য্যাৎ বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্ ॥
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেব-দেবালয়য়োর্নামপি কদাচন ॥

কূর্ম্ম-পুরাণম্।

যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে অর্পণ করিয়া মস্তক আবৃত করিয়া, উত্তর

মুখ হইয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোক, গুরু, ব্রাহ্মণ,গো,দেবতা, দেবালয়,নৌকা প্রভৃতির সম্মুখীন হইয়া কদাপি মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না।

গ্রামাদ্ধনুঃ শতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণম্।
কর্ণোপবীত্যুদগ্‌বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ।
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রনভোঽমলম্॥

কাশী-খণ্ডম্।

মল-মূত্র ত্যাগ করিতে গ্রাম হইতে চারি শত হস্ত দূরে ও নগর হইতে ষোল শত হস্ত দূরে গমন করিবে। দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত অর্পণ করিয়া, দিবাভাগে ও সন্ধ্যায় উত্তর মুখে ও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ ও মৌনী হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। মল-মূত্র ত্যাগ কালে কোন দিকে দৃষ্টি করিবে না; অধোমুখে থাকিবে।

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যাৎ ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি।

কাশী-খণ্ডম্।

গোচারণ স্থানে, বল্মীকে অর্থাৎ উই ঢিবিতে, প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে এবং দাঁড়াইয়া কিংবা চলিতে চলিতে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবে না।

কচ্ছেন সহিতো যস্তু মূত্রোৎসর্গং সমাচরেৎ।
বামে পিতৃমুখে কুর্য্যাৎ দক্ষিণে দেবতামুখে।

কাশী-খণ্ডম্।

(মূত্র ত্যাগ করিবার সময় কাছা খুলিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ নিয়ম প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে।) যে ব্যক্তি কাছা না খুলিয়া মূত্র ত্যাগ করে সে যদি কাছার বাম দিকে মূত্র-ত্যাগ করে,তাহা হইলে নিজ পিতৃ-মুখে ও দক্ষিণ দিকে করিলে দেবতা-মুখে মূত্র-ত্যাগ করা হয়।

তত্র বিশেষঃ ।

যথাসুখংমুখো রাত্রৌ দিবাচ্ছায়ান্ধকারয়োঃ ।
ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জ্জনম্ ॥

যদি ভয়, কিংবা প্রাণ-নাশাশঙ্কা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দিনে কিংবা রাত্রিতে যে সে মুখে, ছায়ায় হউক, অন্ধকারে হউক, নিজ সুযোগ মত মল-মূত্র ত্যাগ করিবে ।

অথ শৌচবিধিঃ ॥

মল ও মূত্র ত্যাগান্তে মৃত্তিকাশৌচ করিতে হয়। যে যে স্থানের মৃত্তিকা ঐ শৌচে ব্যবহার করা উচিত, তাহা শাস্ত্রকার দেখাইতেছেন ।

বল্মীক মূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জ্জলাত্তথা ।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

বল্মীকের মাটী (উইমাটী), ইঁদুরে গর্ত্ত হইতে যে মাটী তোলে সেই মাটী, জলমধ্যস্থ মাটী, একজন মৃত্তিকা-শৌচ করিয়াছে তাহার অবশিষ্ট মাটী, লেপন করা মাটী, যে মাটীর মধ্যে কোন প্রাণী আছে সেই মাটী, ও লাঙ্গলের মাটী অর্থাৎ চষা মাটী—মৃত্তিকাশৌচে কদাপি ব্যবহার করিবে না ।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে তথা ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥

বিষ্ণু-পুরাণম ।

মলত্যাগান্তে—লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম হস্তে দশ বার ও দুই হাতে সাত বার মৃত্তিকা দিলে প্রকৃত শৌচ হয়। কেহ কেহ ইহার পর দক্ষিণ ও বাম পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মূত্র ত্যাগান্তে লিঙ্গে একবার ও বামহস্তে তিন-বার মৃত্তিকা দিতে হয়।

ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাৎ গন্ধলেপক্ষয়াবধি।
ক্রমাদ্দ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু॥

যম-স্মৃতিঃ।

গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপে মৃত্তিকা-শৌচ করিবে। ইহাতে হস্তের মলগন্ধ ও মললেপ লোপ না হইলে, আরও মৃত্তিকা ঘর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ইহার দ্বিগুণ শৌচ করিবেন।

দিবা বিহিত শৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ।
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানাঃ মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যম-স্মৃতিঃ।

রাত্রিতে দিবাশৌচের অর্দ্ধশৌচ ব্যবস্থা। রোগীরও অর্দ্ধ শৌচ। চৌরাদি ভয়যুক্ত পথে তাহারও অর্দ্ধ শৌচ করিবে। স্ত্রীলোকের তাহারও অর্দ্ধ শৌচ। কিন্তু সকল অবস্থাতেই গন্ধ ও মললেপ না থাকাই উচিত। সুস্থ শরীরে কদাপি কম শৌচের ব্যবস্থা করিবে না। কাঁচা আমলকী ফল সদৃশ মৃত্তিকা প্রতিবারে ব্যবহার করিতে হয়।

পাদয়ো র্দ্বে গৃহীত্বা তু সুপ্রক্ষালিতপাণিনা।
আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্॥

ব্রহ্মপুরাণম।

পদদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা দিয়া পদ ও হস্ত ধৌত করিবে, পরিশেষে বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে। এইরূপ করিলে মলত্যাগান্তে শুদ্ধি লাভ করা যায়।

অচ্ছেনাগন্ধ-ফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ॥
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ॥
শীর্ষণ্যানি তথা খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদা লভেৎ।
বাহুং নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

দুর্গন্ধ ফেন ও বুদ্বুদ-রহিত নির্ম্মল জলে মুখ প্রক্ষালন ও আচমন (কুলকুলা) করিয়া, পুনরায় পদে মৃত্তিকা দিয়া পদ ধৌত করিবে। বস্ত্র ত্যাগান্তে যথাবিধি বিষ্ণু-স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে ও দুইবার মুখ-মার্জ্জন করিবে। কেশ, ইন্দ্রিয় ও মস্তকে মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে; বাহু, নাভি ও হৃদয়ে জল স্পর্শ করিবে।

মলমূত্র ত্যাগান্তে আচমন শাস্ত্র বিহিত যথা।

ভুক্ত্বা পীত্বা চ সুপ্ত্বা চ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ॥
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গে হনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বা ধ্যায়নারম্ভে কাশশ্বাসাগমে তথা॥
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বৎ আচান্তোঽপ্যাচমেৎ পুনঃ॥

কূর্ম্মপুরাণম্॥

ভোজনান্তে, জলপানান্তে, স্নানান্তে, পথভ্রমণ করিয়া ওষ্ঠদ্বয়ের লোমহীন স্থান স্পর্শ করিয়া, বস্ত্রত্যাগ করিয়া, শুক্র, মূত্র ও মল ত্যাগ করিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া, থুথু ফেলিয়া, শাস্ত্র পাঠারম্ভকালে, কাশ ও শ্বাসান্তে, অঙ্গন ও শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া আচমন করিবে। ইহার পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনরাচমন করিবে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই স্থানেই আচমনের বিধি লেখা আছে। কাজেই আমিও তদনুসারে এই স্থানে আচমন-বিধি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

অথাচমন-বিধিঃ।

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ।
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভির্হৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ॥
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুধ্যেৎ তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রী শূদ্রা বোষ্ঠসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুধ্যতঃ॥

কাশীখণ্ডম্

তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম প্রভৃতি বিহীন স্থানে শুদ্ধাসনে পূর্ব্বমুখে কিংবা উত্তর মুখে বসিয়া অনুষ্ণ, ফেনবিহীন ও নির্ম্মল জলদ্বারা আচমন করিবে। আচমনীয় জল করতলে রাখিয়া, ভাল করিয়া দেখিয়া ব্রহ্মতীর্থে অর্থাৎ করতলের ঠিক নীচদেশ দিয়া আচমন করিবে। আচমন-জল পান করিলে, উহা ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত যাইবে; ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত যাইবে; বৈশ্যের তালুদেশ পর্য্যন্ত যাইবে এবং স্ত্রী ও শূদ্রের ওষ্ঠস্পর্শ মাত্রেই আচমন হইবে।

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ॥

ভরদ্বাজ-স্মৃতিঃ।

দক্ষিণ হস্তে গৃহীতজল দ্বারা আচমন করিবে। আচমন-কালে হস্তের অঙ্গুলীসকল পরস্পর মিলিত থাকিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুক্ত থাকিবে। নখস্পৃষ্ট জলে আচমন করিবে না।

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

মস্তক ও কণ্ঠ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, কাছা খোলা অবস্থায়, শিখা বন্ধন না করিয়া ও পদধৌত না করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হয় না।

সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্‌বুধঃ।
নচৈব বর্ষধারাভির্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ॥
নৈকহস্তার্পিতজলৈ র্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা॥

কূর্ম্ম-পুরাণম্।

পাদুকা পায়ে দিয়া, জলমধ্যে, মস্তকে উষ্ণীষ বদ্ধ অবস্থায়, আচমন করিবে না। বৃষ্টির জলে, উচ্ছিষ্ট হস্তে (এই জন্য আমাদের সম্প্রদায়ে সদাচার আছে, এক একবার আচমন করিয়া হস্ত ধৌত করা হয়). এক হস্ত দত্ত জলে ও যজ্ঞোপবীত যুক্ত না হইয়া (অর্থাৎ আচমন কালে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত রাখিতে হয়) পাদুকার উপর বসিয়া ও জানু বাহির করিয়া আচমন করিবে না।

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততো মুখম্॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥
সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্‌বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।

দক্ষ-স্মৃতিঃ।

হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তিনবার জল পান করিবে। জলপান-কালে দ্বিজাতি ওঁ বিষ্ণুঃ ও স্ত্রী শূদ্রাদি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া, মুখ মার্জ্জন করিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা একত্র করিয়া চক্ষুঃ ও কর্ণ, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা একত্র করিয়া নাভি, করতল দ্বারা হৃদয় সমস্ত অঙ্গুলী একত্র করিয়া মস্তক ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

আচমনে বিষ্ণুস্মরণান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ২

স্ত্রী-শূদ্রাদি কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটিই পাঠ করিবেন।

অথ বৈষ্ণবাচমনম্॥

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভৌ॥

মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্।
উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়ো-র্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোহৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥
বাসুদেবং মুখে সংকর্ষণপ্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলে ঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্ ॥
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়ো র্নাভিতোঽচ্যুতম্।
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ ॥
দক্ষিণেতু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥

আগম-বাক্যম্।

বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিয়া শেষে এই নিয়মে বৈষ্ণবাচমন করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এসমস্ত কর্ম্ম প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

প্রথমতঃ কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ বলিয়া তিন বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জলপান করিবে। পরে গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দুই হাত ধুইবে। মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্ত ও ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া বাম হস্ত মার্জ্জন করিবে। বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে। হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পদে ও দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে। অনন্তর বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া মুখে, সংকর্ষণায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া নাসিকাদ্বয়, অনিরুদ্ধায় নমঃ, পুরুষোত্তমায় নমঃ, বলিয়া নয়নদ্বয়, অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া কর্ণদ্বয়, অচ্যুতায় নমঃ

বলিয়া নাভি, জনার্দ্দনায় নমঃ বলিয়া হৃদয়, উপেন্দ্রায় নমঃ বলিয়া মস্তক, হরয়ে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহু ও কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া বাম বাহু স্পর্শ করিবে ॥

কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥

শাস্ত্রে বারে বারে আচমন করার নিয়ম দেখা যায়। প্রত্যেক বার যদি কেহ লিখিত নিয়মে আচমন করিতে না পারেন, তাহা হইলে, তিনি বিষ্ণু স্মরণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবেন। কিন্তু আহ্নিকাদি আরম্ভের সময় এত সংক্ষেপ না করিয়া, পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার আচমন করাই উচিত। মল-মূত্রাদি ত্যাগ অথবা পথভ্রমণান্তে এই সমস্ত সময়ে যে আচমন ব্যবস্থা আছে, তাহাই কর্ণ স্পর্শ করিয়া করিবেন।

অথ দন্তধাবন-বিধিঃ।

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্যচ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ।

শয্যা-ত্যাগের পর মুখ-নয়নাদি প্রক্ষালন করিয়া, মলত্যাগাদির পর শুচি হইয়া, নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, দন্তধাবন করিবে।

তত্র মন্ত্রো যথা—

আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে ॥

হে বনস্পতে তুমি আমার আয়ু, বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, গবাদি পশু, ধন, বেদজ্ঞান, ও মেধা প্রদান কর।

অথ মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্লীয়াৎ দন্তধাবনম্।
আচান্তোঽপ্যশুচি র্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্ ॥

কাশীখণ্ডম্।

দন্তধাবন করিতেই হইবে; এসম্বন্ধে কাশীখণ্ডের প্রমাণ যথা—অনন্তর মুখশুদ্ধির নিমিত্ত দন্ত ধাবন করিবে। না করিলে, আচমন করিয়াও শুদ্ধ হওয়া যায় না। এমন কি, দন্তধাবন না করিলে, কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক কর্ম্মে অধিকার নাই।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্ত মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি।

বরাহ-পুরাণম্।

দন্ত ধাবন না করিয়া যে আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—ত্রিকালকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

অথ দন্তধাবন-নিষিদ্ধ-দিনানি।

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী দর্শপৌর্ণমাসার্কসংক্রমঃ।
এষু স্ত্রীতৈলমাংসানি দন্তকাষ্ঠঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

মনুস্মৃতিঃ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি দিবসে স্ত্রী, তৈল, মাংস ও দন্তধাবন বর্জ্জন করিবে।

আদ্যে তিথৌ নবম্যাঞ্চ ক্ষয়ে চন্দ্রমসস্তথা।
আদিত্যবারে শৌরেচ বর্জ্জয়েদ্দন্তধাবনম্॥

সম্বর্ত্তক-বচন।

প্রতিপদ, নবমী, অমাবস্যা, রবিবার ও শনিবারে দন্তধাবন বর্জ্জন করিবে।

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনম্।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি সপ্তকুলানি বৈ॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠ-বচনম।

উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন করিবে না; যদি কেহ করে, তাহার সপ্তকুল বিনষ্ট হয়।

দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধত্বাৎ তৃণৈঃ কুর্য্যাৎ তথা কাষ্ঠৈতরৈশ্চ তৎ॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠ-বচনম্।

পূর্ব্বোক্ত দিনে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবনই নিষেধ করা হইয়াছে; অতএব তৃণ, পত্র, কিংবা কাষ্ঠ ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যদ্বারা দন্ত ধাবন করা যাইতে পারে।

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনম্।
তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা॥

পৈঠীনসি-বচনম্।

প্রতিপদাদি তিথিতে যে দন্তধাবন নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন-বিষয়ক; কিন্তু তৃণ-পত্রাদি দ্বারা করা যাইতে পারে; কিন্তু অমাবস্যা ও একাদশীতে কোনরূপেই দন্তধাবন করিবে না।

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈ র্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনম্॥

ব্যাস-বচনম্।

যদি কোনরূপে দন্তকাষ্ঠ কিংবা তৃণপত্রাদি না পাওয়া যায়, সেদিন এবং নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশবার জলগণ্ডূষ দ্বারা মুখ-প্রক্ষালন করিলেই দন্তধাবনের কার্য্য হয়।

অথ দন্তধাবন-কাষ্ঠনির্ণয়ঃ।

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দ্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটুতিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্যসুখপ্রদাঃ॥

পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জ্জয়েৎ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বত্থমেব বা ॥
মধ্যাঙ্গুলিসমস্থূলং দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রেণৈব ধারয়েৎ ॥

স্মৃতি-বচনম্।

কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পুণ্যজনক। ক্ষীরী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ আঠাযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ আয়ুঃপ্রদ। কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠ যথাক্রমে বল, আরোগ্য ও সুখপ্রদ। পলাশ কাষ্ঠের দন্ত-কাষ্ঠ ও পাদুকা করিবে না এবং বট ও অশ্বত্থ কাষ্ঠও ঐ কার্য্যে বর্জ্জন করিবে। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিসম স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত লম্বা ও ত্বকৃযুক্ত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিবে না।

অথ কেশ-প্রসাধনবিধিঃ।

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনম্।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াৎ শিখাং ততঃ ॥

দন্তধাবনের পর মুখাদি ধৌত করিয়া কেশ-প্রসাধন করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণপূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের স্নানের পূর্ব্বে এবং শূদ্রের স্নানের পর শিখা বন্ধনের নিয়ম শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনম্।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখাস্ততঃ ॥

দক্ষিণমুখ কিংবা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেশ-প্রসাধন কিংবা শিখা-বন্ধন করিবে না। ওঁকার ও গায়ত্রী স্মরণপূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবে।

অথ স্নানবিধিঃ।

যথাহনি তথা প্রাত র্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ॥
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবা রাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ।

অনাতুর অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ ও উৎকটরোগি-ব্যতীত প্রত্যেকেই দিবা ভাগে ও প্রাতঃকালে অবশ্য স্নান করিবে। তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য দেহ হইতে নয়টি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া দিবারাত্র মল নির্গত হইতেছে; সুতরাং প্রাতঃস্নান বিনা পূর্ব্বদিনের নির্গত মলসমূহ ধৌত হওয়ার উপায় কি?

প্রস্বেদ-লালাদ্যাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ।
প্রাতঃ স্নানাৎ ততোঽর্হঃ স্যাৎ মন্ত্র-স্তোত্র-জপাদিষু॥

কাশীখণ্ডম্।

রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় মানব স্বেদ, লালা প্রভৃতি যুক্ত থাকে,—সন্দেহ নাই। সেই জন্যই প্রাতঃস্নানান্তে মন্ত্র-জপ ও স্তব-পাঠাদি করিবার অধিকার জন্মে।

প্রাতঃ স্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতম্।
হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

কূর্ম্ম-পুরাণম্।

প্রাতঃস্নান বিনা বৈদিক, তান্ত্রিক কর্ম্ম, এবং হোম-জপাদি করিলে, পাপ জন্মে। অতএব সকলেই প্রাতঃস্নান করিবে।

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচে স্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, তাহার বিষ্ঠা ভোজন করা হয়; স্নান না করিলে শরীর অশুচি থাকে; কাজেই পিতৃগণ কিংবা দেবতাগণ তাঁহার দত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না।

স্নান সম্বন্ধে বহু বচন শাস্ত্রে থাকিলেও সমস্তগুলি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ-গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং প্রোক্তং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ॥
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা॥

দক্ষস্মৃতিঃ।

বানপ্রস্থ ও গৃহস্থগণ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান করিবেন। সন্ন্যাসী প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন তিনবার স্নান করিবেন। ব্রহ্মচারী কেবল মাত্র প্রাতঃস্নান করিবেন। রোগজনিত সামর্থ্যাভাবে ও জলাভাবে সকলেই একবার স্নান করিবেন।

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং অশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনম্॥

দক্ষ-স্মৃতিঃ।

রোগাদি জন্য অশক্ত ব্যক্তি মস্তক না ডুবাইয়া অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত জলে ধৌত করিয়া স্নানানুকল্প করিবেন। তাহাতেও অশক্ত হইলে, আর্দ্র বস্ত্র কিংবা হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিবেন।

শাস্ত্রে নানাবিধ স্নানের বিধি দেখা যায়; অশক্ত ব্যক্তি নানাভাবে স্নান জন্য ফল লাভ করিতে পারেন।

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্॥

স্মার্ত্তধৃত-বচনম্।

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস এই সাত প্রকার স্নান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলম্॥
আতপে সতি যা বৃষ্টি র্দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং চোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণো র্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥

বৈদিক সন্ধ্যা করিতে যে শন্ন আপঃ প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়, তাহাকে 'মান্ত্র-স্নান' বলে। স্ত্রী শূদ্রাদি মূল মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিলেও 'মান্ত্র স্নান' হয়। মৃত্তিকা-স্পর্শে 'পার্থিব স্নান', ভস্ম লেপনে 'আগ্নেয় স্নান', গরু চলিয়া গেলে তাহার পদোদ্ধত ধূলি অঙ্গে লাগাইলে, 'বায়ব্যস্নান', রৌদ্র ও বৃষ্টি এক সঙ্গে হইলে সেই বৃষ্টির জলে স্নান 'দিব্য স্নান', নদী প্রভৃতিতে 'বারুণ স্নান' ও মনে মনে শ্রীভগবানের চরণ ধ্যান করিলে 'মানস স্নান' হয়।

অসামর্থ্যেন কায়স্য কাল-দেশাদ্যপেক্ষয়া।
তুল্যফলানি সর্ব্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ॥

শরীর অসমর্থ হইলে,কিংবা দেশ-কালাদি অনুসারে জলাদির অভাবে সমস্ত স্নানেরই তুল্য ফল হয়; ইহা মহামুনি পরাশরের মত।

মোট কথা, শরীর অসুস্থ নয় কিংবা জলাদিরও অভাব নাই, এ অবস্থায় আলস্য করিয়া নদী প্রভৃতিতে স্নান না করিলে, প্রকৃত স্নান হয় না। তবে মনে মনে হরিপাদপদ্ম ধ্যান করিলে তাহার যে বাহ্য ও অন্তর পবিত্র হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটি মুখের কথা নহে; একবার চক্ষু বুঁজিয়া অন্ধকার দেখিলেই হরি-পাদপদ্ম ধ্যান হয় না। চিত্ত তাহাতে প্রকৃত লগ্ন হইলে তবে

ধ্যান হয়। ধ্যান করিতে পারিলে, মনের কামনা, বাসনা প্রভৃতি মল দূর হইয়া বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধ হয়।

অথ স্নানবিধিঃ।

অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা।
মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ॥
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সংকল্পমাদরাৎ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ॥
সাগরস্বননির্ঘোষ-দণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর তীর্থে আগমন করিয়া শুষ্কধৌত বস্ত্র, ও কুশপ্রভৃতি তীরে রাখিয়া বিধানানুসারে স্নান করিবে। তীর্থশব্দে গঙ্গাদি তীর্থ ও সাধারণ জলাশয়ের ঘাটমাত্রই বুঝায়। গঙ্গাদি তীর্থবিশেষকে শাস্ত্রকার গঙ্গাতীর্থ প্রভৃতি নাম দিয়াছেন; তদ্ব্যতীত সাধারণ সমস্ত জলাশয়েরই স্নানের ঘাটকে 'বিষ্ণুতীর্থ' বলে। সেই জন্যই এখানে "তীর্থে গমন করিয়া" এই কথা বলিলেন।

স্নানঘাটে গিয়া হস্ত পদ ধৌত করিয়া আচমন করিবে; পরে স্নানসংকল্প করিবে: যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (স্ত্রী ও শূদ্রগণ বিষ্ণুর্নমোঽদ্য বলিবেন) অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ অস্মিন্‌জলে (গঙ্গাস্নান করিতে হইলে অস্যাং গঙ্গায়াং বলিবেন) স্নানমহং করিষ্যে। তাহার পর ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণিচ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ" এই প্রার্থনা করিয়া "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে

সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু” এই মন্ত্রে অঙ্কুশ-মুদ্রা যোগে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিয়া, জলের উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তৎপরে উপরোক্ত “সাগরস্বন” ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাম্।
দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থ-নিষেবণে॥
বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ।
প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ॥
দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অর্ঘ্যদানের পর তীর্থকে প্রণাম করিয়া, শ্রীভগবানের নিকট স্নানের আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। করজোড়ে উপরোক্ত “দেব দেব জগন্নাথ” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করিলেই আজ্ঞা প্রার্থনা করা হয়। তাহার পর অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা,—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বপাপানি নাশয়॥

তৎপরে নাভিমগ্ন জলে নামিয়া, স্রোতস্বতী নদীতে স্রোতের দিকে মুখ করিয়া ও স্রোতোহীন জলে পূর্ব্বমুখ হইয়া, হস্তে কুশ ধারণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার নাম করিতে করিতে ডুব দিবে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বিশেষ ভাবে উক্ত আছে যে, কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ; মাধবায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ, মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ, বামনায় নমঃ, শ্রীধরায় নমঃ, হৃষীকেশায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ, দামোদরায় নমঃ, এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া দ্বাদশবার নিমজ্জিত হইবে।

বৈদিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি স্নানের নানাবিধ বিধি আছে এবং নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতেও এক এক রকম বিধি আছে; সমস্ত বিধি পৃথক পৃথক লিখিতে গ্রন্থবাহুল্য হয়; সেজন্য শ্রীহরি ভক্তিবিলাস দৃষ্টে সমস্ত বিধির সার সংকলন করিয়া লিখিলাম।

গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।
বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্ন্যভিষেচনম্॥

দীক্ষাগুরু, পিতামাতা, ও ব্রাহ্মণ সমীপে উপস্থিত থাকিলে, তৎকালে তাঁহাদের চরণোদক মস্তকে ধারণ করিবে।

তৎপরে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণচরণামৃত পান করিয়া, তাহা মস্তকে ধারণ করিবে।

অনন্তর দেবাদি তর্পণ করিবে—

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ তর্পয়ামি নমঃ। ভূর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ভুবো দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ।

ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে গঙ্গাস্তোত্র, যমুনা-স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ করিবে ও অঙ্গ মার্জ্জন করিবে।

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ॥

স্নানান্তে আচমন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া অন্য বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া, শুষ্কবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আচমন করিবে।

বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।
বিধায় বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শুষ্কবস্ত্র পরিধানান্তে বিধিবৎ দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া, আচমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ বৈদিক সন্ধ্যা করিবেন, তদনন্তর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন।

তিলক-ধারণের মন্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। বৈদিক সন্ধ্যাবিধি এখানে কিছু লিখিলাম না; কারণ তাহার বহুপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতেই দেখিবেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যার বিধি লেখা আবশ্যক; কারণ তাহা সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন।

আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞানহীন অসভ্য হস্তিমূর্খ আছেন, তাঁহারা সন্ধ্যা কিছুতেই করিতে চাহেন না। তাহাঁতে নাকি তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি উড়িয়া যায়। তাঁহারা যেন শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এই বচনগুলি একবার দেখেন।

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিৎ ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তম।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্ ॥

যে ব্যক্তি সন্ধ্যা না করে, সে সর্ব্বদা অশুচি; কাজেই তাহার কোন কর্ম্মে অধিকার নাই। কোন কর্ম্ম করিয়াই সে ফল পায় না। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা না করিয়া অন্য ধর্ম্ম কার্য্য করিতে প্রয়াস পায়, সে দশ সহস্র নরক ভোগ করে।

অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা।

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজং শ্রীমন্ত্রদৈবতম্।
তর্পয়েদ্ বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানিচ ॥

স্নানান্তে তিলক ধারণ ও বৈদিক সন্ধ্যা প্রভৃতি করিয়া, জলে জলদ্বারা নিজ মন্ত্রদেবতাকে পূজা করিয়া, মন্ত্র-দেবতা ও তাঁহার আবরণ-দেবতাগণকে তর্পণ করিবে।

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈ র্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥

বৌধায়ন-স্মৃতিঃ।

তত্ত্ববিদ্‌গণ অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবেন; জলে পুষ্পদ্বারা, হৃদয়ে ধ্যানদ্বারা ও সূর্য্যমণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবেন।

পূর্ব্বে মন্ত্র-দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করিতে বলিয়াছেন, অধুনা তাহার বিধি বলিতেছেন।

মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রি-পঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-যুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" এইরূপে তিন বার তর্পণ করিবে। আবরণ দেবতাগণেরও নামোল্লেখপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। আবরণ দেবতাগণের নাম পূজাপ্রকরণে লিখিত হইবে।

তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অন্যান্য কর্ত্তব্য যথা—

ধ্যানোদ্দিষ্ট-স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডল-বর্ত্তিনে।
কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্ ॥

অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ।
ক্ষমস্বেতি তমুদ্‌বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি সেই মন্ত্রের শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, কামগায়ত্রী দ্বারা অর্ঘ্য-প্রদান করিবেন। কামগায়ত্রী যথা—

ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে, পুষ্পবাণায় ধীমহি, তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়েৎ।

প্রথমতঃ কামগায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া, "এষোঽর্ঘ্যঃ সূর্য্যমণ্ডল-বর্ত্তিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই রীতিতে অর্ঘ্যদান করিতে হয়। অনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া দশবার কামগায়ত্রী জপ করিয়া "ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া, সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিবে। তাহার প্রণালী যথা—কুশীতে জল লইয়া "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে, অনুকম্পয় মাং নিত্যং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত না থাকিলেও ইহার পর প্রাণায়াম করিয়া জপ বিসর্জ্জন ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা সদাচার আছে। সেটিও করা মন্দ নহে।

অথ মতান্তর তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিধিঃ॥

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহ্লীয়াদ্‌বারি বৈষ্ণবঃ।
ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেঽর্পয়েৎ॥
তদঙ্গুলি-বিনির্যাতাম্ভঃ-কণৈর্দক্ষপাণিনা।
মস্তকে নেত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ॥

শিষ্টং তচ্চাস্ত্রমন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা।
অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমেবং বারচতুষ্টয়ম্॥
পুনর্হৃদয়মন্ত্রেণাদায়াম্ভো দক্ষপাণিনা।
নাসাপুটেন বামেনাঘ্রায়ান্যেন বিসর্জ্জয়েৎ॥
অথাম্ভোঽঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
অর্ঘ্যং গোপাল-গায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রির্নিবেদয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

বৈষ্ণব সাধক প্রথমতঃ আচমনাদি করিয়া, দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া 'নমঃ' এই মন্ত্রে বামহস্তে রাখিবেন; পরে বামহস্তের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া গলিত জলবিন্দু বৌষট্ এই মন্ত্রে মস্তকে ছিটা দিয়া, ফট্ এই মন্ত্রে ঐ জল বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে আনিয়া ফেলিয়া দিবেন। এইরূপ চারিবার করিবেন। অতঃপর "নমঃ" এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে জল লইয়া, বাম নাসা দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ নাসার নিশ্বাস ফেলিয়া, সেই জল মাটিতে ফেলিয়া দিবেন। পরে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে গোপাল-গায়ত্রী দ্বারা তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে। গোপাল-গায়ত্রী যথা—

গোপীজনায় বিদ্মহে, গোপীজনায় ধীমহি, তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়েৎ।

প্রথমতঃ এই গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া 'এষোঽর্ঘ্যঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

মূর্দ্ধ্নি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথাক্রমাৎ॥
পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ।
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈঃ॥

পরে, গোপাল গায়ত্রীর পঞ্চবর্ণে মস্তকে, তিন বর্ণে ললাটে, পঞ্চবর্ণে নেত্রদ্বয়ে, তিন বর্ণে হস্তদ্বয়ে, চারি বর্ণে পদদ্বয়ে ও চারিবর্ণে সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। যথা—

গোপীজনায় শিরসে নমঃ, বিদ্মহে ললাটায় নমঃ,
গোপীজনায় নেত্রাভ্যাং নমঃ, ধীমহি ভুজাভ্যাং নমঃ,
তন্নঃ কৃষ্ণঃ পাদাভ্যাং নমঃ,
প্রচোদয়েৎ সর্ব্বাঙ্গেভ্যো নমঃ।

এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে।

রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে।
তৎসম্মুখোৎক্ষিপ্তভুজো গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণম্ ॥

তদনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে রাস-ক্রীড়াবত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া, উর্দ্ধহস্তে ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে। সদাচার বশতঃ ইহার পর প্রাণায়াম করিয়া ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর পুনঃ প্রাণায়াম করিয়া জপ বিসর্জ্জন ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবে।

যাঁহারা অষ্টাদশাক্ষর কিংবা দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের পক্ষে এই সন্ধ্যাটি ভাবানুকূল ও পরমোপযোগী। বাৎসল্যাদি রসে যাহারা ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি ভাবানুকূল হয় না। সাধারণ বৈষ্ণব পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাই করিবেন।

তন্ত্রে অন্যপ্রকার সন্ধ্যা-পদ্ধতিও দেখা যায়। তাহাতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন সন্ধ্যায় তিন প্রকার গায়ত্রীর ধ্যান ও অন্যান্য মন্ত্রাদিরও কিছু পার্থক্য আছে; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সে নিয়ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমিও তাহা উপেক্ষা করিলাম। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতানুসারে চলাই উচিত। নানা শাস্ত্র দেখিয়া

মাথা খারাপ করা ভাল নহে। নানা মুনির নানা মত; তাহার মধ্যে নিজের সম্প্রদায়ের মতই আদরণীয়।

ইহার পর দেব-তর্পণ, পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি করিতে হয়। তাহার বিধিসম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নাই বলিয়া এগ্রন্থে লিখিলাম না। অন্যান্য শাস্ত্র দেখিয়া করিলেই চলিবে। বিশেষতঃ তর্পণবিধি দুর্লভ নহে,—পঞ্জিকায় পর্য্যন্ত লেখা আছে।

এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য সুবিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে পরিধায় বৈ……॥ ইত্যাদি।

পদ্ম-পুরাণম্।

এই প্রকারে স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া আচমনানন্তর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে।

নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
অন্যথা কুরুতে যস্তু স্নানং তস্যাফলং ভবেৎ॥
বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্তু নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ।
বৃথাস্নানং ভবেৎ তস্য নিষ্পীড়য়তি চাম্বুনি॥

শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকা।

প্রথমে পরিধেয় বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া, পরে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে; অন্যথা স্নান নিষ্ফল হয়। যে ব্যক্তি বস্ত্র ত্রিগুণিত অর্থাৎ তিন ভাঁজ করিয়া নিষ্পীড়ন করে বা জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান নিষ্ফল।

এই সমস্ত নিত্য কর্ম্ম ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে করা উচিত যে ব্যক্তি ভাব-দুষ্ট অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণ অতি কলুষিত, তাঁহার কিছুতেই শুদ্ধি হয় না।

অপি সর্ব্বনদীতোয়ৈ মৃৎকূটৈশ্চাথ গোরসৈঃ ।
আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি ॥
নক্তন্দিবং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ ।
শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥

কাশী-খণ্ডম্ ।

ভাব-দুষ্ট ব্যক্তি পর্ব্বত-প্রমাণ মৃত্তিকা গায়ে লেপন করিয়া, সমস্ত নদীজলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয়। আপাততঃ দেহের মল নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনের ভিতরে মলপূর্ণ থাকায় তাহার শুদ্ধি হয় না। দিবারাত্র জলে ডুব দিয়া কি কৈবর্ত্তগণ শুদ্ধ হয়? যাহাদের মন হিংসা-বৃত্তিতে পরিপূর্ণ,—বাহ্য শৌচে তাহাদের কি হইবে?

অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকো ঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগ্ ভবেৎ ॥

শ্রদ্ধা-রহিত, পাপকারী, নাস্তিক, শাস্ত্র-বাক্যে সন্দেহযুক্ত ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ-তর্ককারী এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি তীর্থের ফল পায় না।

অথ গৃহস্নানবিধিঃ ।

যেখানে নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় নাই, কিংবা—থাকিলেও সেখানে যাইবার সামর্থ্য নাই, তাদৃশ স্থলে শাস্ত্রকার গৃহস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নদী প্রভৃতিতে স্নান না করিতে পারিলে বাড়ীতেই উদ্ধৃত জলে স্নান করিবে। তাহার বিধি যথা—

স্বগৃহে বা চরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রি করৌ তথা ।
আচম্যাযম্যচ প্রাণান্ কৃতন্যাসো হরিং স্মরেৎ ॥
ততো গঙ্গাদিকং স্মৃত্বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জ্জলৈঃ ।
পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

বাড়ীতে স্নান করিতে হইলে, হাত পা ধুইয়া আচমন করিবে এবং প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে হরিস্মরণাদি করিবে। অনন্তর স্নানীয় জলপাত্রে তুলসী দিয়া তাহাতে "গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু এই মন্ত্রে অঙ্কুশী মুদ্রাযোগে সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গাদি তীর্থ আবাহন করিবে।

অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ।
আবাহয়েৎ দ্বাদশভি র্নামভির্জ্জলভাজনে॥

অথবা কেবলমাত্র সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গারই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া গঙ্গাকে আবাহন করিবে।

গঙ্গার দ্বাদশ নাম যথা—

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনীচ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী॥

ইতি।

অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বাঽনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ॥

আচমন করিয়া গুরু স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট পূর্ব্ববৎ স্নানের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমল হইতে গঙ্গাজলধারা মস্তকে পড়িতেছে ইহা মনে ভাবিয়া মুখে শ্রীভগবানের নাম বলিতে বলিতে স্নান করিবে।

আপো নারায়ণোদ্ভূতা স্তা এবাস্যায়নং যতঃ।
তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ॥

জল শ্রীনারায়ণ হইতে জন্মিয়াছে, আবার নারায়ণও জলশায়িরূপে জলমধ্যে বাস করেন, অতএব স্নান কালে সকলেই নারায়ণ স্মরণ করিবেন।

অথোষ্ণোদক-স্নানবিধিঃ।

কোন কারণ বশতঃ যাঁহাদের শীতল জলে স্নান সহ্য হয় না, তাঁহারা গরম জল দ্বারা স্নান করিবেন। সম্প্রতি গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা লেখা হইতেছে।

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তো হ্যপ্যামলকৈস্তথা।
তিলৈ স্তৈলৈশ্চ সংবার্য্য প্রতিষিদ্ধদিনানি তু॥

প্রয়োজন হইলে গরম জলে স্নান করিবে। সমর্থ হইলে আমলকী, তিল বা তৈল অঙ্গে মাখিয়াও স্নান করা যায়। কিন্তু কোন কোনও দিনে গরম জলে বা আমলকী প্রভৃতি দ্বারা স্নান করিতে নাই; সেই সমস্ত দিন বাদ দিয়া অন্য দিনে এই ভাবে স্নান করা যাইতে পারে।

আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু উষ্ণাম্ভঃ পাবনং স্মৃতম্॥

ষট্‌ত্রিংশন্মতম্॥

স্বভাবতঃ জল পবিত্র বস্তু; তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে বিশেষতঃ পবিত্র হয়। অতএব উষ্ণজল যে পবিত্র, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

স্নানসম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। স্নান তিন প্রকার; নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। প্রাতঃস্নান, মধ্যাহ্ন-স্নান, অহঃস্নান প্রভৃতি নিত্যস্নান। যাঁহারা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নস্নান করিতে অক্ষম বলিয়া শরীর-শুদ্ধির জন্য দিনের মধ্যে একবার স্নান করেন, তাঁহাদের সেই স্নানকে 'অহঃস্নান' বলে। অহঃস্নান সূর্য্যো-দয়ের পর পূর্ব্বাহ্নের মধ্যেই করা উচিত। অহঃস্নান ও মধ্যাহ্ন-

স্নানে তৈল মৰ্দ্দন করা যায়; কিন্তু প্রাতঃস্নান, নৈমিত্তিকস্নান কিংবা কাম্যস্নানে তৈল মৰ্দ্দন করা উচিত নহে। জ্ঞাতি প্রভৃতির মরণ কিংবা কোন অশুচি দ্রব্য স্পর্শ নিমিত্ত যে স্নান করা হয়, তাহাকে 'নৈমিত্তিক স্নান' বলে এবং কোন তিথিবিশেষে স্বর্গাদি-ফল কামনা করিয়া যে স্নান করা হয়, তাহাকে 'কাম্যস্নান' বলে। ইহার মধ্যে কাম্য ও নৈমিত্তিক স্নান শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত। নিত্যস্নান যে-সে ভাবেই হইতে পারে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বচন দেখান যাইতেছে।

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেবচ।
নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥

যমস্মৃতিঃ ॥

নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান শীতল জলে করিবে। নিত্যস্নান নিজের ইচ্ছানুসারে শীতল কিংবা গরম জলে করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি গরম জলে স্নান করার নিষিদ্ধ দিন বলা যাইতেছে।

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥

যমস্মৃতিঃ ॥

পুত্রজন্মে, সংক্রান্তি-দিবসে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে এবং অশুচি দ্রব্য স্পর্শ করিয়া গরম জলে স্নান করিবে না।

পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ॥

বৃদ্ধমনু-বচনম্।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যে ব্যক্তি গরম জলে স্নান করে, তাহার গোহত্যার পাপ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

যিনি গরম জলে স্নান করিতে ইচ্ছুক, তিনি 'এই সমস্ত দিন বাদ দিয়া গরম জলে নিত্য স্নান করিতে পারেন।

অথামলকস্নানম্।

তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ॥

মার্কণ্ডেয়-বচনম্।

আমলকী শ্রীহরির প্রিয় বস্তু; বিশেষতঃ একাদশী দিনে শ্রীভগবান্ আমলকীতে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। উন্নতিকামী ব্যক্তির আমলকী-স্নান করা উচিত। আমলকী বাটিয়া তাহা অঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করাকে 'আমলক স্নান' বলে।

অমাং ষষ্ঠীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীম্।
সংক্রান্তৌ রবিবারে চ স্নানমামলকৈ স্ত্যজেৎ॥

মার্কণ্ডেয়-বচনম্।

অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী সংক্রান্তি ও রবিবারে আমলক স্নান করিবে না।

অথ তিলস্নানম্।

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ॥

বৃহস্পতি-বচনম্।

শ্রীব্যাসদেবের আজ্ঞা আছে, সর্ব্বকালে তিলস্নান করিবে। তিল-স্নান বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত নাই; তিল বাটিয়া অঙ্গে লেপন করিয়া এই স্নান করা হইত।

তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ।
ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলপিষ্টং ন সংস্পৃশেৎ॥

ষট্‌ত্রিংশন্মতম্।

সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও গ্রহণদিনে ধনপুত্রকামী ব্যক্তি কদাপি তিল স্নান করিবে না।

অথ তৈলস্নানম্।

তৈল স্নানের কথা আর বিশেষ করিয়া কি লিখিব। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকেই তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া থাকেন। তবে বিশেষ কথা এই যে, প্রাতঃস্নানে তৈল মাখিতে নাই। যাঁহারা প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহারা মধ্যাহ্ন স্নানে তৈল মাখিবেন। অহঃস্নানে তৈল ব্যবহার করা যায়। তৈলমাখার কতকগুলি নিষিদ্ধ দিন আছে; সে সমস্ত দিনে কদাপি তৈল মাখিবেন না।

মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা।
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্‌যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে॥
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবি-সংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পর্শং বিবর্জ্জয়েৎ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অমাবস্যা, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশীতে তৈল মাখে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই নষ্ট হয়।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, সংক্রান্তি, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠীতে তৈল স্পর্শ করিবে না।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে চোপবাস-দিনে তথা।
মদ্যালেপসমং তৈলং তস্মাৎ তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাতঃস্নানে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে ও উপবাস-দিনে তৈল মাখিলে, উহা মদ্যলেপসম হয়; অতএব এ সমস্ত দিনে তৈল ত্যাগ করিবে।

তাহার মধ্যে কিছু বিশেষ এই যে—

ন তৈলং সার্ষপং তৈলং ন তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
ন তৈলং পক্বতৈলঞ্চ তৈলন্তু তিলতৈলকম্॥

সরিষার তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল, তৈল মধ্যে গণ্য নহে; তিল তৈলই প্রকৃত তৈল। তথাচ—

তৈলাভ্যঙ্গনিষেধেতু তিলতৈলং নিষিধ্যতে॥

তৈলমাখা নিষেধ বলিতে, তিল-তৈল মাখাই নিষিদ্ধ।

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশো ধনম্॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যে মূর্খ দশমীর দিন তৈল না মাখিয়া স্নান করে, তাহার পরমায়ু, বুদ্ধি, যশঃ ও ধন বিনষ্ট হয়।

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিন্মূত্রে কুরুতে যদি।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

অত্রিস্মৃতিঃ।

যে ব্যক্তি তৈল কিংবা ঘৃত মাখিয়া প্রস্রাব কিংবা মল ত্যাগ করে, তাহার দেহ অপবিত্র হয়। সেদিন উপবাসী থাকিয়া, পরদিন পঞ্চগব্য খাইলে আবার শুদ্ধ হয়।

যাহা হউক এই সমস্ত বচন প্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যায়, তৈল মাখা কোন অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম নহে। আমাদের সম্প্রদায়ে অনেকে তৈল মাখেন না এবং যাহারা তৈল মাখে, তাহাদের 'বাউল' বলিয়া পরিহাস করেন। ইহার মূল কি, তাহা জানিনা। সম্ভবতঃ তৈল মাখিলে গায়ের তিলক ও ছাপা উঠিয়া যাইবে, তাহাকে ভণ্ডামি করিয়া

লোক ঠকাইতে অসুবিধা হইবে, সেই জন্যই তৈল মাখা বন্ধ করিয়া বালি দিয়া গা ঘসা হয়।

গৃহ স্নানের পরও পূর্ব্বোক্ত রীতিতে গুরুপাদোদক, বিপ্রপাদোদক, ও শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত প্রভৃতি দ্বারা মস্তক সিক্ত করিবে। গৃহে স্নান করিলে শুষ্ক ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, আসনে বসিয়া তিলক ধারণ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে।

স্নানের পর আহ্নিকাদির জন্য বস্ত্র পরিধানের কিছু বিশেষত্ব আছে। তাহা শাস্ত্রানুসারে আলোচনা করা হইতেছে।

অথ বস্ত্রধারণ-বিধিঃ।

অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব চ।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন॥

অত্রিস্মৃতিঃ।

অধৌত, রজক-কর্ত্তৃক ধৌত, পূর্ব্বদিনের ধৌত, কাষায় বস্ত্র (অর্থাৎ যে বস্ত্র কোন বৃক্ষের কস্ দিয়া রং করা হইয়াছে) মলিন বস্ত্র ও কৌপীন আহ্নিকাদির সময়ে পরিত্যাগ করিবে। ভিজা কাপড় পরিধান করিয়াও আহ্নিকাদি করিবে না।

নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যাৎ নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা॥
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি।
মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেৎ তত্তবেদানুরং কৃতম্॥

অত্রিস্মৃতিঃ।

মলিন বস্ত্র, অৰ্দ্ধ বস্ত্র, দ্বিগুণিত অর্থাৎ দুই ভাঁজ করা বস্ত্র ও রক্তবস্ত্র পরিধান করা ও উলঙ্গ থাকা একই কথা ; অর্থাৎ উলঙ্গ হইয়া আহ্নিকাদি করিলেও যাহা হয়, এই সকল বস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিকাদি করিলেও সেই পাপ হয়। দ্বিকচ্ছ অবস্থায় (অর্থাৎ আহ্নিকাদি করিবার সময় কোঁচা ঝুলাইয়া না রাখিয়া গুঁজিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ত্রিকচ্ছ হয় ; ঝুলাইয়া রাখিলে দ্বিকচ্ছ হয়) অনুত্তরীয় অর্থাৎ চাদর না লইয়া এক বস্ত্রে থাকা ও উলঙ্গ থাকা, সমানই। উলঙ্গ ব্যক্তির কোন কর্ম্মে অধিকার নাই। কোন কর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্ম আসুর হয় ও কর্ম্মকর্ত্তার অধোগতি হয়।

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি ভূমিপ।
ন দগ্ধং নচ বৈ ছিন্নং পারক্যং নতু ধারয়েৎ॥
কাকবিষ্ঠাসমং হ্যক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি॥
কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতম্।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

আঙ্গিরাঃ।

সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিয়া কদাপি দেবকর্ম্ম করিবে না। সম্প্রতি এ প্রথা উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে হইয়াছে ; অনেক স্থানে জামা গায়ে দিয়া দেবকার্য্য করা হয়। কিন্তু এরূপ আচার-শৈথিল্য ভাল নহে। দগ্ধবস্ত্র, ছিন্নবস্ত্র, পরের পরাবস্ত্র ও অধৌত বস্ত্র কাকবিষ্ঠাসম অপবিত্র। রজকের ধৌত বস্ত্র, কীটাদি ব্যাপ্ত বস্ত্র ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলমূত্র ত্যাগ বা মৈথুন করা হইয়াছে সে বস্ত্র, অতি অপবিত্র ; তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে।

আবিক বস্ত্র অর্থাৎ ভেড়ার লোম দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। আমাদের

সম্প্রদায়ে উলধৃতি নামে যাহা প্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার কিছু বিশেষত্ব দেখাইতেছেন।

আবিকঞ্চ সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে ॥
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং রজকাদাহৃতং তথা।
শুক্র-মূত্র-রক্ত-লিপ্তং তথাপি পরমং শুচি ॥

আঙ্গিরাঃ।

আবিকবস্ত্র অর্থাৎ উলধৃতি সর্ব্বদাই পবিত্র। পিতৃকর্ম্ম ও দেব কর্ম্মাদিতে এ বস্ত্র ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ। ইহার ধৌত, অধৌত, দগ্ধ, সেলাই করা, শুক্র মূত্র বা রক্তলিপ্ত সবই সমান। সর্ব্বাবস্থাতেই পরম পবিত্র।

অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতা দোষাঃ ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥

আঙ্গিরাঃ।

অগ্নি, আবিক বস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ ইহাদের কোন দোষই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই অর্থাৎ এইগুলি সদাই পবিত্র।

আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গয়া-শ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ম্ ॥

আঙ্গিরাঃ।

উলধুতি পরিধান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে, সেই শ্রাদ্ধ গয়া-শ্রাদ্ধ সম হয় ও পিতৃপুরুষকে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয় হয়।

এই সমস্ত শাস্ত্র-বচন দেখিয়াই আমাদের সম্প্রদায়ে উলধুতি এত বেশী প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক স্নানান্তে শাস্ত্রবিহিত-ভাবে বস্ত্রাদি

পরিধান করিবেন। যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া করাই ভাল।

যাঁহারা গৃহে স্নান করেন, তাঁহারা স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, গৃহেই তিলকাদি ধারণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। যাঁহারা জলাশয়ে স্নান করেন, তাঁহারা সমর্থ হইলে, জলাশয় তীর হইতে প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া আসিবেন।

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নমেদিষ্টদেবতাম্।
গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশাম্ভোধারকেতরান্॥

স্নানান্তে স্বগৃহে আগমন পূর্ব্বক নিজ ইষ্ট দেবতার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, পরিশেষে পিতা, মাতা, ও অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ বা প্রণম্য যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিবে। কিন্তু যাঁহাদের হস্তে পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ বা জল থাকে, তাঁহাদের প্রণাম করিতে নাই।

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণো-র্বিধায়াচমনাদিকম্।
কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ॥

স্নানান্তে হস্ত পদ ধৌত ও আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জনা করিবে; তাঁহার পর শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিবে এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-চরণে দেহ ও দৈহিক সমস্ত অর্পণ করিলাম'—চিন্তা করিবে।

অথ শ্রীভগবন্মন্দির-মার্জ্জন-বিধিঃ॥

শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা।
ভক্ত্যা তৎ পরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্॥

স্বভাব-শুদ্ধ গোময়, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির ও মন্দির-প্রাঙ্গন মার্জ্জন করিবে; অশক্তে প্রাঙ্গন অভ্যুক্ষণ করিবে।

শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনা করার বহু ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। আজ কাল আর গৃহকর্ত্তা যে স্বহস্তে শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনা করেন, এমন দেখা যায় না। প্রায়ই দাস-দাসীগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনরূপ পবিত্র ও মহৎ কার্য্য করা তাঁহার ভাগ্যে নাই—ইহাই বলিতে হইবে। নিম্নে ২।১টি শ্রীহরি-মন্দির-মার্জ্জন-মাহাত্ম্য লিখিত হইল।

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥

বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরম্।

যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির সংমার্জ্জন করে, তাহার রজঃ ও তমোগুণ দূর হইয়া যায়; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

গোময়েন মৃদা তোয়ৈ র্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনম্।
চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

নরসিংহ-পুরাণম্॥

যে ব্যক্তি গোময়, মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির লেপন বা মার্জ্জন করেন, তাঁহার চান্দ্রায়ণ ফল লাভ হয় ও বিষ্ণু লোকে বাস হয়।

সংমার্জ্জনন্তু যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনম্।
করোতি ভবনে বিষ্ণো স্ত্যাজ্যং তস্য কুলত্রয়ম্॥

নরসিংহ-পুরাণম্॥

যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জন কিংবা গোময় দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির লেপন করিয়াছে, তোমরা তাহার তিন কুল পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার তিন কুলের মধ্যে কাহাকেও আমার নিকট আনিবে না।

অথ মণ্ডলাদি-রচনম্।

শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জন উপলেপন প্রভৃতি করিয়া তদন্তে শ্রীহরি-মন্দিরে বা প্রাঙ্গণে সর্ব্বতোভদ্র, পদ্ম, স্বস্তিক প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করিবে। সকলে এই সমস্ত মণ্ডল রচনা করিতে পারে না; যাঁহারা পারেন, তাঁহারা করিবেন। অদ্যাপি আমাদের দেশের স্ত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ পিটুলি দ্বারা নানা প্রকার পদ্ম প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন। তাঁহারা কোনও উৎসবাদির সময়ে দেব-প্রাঙ্গণেও ঐরূপ পদ্মাদি অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

সর্ব্বতোভদ্র-পদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানিচ।
বিরচর্য্য বিচিত্রাণি মণ্ডয়েদ্ধরি-মন্দিরম্॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরম্।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বতোভদ্র, পদ্ম, স্বস্তিক প্রভৃতি রচনা করিয়া শ্রীহরিমন্দির শোভিত করিবেন।

অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে;
সর্ব্বং তন্নাশমায়াতি মণ্ডয়িত্বা হরেগৃহম্॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

অগম্যা-গমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মাচরণে যে পাপ হয়, শ্রীহরি-মন্দিরে মণ্ডলাদি অঙ্কন করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারী কেশবাগ্রতঃ।
সপ্ত জন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

যে নারী প্রত্যহ শ্রীহরি-মন্দিরে পদ্মাদি অঙ্কিত করে, সে সপ্ত জন্মেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না।

অথ ধ্বজ-পতাকাদ্যারোপণম্।

ততো ধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য হরি-মন্দিরে।
বিচিত্রং ভূষয়েৎ তচ্চ ভগবদ্ভক্তিমান্ নরঃ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

অনন্তর শ্রীহরি-মন্দির-চূড়ায় ধ্বজপতাকাদি আরোপণ করিয়া সুশোভিত করিবে। ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি নানা ভাবে শ্রীহরি-মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজের বৈঠকখানা সাজাইয়া ও শ্রীহরি-মন্দিরে চাম্‌চিকে ও কপোতের বাসা করিয়া রাখেন না।

ধ্বজমারোপয়েদ্‌যস্তু প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দিরে ধ্বজা রোপণ করে, সে ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং ব্রহ্মার সহিত পরমানন্দে ক্রীড়া করে।

অথ বন্দন-মালা-কদলীস্তম্ভাদি-রোপণ-মাহাত্ম্যম্।

ভূপ বন্দনমালাস্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি।
দেবকন্যাবৃতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ॥
যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতম্।
নন্দতে চাপ্সরোযুক্তঃ স্বাগতং তস্য দেবরাট্॥

স্কন্দ পুরাণম্॥

হে রাজন্, যে ব্যক্তি বন্দন-মালা দ্বারা শ্রীহরি-মন্দির শোভিত করেন, দেবকন্যাপরিবৃত লক্ষ লক্ষ দেবগণ তাঁহার পূজা করেন। যিনি কৃষ্ণ-ভবন কদলী স্তম্ভে শোভিত করেন, অপ্সরোগণ-পরিবেষ্টিত দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে যাইবার জন্য অভ্যর্থনা ও অনুনয় বিনয়াদি করিয়া থাকেন।

অথ পীঠপাত্র-বস্ত্রাদি-সংস্কারঃ।

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভো র্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ॥

শ্রীহরি-মন্দির মার্জ্জনাদির পর শ্রীভগবানের সেবার ও পূজার জন্য, তামা কাঁসা পিতল প্রভৃতির যে সমস্ত পাত্র অর্থাৎ বাসন থাকে, তাহা মার্জ্জন করিবে এবং শ্রীবিগ্রহের বস্ত্র সিংহাসন প্রভৃতির সংস্কার করিবে। কোন্ দ্রব্যের কি ভাবে সংস্কার করিতে হয়, তাহা পরে লেখা হইতেছে। যাঁহার বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহ সেবা নাই, তিনিও পূজার বাসন, পূজার স্থান প্রভৃতি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীতুলসী-বেদী মার্জ্জনা করিবেন ইত্যাদি।

তত্র পীঠ-সংস্কার-বিধিঃ।

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

নরসিংহ-পুরাণম্।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ অর্থাৎ সিংহাসন উষ্ণ জল দিয়া প্রক্ষালন করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে মানব সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

অথ তাম্রাদি-পাত্র-সংস্কার-বিধিঃ।

উডুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপু-সীসয়োঃ।
ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো-দ্রবস্যচ॥

মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্।

তাম্রপাত্রে অম্লদ্বারা,রাং ও সীসার পাত্র ভস্মদ্বারা ও কাংস্যপাত্র ভস্ম ও জল দ্বারা মার্জ্জনে শুদ্ধ হয়। দুগ্ধাদি দ্রববস্তু পাত্রান্তর করিলে শুদ্ধ হয়।

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুক্তিরত্নময়ানি চ।
কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপু-সীসময়ানি চ॥
নির্লেপানি তু শুধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।
শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শুধ্যন্তি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিঃ॥
অতিদুষ্টস্তু পাত্রাণি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণি।
যুঞ্জ্যাৎ তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা॥
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেঽন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতো লোকে সদাচারো বিরাজতে॥

ব্রহ্মপুরাণম্॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, স্ফটিক, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রাং ও সীসা দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রাদি যদি নির্লেপ হয় অর্থাৎ পাত্রে কোন্ দাগ না থাকে, তাহা হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে। দাগ থাকিলে, যথাযোগ্য অম্ল ও ভস্মাদি দ্বারা মার্জ্জন করিতে হইবে। এই সমস্ত পাত্র যদি শূদ্রোচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে, ভস্ম, অম্ল ও জল—এই তিন দ্রব্য দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিবে। যদিও শ্রীভগবৎ-সেবায় পাত্রাদি শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি যদি ভ্রম প্রমাদ বশতঃ হইয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ শোধন করিবে। অতিদুষ্ট অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র, মদ্য, রক্ত, শুক্র, আমিষ প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, সে পাত্র আর ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করিবে না, অতিথি প্রভৃতির জন্য কিংবা শ্রীবিগ্রহের অন্য কোন কর্ম্মের জন্য রাখিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য অন্য পাত্র দিবে। এই প্রকার সদাচারই জগতে দেখা যায়।

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিসপ্তমার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিঃ নতু কাংস্যস্য তাপনম্॥

শঙ্খ-বচনম্।

নবপ্রসূতা রমণীর উচ্ছিষ্ট পাত্র ও সুরা, আমিষ, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি স্পৃষ্ট পাত্র অম্ল ভস্ম ও জল দ্বারা একুশবার মার্জ্জনে শুদ্ধ হয়; কাংস্য পাত্র একুশবার মার্জ্জন করিয়া অগ্নিতপ্ত করিবে।

সূতিকাসববিণ্মূত্র-রজস্বল-হতানি চ।
প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি॥

ব্রহ্মপুরাণম্॥

নবপ্রসূতা রমণী ও রজঃস্বলা রমণীর উচ্ছিষ্ট পাত্র এবং মদ্য, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি স্পৃষ্ট পাত্র, অগ্নিতপ্ত করিবে; যতক্ষণ সহ্য হয় অর্থাৎ গলিয়া না যায়, ততক্ষণ অগ্নিতে রাখিবে।

লৌহানাং দহনাচ্ছুদ্ধির্ভস্মনা গোময়েন বা।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা॥
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধি র্মৃদ্গোময়জলৈরপি।
মৃন্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে॥

দেবল-বচনম্।

লৌহপাত্র অগ্নিতপ্ত করিলে শুদ্ধ হয়; অল্প দূষিত হইলে, ভস্ম কিংবা গোময় দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হয়। পাথরের পাত্র সামান্য ভাবে উচ্ছিষ্ট হইলে জল দ্বারা ধৌত করিলে, শূদ্রাদির উচ্ছিষ্ট হইলে, অগ্নি তপ্ত করিলে ও বিশেষভাবে মল, মূত্রাদি স্পর্শ হইলে, মৃত্তিকা মধ্যে একমাস কাল প্রোথিত রাখিলে শুদ্ধ হয়। মৃত্তিকা-পাত্র অল্পদূষিত হইলে, কুম্ভকারের পয়ন মধ্যে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হয়।

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদ্যেকমুপহন্যতে।
তস্যৈব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ॥

বৃদ্ধশাতাতপ-বচনম্।

এক স্থানে মিলিত ভাবে অবস্থিত, বহুপাত্র মধ্যে যদি একটি পাত্র অশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই পাত্রেরই শোধন করিবে। তাহার প্রমাণান্তর যথা—

অশুচিং সংস্পৃশেদ্ যস্তু সএক এব দুষ্যতি।
তং স্পৃষ্ট্বান্যো ন দূষ্যেৎ তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিঃ॥

যাহাতে অশুচি স্পর্শ হইবে, কেবল সেই পদার্থ দূষিত হইবে; তাহার স্পর্শে অন্য দ্রব্য অশুচি হইবে না। সর্ব্ব দ্রব্যেই এই বিধি জানিবে।

অথ বস্ত্রাদীনাং সংস্কার-বিধিঃ।

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ॥
ঊর্ণ-পট্টাংশুক-ক্ষৌম-দুকূলাবিক-চর্ম্মণাম্।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ॥
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নৈনিজ্যাদ্ গৌরসর্ষপৈঃ।
তুলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জ্জয়েন্মুহুঃ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।
তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ॥

শঙ্খ-বচনম।

কার্পাস বস্ত্র মলিন কিংবা কোনও কারণে অশুচি হইলে, প্রথমতঃ জল ও ক্ষার দিয়া শোধন করিবে। পশ্চাৎ বায়ুতে কিংবা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। লোম-নির্ম্মিত বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র, মেষ-লোমজ বস্ত্র ও চর্ম্ম সামান্য ভাবে অশুদ্ধ হইলে, জলের ছিটা দিয়া রৌদ্রে দিলেই শুদ্ধ হয়। যদি বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি লিপ্ত হয়, তবে সর্ষপ কল্ক অর্থাৎ খইল দ্বারা শোধন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। লেপ, তোষক,

বালিশ, রঙ্গিন বস্ত্র ও রত্নাদিখচিত বস্ত্র সামান্যভাবে দূষিত হইলে, রৌদ্রে দিয়া শোধন করিবে; পশ্চাৎ হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিয়া জলের ছিটা দিবে। অতি অপবিত্র বা অতি মলিন হইলে যথাবৎ ক্ষারাদি দ্বারা শোধন করিবে।

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন বা॥

বৌধায়ন-বচনম্॥

ধান্য ও শাক-ফল-মূলাদি জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়। বিশেষ অপবিত্র বোধে যে অংশে অশুচিস্পর্শ হইয়াছে, সেই অংশ পরিত্যাগ করিবে। ধান্য নিস্তুষ করিলে অর্থাৎ চাউল করিলেই শুদ্ধ হয়।

তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্যচ।
তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়োদধি॥
অবিলীনং তথা সর্পিঃ বিলীনং শ্রপণেন তু।
আধার দোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবম্॥

বৃহস্পতি বচনম্॥

ঘৃত তৈল প্রভৃতি উত্তপ্ত করিলে শুদ্ধ হয়, দুগ্ধ প্লাবন অর্থাৎ পাত্রান্তরে ঢালিলেই শুদ্ধ হয়। ক্ষীর, দধি ও জমাট বাঁধা ঘৃতে অশুচি স্পর্শ হইলে, যে অংশে অশুচি স্পর্শ হইয়াছে, সেই অংশ উঠাইয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়। যে পাত্রে ঘৃতাদি থাকে, তাহা কোনরূপে অশুচি হইলে, পাত্রান্তর করিবে। অল্প দূষিত হইলে তাহা এই ভাবে শুদ্ধ হইবে, বিষ্ঠা মূত্রাদি স্পর্শ হইলে তাহা ত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রে নানা দ্রব্যের নানা ভাবে শুদ্ধির কথা আছে। গ্রন্থ-বাহুল্য ভয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর শুদ্ধি বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

অথ পূজার্থ-পুষ্প-তুলস্যাদ্যাহরণম্॥

স্নান করিয়া হরিমন্দির ও পূজার বাসন প্রভৃতি মার্জ্জন করিয়া, পরিশেষে পূজার্থ পুষ্প তুলসী প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়। এ সমস্ত কার্য্য নিজে করা আজ কাল প্রায়ই দেখা যায় না। বিশেষতঃ ধনী ভক্তগণ বেতনভোগী ব্যক্তি দ্বারা ও প্রভুভক্তগণ শিষ্য প্রভৃতি দ্বারা, পণ্ডিতভক্তগণ ছাত্র দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য করাইয়া থাকেন। সমস্ত কার্য্যই যদি অন্য লোক দ্বারা করান হইল, তবে দাসবৎ কৃষ্ণের সেবা কেমন করিয়া হয়, বুঝিতে পারি না। রাগমার্গের ভক্তদের ত কোন বালাই নাই;—তাঁহাদের ভজন বেদবিধির অগোচর; কাজেই প্রাতঃকালে উঠিয়াই সেবা অর্থাৎ ভোজন করিতে হয়। সিদ্ধ পুরুষ ভক্ত কিংবা উচ্চাঙ্গের ভক্তগণ আত্মমত সেবা করেন; কাজেই প্রাতঃকালে উঠিয়া "চা"র পাত্র হাতে করিয়া একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পরে সেবা আরম্ভ করেন। মোট কথা, ভক্তি-যাজন একটা খেলা নহে; বিশেষ ভাবে শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কিছুতেই হয় না।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রের বিধি ব্যতীত নিজ কল্পিত মতে যদি খুব নিষ্ঠা সহকারেও ভক্তি-যাজন করা যায়, তাহাও উৎপাতমাত্র। যাহা হউক, সম্প্রতি তুলসী প্রভৃতির চয়ন-বিধি বলা হইতেছে।

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥

পদ্মপুরাণম্।

স্নান না করিয়া দেবকর্ম্ম কিংবা পিতৃকর্ম্মের জন্য তুলসী প্রভৃতি

চয়ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হয় অর্থাৎ দেবকর্ম্ম কিংবা পিতৃকর্ম্মের অযোগ্য হয়। তাহাতে পঞ্চগব্য দিলে, তবে সফল অর্থাৎ ঐ সকল কর্ম্মের যোগ্য হয়। মধ্যাহ্ন স্নানের পর তুলসী প্রভৃতি তুলিতে নাই। বচন যথা—

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্নন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ॥

হারীত-বচনম্।

মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া পুষ্প প্রভৃতি চয়ন করিলে, তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না। পুষ্পাদি-চয়ন-ফল কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।

পুষ্প তুলসী প্রভৃতি নিজে চয়ন করাই শাস্ত্র-সঙ্গত।

পত্র-পুষ্প-কুশাদীনি সাধকঃ স্বয়মাহরেৎ।
অন্যানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ পূজয়ন্নারকী ভবেৎ॥

তুলসী প্রভৃতি পত্র, পুষ্প ও কুশাদি সাধক নিজে সংগ্রহ করিবেন। অন্যকর্তৃক আনীত কিংবা মূল্য দ্বারা ক্রীত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে নরক ভোগ করিতে হয়।

যে স্থানে ক্রয় ব্যতীত কোনরূপেই পুষ্পাদি প্রাপ্তির উপায় নাই সে স্থানে শাস্ত্রান্তরে "বীর-ক্রয়" অর্থাৎ দর না করিয়া বিক্রেতা যাহা দেয়, তাহাই লইয়া মূল্য দিতে হয়; যাচিত পুষ্পে পূজা করাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

অথ তুলসী-চয়ন-বিধিঃ।

প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসী চয়ন করা উচিত। স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ।

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেন্নিত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

বায়ুপুরাণম্।

যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করে ও তদ্দ্বারা শ্রীভগবৎপূজা করে, সে অপরাধী ; তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

স্নানান্তে তুলসী-বনের নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিবে ও তিনবার করতালি দিয়া বাম হস্তে তুলসী-শাখা ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, এক একটি তুলসী চয়ন করিবে ও নিকটস্থ কোন পাত্রে রাখিবে।

অথ তুলসী-চয়নমন্ত্রঃ।

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল-বিনাশিনি॥
মোক্ষৈকহেতো ধরণী প্রশস্তে
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বর-মঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব॥

হে তুলসি! হে শোভনে! অমৃত হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সর্ব্বদাই জনার্দ্দনের প্রিয়া, কেশবের অর্চ্চনার্থ আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদায়িনী হও। হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিমল-নাশিনি! তোমার অঙ্গসম্ভূত পত্র দ্বারা যাহাতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে পারি, তুমি তাহাই কর। হে তুলসি! তুমি মুক্তির একমাত্র কারণ; ভূতলে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তুমি চরাচর-গুরু শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া; তাঁহার আরাধনার্থ তোমার মঞ্জরী ও পত্র চয়ন করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর।

মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাৎ গৃহীত্বা তুলসীদলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিফলং লভেৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

এই মন্ত্রে তুলসী চয়ন করিয়া শ্রীভগবানের পূজায় লক্ষকোটি গুণ ফললাভ হয়।

অথ তুলসীচয়নে নিষেধঃ।

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি সন্ধ্যয়োঃ।
তুলসীচ্ছেদনেনৈব বিষ্ণোঃ শির-বিকর্ত্তনম্॥

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, রাত্রি ও সন্ধ্যা এই সমস্ত সময়ে তুলসী চয়ন করিলে বিষ্ণুর মস্তক ছেদন তুল্য হয়।

তত্রাপবাদঃ—

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈশ্চ দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সংক্রান্তি প্রভৃতিতে তুলসী চয়ন করা নিষেধ থাকিলেও হরিভক্তগণ কেবল দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না।

নচ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন করিবেন না।

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধস্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ॥

গরুড়পুরাণম্।

হরিপূজার্থ তুলসী চয়ন, হোমার্থে সমিধাহরণ, এবং গোসেবার জন্ম তৃণ-সংগ্রহ অমাবস্যাদিতে দূষণীয় নহে।

এস্থলে মন্তব্য এই যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সমস্ত দিনে তুলসী চয়ন না করাই ভাল, দৈবাৎ যদি তুলসীর অভাব হয়, তাহা হইলে অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতিতে শ্রীহরিপূজার জন্য তুলসী চয়ন করা যাইতে পারে ; কিন্তু দ্বাদশীতে কদাচ চয়ন করিবে না। আলস্য করিয়া চতুর্দ্দশীতে তুলসী চয়ন না করিয়া পূর্ণিমায় চয়ন করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন না করাই উচিত।

অথাসন-বিধিঃ ।

তুলসী পুষ্পাদি চয়ন করিয়া শুদ্ধ স্থানে রাখিবে। অনন্তর হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমন করিবে। আসন নিয়ম যথা—

যতীনামাসনং শুক্লং কূর্ম্মাকারন্তু কারয়েৎ ।
অন্যেষান্তু চতুষ্পাদং চতুরস্রন্তু কারয়েৎ ॥
গোশকৃন্মৃন্ময়ং ভিন্নং তথা পালাশ-পৈপ্পলম্ ।
লৌহবদ্ধং সদৈবার্কং বর্জ্জয়েদাসনং বুধঃ ॥
দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনম্ ।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণম্ ॥
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্বাথ জঙ্ঘয়োঃ ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥

বহ্বৃচ-পরিশিষ্টম্ ।

সন্ন্যাসীর আসন শুক্লবর্ণ ও কূর্ম্মাকৃতি হইবে। তদ্ভিন্ন সকলেরই আসন চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত হইবে। দান, আচমন, হোম, ভোজন, দেবতাপূজা, জপ ও তর্পণ প্রভৃতি প্রৌঢ়পাদ হইয়া

ললাটে—ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ।
উদরে—ওঁ আং অর্য্যম-সহিতায় নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ॥
বক্ষঃস্থলে—ওঁ ইং মিত্র-সহিতায় মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ ।
কণ্ঠকূপে—ওঁ ঈং বরুণসহিতায় গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ ॥
দক্ষিণ কুক্ষিতে—ওঁ উং অংশুসহিতায় বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ ।
দক্ষিণ বাহুতে—ওঁ ঊং ভগসহিতায় মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ ॥
দক্ষিণ কন্ধরে—ওঁ ঋং বিবস্বৎসহিতায় ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
বাম কুক্ষিতে—ওঁ ৯ং ইন্দ্রসহিতায় বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ ॥
বাম বাহুতে—ওঁ এং পূষসহিতায় শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ ।
বাম কন্ধরে—ওঁ ঐং পর্জ্জন্যসহিতায় হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ ॥
পৃষ্ঠে— ওঁ ওং ত্বষ্টৃসহিতায় পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
কটিদেশে— ওঁ ঔং বিষ্ণুসহিতায় দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ ॥

শ্রীভগবানের অর্চ্চনা যত সংক্ষেপে হয়, ততই সুবিধা ; কাজেই কেহ আর এভাবে তিলক ধারণ করেন না। পূর্ব্বোক্ত সহজ মন্ত্রেই করিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় ও সাম্প্রদায়িক মহাত্মার আচারে বুঝা যায়, এই ভাবে তিলক ধারণ করাই উচিত।

কোন কোন পুরাণের মতে কর্ণ মূলেও তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে ; আমাদের সম্প্রদায়ে প্রচলিত নাই বলিয়া তাহার ব্যবস্থা লিখিলাম না।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটেতু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্ ।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রথমেই ললাটে ধারণ করিতে হয়। শেষে মন্ত্রের ক্রমানুসারে পর পর অঙ্গে ধারণ করিতে হয়।

অথোর্দ্ধপুণ্ড্র-রচনা-নিয়মঃ।

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্॥
দশাঙ্গুলপ্রমাণস্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুলমতঃ পরম্॥
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

দর্পণে কিংবা জলে মুখ দেখিয়া ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র রচনা করিতে হয়। যিনি ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন। দশ অঙ্গুলি পরিমিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উত্তম, নয় অঙ্গুলি পরিমিতি মধ্যম ও অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত কনিষ্ঠ,ইহাই শাস্ত্রের মত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্গুলি দ্বারা রচনা করিবে, যেন নখস্পর্শ না হয়।

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

নাসিকা-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তিনভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে নাসিকামূল কহে। ভ্রূমূল হইতে মধ্যস্থলে অন্তরাল করিবে অর্থাৎ মধ্যস্থল মুছিয়া ফেলিয়া কেবল দুই পার্শ্বে তিলক রাখিবে।

নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিষ্ণোর্হরিমন্দিরম্॥

বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত মধ্যে ছিদ্র সমাযুক্ত সুশোভন ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির কহে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যস্থলে বিষ্ণু বাস করেন ; সেজন্য কদাপি মধ্যস্থল লেপন করিবে না।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনা ॥

স্মৃতিবচনম্ ॥

অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তিলক রচনা করিলে, কামনা পূর্ণ হয়। মধ্যমা দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পুষ্টিলাভ ও তর্জ্জনী দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। আমাদের সম্প্রদায়ে তর্জ্জনীদ্বারা তিলক রচনাই প্রচলিত।

অথোর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকাঃ ।

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে ।
সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥
বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্নীয়াৎ তত্র মৃত্তিকাম্ ॥
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মদ্বারকে শুভে ।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে ॥
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পর্ব্বত, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সমুদ্রতীর, বল্মীক, হরিতীর্থ, যেখানে প্রত্যহ বিষ্ণুপাদোদক পতিত হয় সেস্থান, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, বেঙ্কট পর্ব্বত, কূর্ম্মক্ষেত্র, দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহ ক্ষেত্র, বরাহ ক্ষেত্র, তুলসী বন প্রভৃতি স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণু চরণামৃত দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ করেন।

অথ শ্রীগোপীচন্দন মাহাত্ম্যম্।

ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পার্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥
গোপীচন্দনখণ্ডন্ত যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সম্ভবেৎ তারিতং শতম্॥

পদ্মপুরাণম্।

ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী, শুষ্কতর্ককারী, এমন কি সর্ব্ববিধ পাপকারী ব্যক্তি গোপীচন্দন অঙ্গে ধারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়। যে ব্যক্তি এক খণ্ড গোপীচন্দন বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে দান করেন, তাঁহার একশত এক কুল উদ্ধার হইয়া যায়।

শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেৎ তদঘং কুতঃ॥

স্কন্দ পুরাণম্।

যে ব্যক্তির দেহে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত থাকে, যে ব্যক্তি মস্তকে তুলসী মঞ্জরী ধারণ করেন ও যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গোপীচন্দন-লিপ্ত এতাদৃশ মহাত্মার দর্শন পাইলে, আর পাপভয় কোথা?

গোপীমৃত্তুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

যাঁহার গৃহে গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ, শালগ্রাম শিলা ও দ্বারকা-চক্র এই পঞ্চ বস্তু থাকে, তাঁহারই বা পাপভয় কোথা?

অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দন-পুণ্ড্রকম্॥

পদ্ম-পুরাণম্।

গৌতম ঋষি অম্বরীষ রাজাকে বলিতেছেন,—হে অম্বরীষ, যদি মহা পাতক ক্ষয় করিতে ইচ্ছাকর, তাহা হইলে, যাঁহার ললাটে গোপীচন্দন-নির্ম্মিত ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র আছে, তাঁহাকে দর্শন কর।

দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্।
জ্বলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥

কাশীখণ্ডম্।

যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—হে দূতগণ, যাঁহার ললাটে গোপীচন্দন লেপিত থাকিবে, তাঁহাকে জ্বলিত কাষ্ঠবৎ পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎযেমন জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণে হস্তদাহ অনিবার্য্য,তদ্রূপ গোপীচন্দনধারী ব্যক্তির স্পর্শে যম-দূতগণও তাঁহার তেজে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

অথ তুলসীমূল-মৃত্তিকাধারণম্।

অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসীমূল-মৃৎস্নয়া।
তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

গোপীচন্দন দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া তদুপরি তুলসীমূল-মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা বৈষ্ণবের অবশ্যকর্ত্তব্য।

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
দেহং ন স্পৃশতে পাপং ক্রিয়ামাণন্তু নারদ॥

কাশীখণ্ডম্।

যাঁহার ললাটে তুলসীমূল-মৃত্তিকা-রচিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র থাকে, তিনি পাপ কার্য্য করিলেও পাপে লিপ্ত হন না।

অথ মুদ্রাদি-ধারণম্।

ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ।
মৎস্যকূর্ম্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণানন্তর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত নারায়ণী মুদ্রা, শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি আয়ুধ চিহ্ন ও মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্ন ধারণ করিবে।

আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি অতিরিক্ত ঐকান্তিক ভক্ত আছেন তাঁহারা ব্রজোপাসনা করেন বলিয়া শ্রীনারায়ণের নাম শুনিতে পারেন না; শঙ্খচক্রাদি ধারণ ত দূরের কথা। বৈষ্ণব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত না জানিয়া কতকগুলি মূর্খই এই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ বৈষ্ণবের অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্ব্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥

স্মৃতি বচনম্॥

বাহুমূলে শঙ্খচক্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া হরি পূজন করিবে; অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয়।

শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্।
গর্দ্দভস্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥

আদিত্যপুরাণম্।

শঙ্খচক্র চিহ্ন ও উর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন ব্যক্তিকে রাজা গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়াৎ মদীয়ায়ুধধারণাৎ॥

গরুড়-পুরাণম্।

শুচি অর্থাৎ পবিত্র না হইলে কোন কর্ম্মে অধিকার হয় না। আবার শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ না করিলে কেহই পবিত্র হইতে পারে না। এ কথা শ্রীভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন।

শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্রজোপাসনা করেন,তাঁহাদের পক্ষেও শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ বিরুদ্ধ নহে। এ সম্বন্ধে ভক্তি সন্দর্ভে লিখিত আছে—

"অথ শ্রীকৃষ্ণ-গোকুলোপাসনায়ামপি যৎ শঙ্খচক্রগদামুদ্রাদি-ধারণং, তৎ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিহ্নত্বেনৈব সঙ্গচ্ছতে"।

শ্রীভক্তি সন্দর্ভঃ।

শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোপাসনাতেও যে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করার ব্যবস্থা আছে, তাহা আয়ুধ-বুদ্ধিতে ধারণ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বুদ্ধিতে ধারণ করিলে ব্রজোপাসনার কোনই বিরোধ হয় না।

অথ মুদ্রাদিধারণবিধিঃ।

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-গৌতমীয়তন্ত্র-বচনম্।

দক্ষিণ বাহুমূলে চক্র ধারণ করিবে। বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুমূলেই শঙ্খ-চিহ্ন ধারণ করিবে। বাম বাহুতে গদা, তন্নিম্নে চক্র ও বাম বাহু মূলস্থ শঙ্খের উপর পদ্ম ধারণ করিবে। দক্ষিণ বাহুতেও চক্রের নিম্নে পদ্ম ধারণ করিবে। বক্ষঃস্থলে খড়্গ ও মস্তকে স-শর চাপচিহ্ন ধারণ করিবে। এই পঞ্চ আয়ুধ চিহ্ন ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে মৎস্য ও বাম হস্তে কূর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিবে।

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-গৌতমীয়-তন্ত্রবচনম্।

স্বসম্প্রদায়াচার্য্যগণের আচারানুসারে কেহ কেহ যে কোন অঙ্গেই শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়া থাকেন। নিজ অভীষ্ট দেবের বেণুপ্রভৃতি চিহ্ন ও ধারণ করা কর্ত্তব্য।

অথ মালাদি-ধারণম্।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েৎ তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ॥
ধারয়েৎ তুলসীকাষ্ঠ-ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।
মস্তকে কর্ণয়ো র্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও ধাত্রী-বীজ-নির্ম্মিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া অঙ্গোত্তীর্ণ মালা ধারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ মস্তকে, কর্ণে, বাহুতে ও করে তুলসী কাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিবে।

অথ মালাধারণ-বিধিঃ।

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
হরয়ে নার্পয়েদ্ যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাম্।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাম্।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ॥
তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতে মালে বিষ্ণুজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভম্॥
যথা ত্বং বল্লভা নিত্যং বিষ্ণোর্বিষ্ণুজনপ্রিয়া।

তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ম্ ॥
দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্য স্তেন মালা নিগদ্যসে ॥
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাম্।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যিনি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা হরিকে অর্পণ পূর্ব্বক পরে নিজে ধারণ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যে মূর্খ তুলসীকাষ্ঠ-মালা ভগবান্‌কে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ধারণ করে, তাহার নরক ভোগ অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ তুলসীমালা পঞ্চগব্য দ্বারা ধৌত করিবে; তদনন্তর তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আটবার গায়ত্রী জপ করিবে; পরে ধূপ ধূম স্পর্শ করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্রে পূজা করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্র যথা—

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবেনাতিভবে ভজস্বমাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।

অনন্তর করজোড়ে প্রার্থনা করিবে। হে মালে, তুমি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিতা, বৈষ্ণবগণ তোমাকে অত্যন্ত প্রীতি করেন; আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি; তুমি আমাকে শ্রীহরির প্রিয়পাত্র কর। হে কৃষ্ণ-বল্লভে! যেরূপ তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া ও কৃষ্ণভক্তগণ তোমাতে যেরূপ নিরন্তর প্রীতি করেন, আমাকে সেইরূপ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের প্রিয়পাত্র কর। লা ধাতুর অর্থ দান করা; তুমি আমাকে নিখিল ভক্তকে দান কর; অতএব তোমার "মালা" এই নাম সার্থক। এইরূপ বিধি অনুসারে সংস্কার, পূজা ও প্রার্থনাদি করিয়া প্রথমতঃ শ্রীবিগ্রহের কণ্ঠে তুলসীমালা অর্পণ করিয়া পরিশেষে যে ব্যক্তি স্বয়ং ধারণ করেন, তাঁহার অবশ্য শ্রীহরি ধামে গতি হয়।

অথ মালা-ধারণ-নিত্যতা।

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

গরুড়পুরাণম্।

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

যে পাপমতি হেতুনিষ্ঠ অর্থাৎ "মালা পরিলে কি হয়" ইত্যাদি তর্কনিষ্ঠ হইয়া তুলসীমালা ধারণ করে না—সে শ্রীহরির কোপানলে দগ্ধ হয় ও তাহার কদাপি নরক-নিবৃত্তি হয় না। মহাপাতকনাশিনী ও চতুর্ব্বর্গ-দায়িনী তুলসীমালা ও ধাত্রীমালা কদাপি পরিত্যাগ করিবে না।

অথ মালাধারণ-মাহাত্ম্যম্।

নির্ম্মাল্য-তুলসীমালায়ুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
যদ্ যৎ করোতি তৎ সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

শ্রীহরির অঙ্গোত্তীর্ণ তুলসী-মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেই অশেষ ফল হয়।

যে কণ্ঠলগ্ন-তুলসী-নলিনাক্ষমালা,
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ।
যে বাহুমূল পরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রা-
স্তেবৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

নারদীয়-পুরাণম্।

যাঁহাদের কণ্ঠদেশে তুলসীমালা ও পদ্মবীজমালা সংলগ্ন থাকে, যাঁহাদের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিরাজমান, যাঁহাদের বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদিচিহ্ন বর্ত্তমান সেই সকল বৈষ্ণব ভুবন পবিত্র করেন।

তুলসীকাষ্ঠ-মালাস্তু কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিতা মালা কণ্ঠদেশে বহন করেন, তিনি অপবিত্রই হউন বা আচারভ্রষ্টই হউন, আমাকে নিশ্চয়ই পাইবেন; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

যাঁহাদের দেহে ধাত্রী-বীজমালা ও তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তচূড়ামণি অর্থাৎ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে পরম ভাগবত বলিয়া জ্ঞান করিবে।

মালাযুগ্মন্তু যো নিত্যং তুলসীধাত্রীসম্ভবম্।
বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটি দিবং বসেৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যিনি ধাত্রীমালা ও তুলসীমালা কণ্ঠদেশে ধারণ করেন, তিনি কোটি কল্প হরিধামে বাস করেন।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবম্॥

নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচন্তস্য বিগ্রহে।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণম্।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভি ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলম্॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভিভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ॥

গরুড়পুরাণম্।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ করিয়া থাকেন, দৈত্য-নিসূদন হরি তাঁহাকে দ্বারকাবাসের ফল দান করেন। যে ব্যক্তি তুলসী-কাষ্ঠমালা শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, পরে স্বয়ং ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করেন, তাঁহাকে কোনরূপ পাপই স্পর্শ করিতে পারে না। যিনি তুলসীকাষ্ঠ-মালা শিরোভূষণরূপে ধারণ করেন, তিনি বাহুতে কিংবা করে ধারণ করেন, তাঁহার কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাঁহার দেহে কোনরূপ অশৌচ নাই, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা হরি বাস করিয়া থাকেন। তুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ করিয়া কোন পুণ্য কর্ম্ম কিংবা দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিলে, কোটিগুণ ফললাভ করা যায়। যমদূতগণ দূর হইতে তুলসীকাষ্ঠমালাধারী ব্যক্তিকে দেখিয়া বায়ু-তাড়িত পত্রবৎ পলায়ন করে। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-মালা

ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহার দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা, শস্ত্রভয় প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

তিলক,মুদ্রা ও তুলসীমালা ধারণের বহু মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত আছে ; গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিলাম না। মোট কথা, বাহ্যাচার হইলেও এগুলি ভজনাঙ্গ ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এ গুলির মধ্যে কি যে অচিন্ত্যশক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝা ভার। ঘোর পাষণ্ড ব্যক্তিও যদি তিলক-মুদ্রাদি ধারণ করে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যে সেও হরিদাস হইয়া উঠে।

এক সময়ে এক ব্যাধ পক্ষী বধ করিবার জন্য অনেকক্ষণ বনে বনে ঘুরিয়া একটিও পক্ষী ধরিতে পারিল না ; তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলেই পক্ষিগণ উড়িয়া যায় ; পরিশেষে সে পিপাসাতুর হইয়া এক জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে,—একজনবৈষ্ণব তিলক-মুদ্রাদি ধারণ করিয়া সেই দিকে আসিতেছেন। তিনি যে পথে আসিতেছেন, তাহার দুই পার্শ্বে কত পক্ষী বসিয়া আছে ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া একটিও উড়িয়া গেল না। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ মনে মনে ভাবিল,—আমিও কা'ল এইরূপ তিলকমুদ্রা ধারণ করিয়া পক্ষী ধরিতে আসিব ; তাহা হইলে আর পক্ষী উড়িয়া যাইবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে জলপানান্তে সেদিন নিজগৃহে গমন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে গলদেশে মোটা মোট. তুলসী মালা, ললাটে ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ও সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহরিনামাক্ষর ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্যাধ শিকারে বহির্গত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহাকে দূর হইতে দেখিবামাত্র বনের পক্ষিগণ উড়িয়া পলায়ন করিত, সেই ব্যাধ আজ নিকটবর্ত্তী হইলেও পক্ষিগণ উড়িয়া গেল না। ইহাতে সেই ব্যাধ বিস্মিত হইল ; কি যেন এক ভাবের স্রোতে তাহার আসুরবৃত্তিগুলি ধুইয়া গেল। ব্যাধ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আমার ভণ্ডবেশেই

পক্ষিগণ মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ইহা যদি আমার প্রকৃত বেশ হইত, তবে না জানি কি হইত !! বোধ হয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। এ বেশের এত শক্তি !! এত দিন ত ইহা জানিতাম না। হায় হায়, এত দিন এ বেশ ধারণ না করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি ! এইরূপ নানাবিধ অনুতাপ করিয়া, ব্যাধ সেই তিলক মুদ্রাদি-রচিত বেশকেই জীবনের সার অবলম্বন করিয়া লইল এবং উত্তরকালে একজন ভগবদ্ভক্তচূড়ামণি হইয়া উঠিল।

"এগুলি বাহ্য"বলিয়া অনেকেই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, যে ব্যক্তি অল্পায়াস-সাধ্য বাহ্য কর্ম্ম করিতে পারে না, সে কেমন করিয়া দুঃসাধ্য মানস ভজন করিতে সমর্থ হইবে ? বিশেষতঃ—সার্ট, কোট, চেন, ঘড়ি, ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, মাথায় টেড়ি ইত্যাদি বেশে সাজিয়া, স্ত্রীপুত্র, ইয়ার, বন্ধু, আইনের পুস্তক, ঔষধের দোকান,জমিদারীর কাগজ পত্র প্রভৃতি সম্মুখে লইয়া মানস ভজন করা অপেক্ষা তুলসীমালা, তিলক, মুদ্রা, হরিনামাক্ষর প্রভৃতিতে সাজিয়া শালগ্রাম চিত্রপট শিবলিঙ্গ দেবপ্রতিমা প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া মানস ভজন করাটাই সহজ নহে কি ? "**যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ**" যে কোনও উপায়ে মন কৃষ্ণে নিবেশ করিবে; এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া, যাহাতে সর্ব্বদা মনে হরিস্মৃতি জাগরূক থাকে, এমন কর্ম্ম করা সকলেরই একান্ত আবশ্যক। ভক্তের বেশে থাকিলে, হরিস্মৃতি অবশ্যই আসিবে; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

গঙ্গা-পিশাচ যেমন পাপীর অস্থি গঙ্গায় থাকিতে দেয় না, সেইরূপ আজকাল অনেক পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা কিছুতেই শাস্ত্রীয় আচারে কাহাকেও থাকিতে দেয় না। অনেকেই তাহাদের কুহকে পড়িয়া মালা-তিলকাদি-রচিত সদ্বেশ ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব দুর্ভাগ্যের পরিচয়

দিতেছেন। আমার অনুরোধ,সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা যে বেশে থাকেন, তদপেক্ষা ভক্ত-বেশের সার্থকতা অধিক কি না।

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনাবিধিঃ।

নদীতীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সুযোগ না পাইলে, স্নানান্তে তিলক-ধারণাদি করিয়া গৃহে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবেন। তাহাতে বিশেষ এই যে—

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কার্য্যং ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তিলকাদি ধারণান্তে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত দ্বারা দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিবে।

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।
শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

বশিষ্ঠবচনম্।

গৃহে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে যে ফল হয়, গোষ্ঠে করিলে তাহার দশগুণ, নদীতীরে শত সহস্রগুণ ও বিষ্ণুমন্দিরে অনন্তগুণ ফললাভ হয়।

আমাদের সম্প্রদায়ে প্রায় সকলকেই বিষ্ণু-মন্দিরে কিংবা তুলসী-বৃক্ষতলে সন্ধ্যাপূজাদি করিতে দেখা যায়। শাস্ত্রানুসারে বিবেচনা করিলে, দেখা যায়—এ ব্যবস্থাটি মন্দ নহে।

অথ শ্রীগুরুপূজা।

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুম্।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদুপায়নম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীকৃষ্ণ পূজাভিলাষী ব্যক্তি প্রথমতঃ নিকটস্থ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া, কিঞ্চিৎ উপায়ন অর্থাৎ প্রণামী দিয়া তাঁহাকে পূজা করিবেন।

রিক্তপাণি র্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্ ।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥

স্মৃতিমহার্ণব-বচনম্ ।

রাজা, চিকিৎসক ও গুরুর সহিত রিক্তহস্তে সাক্ষাৎ করিবে না এবং উপায়ন-হস্ত হইয়া পুত্র, ভৃত্য ও শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নাই।

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মদর্চ্চনম্ ।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—প্রথমে গুরুপূজা করিয়া, পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় ; অন্যথা পূজা ফলবতী হয় না।

অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যাজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ ।
প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং প্রবিশন্ পাদুকে ত্যজেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

এইরূপে সাধক শ্রীগুরুদেবকে প্রণামাদি করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া, শ্রীহরি পূজনার্থ গোময়াদি দ্বারা সংস্কৃত শ্রীহরি-মন্দিরে প্রবেশ করিবেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশকালে পাদুকা ত্যাগ করিবেন।

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ।
জপে ভোজনকালে চ পাদুকে পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

আপস্তম্ব-বচনম্ ।

যে গৃহে হোমাগ্নি থাকে সেই গৃহে, গোশালায়, দেব ব্রাহ্মণ সম্মুখে, জপ সময়ে ও ভোজনকালে পাদুকা ত্যাগ করিবে।

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনং গতঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তদনন্তর শ্রীভগবৎপূজা-মন্দিরের অঙ্গনে গিয়া হস্ত ও পদ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিবে।

শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা ও বিবেচনার বিষয় আছে। আমাদের সম্প্রদায়ে দেখা যায়, অনেকেই গুরুপূজা লইয়া খুব একটা ধুমধাম বাধাইয়া বসেন। ইষ্ট পূজা করিবার পূর্ব্বে ফুল তুলসী দিয়া কেহ কেহ গুরুপূজা করেন। কেহ বা গুরুদেবের পাদুকা (খড়ম) ফুল তুলসী দিয়া পূজা করেন। কেহ বা ভাগ্যবলে কোন দিন গুরুদেবের দর্শন পাইলে, ফুল তুলসী দিয়া তাঁহার চরণ পূজা করেন। কেহ বা গুরুকে কৃষ্ণদাস জ্ঞান করিয়া, কেহ বা শ্রীরাধিকার দাসী মনে করিয়া, কৃষ্ণের প্রসাদ প্রভৃতি দ্বারা গুরুপূজাদি করিয়া থাকেন; কেহ বা গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত ব্রজ-গোপীদের ন্যায় লীলাদি করিয়া থাকেন—ইত্যাদি নানা ভাবে গুরুপূজার আবির্ভাব হইয়াছে। কোন কোন সংগ্রহপুস্তকে স্ত্রীগুরুর ধ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গুরু কেমন করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সকলেরই স্ব সম্প্রদায়-প্রচলিত শাস্ত্র ও আচারের অনুসন্ধান রাখা উচিত। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলপদ্মে শ্রীগুরুর চিন্তা, প্রাতঃস্নানান্তে তিলকাদি ধারণের পর গুরুদেব নিকটবর্ত্তী থাকিলে তাঁহাকে প্রণাম, ইষ্টপূজার আজ্ঞা-গ্রহণ ও পূজাকালে আসনে বসিয়া—"গুরুভ্যো নমঃ" ইত্যাদিরূপে প্রণাম ছাড়া শ্রীগুরুপূজা সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। যদি অন্য কোন শাস্ত্রে থাকে, তাহা হইলে,তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামী পাদ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে। যথা, যএব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, সএব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে।"

পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামভাগে শ্রীগুরু-পাদুকা পূজার এইভাবে সামঞ্জস্য হয়। (গুরুপাদুকাশব্দে অনেকে গুরুদেবের খড়ম বুঝিয়া গুরুদেবের একজোড়া খড়ম পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু গুরু-পাদুকা শব্দে গুরুর খড়ম নহে,এস্থলে পাদুকাশব্দটি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; গুরুপাদুকা শব্দের অর্থ গুরুদেব)। যে ভগবান্ ভক্তাবতার ব্যষ্টি গুরুরূপে জগতে প্রকাশিত আছেন, তিনিই সমষ্টিরূপে সাক্ষাৎ অবতার-মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের বামপ্রদেশে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ নিজে তাঁহার তত্ত্ব বা ভজন প্রণালী না দেখাইলে, জীবের সাধ্যও নাই যে নিজ বুদ্ধিবলে তাহা বুঝিতে পারে। কাজেই তিনি গুরুরূপে নিজতত্ত্ব বুঝাইয়া জীবকে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ যে প্রকাশে নিজ তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন, সেই প্রকাশের নাম "গুরু"। তিনিই শ্রীভগবানের বাম-দেশস্থ সমষ্টি গুরু। জীব সে মূর্ত্তি সাক্ষাৎ গ্রহণ করিতে পারে না; এজন্য তিনি জাগতিক কোন ভক্তশ্রেষ্ঠে নিজশক্তি সঞ্চার করিয়া, তাঁহার দ্বারা জীবকে ভজনোপদেশ করেন; এই ভক্তশ্রেষ্ঠই ব্যষ্টিগুরু। যে ভক্তশ্রেষ্ঠ আমাকে ভজনোপদেশ করিলেন, তিনি আমার গুরু; যিনি রামকে ভজনোপদেশ করিলেন,তিনি রামের গুরু; যিনি শ্যামকে ভজনো-পদেশ করিলেন,তিনি শ্যামের গুরু। এই ভাবে জাগতিক ব্যষ্টি গুরু বহু। কিন্তু সমস্ত জাগতিক ব্যষ্টিগুরুই সেই শ্রীভগবানের বামদেশস্থ সমষ্টি গুরুর শক্তিতে জগতে ভজনতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীভগবানের বামদেশস্থ সমষ্টিগুরুই জাগতিক সমস্ত ব্যষ্টিগুরুর মূল; অতএব তিনিই

জগদ্‌গুরু। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল পদ্মে ও পীঠপূজায় গুরু-পাদুকা রূপে এই সমষ্টি গুরুই গৃহীত হইয়াছেন। পূর্ব্বলিখিত পূজার পূর্ব্বে যে গুরু-দেবের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ বা ভক্তাবতার ব্যষ্টি-গুরু। এখন সুধীগণ বিবেচনা করিবেন, কি ভাবে গুরুপূজা করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট আমার গুরুকে আমি শাস্ত্রের আজ্ঞায় মনুষ্য মনে করিব না বটে, কিন্তু তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ; কাজেই আমার নিকট তদনুরূপ পূজাই গ্রহণ করিবেন; আমিও তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রসাদাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বস্থ সমষ্টি গুরুকে শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিশেষ জ্ঞানে তদনুরূপ পূজাদি করিবে—এইভাবে গুরুতত্ত্ব স্থির করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে না পারিলে, পরম-পুরুষার্থ লাভ সুদূর পরাহত।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসাদার গুরুগণ আপন আপন প্রসার প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য প্রায়ই কৃষ্ণ হইয়া বসেন এবং শিষ্যদের এইরূপ উপদেশ দেন, যাহাতে তাহারা কৃষ্ণবুদ্ধিতে তাঁহাদের চরণে ফুল তুলসী দান করে। কোন কোন প্রেমদাতা গুরু রমণীসহঙ্গে শিক্ষামন্ত্র প্রভৃতি প্রদানকালে স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে গোপীভাব আস্বাদন করান। শাস্ত্র দেখিয়া এখন সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রদায় লোপ করা কখনও উচিত নহে। আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে,—সকলে শাস্ত্র দেখুন, ভজনপ্রণালী বুঝুন এবং অন্দরমহলবিহারী কৃষ্ণদের শিক্ষা দিবার জন্য "কোঁৎকা হাতে বলরাম" হউন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করাই উচিত মনে করি।

দীক্ষাগুরু উপস্থিত থাকিলে, সাধক তাঁহার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া ইষ্টপূজার উপক্রম করিবেন। বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক এই ত্রিবিধ আচারে মন্ত্র-দেবতার পূজা হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে

বৈদিকী ও পৌরাণিকী দীক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত না থাকায়, কেবল তন্ত্রোক্ত দীক্ষা ও পূজাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তান্ত্রিকী পূজারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিশেষতঃ কলির জীব শক্তিহীন ; কাজেই তাহাদের বৈদিকী ও পৌরাণিকী দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ সহজ নহে।

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

বিষ্ণুযামল-বচনম্॥

সত্যযুগে বেদোক্ত মার্গে, ত্রেতায় স্মৃত্যুক্ত মার্গে, দ্বাপরে পুরাণোক্ত মার্গে ও কলিকালে আগমোক্ত মার্গে হরিভজন করা বিধেয়। কলিকালে ব্রাহ্মণগণ সংস্কারাদিহীন ও যথোচিত বেদপাঠ, গুরুগৃহে বাস প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছেন ; সেজন্য সত্য প্রভৃতি যুগের ন্যায় তাঁহাদের পবিত্রতা নাই এবং তাদৃশ সাধনশক্তিও নাই ; অতএব শূদ্রতুল্য ইঁহাদের বেদোক্ত মার্গে সিদ্ধিলাভ সুদুষ্কর ; সুতরাং আগমোক্ত মার্গই আদরণীয়।

তন্ত্র শাস্ত্রের অবধি নাই। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি সেই সম্প্রদায় পরিগৃহীত তন্ত্রমতে নিজমন্ত্র-দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গৌতমীয় তন্ত্র, সনৎকুমার সংহিতা, ত্রৈলোক্য-সংমোহন তন্ত্র প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছেন ; কাজেই বৈষ্ণবের তদনুসারে অর্চ্চনাদি করাই বিধেয়।

অথ দ্বার-দেবতা-পূজা।

শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া, প্রথমতঃ দ্বার-দেবতাগণের পূজা করিতে হয়। শ্রীভগবানের ধামে যাঁহারা দ্বারপালাদিরূপে দ্বারদেশে অবস্থান করেন, তাঁহারাই দ্বার-

দেবতা নামে কথিত হন। শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থ শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার ও প্রত্যেক দ্বারে দুইজন করিয়া দ্বারপাল; শ্রীমন্দির সম্মুখে শ্রীগরুড় প্রভৃতি পার্ষদগণ বর্ত্তমান আছেন; তাঁহারাও দ্বার-দেবতা-রূপে কথিত হন। শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্ত্তি ও অনন্তধাম আছেন। ধামভেদে দ্বারদেবতা ও পার্ষদগণ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছেন। যিনি যে ধামগতরূপে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, তিনি সেই ধামের দ্বারদেবতা ও পার্ষদগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেন। নিজ গৃহে যে শ্রীমন্দির আছেন, তাঁহাকেও সাধক সেই ধাম জ্ঞান করিয়া, শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারদেবতাগণের অর্চ্চনা করিবেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সর্ব্ব-বৈষ্ণব সাধারণ্যে শ্রীভগবৎপূজাবিধি লিখিত আছে; তদনুসারে এখানেও তাহাই লিখিত হইল। শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারকা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধামগতরূপে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইলে, সেই সেই ধামের পার্ষদ ও দ্বারদেবতাগণের নাম নিজ নিজ মন্ত্রগুরুর নিকট জানিয়া লইবেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বার-দেবেভ্যো দত্ত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ।
গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়েৎ তান্ যথাস্থানং যথাক্রমম্॥
দ্বারাগ্রে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্।
তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্যোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ॥
প্রাগ্ দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ
দ্বারে চ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে।
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলং প্রবলমুত্তরে॥
দ্বন্দ্বশস্ত্বেবমভ্যর্চ্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপুরুষম্।
দ্বারান্তঃ পার্শ্বয়োর্গঙ্গাং যমুনাঞ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ॥
তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং ততঃ পদ্মনিধিং যজেৎ।

গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈর্ঋতে।
বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চ্চয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভগবন্মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ "শ্রীকৃষ্ণ-দ্বার-দেবতাভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা সামান্যতঃ পূজা করিয়া, শেষে প্রত্যেকের নাম গ্রহণ করিয়া, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যথা—দ্বারের অগ্রবর্ত্তী স্থানে "এতে গন্ধপুষ্পে সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদেভ্যো নমঃ। তদগ্রে—"এতে গন্ধপুষ্পে গরুড়ায় নমঃ" দ্বারের ঊর্দ্ধদেশে "এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারশ্রিয়ে নমঃ" পূর্ব্বদ্বারের উভয় পার্শ্বে "এতে গন্ধপুষ্পে চণ্ডায় নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে প্রচণ্ডায় নমঃ" এইরূপে দক্ষিণ দ্বারের উভয় পার্শ্বে, ধাত্রে নমঃ, বিধাত্রে নমঃ। পশ্চিম দ্বারের উভয় পার্শ্বে—জয়ায় নমঃ, বিজয়ায় নমঃ। উত্তর দ্বারের উভয় পার্শ্বে—বলায় নমঃ, প্রবলায় নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া দেহলী অর্থাৎ চৌকাঠের উপরে—"এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ। দ্বারমধ্যস্থ দুই পার্শ্বে—গঙ্গায়ৈ নমঃ, যমুনায়ৈ নমঃ। তাহার দুই পার্শ্বে—শঙ্খনিধয়ে নমঃ, পদ্মনিধয়ে নমঃ। মন্দিরের অগ্নিকোণে—গণেশায় নমঃ। নৈর্ঋতকোণে—দুর্গায়ৈ নমঃ। বায়ুকোণে—বাণ্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে—ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এই ভাবে দ্বারদেবতাগণের পূজা করিয়া বামভাগস্থ দ্বারশাখা ঈষৎ স্পর্শ করিয়া নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া, চৌকাঠে পাদস্পর্শ না হয় এই ভাবে দক্ষিণপদ অগ্রে অর্পণ করিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবে।

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধী॥

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়-বচনম্।

পূজার্থ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, আর মাতৃগর্ভরূপ কারাগারে প্রবেশ করিতে হয় না। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নৈঋর্তে "বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখীন হইয়া "ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুঁ ফট্ নমঃ" এই মন্ত্রে পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল চতুর্দ্দিকে ক্ষেপণ করিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আতপতণ্ডুলের ব্যবহার দেখা যায় না; তাহার কারণ কি বলিতে পারি না; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দিগ্‌বন্ধন, ভূতা-পসারণ, অর্ঘ্য প্রদান প্রভৃতি স্থানে আতপতণ্ডুল ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। যদি কেহ বলেন—"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুম্" এই প্রমাণমূলে আতপতণ্ডুল দেওয়া হয় না। তদুত্তরে আমি বলি, এ বচনের অর্থ সম্যক্ না বুঝিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার অপেক্ষাও বৈষ্ণবতা দেখান মূর্খতা নহে কি? উক্ত বচনের অর্থ এই যে, পুষ্পাদি না থাকিলে, অন্যান্য দেবতার যেমন কেবল আতপচাউল দিয়া পূজা হয়, সেইরূপে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবেনা। যদি আতপতণ্ডুল বিষ্ণুপূজায় একেবারে অব্যবহার্য্যই বলেন, তবে নবান্ন নিবেদনের দিনে আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্য কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ব্যবহার করেন?

শ্রীভগবন্মন্দিরে ইষ্টপূজা করিতে হইলে, এই ভাবে দ্বারদেবতা-পূজা হইতে দিগ্‌বন্ধন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপনান্তে আসনে উপবেশন করিবেন। শ্রীভগবন্মন্দির ভিন্ন অন্যত্র ইষ্ট পূজা করিতে হইলে, আসনে বসিয়া শ্রীভগবন্মন্দির চিন্তা পূর্ব্বক দ্বার-দেবতাদির পূজা করিবে। কেহ যদি সংক্ষেপে পূজা নির্ব্বাহ করিতে চান, তিনি কেবল "এতে গন্ধেপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিবেন।

আসনমন্ত্র দ্বারা আসনাভিমন্ত্রণ করিয়া পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি ক্রমে আসনে বসিবেন।

তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাকারী ব্যক্তি দিবসে পূর্ব্বমুখে ও রাত্রিতে উত্তরমুখে স্থির মূর্ত্তি ও কৃষ্ণসম্মুখীন হইয়া পূজাদি করিবেন।

অথাসননিরূপণম্।

বংশাশ্ম-দারু-ধরণী-তৃণ-পল্লব-নির্ম্মিতম্।
বর্জ্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুঃখদম্॥
কৃষ্ণাজিনং কম্বলং বা নান্যদাসনমিষ্যতে।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্।

বংশ, পাষাণ, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, কুশব্যতীত অন্য তৃণ ও পত্র-রচিত আসন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সমস্ত আসন পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ও কম্বল ব্যতীত অন্য আসন গ্রহণ বিধেয় নহে।

বংশাদাহু দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবম্।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে॥
তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমম্।
দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনম্॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রম্।

বংশ-নির্ম্মিত আসন ব্যবহারে দরিদ্রতা, পাষাণ-নির্ম্মিত আসনে ব্যাধি, ভূম্যাসনে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য, তৃণাসনে যশোহানি ও পল্লবাসনে চিত্তবিক্ষেপ হয়। অতএব পূজাদি করিতে এই সমস্ত আসন পরিত্যাগ করিবেন। কুশাসনে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাপূজাদি করিলে, ব্যাধিনাশ

ও কম্বলাসনে দুঃখনাশ হয়; সুতরাং সন্ধ্যাপূজাদিকালে কুশাসন কিংবা কম্বলাসন ব্যবহার করাই বিধেয়।

যথোক্তমুপবিশ্যাথ সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যসেৎ তত্তৎপদেষু তান্॥

স্বসম্প্রদায়-প্রচলিত মতানুসারে যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া আসনাভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক শঙ্খাদি পূজাপাত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে।

আসনাভিমন্ত্রণম্।

আসন নিম্নে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে আধার-শক্তি-কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া—আসন ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ কূর্ম্মোদেবতা সুতলং ছন্দঃ আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।

অথ পাত্রাসাদনম্।

আসনাভিমন্ত্রণের পর পূজার্থ যে সকল পাত্রাদির প্রয়োজন হইবে, সেগুলি যথাস্থানে রাখিবে। যথা—

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যসেচ্চ বারি ভাগশঃ॥
তুলসীগন্ধপুষ্পাদি-ভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা॥
দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।

সম্ভারানপরান্ ন্যসেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সাধক নিজের অগ্রবর্ত্তী বামভাগে ত্রিপদীসহ শঙ্খ, এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতির পাত্র রাখিবেন। নিজ দক্ষিণভাগে তুলসী, পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি রাখিবেন। নিজ বামভাগে এক পার্শ্বে জলপূর্ণ কুম্ভ, দক্ষিণে ঘৃতদীপ, বামে তৈলদীপ, দেবতার সম্মুখে দক্ষিণদিকে নৈবেদ্যাদি রাখিবেন। নিজ পশ্চাদ্দেশে হস্তপ্রক্ষালনাদির জন্য একটি পাত্র রাখিবেন।

অথ পাত্রাণি।

নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাভানি পাত্রাণি পরিকল্পয়েৎ॥
হৈমপাত্রেণ সর্ব্বাণি চেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ুরাজ্যং শুভং ভবেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃণ্ময়সম্ভবম্।

দেবীপুরাণম্।

নানাবিধ বিচিত্ররূপ পদ্ম, শঙ্খ, নীলোৎপল প্রভৃতির আকৃতিবিশিষ্ট পাত্র কল্পনা করিবে। সুবর্ণ পাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে, বাঞ্ছিতার্থ লাভ হয়। রৌপ্যপাত্রে অর্ঘ্য প্রদানে আয়ুঃ, রাজ্য ও সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হয়। তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিলে সৌভাগ্য ও মৃৎপাত্রে ধর্ম্ম লাভ হয়।

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়েত ভাজনম্।
তান্ সর্ব্বান্ সংপরিত্যজ্য তাম্রন্তু মম রোচতে॥

পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
বিশুদ্ধানাং শুচিশ্চৈব তাম্রং সংসারমোক্ষণম্॥
দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়ম্॥

বরাহপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে বলিতেছেন—স্বর্ণ, রজত, কাংস্য প্রভৃতি যাহা দ্বারাই পাত্র নির্ম্মিত হউক, আমি সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তাম্রপাত্রই গ্রহণ করি। যেহেতু তাম্রপাত্র আমার রুচিজনক। যাবতীয় পবিত্র পাত্রমধ্যে তাম্রপাত্র পবিত্রতম; নিখিল মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, শুদ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধ এবং ভবপাশহারক। হে ধরণি! দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পূজাপরায়ণ, তাঁহার তাম্রপাত্র ব্যবহার করাই বিধেয়।

অথ মঙ্গলঘট-স্থাপনম্।

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতম।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেৎ ভগবতোঽগ্রতঃ॥
সনীরঞ্চ সকর্পূরং কুম্ভং কৃষ্ণায় যো ন্যসেৎ।
কল্পং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি প্রপিতামহাঃ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

শ্রীভগবানের অগ্রে জলপূর্ণ, প্রস্তরখণ্ডযুক্ত, আম্র-পল্লব ও ফলযুক্ত কলস মঙ্গলার্থ স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি কর্পূর-বাসিত জলপূর্ণ মঙ্গলঘট শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে স্থাপন করেন, কল্পকাল পর্য্যন্ত তিনি নিষ্পাপ থাকেন।

অথার্ঘ্যাদি-পাত্রাণি।

শ্রীভগবৎ-পূজায়, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান করিতে পৃথক্ পৃথক্ পাত্র ও তাহাতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের

প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে পাদ্য ও আচমনীয়-পাত্র তাম্রনির্ম্মিত হওয়াই উচিত। অর্ঘ্যপাত্র দুইটি রাখিতে হয়। সামান্যার্ঘ্যের জন্য কোশা ও বিশেষার্ঘ্যের জন্য শঙ্খ। বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে কোশার ব্যবহার দেখা যায় না; কারণ কি, জানিনা। বোধ হয়, দাম বেশী ও ঝোলার মধ্যে রাখিয়া দেশে বিদেশে যাওয়ার অসুবিধাবশতঃ কোশার পরিবর্ত্তে পঞ্চপাত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে পূজা করিতে গেলে, পঞ্চপাত্রে কাজ মেটেনা। কারণ, পঞ্চপাত্রে অর্ঘ্য-স্থাপনের স্থান নাই ও তাহাতে যেটুকু জল থাকে, তাহা দ্বারা সমস্ত কার্য্য শেষ হয় না। মধুপর্কপাত্র তাম্রনির্ম্মিত হওয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মত। তবে পক্ষান্তরে লেখা আছে, তাম্রপাত্রে মধুসংযোগ দূষণীয় বলিয়া, কেহ কেহ মধুপর্কে তাম্রপাত্র ব্যবহার করেন না। শেষোক্ত মতে মধুপর্কে কাংস্য ব্যবহার করা মন্দ নহে।

প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রেতু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্র-তিল-দূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ॥
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি॥

অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, দূর্ব্বা ও শ্বেত-সর্ষপ প্রক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ জলাদি অষ্ট দ্রব্য অর্ঘ্যে ব্যবহার করেন। যথা—

আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা।
যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘ্যোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতণ্ডুল, তিল, যব ও শ্বেত সর্ষপ এই আটটি অর্ঘ্যের অঙ্গ।

পাদ্যপাত্রে চ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেবচ।
বিনিক্ষিপেদ্‌বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ম্‌॥
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ॥
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতম্‌।
মধু খণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্‌ দ্রব্যপঞ্চকম্‌॥

ভবিষ্যপুরাণম্‌।

পাদ্যপাত্রে কমল, দূর্ব্বা, শ্যামাধান্য ও তুলসীপত্র এই চারিটি দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে। আচমনীয়পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই তিন দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে। মধুপর্কপাত্রে গব্যদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও খণ্ড (অর্থাৎ খাঁড়) এই পঞ্চ দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে।

কেচিৎ ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্‌ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ।

কোন কোন সাধু মধুপর্কপাত্রে তিনটি মাত্র দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। যথা—

ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে বিধীয়তে।

ঘৃত, দধি ও মধু এই তিনদ্রব্য দ্বারা মধুপর্ক রচনা করিবে।

মধুনস্তু অলাভে তু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ।
ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ॥
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ।
তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ॥
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে॥

শ্রীবরাহপুরাণম্‌।

মধুর অভাবে গুড় দ্বারা কার্য্য করিবে। ঘৃতাভাবে লাজ অর্থাৎ খৈ ও দধির অভাবে দুগ্ধ দিবে। যদি কোন দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পুষ্প কিংবা তুলসী লইয়া মধুপর্কাদি চিন্তা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচরণে দিবে। শ্রীনারদঋষি বলেন,—যথোক্ত দ্রব্যের অভাবে নির্ম্মল পবিত্র জল প্রদান করিবে।

মূলেন পাত্রৈণৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক প্রভৃতির পাত্র যথাবিধি জলাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তদুপরি আট বার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে ও চক্রমুদ্রা দেখাইয়া রক্ষা করিবে। পরে যথাসময়ে শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবে।

পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং বার্চ্চনে সম্মতা সতাম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজাপাত্র সকল রক্ষা করিয়া, পূজারম্ভ করিবে। পূজারম্ভে প্রথমতঃ আসনে বসিয়া স্বশাখোক্ত মঙ্গলশান্তিমন্ত্র ও স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে। শান্তিমন্ত্র পাঠান্তে ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবতু—এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। স্বস্তিবাচন প্রভৃতির মন্ত্র পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।

স্বস্তিবাচনাদি পাঠান্তে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। কেহ কেহ আসনশুদ্ধির পূর্ব্বে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া থাকেন। সামান্যার্ঘ্যস্থাপন কালে প্রথমতঃ সম্মুখস্থ ভূমিতে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, তন্মধ্যে একটি চতুষ্কোণ ও চতুষ্কোণ মধ্যে একটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ"

"এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে। তদনন্তর প্রণব কিংবা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জলপূর্ণ করিবে। অতঃপর অর্ঘ্যপাত্রের অগ্রভাগে পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া "ওঁ জলায় নমঃ" এই মন্ত্রে জলে গন্ধ পুষ্প ও তুলসী দিয়া "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" এই মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন ও চক্র মুদ্রায় রক্ষণ করিয়া তদুপরি আটবার প্রণব কিংবা মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পূজাদ্রব্যে ও নিজ মস্তকে প্রোক্ষণ করিবে।

অথ বিঘ্নাপসারণম্—

সামান্যার্ঘ্য স্থাপনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূমিতে অক্ষত ক্ষেপণপূর্ব্বক বিঘ্ন নিবারণ করিবে।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

যে ভূত সকল পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারা দূরে প্রস্থান করুক। যে সমস্ত ভূত বিঘ্নকারী, তাহারা শিবের আদেশে বিনষ্ট হউক।

ইত্যুদীর্য্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্ভুবো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্ নিবারয়েৎ॥
আন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ মান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পরে "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বামপদ-পার্ষ্ণি দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিবে। অনন্তর উর্দ্ধোর্দ্ধ তিনবার তালি দিয়া অন্তরীক্ষ বিঘ্ননাশ করিবে ও মূলমন্ত্র চিন্তা করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে দিব্য বিঘ্ন নাশ করিবে।

অথ গুর্ব্বাদি-নতিঃ।

ততঃ কৃতাঞ্জলির্বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুম্।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্‌গুরুপরম্পরাম্॥
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেঽথ পৃষ্ঠতঃ।
ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাত্মেষ্টদৈবতম্॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেবচ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিঘ্নাপসারণের পর কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরমেষ্ঠিগুরু প্রভৃতি গুরু-পরম্পরা প্রণাম করিবে। (সকলেই নিজ গুরুর নিকট গুরুপ্রণালী চাহিয়া লইবেন ও তদনুসারে গুরুপরম্পরা প্রণাম করিবেন) শ্রীগুরু প্রণাম করিতে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ এই রীতিতে করিবে। তদনন্তর শ্রীভগবানের দক্ষিণদিকে গাং গণেশায় নমঃ। অগ্রে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। পূর্ব্বে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। মধ্যে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। (যে দেবতার পূজা করিবে, মধ্যে সেই দেবতাকে প্রণাম করিতে হয়। যথা,— শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। শিবপূজায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি) তদনন্তর একটি পুষ্প লইয়া "ফট্" এই মন্ত্রে দুই হস্তে মার্জ্জন করিয়া ফেলিয়া দিবে; ইহাতে করশুদ্ধি হইবে। তদনন্তর তিনবার

করতালি ও ছোটিকা অর্থাৎ তুড়ী দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে ও নিজের চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া অগ্নি-প্রাচীর চিন্তা করিবে।

অথ ভূত-শুদ্ধিঃ।

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্‌বিশোধনম্।
অব্যয়-ব্রহ্ম-সম্পর্কাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শরীররূপে পরিণত ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের অক্ষয়-ব্রহ্ম-সম্বন্ধ-নিমিত্তক যে শুদ্ধি, তাহার নাম "ভূতশুদ্ধি"। অর্থাৎ কর্ম্মমাত্রেরই শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে; অশুদ্ধ দ্রব্যদ্বারা কিংবা দেহাদি দ্বারা শ্রীভগবৎকর্ম্ম করিলে, তাহা সফল হয় না। পূজার্থ আসন, জল, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি সমস্ত উপকরণই যেমন মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া লওয়া হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত এই দেহেরও কোন প্রকার শোধন-প্রণালী থাকা আবশ্যক; যেহেতু শ্রীভগবৎপূজায় দেহেরও আবশ্যকতা আছে; সেই জন্যই শাস্ত্রে ভূতশুদ্ধির প্রকার দেখান হইয়াছে। পঞ্চভূত-নির্ম্মিত এই দেহে যে অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ কিংবা তদংশ-স্বরূপ জীবাত্মা আছেন, তাঁহার সহিত এই পঞ্চ ভূতের সম্বন্ধ চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়। ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে নানাবিধ মত ও নানা প্রকার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। সমস্ত মত সংগ্রহ করিতে গেলে, গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। কাজেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যেভাবে ভূতশুদ্ধি দেখান হইয়াছে, এখানে কেবল তাহাই আলোচনা করিব। মোট কথা,—ভূতশুদ্ধি অবশ্যকর্ত্তব্য; ইহা না করিলে জপ-হোমাদি কোন ক্রিয়াই সফল হয় না।

অথ ভূতশুদ্ধি-প্রকারঃ।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদন্তরতঃ।
শিরঃ-সহস্রপত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তত্র লীলানি ভাবয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রথমতঃ করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া প্রদীপ-কলিকাকার জীবাত্মাকে "সোঽহং এই মন্ত্রে মস্তকস্থ সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমাত্মায় যোজিত করিবে ও তাহাতে দেহের উপাদান-স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত লীন হইল ইহা চিন্তা করিবে। নাভির নিম্নে বাম হস্ত চিৎভাবে রাখিয়া, তাহার নিম্নে দক্ষিণ হস্ত সংযোগ করিলেই করকচ্ছপিকা মুদ্রা হয়। সংক্ষেপতঃ ভূতশুদ্ধির নিয়ম লিখিত হইল; বিস্তৃতভাবে জানিতে হইলে, নিজ নিজ গুরুদেবের নিকট জানিবেন। বিশেষতঃ কেবলমাত্র পুস্তকের লেখা দেখিয়া এসমস্ত কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সময়ে এসমস্ত কার্য্য প্রায়ই কেহ অনুষ্ঠান করিতে চাহেন না; কাজেই বৃথা গ্রন্থ-কলেবর বাড়াইতে ইচ্ছা করি না; কেবল ভূতশুদ্ধির কর্ত্তব্যতামাত্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইলাম।

এরূপভাবে ভূতশুদ্ধি করা যাঁহাদের অসাধ্য, তাঁহারা কেবল নিজ ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিবেন; তাহাতেই ভূতশুদ্ধি হইবে। যাঁহারা একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের এভাবে সময় নষ্ট না করিয়া, সেবাযোগ্য দেহ চিন্তা দ্বারা ভূতশুদ্ধি করাই বিধেয়। এ সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,

অথ শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে—তত্র ভূতশুদ্ধি নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবৌপয়িক-তৎপার্ষদ-দেহ-ভাবনা-পর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ।

ভক্তিসন্দর্ভঃ।

শুদ্ধ ভক্তগণ কিভাবে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবেন, তাহা বলা হইতেছে। সাধক, শ্রীভগবানের যে ধামস্থ যে মূর্ত্তির সেবা করিবেন, সেই সেবার উপযুক্ত পার্ষদ-দেহ চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হইবে। যথা, কোনও সাধক শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জস্থ গোপীগণ-পরিবেষ্টিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির মধুর-ভাবে সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহার নিজ দেহকে গোপীদেহ রূপে চিন্তা করিলেই ভূতশুদ্ধি হইবে। এইভাবে সমস্ত সেবার উপ-যুক্ত দেহ চিন্তার নিয়ম বুঝিয়া লইবেন।

দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বেদমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ।
উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাসু-প্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রথমতঃ নাভিস্থ বায়ুদ্বারা দেহ শোষণ, পরে হৃদয়স্থ বহ্নি দ্বারা দহন, তৎপরে ললাটস্থিত চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত-ধারায় আপ্লাবন চিন্তা করিয়া নিজ দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

অথ প্রাণ-প্রতিষ্ঠাবিধিঃ।

প্রথমতঃ করজোড়ে—

"ওঁ অস্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-মন্ত্রস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা ঋগ্-যজুঃ-সামানি চ্ছন্দাংসি ক্রিয়াময়-বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হৃদয়াদি স্থান স্পর্শ করিবে। যথা—

ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্র-ত্বক্-

চক্ষু-জিহ্বা-ঘ্রাণাত্মনে ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমন-বিসর্গানন্দাত্মনে ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়াদানাভি। ওঁ ক্রোঁ মস্তকাদাহৃদয়ম্। ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ। হৃদি। ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ। দক্ষিণাংসে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ। ককুদি। ওঁ বং মেদ আত্মনে নমঃ। বামাংসে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্দক্ষিণহস্ত-পর্য্যন্তম্। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্ বামহস্ত-পর্য্যন্তম্। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্ দক্ষিণপদ-পর্য্যন্তম্। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্ বামপদ-পর্য্যন্তম্। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্ নাভিপর্য্যন্তম্। ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। হৃদয়াদ্ মস্তকপর্য্যন্তম্।

এইভাবে যথাস্থানে হস্ত স্পর্শ করিয়া প্রাণশক্তির ধ্যান করিবে। যথা—

রক্তাম্ভোধিস্থ-পোতোল্লসদরুণ-সরোজাধিরূঢ়া করাগ্রৈঃ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।
বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ॥

এই মন্ত্রে প্রাণ শক্তির ধ্যান করিয়া নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হৌং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীঁ ইত্যাদি—মম জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীঁ ইত্যাদি—মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রী ইত্যাদি—মম বাঙ্মনস্ত্বকচক্ষুঃশ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণা ইহায়াস্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

অনন্তর ষোলবার প্রণব আবৃত্তি করিবে।

অথ প্রাণায়ামঃ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ॥
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সংকোচ্য গুদমণ্ডলম্।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ॥
ততঃ প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগম্।
ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ ধ্যানমতন্দ্রিতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি প্রাণায়াম করিতে হইবে। প্রাণায়ামের বহু প্রকার নিয়ম আছে, তন্মধ্যে স্ব-সম্প্রদায়ের মতই গ্রাহ্য। বিশেষতঃ কৃষ্ণমন্ত্রের প্রাণায়াম করিতে হইলে, এক সঙ্গে তিন বার প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচন করিয়া বাম নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুম্ভক। পুনশ্চ বাম নাসায় রেচন, দক্ষিণ নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুম্ভক। পুনশ্চ দক্ষিণ নাসায় রেচন, বাম নাসায় পূরণ ও উভয়ে কুম্ভক। এইভাবে তিন বার এক যোগে করিতে হয়। শরীরের মধ্যস্থ বায়ু বহির্গত করার নাম "রেচন" বাহিরের বায়ু শরীরের মধ্যে আকর্ষণ করার নাম "পূরণ" ও বায়ু রোধ করার নাম "কুম্ভক"। রেচনে ষোল মাত্রা, পূরণে বত্রিশ মাত্রা ও

কুম্ভকে চৌষট্টি মাত্রা কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। হাঁটুর উপরে এক বার হাত ঘুরাইয়া আনিতে যে টুকু সময় লাগে, তাহাকে “মাত্রা” কহে। সেই মাত্রাপরিমিত কালে কেহ বা প্রণব, কেহ বা কাম-বীজ মনে মনে আবৃত্তি করেন। মোটের উপর ষোলবার বীজ কিংবা জপে রেচন, বত্রিশ বার জপে পূরণ ও চৌষট্টি বার জপে কুম্ভক করিতে হইবে। প্রাণায়ামের পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। প্রণব জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইলে—“অস্য প্রণবমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রী ছন্দঃ পরমাত্মা দেবতা অকারো বীজম্ উকারঃ শক্তিঃ মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ”। এই ভাবে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। বীজ জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইলে, নিজ মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। যথা,—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র স্থলে “অস্য অষ্টাদশাক্ষর-গোপালমন্ত্রস্য নারদ ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ” ইত্যাদি। দীক্ষিত ব্যক্তির নিজ মন্ত্র-বীজ অভ্যাস করিয়া প্রাণায়াম করাই ভাল। প্রণব জপে প্রাণায়াম করিতে হইলে রেচনে ললাটে মহাদেব, পূরণে নাভিদেশে ব্রহ্মা ও কুম্ভকে হৃদয়ে বিষ্ণু চিন্তা করিতে হয়। বীজজপে প্রাণায়াম করিতে হইলে, সর্ব্বত্র নিজ উপাস্য দেবকে চিন্তা করিবে।

অথ প্রাণায়াম-মাহাত্ম্যম্।

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়ামরতা নরাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণ স্তৈরেব হতকিল্বিষাঃ॥
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
গো-সহস্রপ্রদানঞ্চ প্রাণায়ামস্তুতৎসমঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

যে ব্যক্তি প্রাণায়াম করে, সে দুষ্ক্রিয়া রত হইলেও তাহার যমপুরী

দর্শন করিতে হয় না। যে হেতু প্রাণায়ামেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যত কিছু তপস্যা বা ব্রত নিয়মাদি করা যায়, কিংবা সহস্র গোদান করা যায়, প্রাণায়াম সেই সমস্ত কার্য্যেরই তুল্য ফল দান করে।

অথ ন্যাস-বিধিঃ।

ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহু-রাসুরং বিফলং বুধাঃ।
অতো যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাৎ যথাবিধি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ন্যাস না করিয়া জপ করিলে, আসুর জপ হয় ও তাহা দ্বারা কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব প্রথমতঃ স্বসম্প্রদায়ানুসারে যথাবিধি ন্যাস করিবে।

শ্রীভগবানের কোন কোন মূর্ত্তি ও মন্ত্রাদি স্মরণপূর্ব্বক শরীরের স্থানে স্থানে হস্ত স্পর্শ করার নাম "ন্যাস"। যথাবিধি ন্যাসের দ্বারা চিত্তসংযম ও দেহ-শুদ্ধি হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কাল-প্রভাবে এ সমস্ত বিধির একেবারে লোপ হইয়া যাইতেছে। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে যে সমস্ত ন্যাসের কথা উল্লিখিত আছে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রায় কেহই তাহার খবর রাখেন না, কিংবা প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিধিমার্গ বলিয়া উপেক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, এসমস্ত বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক চিরজীবন মন্ত্রাদি জপ করিয়া কি ফল লাভ করিলেন।

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত একান্নটি অক্ষরের নাম "মাতৃকা"। সেই মাতৃকা-বর্ণগুলি উচ্চারণ করিয়া শরীরের স্থানে স্থানে হস্ত স্পর্শ করার নাম "মাতৃকা ন্যাস"।

ঋষিচ্ছন্দো-দেবতাদি স্মৃত্বাদৌ মাতৃকা-মনোঃ।
শিরো-বক্ত্র-হৃদয়াদৌ ন্যস্য তদ্ধ্যানমাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রথমতঃ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদি স্মরণপূর্ব্বক, মস্তক, মুখ ও হৃদয়াদি স্থানে মাতৃকা বর্ণ ন্যাস করিয়া মাতৃকা ধ্যান করিবে।

ললাট-মুখ-বিম্বাক্ষি শ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ॥
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে॥
ককুদ্যংসেচ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ।
জঠরানলয়োর্ন্যস্যেৎ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ললাট, মুখ, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাচ্ছিদ্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়, মস্তক, মুখচ্ছিদ্র, হস্তসন্ধি, পদসন্ধি, হস্তাগ্র, পদাগ্র, পার্শ্বযুগল, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, দক্ষিণ স্কন্ধ, ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া হস্ততলদ্বয়, চরণতলদ্বয়, এই সমস্ত অঙ্গে অকারাদি বর্ণ অনুস্বারযুক্ত, বিসর্গযুক্ত, অনুস্বার বিসর্গযুক্ত ও কেবল—এই ভাবে চারিবার ন্যাস করিয়া মাতৃকা ধ্যান করিবে।

মাতৃকান্যাসের পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণ যথা—

অস্য মাতৃকাবর্ণস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

মাতৃকা ন্যাসান্তে মাতৃকাধ্যান যথা—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষস্থলীং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

অথান্তর্মাতৃকান্যাসঃ ।

কণ্ঠহৃন্নাভিগুহ্যেষু পায়ুভ্রূমধ্যয়ো স্তথা ।
স্থিতে ষোড়শপত্রাব্জে ক্রমেণ দ্বাদশচ্ছদে ॥
দশপত্রেচ ষট্‌পত্রে চতুষ্পত্রে দ্বিপত্রকে ।
ন্যসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বৈকৈকমক্ষরম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, শিশ্ন, পায়ু ও ভ্রূমধ্য এই ছয় স্থানে ষোড়শদল, দ্বাদশদল, দশদল, ষড়্‌দল, চতুর্দ্দল ও দ্বিদল এই ছয় পদ্ম বিরাজিত আছে। এই পদ্মের প্রতি পত্রে মাতৃকা ন্যাস করিতে "অং নমঃ" "আং নমঃ" এই ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে।

অথ কেশবাদি ন্যাসঃ ।

স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ ।
কীর্ত্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চ ন্যসেৎ তান্ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥
ন্যসেচ্চতুর্থী নত্যন্তা মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ ।
সপ্তধাতূন্ প্রাণজীবৌ ক্রোধমপ্যাত্মনেঽন্তকান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক কেশবাদি মূর্ত্তি ও শক্তিসমূহের সহিত পূর্ব্বকথিত বর্ণ সমুদয়কে পূর্ব্বকথিত স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। প্রত্যেক বার চতুর্থী ও নমঃ শব্দ যোগ করিবে। যথা অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি। যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত ন্যাস করিতে ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শুক্র এই সপ্তধাতু প্রাণ, জীব ও ক্রোধ ইহাদের "আত্মনে" যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। যথা—যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি।

কেশবাদিন্যাসের ঋষ্যাদি-স্মরণ-প্রকার যথা—

অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতি ঋষি র্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ। লক্ষ্মীনারায়ণো দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনো হচ্যুতায়ত্বে বিনিয়োগঃ।

মাতৃকান্যাসে যেমন ললাট, মুখ, চক্ষুর্দ্বয় প্রভৃতি একান্নস্থানে অং নমঃ, আং নমঃ, প্রভৃতি একান্নটি বর্ণ দ্বারা ন্যাস করিতে হয়, এ ন্যাসেও সেই-রূপ ললাট প্রভৃতি একান্ন স্থানে একান্নটি বর্ণন্যাস করিতে হয়। বিশেষ এই যে, বর্ণের সহিত কেশবাদি একান্ন মূর্ত্তি ও কীর্ত্ত্যাদি একান্ন শক্তি যুক্ত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। প্রয়োগ যথা—ললাটে ওঁ অং কেশবায় কীর্ত্তৈ্যনমঃ। মুখে ওঁ আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি এই ভাবে মকার পর্য্যন্ত বলিবে। যকার হইতে একটু বিশেষত্ব এই যে, ত্বগাদি সপ্তধাতু প্রাণ জীব ও ক্রোধ শব্দ সহিত ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ওঁ যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ ওঁ রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায় নমঃ—ইত্যাদি।

কেশবাদি একান্নমূর্ত্তির নাম যথা—

প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ।
গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণু র্মধুসূদন এবচ॥
ত্রিবিক্রমো বামনোঽথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরম্।
হৃষীকেশঃ পদ্মনাভ স্ততো দামোদরস্তথা॥
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽথানিরুদ্ধকঃ।
চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়গী শঙ্খী হলী তথা॥
মুষলীচ তথা শূলী পাশী চৈবাঙ্কুশী তথা।
মুকুন্দো নন্দজশ্চৈব তথা নন্দী নরস্তথা॥

নরকজিদ্ধরিঃ কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এব চ।
ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দ্দনঃ॥
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নো বৃষ এব চ॥
হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ এই একান্ন মূর্ত্তি।

অথ একান্ন শক্তি যথা—

কীর্ত্তিঃ কান্তি স্তুষ্টিপুষ্টি ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥
প্রীতি রতি র্জয়া দুর্গা প্রভা সত্যা চ চণ্ডিকা।
বাণী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা॥
বিশ্বাচ বিনদা চৈব সুনন্দাচ স্মৃতি স্তথা।
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্মুক্তির্মতিঃ ক্ষমা॥
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা।
পরায়ণাচ সূক্ষ্মাচ সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা।
অমোঘা বিদ্যুতেত্যেক-পঞ্চাশচ্ছক্তয়ো মতাঃ॥

কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, বাণী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, বুদ্ধি, মুক্তি, মতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, বিদ্যুতা এই একান্ন শক্তি।

এই একান্ন মূর্ত্তি ও একান্ন শক্তির সহিত অকারাদি একান্ন বর্ণকে ললাটাদি একান্ন স্থানে ন্যাস করার নাম "কেশবাদি" ন্যাস।

অথ তত্ত্বন্যাসঃ।

মকারাদি-ককারান্ত-বর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ।
নমঃ পরায়েতি পূর্ব্বমাত্মনে নম ইত্যনু॥
নাম জীবাদিতত্ত্বানাং ন্যসেৎ তত্তৎপদে ক্রমাৎ।
ন্যাসেনানেন লোকোহি ভবেৎ পূজাধিকারবান্॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমতঃ নমঃ পরায়, অনন্তর আত্মনে নমঃ বলিয়া অনুস্বার-সমন্বিত মকারাদি ককারান্ত বর্ণসমূহের সহিত বক্ষ্যমাণ স্থানসমূহে জীবাদি তত্ত্বের ন্যাস করিবে। এই ন্যাস করিলে সাধক পূজাধিকার প্রাপ্ত হন।

অথ তত্ত্বন্যাস-বিধিঃ।

তত্রাদৌ সকলে ন্যসেদ্ জীবপ্রাণৌ কলেবরে।
হৃদয়ে মত্যহংকার-মনাংসীতি ত্রয়স্ততঃ॥
শব্দং স্পর্শং ততোরূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে।
মুখে হৃদিচ গুহ্যেচ পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্॥
শ্রোত্রং ত্বচং দৃশং জিহ্বাং ঘ্রাণং স্বস্বপদে ততঃ॥

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থানি স্বস্বপদে তথা।
আকাশ-বায়ু তেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূর্দ্ধনি।
বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমম্॥
হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষড়্ দ্ব্যষ্টদশাদিকম্।
কলাব্যাপ্তেতি পূর্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলম্॥
বর্ণৈঃ সহ সরেফৈশ্চ ক্রমান্ন্যসেৎ সবিন্দুকৈঃ।
বাসুদেবং ষকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে॥
যকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং ন্যস্যেৎ পুমন্বিতম্।
হৃদি ন্যস্যেল্লকারেণ প্রদ্যুম্নং বিশ্বসংযুতম্॥
অনিরুদ্ধং নিবৃত্ত্যাঢ্যং বকারেণ চ গুহ্যকে।
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাঢ্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ॥
নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি।
তত্ত্বন্যাসোঽয়মচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমতঃ সকল শরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণ তত্ত্বের ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা—মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ইত্যাদি। তদনন্তর হৃদয়ে বংনমঃ পরায় মত্যাত্মনে নমঃ, ফং নমঃ পরায় অহঙ্কারাত্মনে নমঃ, পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। এই তিন মন্ত্রে ন্যাস করিবে। অনন্তর মস্তকে নং নমঃ শব্দাত্মনে নমঃ, মুখে ধং নমঃ পরায় স্পর্শাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে দং নমঃ পরায় রূপাত্মনে নমঃ, গুহ্যে থং নমঃ পরায় রসাত্মনে নমঃ, পদদ্বয়ে তং নমঃ পরায় গন্ধাত্মনে নমঃ, কর্ণে ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রাত্মনে নমঃ, গাত্রে ঢং নমঃ পরায় ত্বগাত্মনে নমঃ, চক্ষুতে ডং নমঃ পরায় নেত্রাত্মনে নমঃ,

জিহ্বাতে ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাত্মনে নমঃ, নাসিকায় টং নমঃ পরায় ঘ্রাণাত্মনে নমঃ, মুখে ঞং নমঃ পরায় বাগাত্মনে নমঃ, হস্তে ঝং নমঃ পরায় পাণ্যাত্মনে নমঃ, পদে জং নমঃ পরায় পাদাত্মনে নমঃ, গুহ্যে ছং নমঃ পরায় পায়্বাত্মনে নমঃ, লিঙ্গে চং নমঃ পরায় উপস্থাত্মনে নমঃ, মস্তকে ঙং নমঃ পরায় আকাশাত্মনে নমঃ, মুখে ঘং নমঃ পরায় বায়্বাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে গং নমঃ পরায় তেজ আত্মনে নমঃ, লিঙ্গে খং নমঃ পরায় জলাত্মনে নমঃ, পদে কং নমঃ পরায় পৃথ্ব্যাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে শং নমঃ পরায় পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ, হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ, সং নমঃ পরায় ষোড়শকলাব্যাপ্ত-চন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ, রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলাত্মনে নমঃ। মস্তকে যং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ, বদনে যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্তাত্মনে নমঃ, পদদ্বয়ে লং নমঃ, পরায় নারায়ণায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ক্ষ্রৌং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ। এই সমস্ত মন্ত্রদ্বারা উল্লিখিত স্থানে হস্ত স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের নাম "তত্ত্বন্যাস'; যে ব্যক্তি এই ন্যাস করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণ নিকটে যাইতে পারেন।

যঃ কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবম্।
তদাত্মনানুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি ॥
যতঃ সএব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যিনি এইরূপে তত্ত্বন্যাস করেন, তিনি পবিত্র হন। ভগবান্ সেই ব্যক্তির দেহে ন্যাস রূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজ করেন, যেহেতু ভগবান্‌ই অখিল তত্ত্ব এবং নিখিল পদার্থই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত।

অথ পুনঃ প্রাণায়াম-বিশেষঃ ।

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ মূলং মন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ ।
বারৌ দ্বৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচ-পূরক-কুম্ভকৈঃ ॥
অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্য্যাদ্‌বারাংস্তু ষোড়শ ।
দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

অনন্তর মূল মন্ত্র দুইবার জপে দক্ষিণ নাসায় রেচন, চারি বার জপে বাম নাসায় পূরণ ও ছয় বার জপে উভয় নাসায় কুম্ভক করিবে। কিংবা ষোল বার কাম বীজ জপে রেচন, বত্রিশ বার কামবীজ জপে পূরণ ও চৌষট্টি বার কামবীজ জপে কুম্ভক করিবে।

অথ পীঠন্যাসঃ ।

ততো নিজতনূমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্ ।
পীঠস্থাধারশক্ত্যাদীন্ ন্যস্যেৎ স্বাঙ্গেষু ভাবয়েৎ ॥
আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মানন্তৌ চ তত্র তু ।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥
শ্রীরত্নমণ্ডপঞ্চৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি ।
ন্যস্যেৎ প্রদক্ষিণত্বেন ধর্ম্মজ্ঞানে ততোঽংসয়োঃ ॥
উর্ব্বো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তথৈবাধর্ম্মমাননে ।
ত্রিকেঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥
হৃদব্জেঽনন্তপদ্মঞ্চ সূর্য্যেন্দুশিখিনাং তথা ।
মণ্ডলানি ক্রমাদ্বর্ণৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥

সত্ত্বং রজস্তমশ্চাত্মান্তরাত্মানৌ চ তত্র হি।
পরমাত্মানমপ্যাত্মাত্যাত্তবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ॥
জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সংযুতম্।
তস্যাষ্টদিক্ষু মধ্যেঽপি নব শক্তীশ্চ দিক্ ক্রমাৎ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা॥
ন্যসেৎ তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্।
ঋষ্যাদিকং স্মরেদস্যাষ্টাদশার্ণমনোস্ততঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

তৎপরে সাধক নিজ দেহকেই পূজাপীঠরূপে কল্পনা করতঃ আধার-শক্তি প্রভৃতিকে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিজ অঙ্গসমূহে ন্যাস করিবেন। তাহার প্রকার যথা—হৃদয়ে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃতয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীর সিন্ধবে নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ রত্ন মণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে প্রদক্ষিণক্রমে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। দক্ষিণ ও বাম উরুতে প্রদক্ষিণ-ক্রমে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, কটিদেশে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, পার্শ্বদ্বয়ে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ। অনন্তর হৃদয়ে অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাদি দল ক্রমে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ,

ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, মধ্যে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ, এই প্রকারে ন্যাস করিয়া, তদুপরি পীঠ মন্ত্র ন্যাস করিবে এবং নিজ মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে।

পীঠমন্ত্রো যথা—

"ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্ম-সংযোগপদ্ম-পাঠাত্মনে নমঃ" ॥

অথ ঋষ্যাদিস্মরণম্।

ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রী চ্ছন্দ উচ্যতে।
গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
বীজং মন্মথসংজ্ঞন্তু প্রিয়া শক্তির্হবির্ভুজঃ।
ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রমধিকৃত্য শিববচনম্।

অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, কাম বীজ, স্বাহা শক্তি, দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, চতুর্ব্বর্গ লাভার্থ ইহার বিনিয়োগ।

প্রত্যেক মন্ত্রেরই ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি পৃথক পৃথক আছে এবং জপের পূর্ব্বে প্রতিমন্ত্রেরই ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা প্রভৃতি স্মরণ করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে ভাবে মন্ত্রাদির ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতে ঋষি ছন্দঃপ্রভৃতি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। দীক্ষা, বিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে, এই সকল প্রক্রিয়া অবশ্যই অবলম্বন করিতে হয়। শ্রীভগবৎ-প্রোক্ত মন্ত্র প্রথমে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই মন্ত্রের "ঋষি" বলা হয়। তন্ত্রোক্ত প্রতিমন্ত্রেরই ঋষি প্রভৃতির নাম

সেই সেই তন্ত্রে আছে। বৈষ্ণব-সমাজে বর্ত্তমান সময়ে চলিত—"রাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" "চাং চীং চৈতন্যায় নমঃ" প্রভৃতি হাতগড়া আজ-গবী মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ প্রভৃতির নামই বা কোথায় আছে জানি না।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইলে—

"ওঁ অস্যাষ্টাদশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ দুর্গাঽধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ"॥

এই ভাবে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়।

দশাক্ষর মন্ত্রে পূজাদি করিতে হইলে—

"ওঁ অস্য দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ সকললোকমঙ্গল শ্রীনন্দতনয়ো দেবতা ক্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ দুর্গাঽধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ"।

এই ভাবে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র বহু আছেন, তথাপি আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে এই দুই মন্ত্রেরই ব্যবহার ও আদর অধিক; সেই জন্য এই দুই মন্ত্রেরই ব্যবস্থা লিখিলাম।

অথাঙ্গন্যাসঃ।

চতুশ্চতুর্ভি র্বর্ণৈশ্চ চত্বার্য্যঙ্গানি কল্পয়েৎ।
দ্বাভ্যামস্ত্রা খ্যমঙ্গঞ্চ তস্যেত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ।
ন্যসেচ্চ ব্যাপকত্বেন তান্যঙ্গানি করদ্বয়ে।
তান্যঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্বানান্ স্মরাণপি॥

দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষবশীকৃৎস্রাবণাস্তথা।
শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অষ্টাদশাক্ষরে চারি চারিবর্ণে চারিটি ও দুই বর্ণে একটি—মোট পাঁচটি অঙ্গ কল্পনা করিবে। প্রথমতঃ হস্তের বাহিরে ভিতরে চতুঃপার্শ্বে সমস্ত মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে; পরে প্রতি অঙ্গ দ্বারা প্রতি অঙ্গুলীতে ন্যাস করিবে।

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজন-মধ্যমাভ্যাং বষট্, বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। কেহ কেহ অঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাঙ্গ ন্যাসের সহিত পঞ্চ মহাবাণ ও পঞ্চ মদন ন্যাস করিবার ব্যবস্থা করেন। যথা ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ হ্রীঁ দ্রাবণায়, ক্লীঁ শোষণানঙ্গায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীঁ গোবিন্দায় হ্রীঁ ক্ষোং ক্ষোভণায় নমঃ হ্রীং মোহনমদনায় নমঃ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীং গোপীজন হ্রীং আং আকর্ষণায় ক্লীঁ মদনায় নমঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রীং বল্লভায় হ্রীং বশীকরণবাণায় হ্রীং সন্দীপন-তাপনানঙ্গায় নমঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রীং স্বাহা হ্রীং স্রাং স্রাবণায় নমঃ হ্রীং মাদন মকরধ্বজায় নমঃ অস্ত্রায় কনিষ্ঠিকাভ্যাং ফট্॥

কিঞ্চ

নমোঽন্তং হৃদয়ঞ্চাঙ্গৈঃ শিরঃ স্বাহান্বিতং শিখাম্।
বষড়্যুতঞ্চ কবচং হুংযুগস্ত্রং চ ফড়্যুতম্॥
ন্যস্যন্তি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যৌ মধ্যমে তথা।
অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রমাদঙ্গৈশ্চ পঞ্চভিঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই পঞ্চাঙ্গ নমঃ শব্দ সহ হৃদয়ে, স্বাহা শব্দ সহ মস্তকে, বষট্ শব্দ সহ শিখায়, হুং শব্দ সহ কবচে ও ফট্ শব্দ সহ অস্ত্র ন্যাস করিবে। ইহার পরে নমঃ প্রভৃতি শব্দ যুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গুলিতে ন্যাস করিবে।

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুঁ, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্॥ ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ—ইত্যাদি।

অঙ্গন্যাসের নানা প্রকার পদ্ধতি আছে; তন্মধ্যে সাধারণ দুই এক রকম লেখা হইল। যেগুলি বুঝিতে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন হয় ও অনুষ্ঠান করিতে কিছু সময় লাগে, সেগুলি বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে "বিধিমার্গ" বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন পূর্ব্বক ত্যাগ করা হয়; কাজেই অধিক লিখিলাম না। যাঁহারা দশাক্ষর মন্ত্রে উপাসনা করেন, তাঁহারা অঙ্গ ন্যাস করিবার সময়—

আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা, সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, ত্রৈলোক্যরক্ষণ-চক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ, অসুরান্তক-চক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্—এই সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করিবেন। অঙ্গুলীতে ন্যাস করিবার সময়েও আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই ভাবে মন্ত্র বলিবেন।

অথাক্ষর-ন্যাসঃ।

ততোঽষ্টাদশ বর্ণাংশ্চ মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমম্।
দন্তে ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়ো র্নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ॥
নাসায়োর্ব্বদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে।
গুহ্যে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ॥
সন্তো ন্যস্যন্তি তারাদিনমোঽন্তান্ তান্ সবিন্দুকান্॥

অঙ্গন্যাস সমাপনান্তে মন্ত্রের অষ্টাদশটি অক্ষর যথাক্রমে দন্তে, ললাটে,

ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, চক্ষুর্দ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে, কটিদ্বয়ে, গুহ্যে ও জানুদ্বয়ে এক একটি করিয়া ন্যাস করিবে। ন্যাস করিবার সময় প্রত্যেক অক্ষর অনুস্বার যুক্ত ও আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ শব্দ যোজনা করিবেন।

প্রয়োগ যথা—দন্তে ওঁ ক্লীং নমঃ। ইত্যাদি।

অথ পদন্যাসঃ।

তারং শিরসি বিন্যস্য পঞ্চ মন্ত্র-পদানি বৈ।
ন্যস্যেন্নেত্রদ্বয়ে বক্ত্রে হৃদ্‌গুহ্যাঙ্‌ঘ্রিষু চ ক্রমাৎ॥
দেহে চ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেৎ তান্যখিলে পুনঃ।
কেচিৎ তানি নমোঽন্তানি ন্যস্যন্ত্যাদ্যাক্ষরৈঃ সহ॥
স্বাহান্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণ্যুত্তরোত্তরৈঃ।
গুহ্যাদ্‌গলান্মস্তকাচ্চ ব্যাপয্য চরণাবধি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রথমতঃ নিজমস্তকে ওঁকার ন্যাস করিবে। তৎপরে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ যথাক্রমে নেত্রদ্বয়ে, মুখে, গুহ্যে ও পদদ্বয়ে ন্যাস করিবে।

প্রয়োগ যথা—দক্ষিণ নেত্রে "ক্লীঁ কৃষ্ণায়," বামনেত্রে "গোবিন্দায়" মুখে "গোপীজন" দক্ষিণ পদে "বল্লভায়" বামপদে "স্বাহা"। তদনন্তর সর্ব্বশরীরে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি ন্যাস করিবে।

কেহ কেহ মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গের শেষে নমঃ শব্দ ও আদিতে মন্ত্রাঙ্গের আদ্যক্ষর যোজনা করিয়া ন্যাস করিয়া থাকেন।

তন্মধ্যে প্রয়োগ যথা—দক্ষিণ নেত্রে "ক্লীঁ ক্লীঁ নমঃ" বামনেত্রে "ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ" মুখে "গোং গোবিন্দায় নমঃ," দক্ষিণ পদে "গোং গোপী-জনবল্লভায় নমঃ," বাম পদে "স্বাং স্বাহা নমঃ"।

কেহ কেহ স্বাহা শব্দান্ত করিয়া উত্তরোত্তর মিশ্রণপূর্ব্বক গুহ্য, গলদেশ ও মস্তক হইতে চরণাবধি ন্যাস করিয়া থাকেন।

তন্মতে প্রয়োগ যথা—গুহ্য হইতে চরণ পর্য্যন্ত "ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা," গলদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা" মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত "ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"।

ন্যাস সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয় আছে। যে দেবতাকে যে স্থানে ন্যাস করা হয়, সেই দেবতা সেই স্থানে ন্যস্ত থাকিলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। যথা,—কেশবাদি ন্যাসে "অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ" বলিয়া ললাটে ন্যাস করিতে হয়। এই ন্যাস সময়ে ললাটে কীর্ত্তিসহ কেশব ন্যস্ত রহিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। সেইরূপ গুহ্যে ও পদে কোন কোন নাম উচ্চারণ হইলে গুহ্যাদি স্থানে সেই দেবতা ন্যস্ত রহিয়াছেন ভাবনা করিতে হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কমলে ভক্তিনিষ্ঠ সজ্জনগণ নিজ অধমাঙ্গে স্বকীয় ইষ্ট দেবতা ন্যস্ত আছেন এইরূপ ভাবনা কেমন করিয়া করিবেন? শাস্ত্রাজ্ঞায় করিলেই বা তাঁহাদের দাস্য প্রভৃতি ভাব কেমন করিয়া থাকে? এই আশাঙ্কার পরিহারার্থ ব্যবস্থা করিতেছেন যে—

ন্যাসোঽত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহ্যাদিবিষয়স্তু যঃ।
স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্তদ্‌বর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে সমস্ত ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সর্ব্বভক্তের জন্য। জ্ঞানপরায়ণ ভক্তগণ এই ভাবে ন্যাস করিলে, তাঁহাদের কোন দোষ হইবে না; কারণ তাঁহারা নিজের সহিত ইষ্টদেবতার অভেদ ভাবনা করিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" এই জ্ঞানাধিকারস্থ শাস্ত্রবাক্যানুসারে তাঁহারা শিবপূজায় "শিবোঽহং" অর্থাৎ আমিই শিব, কৃষ্ণ-

পূজায়—"কৃষ্ণোঽহং" অর্থাৎ আমিই কৃষ্ণ—এইরূপ অভেদ ভাবনা করিয়া পূজা করেন এবং অভেদ অর্থাৎ অদ্বৈত ভাবই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য; কাজেই এই ভাবে ন্যাস করিলে, তাঁহাদের ভাবে কোন দোষ হইবেনা। কিন্তু শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণ অর্থাৎ যাঁহারা অদ্বৈত ভাব প্রার্থনা করেন না, দাসাদি ভাবে সেবা প্রাপ্তিই যাঁহাদের চরম লক্ষ্য, তাঁহারা ঐভাবে ন্যাস করিতে পারিবেন না। তাঁহারা ভূতশুদ্ধির পর চিন্তিত বর্ণময় শরীরের সেই সেই স্থানে ন্যাস করিবেন। অর্থাৎ মাতৃকান্যাসোক্ত প্রকারে পঞ্চাশটি বর্ণদ্বারা যে বর্ণময় শরীর চিন্তা করিতে হয়, সেই বর্ণময় শরীরের, পদ গুহ্য প্রভৃতি অঙ্গ যে যে বর্ণ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, সেই সেই বর্ণের উপর ন্যাস করিবেন; তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ভূতশুদ্ধির সময়ে, নিজ প্রাকৃত দেহ দগ্ধ হইয়া বর্ণময় দেহ হইয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিয়াই পূজাদি কার্য্যে রত হইতে হয়।

যাঁহারা ব্রজোপাসক, তাঁহারা শুদ্ধ দাস্য, শুদ্ধ সখ্য প্রভৃতি ভাবে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা করেন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভূতশুদ্ধি ও ন্যাসাদি কিছুই ভাবানুকূল হয় না; কারণ তাঁহাদের বর্ণময় দেহ হইলে সেবা চিন্তা করিবার বিশেষ অসুবিধা ও অসামঞ্জস্য হয়। সেজন্য শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"অথ শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে। তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎ-সেবৌপয়িক-তত্তৎপার্ষদ-দেহ-ভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসৈবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্। অহং-গ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ।"

"অথ কেশবাদি-ন্যাসানাং যত্রাধমাঙ্গ বিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্ত্তিং ধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বৈব তদঙ্গস্পর্শমাত্রং কুর্য্যাৎ। নতু তত্তন্মন্ত্রদেবতা স্তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ।"

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ।

"শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে শুদ্ধভক্তগণের অর্থাৎ যাঁহারা দাস্য সখ্য প্রভৃতি ভাববিশেষে ব্রজোপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির কথা কিছু লিখিতেছি। সাধারণতঃ ভূতশুদ্ধি করিতে হইলে, শরীরাকার পরমাত্মার সহিত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি ভূতগণের সম্বন্ধ চিন্তা করিয়া শোধন করা বুঝায়; কিন্তু শুদ্ধরসাশ্রিত ভক্তগণ সেভাবে ভূতশুদ্ধি না করিয়া তাঁহারা যে রসে শ্রীশ্রীনন্দনন্দনকে আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, সেই রসানুকূল সেবার উপযুক্ত নিজদেহ চিন্তা করিবেন;—তাহাতেই ভূতশুদ্ধি হইবে। অর্থাৎ যাঁহারা সখ্য-রসে শ্রীশ্রীনন্দনন্দনকে আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীদাম সুবল প্রভৃতির ন্যায় নিজ দেহ চিন্তা করিবেন। যাঁহারা মধুর রসে শ্রীশ্রীনন্দ-নন্দনকে আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ব্রজগোপীদের ন্যায় নিজ দেহ চিন্তা করিবেন ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তাই সেবাপ্রার্থী সাধকের সেবাপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে।

যেখানে যেখানে আপনাকে ইষ্টদেবতা স্বরূপ চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে, ব্রজোপাসনাকারী সাধক তত্তৎস্থলেও আপনাকে নিজাভীষ্ট পার্ষদরূপে চিন্তা করিবেন। আপনাকে ইষ্টদেবতারূপে চিন্তা করার নাম "অহংগ্রহোপাসনা"। শুদ্ধ ভক্তিমার্গে অহং-গ্রহোপাসনা করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, আপনাকে কোন নিত্য পার্ষদরূপে (অর্থাৎ আমি শ্রীদাম কিংবা আমি সুবল, কিংবা আমি ব্রজেশ্বরী মা যশোদা কিংবা আমি শ্রীরাধা কিংবা আমি শ্রীললিতা

প্রভৃতিরূপে) চিন্তা করিলেও অহংগ্রহোপাসনা হয়; কারণ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য পার্ষদে ভেদ নাই। আপনাকে পার্ষদ চিন্তা করিতে হইলে নিত্যপার্ষদের অনুগত তৎস্বজাতীয় রূপে চিন্তা করাই আবশ্যক।

"কেশবাদি-ন্যাস প্রভৃতি যে সময় অধমাঙ্গ-বিষয়ক হইবে অর্থাৎ গুহ্য, পদ প্রভৃতি অধমাঙ্গে করিতে হইবে, তখন সেই সেই অঙ্গে সেই সেই দেবতাকে ভাবনা না করিয়া সেই সেই দেবতাকে স্মরণ ও ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কেবল সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিবেন, দেবতাকে সেখানে ন্যস্ত ভাবিবেন না; ভক্তগণের পক্ষে তাহা একান্ত ভাববিরুদ্ধ ও অনুচিত।"

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যস্যেদস্য মনোঃ ক্রমাৎ।
মূর্দ্ধাস্য-হৃৎস্থ-কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ দেবতা প্রভৃতি সাতটি ভাগ যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে ও পুনঃ দুইবার হৃদয়ে ন্যাস করিবে।

প্রয়োগ যথা—শিরসি নারদায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে সকললোক-মঙ্গল-শ্রীনন্দতনয়ায় দেবতায়ৈঃ নমঃ। দক্ষিণ-স্তনে ক্লীঁ বীজায় নমঃ। বামহস্তে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। হৃদয়ে দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ নমঃ; পুনঃ হৃদয়ে অভিমত ফলপ্রাপ্তৈ নমঃ।

অথ মুদ্রাপঞ্চকম্।

বেণ্বাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সন্দর্শয়েৎ ততঃ।
শ্রীবৎসাখ্যাং কৌস্তুভাখ্যাং বিল্বাখ্যাঞ্চ মনোরমাম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তভ ও বিল্ব নামক পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

শুদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে মুদ্রা প্রদর্শনের বিশেষ নিয়ম এই যে, তাঁহারা এই মুদ্রাগুলি নিজ শরীরে জ্ঞান করিবেন না; শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় বলিয়া কেবলমাত্র দেখাইবেন। জ্ঞানপর ভক্তগণ এই সমস্ত মুদ্রা নিজ শরীরে চিন্তা করেন।

শ্রীকৃষ্ণপূজায় নানাপ্রকার মুদ্রার প্রয়োজন হয়। সেগুলি পুস্তকে লেখা দেখিয়া শিক্ষা করা অসম্ভব। নিজ নিজ গুরুর নিকট দেখিয়া লইবেন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসাদার গুরুগণের নিকট মুদ্রার কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই সুফল পাইবেন না। কারণ তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন অনভিজ্ঞ। কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া দশাধরিরা ভারকালি করিয়া রজতমুদ্রা সংগ্রহ করেন; পূজায় যে মুদ্রা লাগে, তাহার নামও তাঁহারা জানেন না। জিজ্ঞাসা করিলে "ও সমস্ত বিধিমার্গ, রাগের ভজনে প্রয়োজন নাই" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিবেন। তাহা দেখিয়া যেন কেহ পথভ্রষ্ট হইবেন না। ষট্সন্দর্ভ, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন, রাগের ভজন কাহাকে বলে এবং তাহাতে মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিনা।

ইত্থং ন্যস্তশরীরঃ সন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং পুনঃ।
করকচ্ছপিকাং কৃত্বা ধ্যায়েচ্ছ্রী-নন্দনন্দনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ন্যাসাদি করিয়া নিজ শরীরকে পূজাযোগ্য করিয়া, ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করিবে। ধ্যান কালে কর-কচ্ছপিকা মুদ্রা বন্ধন করিবে। এই সমস্ত মুদ্রাবন্ধনবিধি পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

অভীষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে হইলে, তাঁহাকে তাঁহার ধামে রাখিয়া ধ্যান করাই শুদ্ধ ভক্তের কর্ত্তব্য ও ভাবানুকূল। নিজ হৃদয়ে ধ্যান করা

কিংবা সম্বন্ধ শূন্য অবস্থায় ধ্যান করা ব্রহ্মোপাসকগণের রুচিবিরুদ্ধ। অভীষ্ট দেবতাকে যে রসে আস্বাদন করা সাধকের অভিপ্রেত, সেই রসানুকূল পার্ষদদেহচিন্তা পূর্ব্বক অভিলষিত ধামে গমন করিয়া সেই ধামস্থ অভিলষিত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়। মধুর-রসোপাসক ভক্তগণ নিজের মঞ্জরী দেহ চিন্তাপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন-নিকুঞ্জে শ্রীশ্যামসুন্দরের ধ্যান করিবেন। শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীর উপাসকগণ প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিবেন। যথা—

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিত-মাধ্বিকোৎফুল্লসৎ
প্রসূন-নবপল্লব-প্রকর-নম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনম্॥
বিকাসি-সুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখ-মুখোদ্গতৈর্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।
কপোত-শুক-শারিকা-পরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্বিরাজিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলম্॥
কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
র্বিনিদ্রসরসীরুহোদর-রজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিত-মনোভব-ব্রজবিলাসিনী-বাসসাং
বিলোলন-বিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ॥
প্রবাল-নবপল্লবং-মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-
ক্তিক-প্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলম্।
স্থবিষ্ঠমখিলর্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ॥

সুহেমশিখরাবলেরুদিতভাণুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুম-রেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগত-ষট্তরঙ্গাং বুধঃ॥
তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচন-সরোচিরমুষ্য মধ্যে
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দম্॥

ক্রমদীপিকা।

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তা করিবে। শ্রীবৃন্দাবন, উদ্দাম সৌরভপরিপূর্ণ, মধুস্রাবি ও বিকসিত অত্যুত্তম পুষ্প ও নবপল্লবভরে অবনত ও বিকসিত নবমঞ্জরীদ্বারা মনোহারিণী লতিকাপরিবেষ্টিত বৃক্ষ-রাজির ছায়ায় অতি সুশীতল। যেখানে বিকাশোন্মুখ কুসুমের রসা-স্বাদ করিয়া অলিকুল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে; তাহাদের মুখোদ্গত গুন্ গুন্ ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইতেছে। পারা-বত, শুক, শারিকা ও কোকিলগণ সর্ব্বদা কলরব করিতেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে; প্রফুল্ল-কমলপরাগ-সংসর্গে ধূসরবর্ণ মৃদু মন্দ মলয় পবন, উত্তেজিত কামভাবাপন্ন ব্রজবিলাসিনীগণের বসন কম্পিত করিয়া ও শ্রীযমুনার ললিত-লহরীর জলবিন্দু বহন করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কল্পতরুগণ বিরাজমান রহিয়াছে; প্রবাল ঐ কল্পতরুর নবপল্লব, নীলকান্তমণি উহার পত্র, হীরক ও মুক্তাসকল উহার কোরক, পদ্মরাগমণি উহার ফল। ঐ বৃক্ষ অতীব উচ্চ ও স্থূল। সর্ব্বঋতু সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের সেবা করিতেছে (অর্থাৎ উহাতে সর্ব্বদা সর্ব্ব ঋতুজাত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়)। সুধীব্যক্তি নিরলস

হইয়া ঐ সুধাবর্ষণকারী কল্পতরুর মূলদেশে রত্নময়ী ভূমি চিন্তা করিবেন। অত্যুত্তম কাঞ্চনময় পর্ব্বতমালা-সন্নিধানে সূর্য্য উদিত হইলে, তাহার যেমন আভা হয়, ঐ ভূমির আভাও সেইরূপ। সেখানে মণি-রচিত প্রাঙ্গন-সকল শোভা পাইতেছে; তাহাতে প্রস্ফুটিত কুসুমের পরাগরাজি নিপতিত হওয়ায় অধিকতর শোভা হইয়াছে। ঐস্থানে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি সংসার-সাগরের তরঙ্গ গুলি একেবারেই নাই। কল্পতরুর মূলদেশে এতাদৃশ মণিময়ী ভূমিতে লোহিতবর্ণ অষ্টদল পদ্মে যোগপীঠ চিন্তা করিবে; ঐ যোগপীঠে উদয়োন্মুখ কোটি সূর্য্য তুল্য দীপ্তিশালী শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিবে।

যাঁহারা মধুর রসে উপাসনা করেন, তাঁহারা এইভাবে শ্রীবৃন্দাবন চিন্তা করিয়া, সেখানে নিজাভীষ্ট দেবকে চিন্তা করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবন নানা প্রকাশে প্রকাশিত। যাঁহারা সখ্য কিংবা বাৎসল্য রসে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান অন্য প্রকার। সখ্যভাবে উপাসনা করিতে হইলে, শ্রীদাম সুবল প্রভৃতিগণে ও বাৎসল্য ভাবে উপাসনা করিতে হইলে শ্রীনন্দ, যশোদা, রোহিণী ও অন্যান্য মাতৃস্থানীয়া গোপীগণে পরিবেষ্টিত ভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিতে হয়। মধুরভাবে উপাসনা করিতে হইলে, ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখী-গণপরিবেষ্টিত-ভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করিতে হয়। যাঁহার যেমন মন্ত্র ও যেমন ভাব, তাঁহার সেই রূপেই শ্রীনন্দনন্দনকে চিন্তা করা উচিত।

শ্রীবৃন্দাবনে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের পার্ষদ ভক্তগণ নিজ নিজ শুদ্ধভাবে শ্রীনন্দনন্দনকে আস্বাদন করিতেছেন এবং নারদাদি ঋষি, সনকাদি আত্মারাম ও ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ ঐশ্বর্য্য দৃষ্টিতে শ্রীনন্দনন্দনকে আস্বাদন করিতেছেন। ইহার মধ্যে যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা, তিনি সেই ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দাস্য-রসবিশিষ্ট ভক্তগণ 'আমার প্রভু' এই বুদ্ধিতে,

সখ্যরসবিশিষ্ট ভক্তগণ 'আমার সখা' এই বুদ্ধিতে, বাৎসল্যরসবিশিষ্ট ভক্তগণ, 'আমার পুত্র' এই বুদ্ধিতে, মধুর রস-বিশিষ্ট ভক্তগণ 'আমার প্রাণবল্লভ' এই বুদ্ধিতে ও নারদাদি ভক্তবৃন্দ, 'সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীগোবিন্দ' এই বুদ্ধিতে শ্রীনন্দনন্দনকে আস্বাদন করেন। আস্বাদনের নানা ভাব থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে মধুরভাবে আস্বাদনই সমধিক প্রচলিত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতও তাহাই; কাজেই তদনুসারেই পদ্ধতি লিখিত হইল।

আমাদের সম্প্রদায়ে কদাচিৎ দুই একজনের বাল-গোপাল মন্ত্র দেখা যায়; তাঁহারা নিজ নিজ গুরুর নিকট বাৎসল্য-রসের পদ্ধতি জানিয়া লইবেন। আর যাঁহারা "রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ" "রাধামাধবায় নমঃ" "কেষ্টো কেশবো" প্রভৃতি বিট্‌কেল মন্ত্র পাইয়াছেন, তাঁহারা এক একটা বিট্‌কেল পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

শ্রীবৃন্দাবনের যে ধ্যান লিখিত হইল, সেটি ক্রমদীপিকা-নামক গ্রন্থস্থ ও হরিভক্তি-বিলাস-ধৃত; কাজেই এই ধ্যানের উপরেই সকলের নিষ্ঠা থাকা উচিত। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে গৌতমীয় তন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও ধ্যান উদ্ধৃত করা আছে। কিন্তু গ্রন্থকলেবরবৃদ্ধি ভয়ে সেগুলি লেখা হইল না।

ক্রমদীপিকোক্ত এই ধ্যানটি কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া সম্প্রদায়ে ইহার ব্যবহার অতি কম। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি যে করিতে হয়, তাহাও হয়ত অনেকে জানেন না। জানিলেও মহাজনগণের পদাবলী প্রভৃতি হইতে এক রকম সংগ্রহ করিয়াই অনেকে কাজ চালান। কেহ বা সংক্ষেপে এক আধটি শ্লোকদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; কারণ ভজনের সংক্ষেপ সকলেরই প্রিয় বস্তু। সেজন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আর একটি ধ্যান লিখিতেছি। এ ধ্যানটি সম্ভবতঃ পূর্ব্বলিখিত ধ্যানের ভাব লইয়াই রচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতম্॥
ভ্রমদ্ভ্রমর-ঝঙ্কার-মুখরীকৃত-দিঙ মুখম্।
কালিন্দীজল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুতসেবিতম্॥
নানাপুষ্প-লতা-বদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলি-ধূসরিতান্তরম্॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্।
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং রত্নবর্ষিণম্॥
মাণিক্যশিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্।
নানারত্নগণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্॥
নানারত্ন-লসচ্চিত্র-বিতানৈরুপশোভিতম্।
রত্নতোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতম্॥
দিব্যঘণ্টাযুক্তমুক্তামণিশ্রেণীবিরাজিতম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ।
তত্রস্থৌ রাধিকাকৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদৌ॥

সাধক পরমানন্দবর্দ্ধন শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিবেন। তথায় মল্লিকা, মালতী, জাতী, যূথী, শেফালিকা প্রভৃতি সকল ঋতুর কুসুম রাশি সর্ব্বদা বিকাসিত; শুক, শারিকা, কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ সর্ব্বদা কূজন করিতেছে। মধুমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক মুখরিত; যমুনা জলকল্লোল সঙ্গে মলয় মারুত ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। নানা পুষ্পযুক্ত কনকলতা-নিবদ্ধ বৃক্ষরাজি চারিদিকে শোভা পাইতেছে। সেই সকল বৃক্ষতলে কুমুদ, কমল, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্পপরাগব্যাপ্তা

কোটি সূর্য্যসমপ্রভা রত্নময়ী ভূমি সকল শোভা পাইতেছে। সেখানে নিয়ত রত্নবর্ষণশীল কল্পতরুকাননমধ্যে মাণিক্যমণ্ডিত-শিখরবিশিষ্ট মণিমণ্ডপ সকল শোভা পাইতেছে। সে মণি-মণ্ডপগুলি নানা-রত্ন-দ্বারা নির্ম্মিত ও নানা-রত্নখচিত-চন্দ্রাতপ-দ্বারা সুশোভিত। সম্মুখে রত্ন-নির্ম্মিত তোরণ গোপূর প্রভৃতি মাণিক্য-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মণিমণ্ডপের চতুর্দ্দিক দিব্যঘণ্টিকা ও মণিমুক্তা-প্রভৃতি-পরিব্যাপ্ত কোটি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালি স্থান, সেখানে শোক-মোহ প্রভৃতি নাই। এতাদৃশ মণিমণ্ডপ মধ্যে রত্নখচিত রত্নসিংহা-সনোপরি অখিলসিদ্ধিপ্রদ শ্রীরাধাগোবিন্দ ধ্যান করিবে।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত একটি ধ্যান আছে। যথা—

শ্রীগোবিন্দস্থলাখ্যং তটগিদমমলং প্রেষ্ঠসংযোগপীঠং
বৃন্দারণ্যোত্তমাঙ্গং ক্রমনতমভিতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থলাভম্।
কুঞ্জশ্রেণী-দলাঢ্যং মণিময়গৃহসৎকর্ণিকং স্বর্ণরম্ভা-
শ্রেণী-কিঞ্জল্কমেষা দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ ॥

শ্রীযমুনার বিমলতটে সহস্রদল পদ্মে শ্রীগোবিন্দস্থল-নামক যোগ-পীঠ বিরাজমান; তাহার চতুর্দ্দিক কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমনত। ঐ সহস্রদল পদ্মের প্রতিদলে বিচিত্র কুঞ্জগৃহ সকল বিরাজিত। প্রতি কিঞ্জল্কে (পদ্ম কেশরে) স্বর্ণরম্ভাতরু ও কর্ণিকারে মণিময় কোণ-গৃহ। ইহাই শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসভূমি ও সাধকের ধ্যেয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইহা অপেক্ষা সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় শ্রীবৃন্দাবন-চিন্তার পথ দেখাইয়াছেন। যথা—

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণি-ধাম
রতন-মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে
কুবলয় কনক উৎপল।
তার মধ্যে হেম পীঠ অষ্ট দলে বেষ্টিত
অষ্ট দলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা।
ও রূপ লাবণ্য-রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্য-লীলা সুখময়
সেবা দিয়া রাখহ চরণে।

সংস্কৃত ভাষা বুঝা ও মুখস্থ করা কঠিন বলিয়া স্ত্রীলোক ও স্ত্রীজাতীয় পুরুষগণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিতে পারেন। তবে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ধ্যান করাই যে সকলের কর্ত্তব্য, তাহাতে বোধ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মতদ্বৈধ নাই।

মধুর রসোপাসক সাধকগণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধ্যান করিয়া যোগ-পীঠস্থ অষ্টদল পদ্মে উত্তরাদি-ক্রমে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই অষ্ট প্রধানা সখীগণকে চিন্তা করিবেন ও সখীর অনুগত মঞ্জরীগণকে যথাযোগ্যস্থানে চিন্তা করিবেন। মধ্যস্থ কর্ণিকারে শ্রীরাধাগোবিন্দ চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব-লিখিত ক্রমে—"স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে" প্রভৃতি ধ্যান করিবেন। ধ্যানকালে নিজেও ভাবযোগ্য দেহে গুরুরূপা সখীর অনুগত হইয়া, যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত

থাকিবেন। ইহার বিশেষ বিবরণ মৎকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-দর্পণ গ্রন্থে দেখিবেন।

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখম্।
আদৌ সংপূজয়েৎ সর্ব্বৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই প্রকারে শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রথমতঃ বাহ্যোপচার দ্বারা মানস পূজা করিবে।

অথান্তর্যাগঃ।

লেখ্যা যে বহিরর্চ্চায়া-মুপচারা বিভাগশঃ।
তে সর্ব্বেঽপ্যন্তরর্চ্চায়াং কল্পনীয়া যথারুচি॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

বাহ্য পূজায় যে সকল উপচারের প্রয়োজন, তাহা পরে লিখিত হইবে। স্বীয় অভিরুচি অনুসারে সেই সমস্ত উপচারগুলি মনে মনে চিন্তা করিয়া মানস-পূজন করিবে। ইহারই নাম অন্তর্যাগ।

অথ প্রার্থনা-বিধিঃ।

স্বাগতং দেব-দেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থ-পরিভাবিতাম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ধ্যানের পর করজোড়ে "স্বাগতং দেব-দেবেশ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে তাহার অর্থ এই যে,—হে দেব-দেবেশ! হে কেশব! সুখে সমাগত হউন, নিকটে আগমন করুন, আমার মানসী পূজা গ্রহণ করুন।

অথোপচারৈর্বাহ্যৈশ্চ স্বাত্মন্যেব স্থিতং প্রভুম্।
পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং স্বসম্প্রদায়তঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর সাধু সম্প্রদায়ের আচারানুসারে বাহ্যার্চ্চনার দ্রব্যদ্বারাও স্বীয় দেহস্থ শ্রীকৃষ্ণের পূজার্থ শঙ্খ স্থাপনাদি করিবে।

পূর্ব্বলিখিত মানস-পূজার সহিত এই পূজার কিছু ভেদ আছে। মনে মনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি চিন্তা করিয়া পূজার নাম "মানস-পূজা"। পাদ্য-প্রভৃতি বাহ্য উপচার-দ্বারা অন্তঃস্থিত শ্রীগোবিন্দের পূজা করার নাম "বাহ্যোপচারে মানস পূজা"। এ পূজা আমাদের সাম্প্রদায়িক আচারে দেখা যায় না। কোন কোন সম্প্রদায়ে দেবতার সহিত নিজের অভেদ চিন্তা করিয়া নিজপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি অর্পণ করিয়া বাহ্যোপচারে মানস-পূজা করার কথা শুনা যায়। শ্রীভগবদ্ভক্তিপর সাধকগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত ভাব-বিরুদ্ধ হয়। অনেক সম্প্রদায়ে এখনও দেখা যায়, প্রথমতঃ ধ্যান করিয়া ধ্যানের পুষ্পাদি নিজ মস্তকে দেওয়া হয়। আমাদের সাম্প্রদায়িক আচারে তাহা করা হয় না—অভীষ্ট দেবতার চরণেই অর্পণ করা হয়। কোন কোন সাধকের নিকট শুনা যায়, মানস পূজায় মন-ফুল, ভক্তি-চন্দন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়; কিন্তু আমাদের শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার ও অন্যান্য মহাজন-গণ এ ফুলের বাগান চিনিতেন না বলিয়া, সাধারণ ফুল চন্দন প্রভৃতি চিন্তা করিয়াই মানস-পূজা করিতেন।

যাহা হউক বাহ্যোপচারে মানস-পূজা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত থাকিলেও সাধারণের কৃতি-সাধ্য নহে; এ গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিলাম না।

সাধক মানস-পূজার পর বাহ্যোপচারে বাহ্যপূজা করিবার জন্য শঙ্খ স্থাপন করিবেন।

অথ শঙ্খ-স্থাপন-বিধিঃ।

স্বস্য বামাগ্রতো ভূমাবুল্লিখ্য ত্র্যস্রমণ্ডলম্।
তত্রাস্ত্র-ক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ॥

শঙ্খে হৃদয়-মন্ত্রেণ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ।
ব্যুৎক্রান্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্তং শিরোন্তৈঃ কেন পূরয়েৎ॥
সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেঽগ্নিমণ্ডলম্।
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলম্॥
উকারেণ জলে সোম-মণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।
তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ॥
কৃষ্ণাঞ্চাবাহ্য হৃৎপদ্মাৎ গালিনীং শিখয়েক্ষয়েৎ।
নেত্র-মন্ত্রেণ বীক্ষ্যান্তঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ॥
কুর্য্যান্ন্যাসং জলে মূল-মন্ত্রাঙ্গাণাং তথা দিশঃ।
বদ্ধাস্ত্রেণামৃতীকুর্য্যাৎ অথ তদ্ধেনুমুদ্রয়া॥
তচ্চক্রমুদ্রয়া রক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া॥
আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খং জপেন্মলং ততোঽষ্টধা।
তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ।
তচ্ছেষেণার্চ্চনদ্রব্য-জাতানি স্বতনূমপি॥
ততোঽপাস্যাবশিষ্টান্তঃ শঙ্খং বদ্ধানিকাম্বুনা।
পুনর্ব্বাপূর্য্য কৃষ্ণাগ্রে ন্যসেদাচারতঃ সতাম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সাধক নিজের অগ্রবর্ত্তী বামভাগে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিবে। অনন্তর "ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খাধার অর্থাৎ ত্রিপদী ধৌত করিয়া তদুপরি স্থাপন করিবে ও "এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে; তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিবে; "নমঃ" এই মন্ত্রে শঙ্খের অগ্রভাগে গন্ধ পুষ্প আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি স্থাপন করিবে। ব্যুৎক্রান্ত মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ

ক্ষ হইতে বিপরীত ভাবে ক পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও অঃ হইতে বিপরীত ভাবে অ পর্য্যন্ত স্বরবর্ণ অনুস্বার-যোগে ক্ষং হং সং যং শং এই ভাবে উচ্চারণ করিয়া শঙ্খ জলপূর্ণ করিবে। অতঃপর "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া ত্রিপদীতে, "ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ" বলিয়া শঙ্খে এবং "ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ" বলিয়া জলে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্কুশ মুদ্রা-যোগে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিবে। শঙ্খে শ্রীকৃষ্ণকে আবাহনপূর্ব্বক "বষট্" এই মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর "বৌষট্" এই মন্ত্রে জলে দৃষ্টিপাত করিয়া "হুং" এই মন্ত্রে হস্ত দ্বারা ঐ জল আবৃত করিবে। জলে 'ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্রাঙ্গগুলি ন্যাস করিবে, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা দিগ্‌বন্ধন ও ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অমৃতীকরণ করিয়া শঙ্খ স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে সম্মুখস্থ প্রোক্ষণীপাত্রে ঐ জল তিনবার কিঞ্চিৎ ফেলিয়া অবশিষ্ট জল দ্বারা পূজোপকরণ ও স্বদেহ প্রোক্ষণ করিবে। অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া নিকটস্থ বদ্ধানিকা (বধনা) কিংবা কমণ্ডলু-জলে শঙ্খ পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাগ্রে স্থাপন করিবে।

অথ বহিঃপূজা।

অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃ পূজাং সমাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

হে ভগবন্ আমাকে আজ্ঞা দিউন্, আমি বহিঃ পূজা করি,—এই প্রার্থনা করিয়া বহিঃ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে।

বাহ্য পূজা করিতে হইলে, প্রতিমা প্রভৃতি শ্রীভগবানের বাহ্য-

ধিষ্ঠানে মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি অর্পণ করিতে হয়। প্রতিমা নানা প্রকার আছেন ; তন্মধ্যে যে মূর্ত্তি যাঁহার ইষ্ট, তিনি সেই মূর্ত্তিতেই পূজা করিবেন।

শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—

মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীভবানের অনন্ত মূর্ত্তি আছে ; তাহার মধ্যে যাঁহার যে মূর্ত্তি অভীষ্ট, তিনি সেই মূর্ত্তিতে পূজা করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, আপনার ইচ্ছামত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করিবে। এই মত শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ শাস্ত্র যথেচ্ছাচারের পক্ষপাতী নহেন।

"উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন,—শ্রীভগবানের কোন মূর্ত্তি নাই ; উপাসকগণ সিদ্ধিলাভের জন্য রূপ কল্পনা করেন। আমরা এ মতের পক্ষপাতী হইতে পারিনা ; কারণ যাহা নাই, তাহার কল্পনা হয় না। আকাশ-কুসুম প্রভৃতি অলীক পদার্থ কেহ কখনও কল্পনা করেন নাই। অত-এব "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই শাস্ত্রবাক্যের "ব্রহ্মের নিত্য-সিদ্ধ রূপ-প্রকাশ" এইরূপ বুঝাই সঙ্গত।

অথ পূজাস্থানানি।

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে নতু॥

সম্মোহন-তন্ত্রম্।

শালগ্রামে, ইষ্ট মন্ত্রে, অভীষ্ট দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্র-সংস্কৃত স্থণ্ডিলে ও প্রতিমাদিতে শ্রীহরির পূজা করিবে। ভূতলে পূজা করিতে নাই।

পরন্তু শালগ্রামে শ্রীভগবানের পূজা করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শালগ্রাম শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজাস্থান। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এ সম্বন্ধে বহু কথা আছে, তাহা পরে আলোচনা করিব। গমনাগমনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে তাম্রপাত্রে মূলমন্ত্র লিখিয়া বা চন্দনদ্বারা যন্ত্র লিখিয়া পূজা করাই সহজ-সাধ্য। অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর মন্ত্রের যন্ত্র যাহা তন্ত্রে দেখা যায়, তাহা লেখা কঠিনও সকলে লিখিতে জানেন না; কাজেই মূলমন্ত্র লিখিয়া পূজা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। মন্ত্র কিংবা যন্ত্র খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখা ভাল নহে; কারণ অন্য লোকে জানিতে পারিলে সাধনার ক্ষতি হয়; পূজা করিবার সময় চন্দন দিয়া লিখিয়া পূজান্তে মুছিয়া ফেলাই ভাল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সম্প্রদায়ে মন্ত্র-গোপন দেখা যায় না; প্রায়ই দেখা যায় "আপনার শ্রী কত অক্ষর মন্ত্র?" "আজ্ঞে, আমার শ্রীদশাক্ষর গোপীজন-বল্লভ-মন্ত্র শ্রীকৃপা করিয়াছেন" ইত্যাদি ভাবে বৈষ্ণবতার আলাপ হয়। পূজা করিতেও মন্ত্র লেখার পদ্ধতি দেখা যায় না; ছাপার উপরে "শ্রীনাম ব্রহ্ম-সেবা" নামক এক প্রকার পূজার প্রচলন দেখা যায়। এ ব্যবস্থা কোন্ শাস্ত্র হইতে আসিয়াছে, তাহা জানিনা। মন্ত্রে পূজা করা যায়, এরূপ ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আছে; নাম মাত্রেরই উপর পূজা হইবে, এমন কথা নাই। উৎকট প্রেমিক ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা প্রথমে কাঁদিয়া ভাব ধরিবেন ও পরে বলিবেন—"শ্রীনাম ও শ্রীমন্ত্র অভেদ; কাজেই শ্রীনাম ব্রহ্মে তুলসী দিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।" তাঁহাদের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এ বুদ্ধি কি শ্রীসনাতন গোস্বামি-পাদের ছিল না? না, তন্ত্রকর্ত্তা নামানন্দে সর্ব্বত্যাগী শ্রীমহাদেবের ছিল না? তবে তাঁহারা মন্ত্র লিখিয়া পূজা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন কেন? বিশেষতঃ যে ছাপার উপর তুলসী দেওয়া হয়, তাহাতেও নাম লেখা নাই; নামের অক্ষরগুলি বিপরীতভাবে বসান আছে, তাহা

গায়ে লাগাইলে সোজাভাবে নামাক্ষর উঠে; কিন্তু ছাপায় থাকিলে ত কিছুই নয়। ছাপাতে তুলসী দিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছিনা; কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুমোদিত বহিঃপূজা ছাপায় হয় না।

আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলায় শ্রীকৃষ্ণ-পূজার বহুল প্রচলন দেখা যায়। শাস্ত্র খুঁজিয়া ইহার মূল না পাওয়া গেলেও কেহ কেহ বলেন, "চৈতন্যের যেই আজ্ঞা সেই বেদ হয়"। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে পূজা করিতে বলিয়াছেন, সেই আমাদের শাস্ত্রবিধি। কেহ কেহ বৃন্দাবন-রহস্য-নামক গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক দেখান; কিন্তু অনেকে তাহার প্রামাণ্য মানেন না। আবার কেহ কেহ বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাসকে পূজা করিতে বলিয়াছেন, সর্ব্ব সাধারণকে বিধি দেন নাই; অতএব শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই করিব; এই দুই মতেরই প্রচলন দেখা যায়। তাহার মধ্যেই শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণ পূজার পক্ষপাতীই বেশী। নিজ নিজ গুরূপদেশ ও শাস্ত্র দেখিয়া সকলেই কার্য্য করিবেন। আমি দুই মতই লিখিলাম।

শ্রীগোবর্দ্ধন সম্বন্ধে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস-বর্য্যঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীশ্রীব্রজগোপী বলিতেছেন—সখি! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হরিভক্ত-গণের শিরোমণি।

শ্রীকৃষ্ণদাস-বর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-স্কন্দপুরাণ-বচনম্।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে যেখানে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থা আছে,

সেখানে বলিতেছেন,—এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণভক্তশ্রেষ্ঠ; অতএব কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে বৈষ্ণবগণ ইহাকে অবশ্য পূজা করিবেন।

গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো-
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ ॥

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার স্বকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের জয় হউক; শ্রীগোপিকাগণ যাঁহাকে শ্রীহরিদাস চূড়ামণি বলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি পাদ তাঁহার "শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা-দশকম্" নামক স্তোত্রে লিখিয়াছেন।

গিরি-নৃপ হরিদাসশ্রেণিবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা-বক্ত্রচন্দ্রাৎ ॥

শ্রীস্তবাবলী।

হে গিরিরাজ শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে তোমার "হরিদাসশ্রেণিবর্য্য" এই নামামৃত প্রকট হইয়াছে।

শাস্ত্র খুঁজিলে এইরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে দুই চারিটি প্রকাশ করিলাম।

অনেকেই বলিয়া থাকেন—"শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজনের ব্যবস্থা আছে"। যথা—

এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল ॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আইলা।
তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লয়ে গেলা ॥

পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জা মালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হইলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর॥
এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেম ধন॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

সুধীবৃন্দ এই প্রমাণানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলায় শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণপূজা করা যায়,—এই ব্যবস্থা পাওয়া যায় কেমন করিয়া, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাকে শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর জ্ঞান করিতেন ও তিনি শ্রীরঘুনাথ দাসকে সেই শিলা দান করিলেন এবং বলিলেন,—তুমি এই শিলার সাত্বিক পূজন কর; এই শিলা শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এমন ব্যবস্থা দেন নাই যে, শ্রীশালগ্রাম শিলার পরিবর্ত্তে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ব্যবহার করিবে, এবং তাহাতেই সকলের শ্রীকৃষ্ণ পূজা সিদ্ধ হইবে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ইহা কোন বিধিবাক্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সেই শিলা পাইয়া কি সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেই আছে—

রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল॥
শিলা দিয়া প্রভু মোরে সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা চরণে॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পাইয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মনে মনে ভাবিলেন;—প্রভু আমাকে শ্রীগোবর্দ্ধনে সমর্পণ করিলেন; পরিশেষে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-পাদ শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটেই বাস করিতেন। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটে বাস করার সময়েই তিনি গোবর্দ্ধন গিরিকে শ্রীহরিদাস-চূড়ামণি বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে শিলা "এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ" বলিয়া শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দিয়াছিলেন, তাহা তিনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ব্রজেন্দ্রনন্দন জ্ঞানই করিতেন; কিন্তু শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজকে তিনি হরিদাস বলিয়াই জানিতেন।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমি শ্রীনামের ছাপায় ও শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় তুলসী দিতে বারণ করিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বাহ্য পূজাধিষ্ঠান বলিয়া যে সমস্তগুলি ধরা আছে, তাহার কার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন কিংবা নামের ছাপায় হয় না। তাহার

জন্য শ্রীশালগ্রাম শিলা, মন্ত্র, যন্ত্র, প্রতিমা প্রভৃতির আবশ্যক হয়। শ্রীভগবানের নাম, ধাম, মন্ত্র ও শ্রীভগবান্ এ সমস্তই এক পদার্থ—তাহাতে কোন ভেদ নাই ; অতএব তাহাতে "কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তুলসী দিলে কোনই দোষ নাই ; বিশেষতঃ সমস্ত জগৎই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, সর্ব্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানই সাধনার চূড়ান্ত। তবে প্রথম অবস্থায় শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করাই ভাল। প্রথম প্রবর্ত্তকের উচ্চাধিকারীর ভান করা কোন মতেই উচিত নহে। অনেক ভক্ত শ্রীগিরিধারীর সেবা লইয়া আছেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ, অতএব তাঁহাদের বারণ করিনা; কিন্তু তাঁহারা যেন মনে করেন না যে, এই ভাবেই শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজার ব্যবস্থা শাস্ত্র আছে। ইহা ছাড়াও ভক্তশ্রেষ্ঠভাবে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র শাস্ত্রে আছে। পূজাধিষ্ঠান সম্বন্ধে শ্রীহরি-বিলাসে আরও লিখিত আছে।

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণাগারো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈ স্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—হে উদ্ধব! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সর্ব্বভূত এই একাদশ পদার্থ আমার অর্চ্চনার আধার স্বরূপ। আধার-ভেদে পূজার উপকরণের

তারতম্য আছে। যথা—ত্রয়ী বিদ্যা-কথিত সূক্ত উপস্থান প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি প্রদান দ্বারা গো-সমূহে, বন্ধুভাব দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদাকাশে, প্রাণদৃষ্টিদ্বারা বায়ুতে, তর্পণাদি দ্বারা জলে, স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রন্যাস দ্বারা ভূতলে, ভোগ দ্বারা আত্মায় ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সমজ্ঞানে সর্ব্বভূতে আমার অর্চ্চনা করিবে।

প্রতিমাসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উক্ত আছে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যাচ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা॥
চলা চলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

পাষাণময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী আমার মূর্ত্তি এই অষ্টবিধ হয়। চল ও অচল এই দ্বিবিধ প্রতিমাতে শ্রীভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এই সমস্ত মূর্ত্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহাতে আমার পূজা হয়। কতক-গুলি স্থিরা প্রতিমা আছেন; সেগুলি চিরদিন পূজা করিবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। কতকগুলি অস্থিরা প্রতিমা আছেন, সেগুলি পূজার জন্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া, পরিশেষে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। কোন স্থানে মৃত্তিকা চন্দন প্রভৃতি লেপন করিয়া তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, তাহাকে লেপ্যা প্রতিমা, চিত্রপট প্রভৃতিকে লেখ্যা প্রতিমা, মনে মনে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিলে তাহাকে মনোময়ী প্রতিমা বলে। মনোময়ী প্রতিমার প্রতিষ্ঠাদি নাই; মানস-পূজায় এই প্রতিমারই পূজা করা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে লেখ্যাপ্রতিমা অর্থাৎ চিত্রপট অনেকেই সেবা করিয়া

থাকেন। ক্রমে ক্রমে ফটোগ্রাফও লেখ্যা প্রতিমার স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু এসমস্ত প্রতিমা কেহই প্রতিষ্ঠা করেন না। বিশেষতঃ প্রতিমা পূজা করিতে হইলে, তাঁহাকে স্পর্শ করা প্রয়োজন কিন্তু উপরে কাচ দেওয়া থাকিলে তাহাতে স্পর্শ করা দূরে থাক, তুলসী প্রভৃতি কাচের উপরেই থাকে। এ কেমন প্রেম, তাহা জানি না। এখন ফটোগ্রাফে পূজা আরম্ভ হইয়াছে; আর কিছুদিন পরে, বোধ হয় ফনোগ্রাফে কীর্ত্তন ও টেলিগ্রাফে দীক্ষা আরম্ভ হইবে!

শ্রীমূর্ত্তির চরণে তুলসী দেওয়া যাঁহাদের ভাগ্যে নাই, তাঁহারা কাচের উপর দিউন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই; তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, কাচবাঁধান অপ্রতিষ্ঠিত চিত্রপটে প্রতিমা পূজা হয় না। শ্রীমূর্ত্তি স্মরণ জন্য কাচ বাঁধান ফটো নিকটে রাখা মন্দ নহে; কিন্তু শ্রীশ্রীচিত্রপট সেবা করিতেছি বলিয়া যেন কেহ মনে করেন না যে "খুব একটা কিছু" করিলাম।

আরও দেখা যায়, কেহবা একখানি "গীতা-রত্নাবলী পুস্তক", কেহবা একখানি পঞ্জিকা, কেহবা একখানি গানের খাতা, কেহবা একখানি কথকতার পুঁথি, কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর তুলসী দিয়া ভাবকালি দেখান। এসমস্ত গ্রন্থে অনেক শ্রীভগবানের নাম আছে—অতএব ইঁহাদের সম্মান করা ভাল; কিন্তু বাড়ীতে মাচার উপর তুলিয়া রাখিয়া, জনসমাজে ভাবকালি দেখাইয়া একটা কু-প্রথার সৃষ্টি করা ভাল নহে।

শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃতম্।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বেদ ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা,—যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃতি বাক্য উল্লঙ্ঘন করে, সে আমার আজ্ঞা মানে না; অতএব

আমার দ্বেষী। এতাদৃশ ব্যক্তি মহাভক্ত হইলেও বৈষ্ণব-পদ-বাচ্য নহে। অতএব স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া সকলেই যাহাতে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে চলিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীমূর্ত্তি অনেক প্রকার আছেন; কারণ শ্রীভগবান্ অনন্ত-মূর্ত্তি; অতএব সমস্ত শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ লেখা অসম্ভব। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, কেশব নারায়ণ প্রভৃতি অনেক শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ লেখা আছে। কিন্তু সে সমস্ত শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করা বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় না; বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যুগলমূর্ত্তির সেবাই সকলে করিয়া থাকেন; কাজেই আমি শ্রীমূর্ত্তির বিবরণ কিছু এগ্রন্থে লিখিলাম না। সেগুলি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দেখিবেন।

শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাবিধি ও শ্রীমূর্ত্তির পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম-প্রসঙ্গে লিখিত হইল না।

অথ শালগ্রাম-শিলাঃ।

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশেচ শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতম্॥

গৌতমীয়তন্ত্রম্।

গণ্ডকী নদীর তীরে বিস্তৃত শালগ্রাম-স্থান বিরাজিত। সেখানকার প্রস্তরকেই শালগ্রাম শিলা কহে।

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডরা বা পীতা নীলা তথৈবচ।
বক্রা রুক্ষাচ রক্তাচ মহাস্থূলা ত্বলাঞ্ছিতা॥
কপিলা দর্দ্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈক-চক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্ন-চক্রাথবা পুনঃ॥
বদ্ধচক্রাথবা কাচিৎ ভগ্নচক্রা হ্বধোমুখী॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাণ্ডরবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, বক্র, রুক্ষ, লোহিত বর্ণ, অতি স্থূল, চিহ্নহীন, কপিলবর্ণ, ভেকাকৃতি, ভগ্ন, বহুচক্রযুক্ত, এক-চক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র ও অধোমুখ প্রভৃতি নানারূপ শালগ্রাম আছেন।

অথ শালগ্রাম-দোষগুণৌ।

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডরা পাপদহনী, পীতা পুত্রফলপ্রদা॥
নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগ-প্রদায়িকা।
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্য দায়িকা॥
স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ু-র্নিস্ফলা তু অলাঞ্ছিতা।
কপিলা দর্দ্দুরা ভগ্না বহুচক্রৈকচক্রিকা॥
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথবা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথবা যা স্যাদ্ভগ্নচক্রা হ্যধোমুখী॥
পূজয়েদ্ যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্নিগ্ধবর্ণ শিলা মন্ত্রসিদ্ধি-দায়িকা, কৃষ্ণবর্ণা কীর্ত্তিদায়িনী, পাণ্ডুবর্ণ শিলা পাপনাশিনী, পীতবর্ণা পুত্র-ফলদাত্রী, নীলবর্ণা লক্ষ্মীদাত্রী, রক্তবর্ণা রোগদায়িকা, রুক্ষ শিলা উদ্বেগ-জনয়িত্রী, বক্রা দারিদ্র্য-দায়িকা, স্থূলশিলা পরমায়ু ক্ষয়করী, চিহ্নশূন্যা নিস্ফলা। যিনি প্রমাদবশতঃ কপিলবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র-বিশিষ্ট, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র, লগ্নচক্র বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র অথবা অধোমুখ শিলার অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়—সন্দেহ নাই।

স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তা হ্রস্বা বা সমচক্রিকা।
যোনিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা॥

সূক্ষ্মমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখা সিদ্ধিদায়িকা ।
ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়সম্পুটা ॥
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা ॥

অগ্নিপুরাণম্ ।

স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ, মুক্তাফল-সদৃশ সমবর্ত্তুল, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহাকৃতি, গভীর-নাভি, সম্পুট, সূক্ষ্মমূর্ত্তি, বাসুদেব মূর্ত্তি, সমবদন, আমলকী ফলের সদৃশ পরিমাণ বিশিষ্ট, করপৃষ্ঠবৎ উন্নত ও করতলের ন্যায় সমানাকার যে সমস্ত শালগ্রাম আছেন, যত্নসহকারে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবে ।

দোষাশ্চৈতে সকামার্চ্চন-বিষয়াঃ ।—তথাহি—
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতম্ ।
শালগ্রাম-সমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং নহি ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

শালগ্রাম-পূজায় যে সমস্ত দোষের কথা শাস্ত্রে আছে, সেগুলি সকাম পূজা-বিষয়ক ; অর্থাৎ যাঁহারা কিছু কামনা করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহাদের নির্দ্দোষ শালগ্রাম পূজা করাই উচিত। নিষ্কাম পূজায় কোনই বাধা নাই। খণ্ডিত, স্ফুটিত, কি ভগ্ন যেরূপই হউক না, শালগ্রাম-শিলায়, কোন দোষ নাই। নিষ্কামপূজা-বিষয়ক এই প্রমাণ শাস্ত্রে আছে।

মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যাহি পূজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ ॥

কোন কোন শাস্ত্রকার বলিয়া থাকেন,—মুখ্য অর্থাৎ দোষ-রহিত শালগ্রাম না পাওয়া গেলে, নিষ্কাম পূজার জন্য অগত্যা দোষযুক্ত শালগ্রাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকাম পূজায় কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না।

অথ লক্ষণ-বিশেষেণ শালগ্রাম-বিশেষঃ।

নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালগ্রামাখ্য-বেশ্মনি।
তথৈব রথচক্রাঙ্ক-ভেদনামানি মে শৃণু॥
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যেতে নান্তরীয়কে।
বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ॥১
দ্বে চক্রে একলগ্নেতু পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সঙ্কর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ॥২
প্রদ্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈবচ।
শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারস্তু তদ্ভবেৎ॥৩
অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
রেখাত্রয়স্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতম্॥৪
সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ॥৫
শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতম্।
দীর্ঘরেখং সমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথু॥৬
ঊর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারে চ হরিরূপিণম্।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৭
পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্ম-চক্র-সমন্বিতঃ।
বিম্বাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলম্॥৮
কৃষ্ণবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ॥৯

ব্রহ্মপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন;—হে ব্রহ্মন্! আমি শালগ্রাম-নামক গৃহে সর্ব্বদা বাস করি; ঐ সমস্ত শিলায় চক্রচিহ্নের প্রভেদ থাকিলে নামেরও ভিন্নতা হয়; সেই সমস্ত নাম আমার নিকট শ্রবণ কর।

যে শিলার দ্বারদেশে সমান ও সংসগ্ন চক্রদ্বয় আছে এবং যাহা শুভ্রবর্ণ ও অতীব মনোহর, তাহাকে বাসুদেব কহে ॥ ১

যে শিলায় চক্রদ্বয় একভাগে সংলগ্ন, কিন্তু অগ্রভাগ পৃথক পরিপুষ্ট, দেখিতে লোহিত বর্ণ ও অতীব শোভাযুক্ত, তাহাকে সঙ্কর্ষণ কহে ॥ ২

যে শিলায় চক্র সূক্ষ্ম, বর্ণ পীত, মুখচ্ছিদ্র দীর্ঘ ও সেই ছিদ্রের অভ্যন্তর বহু ছিদ্রযুক্ত, তাহাকে প্রদ্যুম্ন কহে ॥ ৩

যে শিলার বর্ণ নীল, আকৃতি বর্তুলবৎ দেখিতে অতি সুন্দর, মুখ-দ্বারে রেখাত্রয় ও পৃষ্ঠদেশ পদ্ম-সংযুক্ত, তাহাকে অনিরুদ্ধ কহে ॥ ৪

যে শিলা চতুষ্কোণ, তাহাকে কেশব কহে ; ইনি সৌভাগ্যপ্রদ ॥ ৫

শ্যামবর্ণ শিলাকে নারায়ণ কহে। ইহার নাভিচক্র উন্নত, দীর্ঘ-রেখাযুক্ত ও দক্ষিণে ছিদ্র-বিশিষ্ট ॥ ৬

যাঁহার বিবরদ্বার ঊর্দ্ধ মুখ, তাঁহাকে হরি কহে। ইনি অভীষ্টপ্রদ, মুক্তিদাতা ও বিশেষতঃ অর্থপ্রদাতা ॥ ৭

যে শিলার বর্ণ লোহিত এবং পদ্ম ও চক্র-চিহ্নযুক্ত, তাঁহাকে পরমেষ্ঠী কহে। ইঁহার আকার বিল্বতুল্য ও পৃষ্ঠ বিস্তৃত-ছিদ্রযুক্ত ॥ ৮

যে শিলা কৃষ্ণবর্ণ ও দুইটি স্থূল চক্রবিশিষ্ট, পরম সুন্দর, তাহার নাম বিষ্ণু। ব্রহ্মচারি-ভাবে থাকিয়া ইঁহার পূজা করিতে হয় ; নচেৎ বিঘ্নপ্রদ ॥ ৯

নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাদন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ ॥
স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষা-সবর্ণকম্‌।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা।
স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহস্তু কাপিলম্‌ ॥
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ ॥১০॥১১

বারাহং শক্তিলিঙ্গেচ চক্রেচ বিষমে স্থিতে।
ইন্দ্রনীল নিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভম্ ॥১২
দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়-বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদা ॥১৩
কূর্ম্মস্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্ত-পূরিতঃ।
হরিতং বর্ণমাধত্তে কৌস্তভেন চ চিহ্নিতঃ ॥১৪
শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখা-পঞ্চক-ভূষিতঃ ॥১৫
বর্ত্তুলশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতসীকুসুম-প্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ ॥১৬
উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলম্।
মধ্যে রেখাচ লম্বৈকা সচ দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥১৭
আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্কজ ছত্র সংযুতম্।
তুলস্যা পূজয়ন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ ॥১৮
বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥১৯
প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃত-বনমালা-বিভূষিতা।
যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্য-সুখপ্রদা ॥
বহুভি র্জন্মভিঃ পুণ্যৈর্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ।
গোষ্পদেন চ চিহ্নেন জম্বুস্তেন সমাপ্যতে ॥২০
পদ্মাকারেচ পংক্তী দ্বে মধ্যে লম্বা চ রেখিকা।
গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ ॥২১॥ চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ ॥২২

চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাঙ্কিতোদরঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥২৩
এতল্লক্ষণযুক্তাশ্চ শালগ্রাম-শিলাঃ শুভাঃ।
যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যু-স্তাঃ প্রশস্তকরাঃ স্মৃতাঃ ॥
যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা।
তস্মাৎ তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥
তত্রাপ্যামলকীতুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ শ্রিয়া সহ বসাম্যহম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণং পদ্মপুরাণঞ্চ।

যে শিলা তিনটি বিন্দুযুক্ত, তাহাকে নরসিংহ কহে এবং যে শিলা পঞ্চবিন্দু-যুক্ত তাহাকে কপিল কহে। ব্রহ্মচারি-ভাবে থাকিয়া ইহাদের অর্চ্চনা করিতে হয়। অন্যথা সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হয়। যে নরসিংহ ও কপিলের দুইটি স্থূল চক্র আছে, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সদৃশ, মুখদ্বারের উপরে পদ্মাকৃতি মনোহর রেখা, চক্র বিভিন্ন ও বিষম, তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলে মুক্তিলাভ হয় ও সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া যায় ॥ ১০ ॥ ১১

যে শিলায় দুইটি শক্তিচিহ্ন ও বিষম চক্রদ্বয় বিদ্যমান থাকে এবং যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীল-মণিতুল্য, আকৃতি স্থূল ও সুদৃশ্য রেখাত্রয়-সমন্বিত, তাঁহাকে বরাহ কহে ॥ ১২

যে শিলা দীর্ঘ, সুবর্ণবর্ণ ও বিন্দুত্রয়ে সমলঙ্কৃত, তাঁহাকে মৎস্য কহে; ইনি ভোগ ও মোক্ষ-প্রদ ॥ ১৩

যে শিলার পৃষ্ঠদেশ উন্নত, যিনি বর্ত্তুল আবর্ত্তে পূর্ণ, হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট ও কৌস্তুভ চিহ্নে ভূষিত, তাঁহাকে কূর্ম্ম কহে ॥ ১৪

যে শিলায় বনমালা চিহ্ন থাকে, যাঁহার আকৃতি কদম্বকুসুমের ন্যায় ও পাঁচটি রেখাযুক্ত, তাঁহাকে শ্রীধর কহে ॥ ১৫

যে শিলা বর্ত্তুলাকৃতি, হ্রস্ব, বিন্দুযুক্ত ও অতসী কুসুমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাঁহাকে বামন কহে ॥ ১৬

যে শিলার উপরে ও নিম্নে চক্রদ্বয়, মুখবিবর অনতিদীর্ঘ এবং মধ্যে একটি লম্বিত রেখা আছে, তাঁহাকে দামোদর কহে ॥ ১৭

যে শিলার বর্ণ ঈষৎ লোহিত এবং যাঁহাতে পদ্ম ও চক্র-চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে পদ্মনাভ কহে; ইঁহাকে তুলসীদ্বারা পূজা করিলে দরিদ্রও ধনবান্ হয় ॥ ১৮

যে শিলার বামপার্শ্বে দুইটি সমান চক্র আছে, যাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ও বিন্দু চিহ্নযুক্ত, তাঁহাকে লক্ষ্মী-নৃসিংহ কহে; ইঁহাকে পূজা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৯

যে শিলাতে দক্ষিণাবর্ত্ত ভাবে বনমালা চিহ্ন বিরাজমান, তাঁহাকে কৃষ্ণ কহে। ইনি ধনধান্য সুখপ্রদ। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে—বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে যদি গোষ্পদ-চিহ্নযুক্ত কৃষ্ণশিলা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২০

যে শিলার পদ্মাকার দুইটি পঙ্ক্তি ও মধ্যে একটি লম্বিত রেখা আছে, তাঁহাকে গরুড় কহে ॥ ২১

যে শিলায় পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন ও চারিটি চক্র থাকে, তাঁহকে লক্ষ্মী জনার্দ্দন কহে ॥২২

যে শিলার চারিটি চক্র থাকে এবং মুখদ্বার সূক্ষ্ম ও মধ্যস্থলে বনমালা-যুক্ত, তাঁহাকে লক্ষ্মী-নারায়ণ কহে, ইনি ভোগ ও মোক্ষপ্রদ ॥ ২৩

যে সমস্ত শিলাতে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা শুভ-প্রদ। তন্মধ্যে আবার যাঁহারা ক্ষুদ্রাকৃতি, তাঁহারা অধিকতর মঙ্গলপ্রদ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—শালগ্রাম শিলা যত ক্ষুদ্রাকৃতি হইবে, উহা ততই শুভপ্রদ হইবে। সুতরাং ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভোদ্দেশে সেই শিলারই পূজা করিবে। হে ব্রহ্মন্, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যে সমস্ত

শিলা আমলকীবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি, আমি প্রিয়তমা কমলার সহিত নিরন্তর তাহাতে বাস করি।

শালগ্রাম-শিলা বহু প্রকার আছে; সমস্তগুলির লক্ষণ বৃহস্পতিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। প্রত্যেক শিলা আবার নানারকম আছেন। বিশেষতঃ গ্রন্থোল্লিখিত লক্ষণ দেখিয়া শালগ্রাম চিনিতে পারা যায় না; শালগ্রাম দেখিতে দেখিতে তাঁহার কৃপা হইলে, তবে চিনিতে পারা যায়। গুরূপদেশ ব্যতীত কেবল গ্রন্থ দেখিয়া সামুদ্রিক রেখাদি বিচার করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বিনা গুরূপদেশে শালগ্রাম চিহ্ন বিচার করাও অসম্ভব। এ গ্রন্থে কতকগুলি চিহ্নের বিবরণ লিখিয়া, দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া দিলাম। যাঁহাদের বিশেষ-রূপে জানিতে বাসনা আছে, তাঁহারা পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নি-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

অথ শালগ্রাম-শিলা-মাহাত্ম্যম্।

শালগ্রাম-শিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্।
কিং পুনর্যজনং তত্র হরিসান্নিধ্য-কারকম্॥
যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রাম-শিলোদ্ভবে।
রাজসূয়-সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরম্॥
ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা নিজমন্দিরে।
শালগ্রাম-শিলাচক্রে যথা স রমতে সদা॥
অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা।
যেনার্চ্চিতো হরিশ্চক্রে শালগ্রাম-শিলোদ্ভবে॥
কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরের্লোকং শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ॥

বিনাতীর্থৈ র্বিনাদানৈ র্বিনা যজ্ঞৈ র্বিনা মতিম্।
মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ॥
লিঙ্গৈস্তু কোটিভি র্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈঃ স্তুতৈঃ।
শালগ্রাম-শিলায়াস্তু একেনাপীহ তৎ ফলম্॥
শালগ্রাম-শিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি॥
শালগ্রাম-শিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটোঽপি মৃতে যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ॥
শালগ্রাম-শিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্।
ভূ-চক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈল-বনকাননম্॥

পদ্মপুরাণম্।

যদি কেহ শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করে, তাহার কোটিজন্মের পাপ নাশ হয়। অর্চ্চনার কথা আর কি বলিব,—অর্চ্চনা করিলে, তিনি শ্রীহরির নিকট বাস করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার প্রত্যহ সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। শালগ্রাম শিলায় শ্রীহরির নিরন্তর যেমন মনস্তুষ্টি হয়, সেরূপ লক্ষ্মীতে বা বৈকুণ্ঠেও হয় না। শালগ্রাম শিলায় হরির আরাধনা করিলে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও সসাগরা পৃথিবী-দানের ফললাভ হয়। ইহলোকে যে নরাধম কাম, ক্রোধ ও লোভের বশীভূত, সেও শালগ্রাম-শিলা পূজন করিলে, হরিধামে গমন করে। হে বৈশ্য! তীর্থসেবা, দান, যজ্ঞ ও জ্ঞানার্জ্জন ব্যতিরেকে কেবল মাত্র শালগ্রাম-শিলা-পূজনেই মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে। একমাত্র শালগ্রাম-শিলা পূজনে কোটি

শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজনের ফললাভ হয়। শালগ্রাম-শিলা সমীপে শ্রাদ্ধ করিলে, শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া শতকল্প কাল সুরপুরে বাস করেন। যেথানে শালগ্রাম শিলা বিরাজিত থাকেন, তত্রত্য যোজনত্রয়-পরিমিত স্থান তীর্থস্বরূপ। তথায় দান, জপ, হোম প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয়। শালগ্রাম-শিলার চতুর্দ্দিকে ক্রোশ-পরিমিত স্থানের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে, নরাধম ব্যক্তিও বৈকুণ্ঠে গমন করে। যদি কেহ শালগ্রাম-শিলা দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহার গিরি-কাননাদি-বিরাজিত বসুন্ধরা দানের ফল হয়।

এতাদৃশ শালগ্রাম-শিলা মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অসংখ্য লিখিত আছে। গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে লিখিলাম না।

অথ শালগ্রাম-শিলা-ক্রয়-বিক্রয়-নিষেধঃ।

শালগ্রাম শিলা ক্রয় করিতেও নাই, বিক্রয় করিতেও নাই, করিলে উভয়েই নরকগামী হয়। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—

শালগ্রাম-শিলায়াং যো মূল্যমুদ্‌ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তাচ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ॥
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূত-সংপ্লবম্‌।
অতঃ সংবর্জ্জয়েদ্‌ বিপ্র চক্রস্য ক্রয় বিক্রয়ম্‌॥

স্কন্দপুরাণম্‌।

যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার মূল্য উদ্‌ঘাটিত করে, যে ব্যক্তি বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি অনুমোদন করে অর্থাৎ ক্রয় করিবার জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য স্বীকার করে, যে ক্রয় কিংবা বিক্রয়ার্থ শালগ্রামের দোষগুণ পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। অতএব শালগ্রাম ক্রয় কিংবা বিক্রয় যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

অথ প্রতিষ্ঠা-নিষেধঃ।

শালগ্রাম-শিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েৎ তাং ততো বুধঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

শালগ্রাম-শিলা স্থাপন করিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না। প্রথমতঃ মহাপূজা করিয়া নিয়মিত পূজা করিতে হয়। শালগ্রাম শিলা সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান; শালগ্রামে সর্ব্বদেবতারই পূজা করা যাইতে পারে; কাজেই কোন দেবতাবিশেষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

অথ সর্ব্বাধিষ্ঠান-শ্রৈষ্ঠ্যম্।

অতোঽধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্য্যাদিষিব মূর্ত্তিষু।
শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

সূর্য্যপ্রভৃতি শ্রীভগবানের অনেক পূজাধিষ্ঠান আছে; তন্মধ্যে শালগ্রামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান।

অথ শালগ্রাম-পূজা-নিত্যতা।

শালগ্রাম-শিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়া-মাকল্পো জায়তে কৃমিঃ।

পদ্মপুরাণম্।

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলা পূজা না করিয়া ভোজন করে, সে কল্প কাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল-বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকে।

গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে ॥

স্কন্দপুরাণম্।

শালগ্রাম-শিলাপূজনে যাহার বাসনা হয় না, তাহার দেহ যমদূতগণ গিরিশৃঙ্গ নিপাত করিয়া বিদীর্ণ করে।

অথ শালগ্রাম-পূজাধিকার-বিচারঃ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেই শালগ্রাম পূজা করিবেন; স্ত্রী-শূদ্রাদি কেহ শালগ্রাম শিলাস্পর্শ করিবে না; এরূপ শাস্ত্রবচন দেখা যায়—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ ॥

পদ্মপুরাণম্।

ব্রাহ্মণ শুচিই হউন, আর অশুচিই হউন, আমার পূজা করিবেন; স্ত্রী ও শূদ্রাদির করস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্র অপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ।

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী-গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ ॥

প্রণবোচ্চারণে, শালগ্রাম-পূজনে ও ব্রাহ্মণী-গমনে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ অনেক বচনে স্ত্রী-শূদ্রাদির শালিগ্রামস্পর্শ নিষেধ সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার অন্য বচনে দেখা যায়—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥

স্কন্দপুরাণম্।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সচ্ছূদ্রের শালগ্রাম-পূজার অধিকার আছে; অন্য কাহারও নাই।

স্ত্রিয়ো বা যদি বা-শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়,—যেই হউক না কেন, শালগ্রাম-পূজা করিলে নিত্য পদ প্রাপ্ত হয়।

এ সমস্ত বচনে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্ত্রী-শূদ্রাদিরও শালগ্রাম শিলা পূজনে কোন বাধা নাই।

এই দ্বিবিধ বচনের একবাক্যতা সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ প্রত্যেকেরই সংশয়াপন্ন হইতে হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

অতো নিষেধকং যদ্ যদ্‌বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্‌বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শালগ্রাম-শিলাপূজার নিত্যতা-প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা যায়, যে ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা ব্যতিরেকে জল গ্রহণ করে, সে নারকী। ইহাতে কোন অধিকারিভেদের ব্যবস্থা দেখা যায় না। আবার স্ত্রী শূদ্রাদির কর-স্পর্শ বজ্রপাতাপেক্ষা যন্ত্রণাপ্রদ। এই বচনে বুঝা যায়, স্ত্রী শূদ্র ভিন্ন ব্যক্তিই শালগ্রাম-পূজাধিকারী। আবার শেষোক্ত বচনে স্ত্রীশূদ্রপ্রভৃতি যে কেহ হউক না কেন, শালগ্রাম পূজা করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এই নানাবিধ বচনের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? তদুত্তরে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন—শালগ্রাম-পূজায়

সকলেরই অধিকার আছে, তবে স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে যে নিষেধ বচন দেখা যায়, তাহা অবৈষ্ণবপর অর্থাৎ যে স্ত্রী-শূদ্রাদি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করে নাই, তাহাদের শালগ্রাম-শিলার পূজাধিকার নাই। বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণে স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম পূজার অধিকার জন্মে ; সে সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আচারও দেখা যায়—

ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্‌বচঃ।
তস্থৌ সচ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ॥
নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধা-বাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ।
শালগ্রাম-শিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতাম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

এই বচনে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম-ব্যাধ শালগ্রাম-শিলা পূজা করিতেন। বিশেষতঃ বিষ্ণুদীক্ষা প্রভাবে সকলেই বিপ্রসাম্য প্রাপ্ত হয়, এ বচনও দেখা যায় ; অতএব স্ত্রী শূদ্রাদির শালগ্রাম-শিলাপূজা সম্বন্ধে নিষেধ-বচন অবৈষ্ণবপর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মোটকথা শাস্ত্র বচনগুলি আলোচনা করিলে, বিষ্ণু দীক্ষা-প্রভাবে স্ত্রী শূদ্রাদিরও শালগ্রাম পূজাধিকার জন্মে বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইহার আচার দেখা যায় না। শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিলেও সদাচার না থাকিলে, তাহা করা উচিত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম-সাময়িক কিংবা কিছু পরবর্ত্তী শূদ্রভক্তগণ শালগ্রাম-শিলা স্পর্শ করিতেন না ; তাহার পর যে সময় হইতে ভেকগ্রহণ-প্রথার প্রচলন হইল, তাহার পর হইতে শূদ্রভক্তগণ বাবাজী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, শালগ্রামাদি স্পর্শ করিতে আর আপত্তি করেন না। এখনও গৃহস্থ শূদ্রভক্তগণ প্রায়ই শালগ্রাম স্পর্শ করেন না। তবে দুই একজন বড়লোক শূদ্রভক্ত কোন কোন পতিতপাবন প্রভুর কৃপায় শালগ্রামাদি স্পর্শ করিতে আপত্তি করেন

না। স্ত্রীলোকের মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছে। এগুলিকে ব্যবস্থাদাতার স্বার্থপরতা ভিন্ন সদাচার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

পরমভক্ত হইলেও দৈন্যবশতঃ আপনাকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভৃতি ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; এখন কালপ্রভাবে দৈন্যের পরিবর্ত্তে দম্ভের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে; কাজেই কোন কর্ম্মেই আর কাহারও আপত্তি নাই।

শাস্ত্রে সকল প্রকার ব্যবস্থাই আছে। সেগুলি আলোচনা করিয়া কেহ বা দৈন্যবশতঃ নিজের অযোগ্যতা, আর কেহ বা দম্ভবশতঃ নিজের যোগ্যতা জ্ঞান করিয়া কর্ম্মাধিকার ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে আমার কিছু বক্তব্য নাই; নিজের হিতাহিত নিজে বুঝিয়া কর্ম্ম করাই ভাল।

শ্রীশালগ্রাম-শিলার সঙ্গে শ্রীদ্বারকাচক্র সংযুক্ত রাখিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীদ্বারকাচক্র প্রায়ই দেখা যায় না। যাঁহারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানিয়া যাজন করেন, তাঁহাদের নিকট দেখা যায়—

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাৎ শালগ্রাম-শিলাসুবৎ।
সা চার্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রা-ঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রাণতুল্য সযত্নে শালগ্রাম শিলা ধারণ করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। পূজার সময় দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলার সহিত একত্র করিয়া অর্চ্চনা করা উচিত।

অথ শালগ্রামশিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলা-সংযোগ-
মাহাত্ম্যম্।

শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারাবতীভবঃ।
উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মপুরাণম্।

শালগ্রাম শিলা ও দ্বারকাচক্র যে স্থানে মিলিত আছেন, মুক্তিও সেখানে বিদ্যমান আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রাম-শিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যেখানে শালগ্রাম শিলার পুরোভাগে দ্বারকাচক্র বিরাজিত থাকেন, সেখানে সকল প্রকার সম্পদ পরিবর্দ্ধিত হয়।

অথ দ্বারকা-চক্রাঙ্ক-শিলা-লক্ষণানি।

একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ॥
পঞ্চভি র্বাসুদেবস্তু ষড়ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ॥
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভি র্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা।

এক-চক্রকে সুদর্শন, দ্বিচক্রকে লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্রকে ত্রিবিক্রম, চতুশ্চক্রকে জনার্দ্দন, পঞ্চচক্রকে বাসুদেব, ষট্চক্রকে প্রদ্যুম্ন, সপ্তচক্রকে বলদেব, অষ্টচক্রকে পুরুষোত্তম, নবচক্রকে নবব্যূহ, দশচক্রকে দশমূর্ত্তি, একাদশচক্রকে অনিরুদ্ধ, দ্বাদশচক্রকে দ্বাদশাত্মক ও তদপেক্ষাও যাঁহার চক্রসংখ্যা অধিক তাঁহাকে অনন্ত কহে।

অথ বর্ণাদি-ভেদেন দোষগুণাঃ।

কৃষ্ণো মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ।
অস্বাস্থ্যং কর্ব্বুরো দদ্যাৎ নীলস্তু ধনহানিদঃ॥
ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দদ্যাৎ সংপূজিতো ধ্রুবম্।
পাণ্ডরস্তু মহদ্দুঃখং ভগ্নো ভার্য্যাবিয়োগদঃ॥
পুত্র-পৌত্র-ধনৈশ্বর্য্য-সুখমত্যন্তমুত্তমম্।
দদাদি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ॥

কপিল-পঞ্চরাত্রম্।

কৃষ্ণবর্ণ দ্বারকাচক্র মৃত্যুপ্রদ, ধূম্রবর্ণ নিরন্তর ভয়জনক, কর্ব্বুরবর্ণ অস্বাস্থ্যকর, নীলবর্ণ ধননাশক, ছিদ্রযুক্ত দ্বারকা চক্রের অর্চ্চনা করিলে, দারিদ্র্য দুঃখ জন্মে; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পাণ্ডুবর্ণ শিলা দুঃখপ্রদ, ভগ্ন শিলা ভার্য্যাবিয়োগকর, শুক্লবর্ণ শিলা পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য ও নানাবিধ সুখদায়ক। অতএব শুক্লবর্ণ দ্বারকা-চক্রের অর্চ্চনা করাই উচিত।

সচ্ছিদ্রাচ ত্রিকোণাচ তথা বিষম চক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যা তু পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা।

ছিদ্রবিশিষ্ট, ত্রিকোণ, বিষম-চক্রযুক্ত ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বারকাচক্র অর্চ্চনা করিবে না।

অথশ্রীমূর্ত্তি-পূজনং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।

শালগ্রাম শিলায় সর্ব্ব দেবদেবীর পূজা করা যায়; তথাপি ভক্তগণ নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতেই আনন্দানুভব করিয়া থাকেন; সেজন্য শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে দুই এক কথার আলোচনা করিতেছি।

স্বয়ংব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ংব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাশ্চ প্রতিষ্ঠয়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীমূর্ত্তি দ্বিবিধ। স্বয়ং প্রকাশিত আর স্থাপিত। যে শ্রীমূর্ত্তি কেহ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, অথচ অনাদিকাল হইতেই আছেন, কোন সময়ে কোন ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে "স্বয়ংব্যক্ত" মূর্ত্তি বলা হয়। স্বয়ংব্যক্ত শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। যে মূর্ত্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠাদি করিয়া স্থাপন করা হয়, তাঁহাকে "স্থাপিত" মূর্ত্তি বলা হয়। স্থাপিত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠাদি বিধি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

দুর্লভত্বাৎ স্বয়ংব্যক্ত-মূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।
যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্।

স্বয়ংব্যক্ত মূর্ত্তি দুর্লভ অর্থাৎ যাহার তাহার ভাগ্যে মিলে না; অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তগণ শ্রুতিস্মৃতি আগম প্রভৃতির বিধি অনুসারে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

অথ শ্রীমূর্ত্তি-পূজন-মাহাত্ম্যম্।

নৈকং স্ববংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চয়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিদুর্লভম্।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্ট-প্রদাং কল্পলতাং যথা ॥

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ঃ।

শ্রীমূর্ত্তি কল্পলতা-সদৃশী। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। প্রতিমার্চ্চনে কেবল স্বকুল নহে, অখিল জগৎ পবিত্র হয় ও যাগাদি-দুর্লভ ফল পাওয়া যায়।

অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রসাদনম্ আত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ।

শ্রীমূর্ত্তিং ক্ষালনার্হাস্তু শস্তগন্ধজলাদিনা।
প্রক্ষালয়েৎ তদন্যাস্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ॥
শ্রীমূর্ত্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ।
এবং প্রসাদনং মূর্ত্তে-রাত্মনস্তৎপ্রসাদনাৎ।
শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়াতু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ॥

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসঃ।

প্রক্ষালন-যোগ্যা অর্থাৎ পাষাণময়ী বা ধাতুময়ী প্রতিমা উত্তম গন্ধ জলাদি দ্বারা ধৌত করিবে। ক্ষালনের অযোগ্য অর্থাৎ লেখ্যা লেপ্যা প্রভৃতি প্রতিমা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মার্জ্জনা করিবে। শ্রীমূর্ত্তির হৃদয় স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে শ্রীমূর্ত্তি সংস্কার করিলে আত্মশোধন হয়। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিলেও এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হয়।

স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্য-শুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা।
ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধি-চতুষ্টয়ম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পূর্ব্বে দেবালয়-মার্জ্জনাদি দ্বারা স্থানশুদ্ধি ও শঙ্খপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই জল প্রোক্ষণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি লেখা হইয়াছে। এখন শ্রীমূর্ত্তি-সংস্কার ও আত্মশুদ্ধি—এই চারি প্রকার শুদ্ধির বিষয় বলা হইল। পূজা করিতে হইলে, এই চারি শুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। কেহ কেহ অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি ও অন্য চিন্তা পরিত্যাগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি—এই ছয় প্রকার শুদ্ধি বলিয়া থাকেন। অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি আমাদের সম্প্রদায়ে ব্যবহার নাই। অবশিষ্ট পঞ্চশুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অথ পীঠ-নির্ণয়ঃ।

তাম্রাদিপীঠে শ্রীখণ্ডা-দ্যা লিপ্তেহষ্টদলং লিখেৎ।
সংকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরম্॥
সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্দ্বার-বিভূষিতম্।
পূজাযন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পীঠার্চ্চাং তত্র সাধয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

তাম্রাদি গঠিত পীঠে চন্দন লেপন করিয়া, তাহাতে পূজাপীঠ অঙ্কিত করিতে হয়। প্রথমতঃ চতুর্দ্বারযুক্ত একটি চতুষ্কোণ অঙ্কনপূর্ব্বক তন্মধ্যে ত্রিবৃত্তবেষ্টিত অষ্টদল, ষোড়শ-কেশর কর্ণিকার সহ দলাগ্রবিশিষ্ট পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই প্রকারে পূজাযন্ত্র লিখিয়া তদুপরি পীঠপূজা করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশালগ্রাম কিংবা শ্রীমূর্ত্তিতে পূজা করিতে প্রায়ই কেহ পূজা-যন্ত্র অঙ্কিত করেন না। কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-মতে পূজা-যন্ত্রের উপর শালগ্রামকে রাখিয়া পূজা করারই ব্যবস্থা দেখা যায়।

অথ পীঠপূজা।

পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরু-পাদুকাম্।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ-বৈষ্ণবান্॥
দক্ষিণে চার্চ্চয়েদ্দুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীম্।
তত্র প্রাগ্ লিখিতন্যাসস্থানুসারেণ পূজয়েৎ॥
মধ্যে চাধারশক্ত্যাদীন্ ধর্ম্মাদীংশ্চ বিদিক্ষ্বথ।
অধর্ম্মাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষু নন্তাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ॥
শক্তীর্নবাষ্টপত্রেষু কর্ণিকায়াঞ্চ পূজয়েৎ।

তথা তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতম্।
তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়েদথ।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বেষ্ট-দেবরূপং বিচিন্তয়েৎ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
নিজেষ্টদেবমূর্ত্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পীঠে শ্রীভগবানের বামদিকে শ্রীগুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠি গুরু প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। এস্থানে কেহ কেহ "শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করেন। কেহবা "গুং গুরুভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূজাদির ব্যবস্থা করেন। এবিষয়ে শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ও সদাচারই প্রমাণ। অতঃপর গুরুপাদুকা, নারদাদি পূর্ব্বসিদ্ধ ও আধুনিক বৈষ্ণবগণের পূজা করেন। "এতে গন্ধপুষ্পে গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নারদাদি-পূর্ব্বসিদ্ধেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে আধুনিক-বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ" এই ভাবে পূজা করাই বিধেয়। শ্রীভগবানের দক্ষিণে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতীর পূজা করিবে। পূর্ব্বলিখিত পীঠন্যাসের নিয়মানুসারে আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত প্রভৃতিকে পীঠ মধ্যে অর্চ্চনা করিবে। পীঠের চারিকোণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাদি চারিদিকে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। মধ্যে অনন্ত, পদ্ম, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। পীঠপদ্মের অষ্টদল ও কর্ণিকারে বিমলাদি অষ্ট শক্তির অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর পীঠন্যাসোক্ত নিয়মানুসারে সূর্য্যাদি মণ্ডল ও সত্ত্বাদির পূজা করিবে। পীঠপূজা সংক্ষেপে লিখিত হইল। পীঠন্যাস দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। এই ভাবে পীঠপূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পীঠে শ্রীমূর্ত্তি অথবা শালগ্রামাদি স্থাপন করিবেন। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক

অভীষ্ট দেবতার রূপ চিন্তা করিবেন। মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজাভীষ্ট দেব ও পীঠ-স্থাপিত প্রতিমার ঐক্য চিন্তা করিবেন।

অথাবাহনাদীনি।

তেতো দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়-পাদতায়া নিষেধনাৎ।
ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্য্যাদাবাহনাদিকম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ভূতলে পদস্থাপন পূর্ব্বক অভীষ্ট দেবতার আবাহন প্রভৃতি করিবে; কেননা দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়পাদ হওয়া নিষিদ্ধ।

যচ্চাবাহ্যমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ।
শালগ্রাম-স্থাপনে চ নাবাহন-বিসর্জ্জনে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যে অধিষ্ঠানে শ্রীভগবানের পূজা করিতে হইবে, সেই অধিষ্ঠানেই আবাহনাদি করিবে। শালগ্রাম শিলা ও প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার আবাহনাদি করিতে হয় না।

অথাবাহনাদি-বিধিঃ।

আবাহনাদি-মুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ।
তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনম্॥
সকলীকরণঞ্চাবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সুধীব্যক্তি সম্যক্‌রূপে আবাহনাদি মুদ্রা দেখাইয়া, আবাহন, সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ সম্পাদন করিবেন। আবাহনাদি মুদ্রা প্রকার পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

আবাহনাদি করিবার সময়, "শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সকলী কুরু ইহ সকলী কুরু ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহামৃতীকুরু ইহামৃতীকুরু ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু।" এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। আবাহনাদির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা দেখাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে আবাহনাদি আটটি মুদ্রা দেখাইয়া শেষে যথাক্রমে আবাহনাদি করিতে হইবে। সকলেই নিজ নিজ গুরূপদেশানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

অথাবাহনাদ্যর্থঃ।

আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্ব-দর্শনং সন্নিধাপনম্।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্ত-স্থাপনং সন্নিরোধনম্॥
সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্।
আনন্দঘনতাত্যস্ত-প্রকাশোঽহ্যবগুণ্ঠনম্॥
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈ-রেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নামাভীষ্ট-সম্পাদনং পরম্॥

আগম-বাক্যম্।

অভীষ্ট দেবতাকে সাদরে অভিমুখীকরণকে 'আবাহন' বলে। ভক্তি-সহকারে স্থাপনের নাম 'সংস্থাপন'। "আমি তোমার" এইকথা মনে করিয়া তদীয় দাসত্ব প্রদর্শনের নাম 'সন্নিধাপন'। ক্রিয়া-সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনের নাম 'সন্নিরোধন'। তদীয় সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনের নাম 'সকলী-করণ'। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসং সকলীকরণং বিদুঃ" অর্থাৎ "ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। ইত্যাদি অঙ্গমন্ত্র দ্বারা দেব-

তার অঙ্গন্যাস করার নাম 'সকলীকরণ'। অতীব গাঢ় আনন্দ প্রকটন করাকে 'অবগুণ্ঠন' কহে। নিখিল অঙ্গদ্বারা অবরুদ্ধ করাকে 'অমৃতী-করণ' কহে। অভীষ্ট সম্পাদনকে 'পরমীকরণ' কহে।

আবাহনাদি-মুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
অঙ্গন্যাসঞ্চ দেবস্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ॥

তত্ত্বসারঃ।

আবাহনাদি-মুদ্রা-প্রদর্শনান্তে দেবতার অঙ্গে পুনঃ অঙ্গন্যাস করিয়া মুদ্রা দেখাইবে। এস্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে,—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ প্রভৃতি সপ্তদশ মুদ্রা দেখাইতে হয়। কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনায় এ সকল মুদ্রা ভাবানুকূল হয় বলিয়া মনে হয় না এবং সম্প্রদায়ে তাদৃশ আচারও দেখা যায় না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-কার সর্ব্ববৈষ্ণব-সাধারণ-বিধি লিখিয়াছেন বলিয়াই এ সমস্ত মুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গোপালোপাসকগণ শ্রীবৎস-কৌস্তুভাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইলেই নিজ ভাব স্থির রাখিতে পারিবেন।

অথাসনাদ্যর্পণম্।

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
দত্ত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনাচরেৎ॥
আসনাদ্যুপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ।
প্রসিদ্ধাঃ পদ্মস্বস্ত্যাদ্যাঃ বিদ্বান্ ষোড়শসু ক্রমাৎ॥
শ্রীকৃষ্ণায়ার্পয়েদর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কং পুনশ্চাচ-মনীয়ঞ্চ বিধিবৎ ততঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর দেবতোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া, আসনার্থ কুসুম নিবেদন করিয়া, যথাবিধি স্বাগত বিধান করিবে। রজতাদি নির্ম্মিত আসনের অভাবে আসনার্থ পুষ্প অর্পণ করিতে হয়। প্রথমতঃ আসন কিংবা আসনার্থ পুষ্প গ্রহণ করিয়া মূল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসন আস্যতাং সুখম্" এই মন্ত্রে আসন অর্পণ করিতে হয়। আসন প্রদানান্তে "শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোমি" এইভাবে স্বাগত বিধান করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ "শ্রীকৃষ্ণায় পাদ্যং নিবেদয়ামি" "শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবেদয়ামি" প্রভৃতি মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি অর্পণ করিবে। প্রতি উপচার অর্পণ করিতে প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রতি উপচারের মুদ্রা দেখাইতে হইবে। আসন প্রদানে পদ্ম-মুদ্রা, স্বাগতে স্বস্তি মুদ্রা পাদ্যার্পণে পাদ্য মুদ্রা প্রভৃতি দেখাইতে হয়। মুদ্রা-বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কেহ বা মহারাজোপচারে, কেহ ষোড়শোপচারে, কেহ বা দশোপচারে, কেহ বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া থাকেন। নিজ নিজ সাধ্যানুসারে উপচারার্পণ বিধেয়। শক্তি থাকিতে গৌণোপচার কল্পনা করা উচিত নহে। নিত্যপূজায় প্রায়ই দশোপচার কিংবা পঞ্চোপচার অর্পণ করা হইয়া থাকে। কর্ম্মবিশেষে ষোড়শোপচারার্পণ দেখা যায়। মহারাজোপচার প্রদান বিরল।

প্রত্যেক উপচার অর্পণের পূর্ব্বে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন এবং শেষে "শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি" এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন।

অথ পাদ্যাদ্যর্পণ-নিয়মঃ।

শ্রীমূর্ত্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ।
মুখে চাচমনীয়ং ত্রি-র্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি॥

স্মৃত্যর্থসারঃ।

শ্রীমূর্ত্তি-পূজায় প্রতিমার শিরোদেশে অর্ঘ্য, চরণদ্বয়ে পাদ্য, বদনে বার-

ত্রয় আচমনীয় ও মধুপর্ক প্রদান করিতে হয়। শ্রীমূর্ত্তি ভিন্ন শালগ্রামাদি অধিষ্ঠানে পূজা করিতে মস্তক, চরণ, বদন প্রভৃতি চিন্তা করিয়া অর্ঘ্যাদি দান করিতে হয়। অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও স্নানীয় দানান্তে আচমনীয় দিতে হয়; কাজেই বারত্রয় আচমনীয় লিখিত হইল।

সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্।
আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ পাদ্যাদি সমস্ত উপচার নিবেদন-ক্রিয়াতেই অগ্রে এক একটি পুষ্পাঞ্জলি দানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অথ স্নানম্।

বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাদুকে পুরতোঽর্পয়েৎ।
মহাবিদ্যাদিনা তঞ্চ স্নানস্থানং ততো নয়েৎ॥
প্রাগ্বৎ তত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কম্।
নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ॥
শালগ্রাম-শিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ।
স্নানপাত্রে নিজাভীষ্টাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিমেব বা॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

"ভগবন্, স্নানভূমিমলঙ্কুরু" এই বাক্য প্রভুসকাশে উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্নানার্থ অনুমতি লইয়া "পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পুরোভাগে পাদুকাদ্বয় সমর্পণ করিতে হইবে। অনন্তর স্তোত্র ও গীতবাদ্যাদি সহকারে শ্রীমন্দিরের ঈশান কোণে নির্ম্মিত স্নান-বেদীতে লইয়া যাইতে হইবে। (স্নানবেদী না থাকিলে গৃহমধ্যে স্নানবেদী ভাবনা করিবে)। স্নানস্থানে

শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আসন, পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিবে ও অমৃতীকরণ মুদ্রা দেখাইবে। পরে তাম্রাদি-নির্ম্মিত স্নানাধারে শালগ্রাম কিংবা স্নানযোগ্য শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্নান করাইবে।

অথ স্নানপাত্রম্।

কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনম্।
ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকম্ ॥
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বত্থ-দল-সংস্থিতম্।
প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাযুত-সমুদ্ভবম্ ॥
রম্ভাদলোপরি হরিং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ।
বর্ষাযুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ ॥
যে পশ্যন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরি স্থিতম্।
ভক্ত্যা পদ্মালয়া-কান্তং তৈরাপ্তং দুর্লভং ফলম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তি তাম্রপাত্রে মধুসূদনের অর্চ্চনা করেন, তিনি একদিনেই শতবৎসর কাল পূজার ফল প্রাপ্ত হন। অশ্বত্থ-পত্রে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিলে, অযুত-সংখ্যক পদ্মদানের ফল হয়। কদলীপাত্রে শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিলে, কেশব স্বীয় প্রিয়তমা কমলাসহ সেই অর্চ্চকের প্রতি দশ সহস্র বৎসর সন্তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে একবার মাত্র হরিকে পদ্মপত্রের উপর দেখিয়াছেন, তাঁহার দুর্লভ ফল লাভ হইয়াছে।

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ।
মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা ॥

তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ।
দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈ-রভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

স্নানপাত্রে শ্রীহরিকে বসাইয়া ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে শঙ্খস্থ জল দ্বারা স্নান করাইতে হয়। মধ্যে মধ্যে মূলমন্ত্র কিংবা অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ সহকারে ধূপ সমর্পণ করিতে হয়। স্নানের পূর্ব্বে দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা শ্রীহরির অঙ্গ মৃদু মৃদু মর্দ্দন করিতে হয়। সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি সমর্পণের অনন্ত ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

অথ পঞ্চামৃতস্নপনম্।

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।
দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্॥
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎপ্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈঃ কালদেশাদি-বিশেষে কারয়ন্তি তৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পঞ্চামৃত-স্নান করাইতে হইলে, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও খণ্ড (খাঁড়) শঙ্খে করিয়া লইয়া পৃথক্ পৃথক্ সমর্পণ করিতে হইবে। দুগ্ধ দধি প্রভৃতি শোধন করিয়া লওয়া উচিত। পঞ্চামৃত-শোধন-মন্ত্র পরিশিষ্টে লিখিত হইল। শ্রীভগবদ্ভক্ত-গণ প্রত্যহ পঞ্চামৃত-স্নান করাইতে ইচ্ছা করেন না। কোনও তিথিতে পূজা-বিশেষে পঞ্চামৃত-স্নান করাইয়া থাকেন। প্রায়ই জন্মাভিষেক প্রভৃতিতে পঞ্চামৃত স্নান দেখা যায়।

ইহা ছাড়া নানাবিধ উদ্বর্ত্তন ও সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির

অঙ্গ মার্জ্জনাদির ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে লিখিলাম না; জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস দেখিবেন। নিত্য পূজায় এত আড়ম্বর করা অসম্ভব; তবে সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে হইলে, প্রত্যহ শুদ্ধ জল দ্বারা স্নান করান আবশ্যক। যাঁহারা যন্ত্র কিংবা মন্ত্র প্রভৃতি অধিষ্ঠানে অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা স্নান চিন্তা করিয়া স্নানীয়োদক প্রদান করিবেন।

অথ শুদ্ধজল-স্নপনম্।

ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা।
শীতলেনাম্বুনা শঙ্খ-ভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পঞ্চামৃতে স্নান করাইলে তাহার পর সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত ও সুগন্ধি ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা স্নান করাইতে হয়। পঞ্চামৃতাদি লেপ অঙ্গ হইতে দূর করাইবার জন্যই এই উষ্ণ জলে স্নানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনন্তর শঙ্খস্থিত সুগন্ধি শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হয়। স্নানীয় জল মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া লওয়াই উচিত। সাধ্য হইলে চন্দন, উশীর, কর্প্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি স্নানীয় জলে দেওয়া উচিত। কিছু না পারিলে অন্ততঃ চন্দন ও কর্প্পূর দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

অথ স্নানীয়জল-পরিমাণম্।

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

ভবিষ্য-পুরাণম্।

স্নানে শত পল-পরিমিত জল প্রদান করিবে। অভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতি পল পরিমিত জল দিতে হয়। দুই সহস্র পল-পরিমিত জলে স্নান করাইলে মহাস্নান হয়।

জল-পরিমাণং যথা—

পঞ্চকৃষ্ণলকা মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।
সুবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়তে ॥

ব্রহ্মপুরাণম্‌।

পাঁচ রতিতে এক মাষ, ষোল মাষে এক সুবর্ণ ও চারি সুবর্ণে এক পল হয়।

অথ পূজার্থ-জল-গ্রহণ-কালঃ।

ন নক্তোদক-পুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

রাত্রিকালে সংগৃহীত পুষ্প কিংবা জল দ্বারা শ্রীহরির পূজা কিংবা স্নান করান উচিত নহে।

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

বিষ্ণুবচনম্‌।

রাত্রিতে গৃহীত জল দ্বারা দৈব কর্ম্ম করিবে না।

রাত্রাবেতা আপঃ বরুণং প্রবিশন্তি তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহ্নীয়াৎ।

হারীতবচনম্‌।

রাত্রিকালে সমস্ত জল জলাধিদেবতা বরুণে প্রবিষ্ট হয়; অতএব রাত্রিতে জল গ্রহণ করা উচিত নহে।

গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল পূর্ব্বদিনে আনিয়া রাখিলে পর্য্যুষিত হয়; কাজেই যে দিন পূজা করিবেন, সেই দিনই পূজার্থ জল সংগ্রহ করা উচিত।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্খস্থজলে স্নান করাইবে, শঙ্খে অর্ঘ্য-স্থাপন করিবে, দেবাগারে শঙ্খবাদ্য করিবে ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা

যাইতেছে, শঙ্খজলের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। এজন্য শঙ্খমাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে।

অথ শঙ্খমাহাত্ম্যম্।

শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবম্।
কপিলা-শতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি মাধবম্।
দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্॥ ২
শঙ্খে কৃত্বাচ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতম্।
স্নাপয়েৎ দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জ্জিতম্॥ ৩
নাম্বং তড়াগজং বারি বাপী-কূপ হ্রদাদিকম্।
গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয়॥ ৪
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাজ্ঞয়া।
শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ॥ ৫
অর্ঘ্যং দত্ত্বাতু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ ৬
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৭
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চ্চন-বিলেপনে।
শঙ্খমুদ্বহতে যস্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরম্॥ ৮

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত জল দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করান, তিনি একশত কামধেনু দানের ফলপ্রাপ্ত হন॥ ১

যে ব্যক্তি শঙ্খস্থ তীর্থবারি দ্বারা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরিকে স্নান করান, তিনি প্রতি বারিবিন্দুতে শতকুল পরিত্রাণ করেন ॥ ২

অক্ষত ও কুসুম-সংযুক্ত জল শঙ্খমধ্যে রাখিয়া দেবদেব শ্রীহরিকে স্নান করাইলে, চিরকালার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয় ॥ ৩

নদীজল, বাপীজল, কূপোদক বা তড়াগোদক প্রভৃতি সমস্ত জলই শঙ্খে স্থাপনমাত্র গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৪

ত্রৈলোক্যে যত তীর্থ আছে, শ্রীহরির আদেশে তৎসমস্তই শঙ্খে অধিষ্ঠিত, এজন্য নিরন্তর শঙ্খের সম্মাননা করিবে ॥ ৫

যে ব্যক্তি শঙ্খদ্বারা অর্ঘ্য সমর্পণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্ত-দ্বীপসমন্বিতা ধরণী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয় ॥ ৬

সূর্য্যোদয় হইলে যেমন হিমরাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শঙ্খ দর্শন করিলে, নিখিল পাতক বিদূরিত হইয়া থাকে ; সুতরাং স্পর্শ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৭

যে ব্যক্তি নিত্য, নৈমিত্তিক কিংবা কাম্যকর্ম্মে, স্নান, অর্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্মে শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি চিরকাল শ্বেতদ্বীপে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ৮

নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

যে ব্যক্তি এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শঙ্খকে নমস্কার করিয়া সেই শঙ্খজলে শ্রীহরিকে স্নান করান, তাঁহার অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হয়।

তত্র মন্ত্রো যথা—

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ॥

তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥
গর্ভো দেবারি-নারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

হে পাঞ্চজন্য, তুমি সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন, দেবগণ তোমাকে সম্মাননা করিয়া থাকেন, তোমাকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্য, তোমার গর্জ্জনে মেঘ, সুর ও অসুরগণ ভীত হয়, তোমার দীপ্তি অযুত চন্দ্র তুল্য তোমাকে নমস্কার করি। হে পাঞ্চজন্য, তোমার নিনাদে পাতালে সহস্র সহস্র দৈত্যনারীর গর্ভপাত হয়; তোমাকে নমস্কার করি।

বরাহপুরাণাদিতে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দুর্লভ; কাজেই সেগুলি লিখিলাম না। আগমে শঙ্খের গুণ বর্ণিত আছে। যথা—

বৃহত্ত্বং স্নিগ্ধতাচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ম্॥

আগম-বাক্যম্।

শঙ্খ যত বড় পাওয়া যায়, ততই ভাল এবং যত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ হইবে, ততই ভাল।

আবর্ত্ত-ভঙ্গ-দোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্ন হি॥

আগম-বাক্যম্।

শঙ্খের নালিকায় স্বাভাবিক ছিদ্র না থাকিলে, স্বর্ণসংযোগ থাকিলে, আবর্ত্তভঙ্গাদি জনিত দোষ হয় না।

অথ ঘণ্টাবাদ্যম্।

দেবপূজায় ঘণ্টাবাদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। শাস্ত্রে ঘণ্টাবাদ্যের অনেক মহিমা বর্ণিত আছে এবং কোন্ কোন্ সময়ে ঘণ্টাবাদ্য করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্যতে।
যতো ভগবতো বিষ্ণো-স্তৎ সদা পরমং প্রিয়ম্॥

আগম-বাক্যম্।

স্নানসময়ে ঘণ্টাবাদন অতীব কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐ বাদ্য সর্ব্বদা ভগবান্ হরির পরম প্রীতি-জনক।

আবাহনার্ঘ্যে ধূপেচ পুষ্প-নৈবেদ্য-যোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাম্॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

আবাহনে, অর্ঘ্য, ধূপ, পুষ্প ও নৈবেদ্য-দানে ঘণ্টাবাদন করিতে হয়। ঘণ্টাবাদ্যের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘণ্টাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হয়।

অথ ঘণ্টাভিমন্ত্রণ-মন্ত্রঃ।

জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ।
অর্চ্চ্যার্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রম্।

"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ-পুরঃসর পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে ধূপাদি অর্পণ করিতে হয়।

অথ ঘণ্টাবাদন-কালঃ।

পূজাকালং বিনান্যত্র হিতং ন্যাস্যাঃ প্রচালনম্।
ন তয়া চ বিনা কুর্য্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলালসঃ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্।

পূজার সময় ভিন্ন ঘণ্টাবাদন করা হিতকর নহে; সিদ্ধিকাম ব্যক্তি কদাচ ঘণ্টাভিন্ন অর্চ্চনা করিবেন না।

অথ ঘণ্টানিয়মঃ।

মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি।
অর্চ্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ॥
বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শন-যুতাং যদি।
মমাগ্রে স্থাপয়েদ্ যস্তু দেহে তস্য বসাম্যহম্॥
যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাম্।
ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে॥
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলম্।
মখাযুতং গোঽযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণ-শতোদ্ভবম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন,—হে দৈত্যনন্দন, বৈষ্ণবালয়ে মৎপুরোভাগে সংস্থাপিত মদীয় নামাঙ্কিত ঘণ্টার অর্চ্চনা হইলে, আমি সেখানে অধিষ্ঠিত থাকি। ঘণ্টার শিখরদেশে গরুড় কিংবা সুদর্শন চক্র থাকিলে, সেই ঘণ্টা যে ব্যক্তি আমার সম্মুখে স্থাপন করে, আমি তাহার দেহে সর্ব্বদা বাস করি। হে বৎস, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ধূপ দান, নীরা-

জন, স্নান, অর্চ্চনা ও বিলেপন সময়ে আমার সম্মুখে গরুড়-চিহ্নিত ঘণ্টা বাদন করেন, তিনি প্রতিকর্ম্মে দশ সহস্র যজ্ঞের, দশ সহস্র ধেনু দানের ও শত চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফললাভ করেন।

এই প্রকার বহু শাস্ত্রের বহুবচন দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, গরুড় কিংবা সুদর্শনচক্র-যুক্ত ঘণ্টাই শ্রেষ্ঠ। গরুড় কিংবা চক্রযুক্ত ঘণ্টার অভাবে অন্য ঘণ্টা যে ব্যবহার করা যায় না, এমত নহে; তবে গরুড় কিংবা চক্রযুক্ত ঘণ্টাবাদনে শ্রীভগবান্ অতিশয় প্রীতিলাভ করেন।

অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ।
ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

গরুড় কিংবা চক্র-সংযুক্ত ঘণ্টার অভাবে অন্যবিধ ঘণ্টার ধ্বনিতেও শ্রীহরি প্রসন্ন হন। মোটকথা,—ঘণ্টাবাদন অতি প্রয়োজনীয়।

যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরতো হরেঃ।
কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ॥
অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়ান্বিতা।
সংগৃহ্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাৎ চক্রেণোপরিমণ্ডিতা॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

যে ব্যক্তির গৃহে হরির পুরোভাগে শঙ্খ ও ঘণ্টা না থাকে, সে ব্যক্তিকে কিরূপে হরিভক্তিপরায়ণ বলা যাইতে পারে? অতএব, বৈষ্ণব-বর্গ শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ গরুড় ও চক্র-চিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা ব্যবহার করিবেন।

অথ ঘণ্টাবাদন-মাহাত্ম্যম্।

স্নানার্চ্চন-ক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
বর্ষকোটি-সহস্রাণি বর্ষকোটি-শতানি চ।
বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণ-সেবিতঃ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদাপ্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটি-সমুদ্ভবম্॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ॥
মন্বন্তর-সহস্রাণি মন্বন্তর-শতানি চ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

যে ব্যক্তি স্নান ও পূজাকালে হরির সম্মুখে ঘণ্টাবাদন করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে ব্যক্তি শত সহস্র কোটি বৎসর সুরপুরে অবস্থান করেন; সেই স্থানে অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী; উহা কেশবের প্রিয়তমা; ঘণ্টাবাদ্য করিলে কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানের পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী ও দেবদেব হরির প্রিয়। এই হেতু যত্নসহকারে ঘণ্টাবাদন করা আবশ্যক। ঘণ্টার রবে দেবদেবেশ্বর হরি শতসহস্র মন্বন্তর যাবৎ প্রীত থাকেন।

অথ স্নানকালে বাদ্যাদি মাহাত্ম্যম্।

স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নাম-সংকীর্ত্তনং হরেঃ।
গীতং নৃত্যং পুরাণাদি-পঠনঞ্চ প্রশস্যতে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভগবানের স্নানকালে শঙ্খবাদ্য, নামসঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত, নৃত্য ও পুরাণাদি পাঠ প্রশস্ত।

স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনাস্তু বাদনম্।
কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাসরম্॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনম্।
পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ম্॥
স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ।
করতাড়ন-সংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুর্ব্বতে॥
উন্মত্তচেষ্টাং কুর্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া।
নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর॥
স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নামসহস্রকম্।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলা গো-শতোদ্ভবম্॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্নানকালে শঙ্খাদি বাদন করেন, ব্রহ্মার এক দিবস-পরিমিত কাল তাঁহার ব্রহ্মপুরে স্থিতি হয়। পূজাদি সময়ে গীত, বাদ্য, নৃত্য ও পুরাণাদি-বচন শ্রীহরির অতীব প্রীতিকর। যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্নানকালে করতালি দিয়া "জয় জয়" শব্দ করেন, নৃত্য-গীতাদি করেন, প্রেমবশে উন্মত্তবৎ হাস্য-প্রলাপাদি করেন, তাঁহার আর মাতৃ-গর্ভে উত্তানশায়ী হইতে হয় না। শ্রীহরির স্নানকালে যে ব্যক্তি বিষ্ণু সহস্র-নাম পাঠ করেন, তিনি প্রতি অক্ষরে শত কপিলা গোদান জন্য ফল লাভ করেন।

অথবস্ত্রাপর্ণম্।

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ শুদ্ধসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা।
শনৈঃ সম্মার্জ্য গাত্রাণি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ॥

মধ্যদেশীয়-নেপথ্যাদ্যনুসারেণ ভক্তিতঃ।
কেঽপ্যত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদ্যম্বরাণ্যর্পয়ন্তি হি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

স্নান-মুদ্রা-প্রদর্শনান্তে বিশুদ্ধ, সূক্ষ্ম অঙ্গবস্ত্র (গামছা) দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া অত্যুত্তম পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র প্রদান করিতে হয়। কোন কোন ভক্ত এই সময় মধ্যদেশীয় বেশবিন্যাস-প্রণালীতে কঞ্চুক উষ্ণীষ প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত এই যে—

ভূষয়েদ্‌বহুভির্ব্বস্ত্রৈ-র্বিচিত্রৈঃ কঞ্চুকাদিভিঃ।
ভোগানন্তরমেবেতি বহূনাং সম্মতং সতাম্‌ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

বহুসংখ্যক ভক্তের মত এই যে, ভোগাবসানে কঞ্চুকাদি বিবিধ বসনে শ্রীহরিকে সজ্জিত করিবে। এস্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকায় লিখিত আছে—

পরমতং লিখিত্বা স্বমতং লিখতি—ভূষয়েদিতি বহূনাং সতামিতি ভোজনসময়ে বস্ত্রদ্বয়মেব স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ।

বস্ত্রার্পণসম্বন্ধে পর-মত লিখিয়া এই শ্লোকে গ্রন্থকার নিজমত বলিতেছেন। ভোগাবসানে কঞ্চুকাদি ধারণ করাইবে। "ভূষয়েৎ" এসম্বন্ধে বহু ভক্তের মত আছে; পরন্তু ভোজনকালে পরিধেয় ও উত্তরীয় মাত্র ধারণই স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত।

বস্ত্রার্পণে নিষিদ্ধম্‌।

নীলী রক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা।
দেব-দেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্‌।

নীলবর্ণে রঞ্জিত, জীর্ণ ও অন্য-পরিহিত বস্ত্র ভগবান্‌কে প্রদান করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

তত্র বিশেষবিধিঃ।

আবিকে পট্টবস্ত্রেচ নীলীরাগো ন দুষ্যতি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

মেষলোমজ বস্ত্র ও পট্টবস্ত্র নীলবর্ণে রঞ্জিত হইলেও দোষ হয় না।

স্নান ও বসন-পরিধাপনান্তে শ্রীমূর্ত্তিকে যজ্ঞোপবীত ও ভূষণাদি প্রদান করিতে হয়। এসমস্ত দানের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রেমবান্ ভক্তগণ এসময়ে অধিক ভূষণ অর্পণ না করিয়া, ভোগাবসানে সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ প্রদান করেন। কারণ, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ থাকিলে ভোজনের বিশেষ অসুবিধা হয়। শ্রীহস্তের মুরলী, মস্তকের চূড়া প্রভৃতি ভোগের সময় নামাইয়া রাখাই সদাচার দেখা যায়।

সংপ্রার্থ্যাথ প্রভু প্রাগ্বৎ নিবেদ্য শুচিপাদুকে।
বাদ্যগীতাতপত্রাদ্যৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥
প্রাগ্বদ্দত্ত্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
শঙ্খে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ভূষণাদি পরিধাপনান্তে পূর্ব্ববৎ প্রভুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া, বিশুদ্ধ পাদুকাদ্বয় নিবেদন পূর্ব্বক বাদ্য, গীত ও ছত্রাদি সহ শ্রীমূর্ত্তি পূজাস্থানে লইয়া যাইবে। পূজাস্থানে পূর্ব্ববৎ আসনাদি অর্পণ করিয়া, গন্ধ ও মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক তুলসীপত্র দ্বারা শঙ্খস্থিত চন্দনাদি গন্ধ অর্পণ করিবে।

অথ গন্ধঃ।

চন্দনাগুরু-কর্পূর-পঙ্কং গন্ধ ইহোচ্যতে।

আগম-বাক্যম্।

চন্দন, অগুরু ও কর্পূর একত্র ঘর্ষণ করিলে যে পঙ্ক উৎপন্ন হয়, এস্থলে তাহাই 'গন্ধ' নামে অভিহিত হইল।

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমম্॥

গরুড়পুরাণম্।

দুইভাগ কস্তূরি, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম, ও একভাগ কর্পূর একত্র মিলিত করিলে, তাহার নাম "চতুঃসম"। এই প্রকার নানাবিধ গন্ধ দানের ব্যবস্থা ও মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছে। নিজ নিজ সাধ্য ও প্রীতি অনুসারে প্রদান করিবেন।

এই সমস্ত চন্দনাদি বিলেপন শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে যথাযোগ্য-ভাবে অর্পণ করিতে হয়। কুঙ্কুম, কস্তূরি, চন্দন প্রভৃতি নানারূপ গন্ধদ্রব্য থাকিতেও শাস্ত্রে তুলসী কাষ্ঠ চন্দনের অতীব মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

অথ তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন-মাহাত্ম্যম্।

যো দদাতি হরের্নিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ॥
মহাবিষ্ণৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্বা তুলসি-চন্দনম্।
যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈ র্ন ভূয়স্তনপো ভবেৎ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ।
নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতম্॥
মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
ভবতে যস্য দেহে তু হরিভূ্ত্বা হরিং ব্রজেৎ॥

গরুড়পুরাণম্।

যে নরোত্তম প্রত্যহ জনার্দ্দনকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করেন, অনন্ত-যুগ তাঁহার সুরপুরে বাস হয়। কলিকালে যে ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে তুলসী-চন্দনাক্ত মালতীপুষ্প প্রদান করেন, তাঁহার আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে তুলসী-কাষ্ঠ-সম্ভূত চন্দন প্রদান করেন, তাঁহার অশেষ জন্মার্জ্জিত পাতক নষ্ট হয়। মৃত্যুকালে যাঁহার অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন লেপিত থাকে, তিনি হরিসদৃশ হইয়া হরিপুরে গমন করেন।

যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসি-চন্দনম্।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণো ন স ভাগবতো নরঃ॥
ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্॥

শ্রীপ্রহ্লাদ-সংহিতা।

কলিযুগে যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন প্রদান না করেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন না। যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন প্রদান করেন, তাঁহার মত ভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।

অথানুলেপন-নিষিদ্ধানি।

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনম্।
উষীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবম্॥
পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকমিচ্ছতা সুখম্।
মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

পদ্মকাষ্ঠ-সম্ভূত চন্দন দারিদ্র্য প্রদান করে, রক্তচন্দন স্বাস্থ্যহানিকর, উষীর চিত্তবিভ্রমকর ও অপরাপর উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট অনুলেপন উপদ্রবকর। অতএব ঐহিক সুখেচ্ছু ব্যক্তি এ সমস্ত অনুলেপন শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবেন না। যদি মলয়জ চন্দন প্রভৃতি মুখ্য বস্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তগণ ঐহিক দুঃখ উপেক্ষা করিয়া এ সমস্ত নিষিদ্ধ অনুলেপনও প্রদান করেন।

অনুলেপন প্রদানান্তে তালবৃন্ত চামর প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে ব্যজন করিতে হয়। ব্যজনের অশেষ ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। কিন্তু ব্যজন-সেবা কেবল মাত্র গ্রীষ্মকালের জন্য। প্রেমবান্ ভক্তগণ ভগবান্‌কে শীতকালে অনুলেপনও প্রদান করেন না।

অথ পুষ্পানি।

পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈ স্তথা নগরসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈ র্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পূতৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিম্ ॥

শ্রীনারসিংহ-পুরাণম্।

বনজাত কিংবা নগরোৎপন্ন অথবা নিজের উদ্যানজাত, অপর্য্যুষিত, অচ্ছিন্ন, জলাদি দ্বারা প্রোক্ষিত, কীটাদি জীবশূন্য বিশুদ্ধ পুষ্পদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর।
যানি স্ববর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ ॥

বামনপুরাণম্।

প্রহ্লাদ মহাশয় বলিকে বলিতেছেন,—হে দৈত্যপতে যে সকল পুষ্প বর্ণ, রস ও সুগন্ধবিশিষ্ট বিষ্ণুপূজায় সেইগুলিই প্রশস্ত।

জগতে নানাবিধ পুষ্প আছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রীহরির অতি প্রিয় ও কতকগুলি নিষিদ্ধ এবং কতকগুলিতে বিধি নিষেধ কিছুই নাই। তাঁহার অতি প্রিয় পুষ্প সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে।

মালতী-বকুলাশোক-শেফালী নবমালিকাঃ।
আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধু পিণ্ডিকা॥
যূথিকাষ্টপদং কুন্দ-কদম্ব-শিখিপিঙ্গকম্।
পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকম্॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ।
পঞ্চবিংশতি-পুষ্পানি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়ানি মে॥
মদীয়া বনমালাচ পুষ্পৈরেভির্ময়া পুরা।
গ্রথিতাচ তথা তত্ত্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ॥

নারদীয়-পুরাণম্।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—মালতী, বকুল, অশোক, শেফালিকা, নবমালিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধু, (মৌফুল) পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত্ত) যূথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার ও বাসক—এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়। আমি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপ এই পঞ্চবিংশতি পুষ্পে আমার বনমালা গ্রথিত করিয়াছি।

শ্রীহরিকে পুষ্পপ্রদান করিলে অশেষ ফল লাভ হয়। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পুষ্প মাস বিশেষে কিংবা সর্ব্ব সময়ে প্রদান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। দ্রোণ, কুমুদ, নীলোৎপল, করবীর, বক, পলাশ প্রভৃতি পুষ্প মহাফলপ্রদ। ইঁহা ছাড়া আষাঢ়ে কেতকী, কদম্ব প্রভৃতি পুষ্প, কার্ত্তিকে মালতী, বক প্রভৃতি পুষ্প, বসন্ত কালে আম্র পুষ্প প্রভৃতি প্রদান করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। পুষ্প সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু কথা আছে।

এখানে সংক্ষেপেই লিখিত হইল। বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে, স্কন্দ-পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি দেখিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আর একটি পুষ্পের কথা লিখিত আছে—আশা করি তাহার নাম করিলে বৈষ্ণবগণ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। সে পুষ্পটির নাম "জবাফুল"। অনেকের বিশ্বাস জবাফুল স্পর্শ করিলে, তাহার হরিভক্তি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কি লেখা আছে দেখুন—

সমুজ্জ্বলৈর্জবা-পুষ্পৈ-রভ্যর্চ্চ্য জলশায়িনম্।
সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ॥
জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুরহস্য-বচনম্।

শুক্লবর্ণ জবাপুষ্প দ্বারা জলশায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে, নির্ভীক ও মৎসরহীন হইয়া অতীব বিশুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে জবাপুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি হরিসন্তোষ হেতু পরমা গতি লাভ করেন।

অথ পুষ্পদানে নিয়ম-বিশেষঃ।

মল্লিকাস্তু দিবা রাত্র্যোর্নক্তং সম্পাকযূথিকে।
নন্দ্যাবর্ত্তঞ্চার্দ্ধরাত্রে মালতীং প্রাতরেব হি॥
ইতরাণি তু পুষ্পানি দিবা ভগবতেঽর্পয়েৎ।
এবং কেচিচ্চ মন্যন্তে পূজাবিধি-বিশারদাঃ॥

কোন কোন পূজাবিধি-বিচক্ষণ ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, মল্লিকাপুষ্প দিন কিংবা রাত্রি যে কোন সময়ে শ্রীহরিকে অপর্ণ করা যায়। যূথি ও

চম্পক (সোঁদালি ফুল) রাত্রিতে, নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, মালতী প্রাতঃ-কালে ও অন্যান্য পুষ্প দিবাভাগে শ্রীভগবানকে অর্পণ করিবে।

পুষ্পচয়ন করিয়া অবিলম্বে শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করা উচিত। প্রাতঃ-কালে পুষ্প চয়ন ও বিষয় কর্ম্মাদি সারিয়া বেলা তিনটার সময় শ্রীভগবানের পূজা করা ভাল নহে। পুষ্প চয়ন করিয়া বেশীক্ষণ রাখিলে, তাহা পর্য্যুষিত বলিয়া গণ্য হয়। তবে কোন কোন পুষ্পে বিশেষ আছে। যথা—

প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্।
জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা ॥
অবচায়োত্তরকালে জ্ঞেয়মেতদ্ বিচক্ষণৈঃ ॥

বিষ্ণুরহস্যম্।

চয়নের পর জাতীপুষ্প একপ্রহর, করবীর অহোরাত্র—পদ্ম প্রভৃতি জলজাত কুসুম সাতদিন ও বকপুষ্প ছয় মাস বিশুদ্ধ থাকে।

অথ স্বর্ণাদি-পুষ্পাণি।

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চ্চয়েৎ।
ন চ নির্ম্মাল্যতাং যাতি তান্যুহুরর্পয়েৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্বর্ণনির্ম্মিত ও রত্নাদি নির্ম্মিত পুষ্পে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ঐ সমস্ত পুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না। একবার পুষ্প প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেই তাহা প্রত্যহ নিবেদন করা যায়।

ন নির্ম্মাল্যং হেম পুষ্পমর্পয়েদার্পিতং সদা।

দেবীপুরাণম্।

সুবর্ণপুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না। উহা নিবেদিত হইলেও পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে পারা যায়।

স্বর্ণ-পুষ্পার্চ্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তস্যৈব পাদরজসা শুধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ যাঁহার গৃহে সুবর্ণপুষ্প দ্বারা পূজিত হইয়া বিরাজ করেন, তাঁহার চরণ-ধূলিতে পৃথিবী পবিত্র হয়।

বিহিত পুষ্প দ্বারা মণ্ডপ, ছত্র, বিতান, দোলা, মঞ্চমালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, শ্রীহরির সেবা করিলেও তাহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

কেশবোপরি যঃ কুর্য্যাৎ ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপম্।
পুষ্পৈস্তন্মঞ্চকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্॥
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো মহাভোগৈঃ ক্রীড়া-রতি-সমন্বিতৈঃ।
নিত্যস্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ।

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের জন্য পুষ্প-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, কিংবা তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পছত্র প্রদান করেন, অথবা পুষ্পমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার পুণ্যের কথা বলিতেছি—সে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য, নানারূপ উত্তম ভোগ, ক্রীড়া ও বিহারাদি উপভোগ করিয়া নিত্য সুরপুরে অবস্থান করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এবমুক্তৈরনুক্তৈশ্চ শোভাঢ্যৈর্বা সুগন্ধিভিঃ।
সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈ র্ন নিষিদ্ধৈস্তু দুঃখদৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যে সমস্ত পুষ্পের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কিংবা যাহাদের উল্লেখ নাই, সুগন্ধি ও সুদৃশ্য হইলে যে সমস্ত পুষ্পই শ্রীহরিকে অর্পণ করা যায়। কিন্তু নিষিদ্ধ পুষ্প কদাপি অর্পণ করিবে না। ক্লেশদ পুষ্প অর্থাৎ যে পুষ্প ব্যবহার করিতে ক্লেশ বোধ হয়, যেমন কণ্টকযুক্ত পুষ্প কিংবা ভারবিশিষ্ট পুষ্প প্রভৃতি শ্রীহরিকে কদাপি অর্পণ করিবে না।

অথ নিষিদ্ধ-পুষ্পাণি।

শ্মশান-চৈত্য-দ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতম্।
কলিকাচ ন দাতব্যা দেবদেবস্য চক্রিণঃ॥
শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
সুগন্ধি শুক্লং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ॥
দত্ত্বা কণ্টকিসম্ভূত-মনুক্তং পরিভূয়তে।
অনুক্ত-রক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ॥
উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ।
অগন্ধি দত্ত্বাবাপ্নোতি হ্যশুভং পরমং নরঃ॥

শ্মশানজাত পুষ্প, চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্প, (কোন কোন বৃক্ষের নীচে বেদি বাঁধিয়া ঐ বৃক্ষকে কোন কোনও সম্প্রদায়ের সাধকগণ পূজা করিয়া থাকেন; ঐ বৃক্ষকে চৈত্যবৃক্ষ কহে) ভূমিতে পতিত পুষ্প ও কলিকা অর্থাৎ অফুটন্ত ফুল, শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে না। শুক্লবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণের পুষ্প প্রদান করিবে না। কণ্টক তরু অর্থাৎ যে বৃক্ষে কাঁটা আছে, এমন বৃক্ষের পুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান করিতে নাই; কিন্তু কণ্টক তরুর পুষ্প যদি শুক্লবর্ণ ও সুগন্ধি হয়, তাহা হইলে শ্রীহরিকে প্রদান করা যায়। কণ্টক তরুর পুষ্প যাহা প্রদান করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, তাহা সুগন্ধি হইলেও প্রদান করিতে নাই। রক্তবর্ণ পুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান

করিবে না। যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তিনি অসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু পদ্ম, করবীর প্রভৃতি পুষ্প রক্তবর্ণ হইলেও শাস্ত্রবিহিত; অতএব তাহা শ্রীহরিকে প্রদান করা যায়। যে পুষ্পের গন্ধ উগ্র, তাহা শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে, উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। গন্ধহীন পুষ্প প্রদান করিলে পরম অশুভ প্রাপ্ত হইতে হয়।

> ন গৃহে করবীরৈস্তু কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
> পতিতৈর্ম্মুকুলৈর্ম্ম্লানৈঃ শ্বাসৈর্ব্বা জন্তুদূষিতৈঃ।
> আঘ্রাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নার্চ্চয়েৎ॥
>
> বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

গৃহজাত করবীর পুষ্প দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে নাই। এইজন্য বরাহ পুরাণে লিখিত আছে—"বন্ধূক-করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ ক্বচিৎ" অর্থাৎ বন্ধূক ও করবীর বৃক্ষ কদাপি বাসস্থানে রোপণ করিবে না। ভূমি-পতিত, মুকুলিত, (অর্থাৎ যাহা প্রস্ফুটিত হয় নাই) ম্লান, শ্বাসদুষ্ট (অর্থাৎ যাহাতে নিশ্বাস লাগিয়াছে) কীট দূষিত, আঘ্রাত (অর্থাৎ যাহার গন্ধ গ্রহণ করা হইয়াছে) অঙ্গ সংস্পৃষ্ট অথবা গর্হিত পুষ্প দ্বারা কদাপি অর্চ্চনা করিবে না।

মুকুলিত ও ম্লান পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চন নিষিদ্ধ হইলেও এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যথা—

> কলিকাভিস্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।
> শুষ্কৈর্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপি॥
> জাতিযূথ্যো স্তথামল্লী নব মালিকয়োরপি।
> কলিকাভির্হরের্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে।
>
> জ্ঞানমালা।

চম্পক ছাড়া অন্য পুষ্পের কলিকা দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে না। পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি শুষ্ক হইলে, তাহাদ্বারা কদাপি শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে না। জাতি, যূথী, মল্লিকা ও নবমল্লিকার কলিকা সুগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কোন কোন ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদ্বারাও শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

পর্য্যুষিত অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের সংগৃহীত পত্র, পুষ্প কিংবা জল দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে নাই। তৎসম্বন্ধেও বিশেষ বিধি এই যে—

ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপল-চম্পকে।
তুলস্যগস্ত্য-বকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা॥

জ্ঞানমালা।

পদ্ম, উৎপল, চম্পক, তুলসীপত্র, বকপুষ্প, বকুলপুষ্প, বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল প্যর্য্যুষিত হয় না অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে কিংবা তৎপূর্ব্বেও সংগ্রহ করিলে, তাহা দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করা যায়।

অথ বিশেষতো নিষিদ্ধ-পুষ্পাণি।

পূর্ব্বে যে সকল নিষিদ্ধ পুষ্পের কথা বলা হইয়াছে, সে গুলি অবস্থা-বিশেষে বিহিতও বটে। যথা—শ্মশানজাত, চৈত্য, ভূপতিত প্রভৃতি নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্মশানজাত না হইলে সেই পুষ্পই বিহিত; আবার বিহিত পুষ্পও অবস্থা-বিশেষে নিষিদ্ধও হইতে পারে; পূর্ব্বে তাহাই দেখান হইয়াছে। সম্প্রতি কতকগুলি পুষ্পের নাম পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি সকল অবস্থাতেই নিষিদ্ধ। যথা—

ক্রকরস্য চ পুষ্পাণি তথা ধুস্তূরকস্য চ।
কৃষ্ণঞ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দ্দনে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্‌।

করবীর পুষ্প (এখানে করবীর পুষ্প বলিতে পূর্ব্বোক্ত গৃহজাত করবীর বুঝিতে হইবে)। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হরিদ্রাবর্ণ করবীরই ক্রকুর। ধুস্তুরপুষ্প, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ পুষ্প ও আকন্দ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে নাই।

নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টিং তথৈব গিরিকর্ণিকাম্।
ন কণ্টকারিকাপুষ্পং অচ্যুতায় নিবেদয়েৎ ॥
কুটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃসত্ত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দ্দনম্।
তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥
উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমম্।
উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ ॥
কাঞ্চনারয়বৈঃ পুষ্পৈ র্যেঽর্চ্চয়ন্ত্যসুরদ্বিষম্।
দারিদ্র্যদুঃখবহুলং তেষাং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি ॥
গিরিকর্ণিকয়া বিষ্ণুং যেঽর্চ্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ।
তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

আকন্দ, ধুস্তূর, ঝিণ্টি, গিরিকর্ণিকা ও কণ্টকারিপুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান করিতে নাই। কুটজ, শাল্মলী ও শিরীষপুষ্প শ্রীহরিকে প্রদান করিলে, মহাভয় উৎপন্ন হয় ও দুর্ব্বলতা সঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আকন্দ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, শ্রীহরি কুপিত হইয়া তাহাকে ভয়, কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যে সমস্ত মূর্খ ধুস্তূরপুষ্প

দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, গরুড়ধ্বজ শ্রীহরি তাহাদিগকে ভীষণ উন্মাদ রোগ প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি কাঞ্চনাকৃতি পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, শ্রীহরি তাহাদিগকে দারিদ্র্য যন্ত্রণা প্রদান করেন। যাহারা গিরিকর্ণিকা পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, শ্রীহরি তাহাদের বংশ নাশ করিয়া থাকেন।

অথ পুষ্পগ্রহণ-কালঃ।

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

মধ্যাহ্ন-স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিলে, তাহা দ্বারা কদাপি শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে না। যেহেতু তাহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রাতঃস্নানের পরই পুষ্প চয়নের প্রশস্ত সময়। বচনান্তরে পাওয়া যায়, স্নান না করিয়া কুসুম চয়ন করিতে নাই। এখানে স্নান শব্দে প্রাতঃস্নান বুঝিতে হইবে। যাঁহারা প্রাতঃস্নানে অশক্ত, তাঁহারা বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া মাত্র স্নান কিংবা স্নানানুকল্প করিয়া মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে কুসুম চয়ন করিবেন।

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পাং গৃহ্লন্তি বৈ নরাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্লন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ॥
ঋষয়স্তন্ন গৃহ্লন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ।

স্কন্দপুরাণম্।

স্নানান্তে পুষ্প চয়ন করিলে, দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ তাহা গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

অথ পুষ্পাভাব-সমাধানম্।

কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যদি কোন প্রকারে পুষ্প সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অগত্যা চুরি করিয়া আনিলেও দোষ নাই। যেহেতু মনু বলিয়াছেন, দেবতার জন্য পুষ্পচৌর্য্যকে চৌর্য্যের মধ্যে ধরা হয় না।

তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশ্যং বৈ হরেদ্বুধঃ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

ধর্ম্মার্থে তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্পাদি প্রকাশ্য ভাবেই হরণ করিতে পারা যায়; কিন্তু অন্য কোন কারণে হরণ করিলে পাতিত্য জন্মে।

বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতা লাভতো মতম্॥
কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ।
বিহিত-প্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম।

শাস্ত্রবিহিত পুষ্প সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অগত্যা বিহিত-প্রতিষিদ্ধ (অর্থাৎ যে পুষ্পাদির কোন শাস্ত্রে বিধি ও কোন শাস্ত্রে নিষেধ আছে; যথা—বন্ধুকাদি পুষ্প বামন পুরাণে নিষিদ্ধ ও পুরাণান্তরে গৃহীত) দ্বারা অর্চ্চন করিতে পারা যায়। যে পুষ্প অবস্থাবিশেষে বিহিত ও অবস্থাবিশেষে নিষিদ্ধ, তাঁহাকেও বিহিত-প্রতিষিদ্ধ বলা

যাইতে পারে। যেমন শাস্ত্রে আছে, যে পুষ্প হস্তে করিয়া কাহাকেও প্রণাম করা যায়, সে পুষ্প শ্রীহরিকে দান করিতে নাই; এ পুষ্পগুলি বিহিতই বটে, কিন্তু হস্তে করিয়া প্রণাম করায় নিষিদ্ধ হইল; ইহাকেও বিহিত-প্রতিষিদ্ধ বলা যায়। বিহিত পুষ্পের অভাবে, বিহিত-প্রতিষিদ্ধকুসুমে পূজা করা যাইতে পারে; কিন্তু একেবারে নিষিদ্ধ আকন্দ, ধুস্তুর, গন্ধহীন প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা কদাপি অর্চ্চনা করিবে না।

পত্রাণি চার্পয়েদ্দূর্ব্বা-ঙ্কুরানপিচ ভক্তিতঃ।
কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভগবানের অর্চ্চনা-কালে পত্র, দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি ভক্তিসহকারে প্রদান করিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই তুলসী পত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে।

পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দূর্ব্বাঙ্কুরানপি।
সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ॥
পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে।
পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

ফুলের অভাবে যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে দূর্ব্বাঙ্কুর প্রদান করেন, তিনিও পুষ্প-দানের ফল লাভ করেন। শ্রীভগবান্‌কে পুষ্পের অভাবে পত্র ও পত্রের অভাবে জল প্রদান করিবে, তাহাতেও ফল লাভ হইবে।

অথ-পত্রাণি।

পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম॥

অপামার্গস্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজমতঃপরম্।
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমীপত্রকম্ ॥
দূর্ব্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশপত্রকম্।
তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকম্ ॥
বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমম্।
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈ র্যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।

নারসিংহপুরাণম্।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির সন্তোষজনক, অতি বিশুদ্ধ পত্রসমূহের বিষয় আমি বর্ণন করিব, অবধান কর। অপামার্গ, ভৃঙ্গরাজ, তমালপত্র, শমীপত্র, এতদপেক্ষা দূর্ব্বাপত্র শ্রেষ্ঠ; দূর্ব্বাপত্র অপেক্ষা কুশপত্র, কুশ-পত্র অপেক্ষা আমলকপত্র, আমলকপত্র অপেক্ষা বিল্বপত্র ও বিল্বপত্র অপেক্ষা তুলসীপত্র শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত এই সমস্ত পত্র দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া সসম্মানে শ্রীহরি-ধামে বাস করেন।

কেতকী-পুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকম্।
তুলসী কালতুলসী সদ্যস্তুষ্টিকরং হরেঃ ॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরাজস্য চ।
তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥

অগ্নিপুরাণম্।

কেতকীপুষ্পের পত্র, ভৃঙ্গরাজ পত্র ও শ্বেত এবং কৃষ্ণতুলসী শ্রীহরির আশু প্রীতিকর। বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র ও তমাল-পত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিলে শ্রীহরি সদ্যঃ সন্তুষ্ট হন।

প্রত্যেক পত্র প্রদানেরই বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে; গ্রন্থ-বাহুল্যভয়ে সমস্তগুলির উল্লেখ করিব না। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত উৎকট প্রেমিকগণের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বিল্বপত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার দুই একটি দেখাইব। আশা করি, ইহাতে কেহ আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ শিষ্যগণকে আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিল্বপত্র স্পর্শ করিবে, আমি তাহার হস্তের জল গ্রহণ করিব না—এরূপ ভক্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

অথ বিল্বপত্র-মাহাত্ম্যম্

বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিবর্দ্ধন।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা॥
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে নারদ যে ব্যক্তি আমাকে কার্ত্তিকমাসে বিল্বপত্র দ্বারা ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার মুক্তি হইবে তাহা তোমাকে বলিয়াছি। অখণ্ড বিল্বপত্র সমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি একবার মাত্র আমায় অর্চ্চনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া আমার ধামে বাস করেন।

সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ॥

বিষ্ণুরহস্যম্।

বিল্বপত্র দ্বারা একবার মাত্র শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে, মানব মুক্ত ও নির্ভীক হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইতে পারে।

অথ পত্রপুষ্পাদি-সমর্পণ-নিয়মঃ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্॥

জ্ঞানমালা।

পত্র, পুষ্প কিংবা ফল অধোমুখ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে নাই; যেহেতু তাহা শ্রীভগবানের অত্যন্ত অপ্রীতিকর; অতএব পত্রপুষ্পাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবেই সমর্পণ করিতে হয়।

শাস্ত্রকার বিল্বপত্র, তুলসী পত্র প্রভৃতি বহু পত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু তন্মধ্যে তুলসীপত্রের মাহাত্ম্য অধিক এবং তুলসী-পত্র শ্রীভগবানের পূজায় অর্পণ করিতেই হইবে। তুলসীপত্র ভিন্ন পূজা, নৈবেদ্যদান প্রভৃতি কিছুই হইবে না। তুলসীপত্র-রহিত পূজাদি শ্রীহরির অপ্রীতিকর। অন্যান্য পত্রসম্বন্ধে সে নিয়ম নহে; কিন্তু দান করিলে, ফলবিশেষ লাভ হইবে। তুলসী পত্রাপর্ণ নিত্য, অন্য পত্রাপর্ণ তেমন নহে।

অথ শ্রীতুলসীপত্রাপর্ণ-নিত্যতা।

তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং, সংপদ্যতে মাধবপুণ্যবাসরে।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং, তেষাং সুখং নেহচ দৃশ্যতে পরে॥

পদ্মপুরাণম্।

বৈশাখ মাসের পুণ্যদিনে যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবানের পূজার্থ তুলসী পত্র সংগ্রহ না করে, সেই সকল ব্যক্তির যৌবনে, জীবনে ও অর্থোপার্জ্জনে ধিক্। কি ইহকাল, কি পরকাল, কোন কালেই তাহাদের সুখ হয় না।

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চ্চনম্।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্ণামি ন পূজাং শতবার্ষিকীম্॥

গরুড়-পুরাণম্।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীপত্র সংগ্রহ করিয়া আমার পূজা না করে, আমি শতবৎসর তাহার পূজা গ্রহণ করি না।

যদ্‌গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যাৎ তদ্‌গৃহং শুভবর্জ্জিতম্॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

যাহার গৃহে শ্রীশালগ্রাম-শিলা-পূজার্থ তুলসী বিদ্যমান না থাকে, তদীয় গৃহ শ্মশানবৎ ও অমঙ্গলজনক।

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা,
স্নানং ন তদ্‌যত্তুলসীবিনাকৃতম্।
ভুক্তং ন তৎ যত্তুলসীবিনাকৃতং,
পীতং ন তৎ যত্তুলসীবিনাকৃতম্॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণম্।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—তুলসীরহিত পূজা, পূজা নহে, তুলসীরহিত স্নান, স্নান নহে, তুলসীরহিত ভোজন, ভোজন নহে ও তুলসীরহিত পানও পান নহে।

তুলসীরহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েৎ তত্র নোচেৎ তন্নামতো যজেৎ॥
তুলসীদলমাদায় যোঽন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা সহি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ॥

বায়ুপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ কদাচ তুলসী ভিন্ন পূজা গ্রহণ করেন না। সুতরাং তুলসীর অভাব হইলে তুলসীকাষ্ঠ শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইবে। তুলসী-কাষ্ঠেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তুলসী নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে।

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা দেবতান্তরের অর্চ্চনা করে, সে ব্রহ্মঘাতী, গোঘাতী ও গুরুদারগামীর তুল্য পাপী হয়।

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিত পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্।
নবর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলম্॥

নারদীয়-পুরাণম্।

পর্য্যুষিত পুষ্প জল প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। কিন্তু তুলসীপত্র ও গঙ্গা-জল কিছুতেই বর্জ্জনীয় নহে।

তুলসীপত্র প্রদানের বহুতর মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। মোট-কথা সকলেরই সচন্দন তুলসীপত্র শ্রীগোবিন্দ-চরণে অর্পণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক শ্রেণীর প্রেমিকভক্ত আছেন, তাঁহারা তুলসী স্পর্শ করেন না; বলেন,—ওগুলি "ঐশ্বর্য্য"। এটি যে তাঁহাদের দুর্ভাগ্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

তুলসী চয়নের মন্ত্র ও বিধি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এবং কৃত্বা মহাপূজা-মঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ।
ক্রমাদ্ যথাসম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ঐইরূপ আবাহন হইতে তুলসীদান পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, শ্রীভগ-বানের অঙ্গোপাঙ্গাদি স্বসাম্প্রদায়িক মতানুসারে ও নিজের ভাবানুসারে পূজা করিবেন।

অথাঙ্গোপাঙ্গ-পূজা।

মন্ত্রবর্ণপদান্যাদৌ তত্তন্ন্যাসপদেষুচ।
বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চ যথাস্পদম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পূর্ব্বলিখিত ন্যাসস্থানে স্থানানুসারে মন্ত্র, বর্ণ, পদ, বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে।

শ্রীভগবানের মস্তক, বদন প্রভৃতি অঙ্গ এবং বেণু প্রভৃতি উপাঙ্গ। শ্রীভগবানের ন্যায় এসমস্তই চিন্ময় বস্তু। অতএব প্রত্যেকেরই অর্চ্চনা করা উচিত। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে ন্যাসাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই ন্যাসানুসারে মস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ। ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ প্রভৃতি মন্ত্রে শ্রীঅঙ্গের পূজা করিবেন। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বোধে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তিতে অঙ্গন্যাস করিতে হয় না। তাঁহারা নিজের অভিরুচি অনুসারে শ্রীঅঙ্গের পূজা করিবেন। উপাঙ্গ পূজা করিতে হইলে, "শ্রীমুখবেণবে নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে পূজা করিবেন। যাঁহারা যে মূর্ত্তির উপাসনা করিবেন, তাঁহারা সেইমূর্ত্তির ভূষণ আয়ুধ, প্রভৃতি উপাঙ্গের অর্চ্চনা করিবেন। শ্রীনন্দ-নন্দনোপাসকগণ বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ প্রভৃতি উপাঙ্গের ও শ্রীচতুর্ভুজোপাসকগণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, প্রভৃতি উপাঙ্গের পূজা করিবেন।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোঽর্চ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ॥
তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ।
পূজয়েদ্ গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অঙ্গ ও উপাঙ্গ পূজার পরে মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, শ্রীভগবানের অনুমতি লইয়া, আবরণ-দেবতাগণের প্রত্যেককে আবাহন করিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গন্ধপুষ্প দ্বারা যথাস্থানে ক্রমান্বয়ে অর্চ্চনা করিবে।

যোগপীঠে অষ্টদল পদ্মে শ্রীভগবান্‌কে ঘিরিয়া যে সমস্ত পার্ষদ আছেন, তাঁহাদিগকে আবরণ-দেবতা বলা হয়। এই আবরণ-দেবতা শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ও লীলাভেদে পৃথক পৃথক। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সর্ব্ববৈষ্ণবসাধারণ্যে যে আবরণ-দেবতার পূজা লিখিত আছে, তাহাই এস্থানে লিখিত হইল।

অথাবরণ-পূজা। তত্র প্রথমাবরণম্।

কর্ণিকায়াং চতুর্দিক্ষু দ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্।
বাসুদামং সুদামঞ্চ দামঞ্চ কিঙ্কিনীং যজেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যোগপীঠে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীভগবানের চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রিয় বয়স্য বসুদাম, সুদাম, দাম ও কিঙ্কিনীকে অর্চ্চনা করিবে। পূজায় "বসুদামায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

অথ দ্বিতীয়াবরণম্।

তদ্‌বহিশ্চাগ্নিকোণাদৌ কেশরেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
হৃদয়াদিযুতাঃ পূজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

দ্বিতীয়াবরণে কর্ণিকার বহির্ভাগে অগ্নি, ঈশান, বায়ু ও নৈঋর্ত এই চারি কোণে কেশরে বিদ্যমান অঙ্গদেবগণকে নিজ নিজ বর্ণাদি ও হৃদয়াদি মন্ত্রসহ পূজা করিবে। ক্রমদীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে, শুক্ল, নীল ও রক্তবর্ণা স্ত্রীরূপা বরাভয়করা অঙ্গদেবতাগণকে "হ্রীং

হৃদয়ায় নমঃ, নমঃ শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হয়।

তত্র তৃতীয়াবরণম্।

ততো বহিশ্চ পূর্ব্বাদি-দিগ্দলেষ্বষ্টসু প্রভোঃ।
মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা নাগ্নজিতী ক্রমাৎ॥
সুনন্দা মিত্রবিন্দা চ সম্পূজ্যাথ সুলক্ষণা।
জাম্ববতী সুশীলাচ তত্তদ্দ্রব্যাদি-ভূষিতাঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তৃতীয়াবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বাদি ক্রমে অষ্টদলে রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবিন্দা, জাম্ববতী ও সুশীলা এই অষ্ট মহিষীকে লীলাকমল প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত রূপে চিন্তা করিয়া পূজা করিবেন।

তত্র চতুর্থাবরণম্।

পূর্ব্বাদ্যষ্টদলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীম্।
শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাম্॥
গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাব-ত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ।
বিচিত্ররূপ-বেশাদি-শোভমানানিমান্ যজেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

চতুর্থাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের দলাগ্রে পূর্ব্বাদিক্রমে বিচিত্র রূপ ও বেশ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীবসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদা, বলভদ্র, সুভদ্রা, গোপবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ-সমন্বিত-লজ্জাবশতঃ দূরে সংস্থিত গোপীগণকে পূজা করিবে।

তত্র পঞ্চমাবরণম্।

তদ্বহিশ্চতুরস্রান্ত-পূর্ব্বাদ্যাশা-চতুষ্টয়ে।
সন্তানং পারিজাতঞ্চ কল্পদ্রুমমথার্চ্চয়েৎ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্।
কর্ণিকায়াঞ্চ সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

পঞ্চমাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরস্রের পূর্ব্বাদি চারিকোণে সন্তান, পারিজাত, কল্পদ্রুম ও হরিচন্দন এই চারিটি অভীষ্ট ফলদ দিব্য বৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। কর্ণিকায় শ্রীভগবানের পৃষ্ঠ-মন্দার নামক দেবতরুর পূজা করিবে।

তত্র ষষ্ঠাবরণম্।

তদ্বহিশ্চাষ্টদিক্পালান্ স্বস্বদিক্ষ্বেব পূজয়েৎ।
তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্র-বাহন স্বজনান্বিতান্।
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।
নিঋর্ত্যম্বুপয়ো র্মধ্যে ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

ষষ্ঠাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদলপদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরস্রের বহির্দ্দেশে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে, বীজ, আধিপত্য, অস্ত্র, বাহন ও স্বজনান্বিত তত্তদ্বর্ণবিশিষ্ট, ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নৈঋর্ত, বরুণ, মরুৎ, কুবের ও ঈশান এই অষ্টদিক্পালগণকে পূজা করিবে। নৈঋর্ত ও বরুণ কোণের মধ্যে অধোদিক্পালগণকে, অনন্তকে ও ইন্দ্র ও রুদ্রের মধ্যস্থলে উর্দ্ধদিক্পাল ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। দশদিক্পালের বীজ

যথাক্রমে লাং, বাং, মাং, ক্ষাং, রাং, যাং, সাং, হাং, হ্রীং ও আং। বর্ণ যথা—ক্রমে, কপিশ, কপিল, নীল, শ্যামল, শ্বেত, ধূম্র, অমল, সিত, শুচি ও রক্ত। পূজাপ্রয়োগ যথা—পূর্ব্বদিকে "লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধ-মণিগণ-কিরণ-প্রস্ফুরদ্ভূষণায় নমঃ ইত্যাদি।

তত্র সপ্তমাবরণম্।

ততো বহিশ্চাষ্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্।
ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্॥
বজ্রং শক্তিঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গ-পাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ।
যজেদ্ গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাব্জে ত্বধঊর্দ্ধয়োঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

সপ্তমাবরণে যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুরস্রের বহির্দ্দেশবর্ত্তী অষ্টদিক্‌পালের বহির্ভাগে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূল, এই অষ্ট আয়ুধগণকে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে পূজা করিবে ও অধঃ এবং ঊর্দ্ধে চক্র ও পদ্মের পূজা করিবে। এই সকল আয়ুধগণ শ্রীভগবানের পার্ষদ; ইহাদের মস্তকে নিজ নিজ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। "বজ্রায় নমঃ, শক্তয়ে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

সর্ব্বানন্দপ্রদং হ্যেতৎ সপ্তাবরণপূজনম্।
অশক্তোঽঙ্গেন্দ্রবজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চ্চয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই সাতটি আবরণ-পূজন সর্ব্বানন্দপ্রদ। যাঁহারা সাতটি আবরণ পূজা করিতে না পারিবেন, তাঁহারা প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাবরণ পূজা করিবেন।

ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্ঞেয়ং তত্তৎকামবতাং মতম্।
অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণ-দেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে যে ভাবে আবরণ-পূজার ব্যবস্থা আছে, ঐকান্তিক ভক্তগণ বিবেচনা করিবেন যে, এ ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা শত্রুনাশ ধর্ম্মলাভ প্রভৃতি কামনা করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহারাই এইভাবে আবরণ পূজা করিবেন। এভাবে আবরণপূজা ব্রজোপাসকগণের ভাবানুকূল হয় না।

"স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি ধ্যানে অসংখ্যগোপী-পরিবেষ্টিতরূপে শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করা হয় এবং "ফুল্লেন্দীবর-কান্তি-মিন্দুবদনং" ইত্যাদি ধ্যানে গো, গোপ ও গোপী-পরিবেষ্টিতরূপে শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করা হয়। উপরোক্ত আবরণ-দেবতা শ্রীবসুদেব, শ্রীরুক্মিণী বা বজ্র প্রভৃতি আয়ুধের শ্রীবৃন্দাবনে গন্ধমাত্রও নাই। অতএব এভাবে আবরণ-পূজা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? যে সকল পার্ষদ-পরিবেষ্টিতরূপে ধ্যান করা হয়, সেই সমস্ত পার্ষদই আবরণ দেবতা। শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী ত এ সমস্ত পার্ষদ-বেষ্টিত নহেন; কাজেই ইঁহারা শুদ্ধভাবে ব্রজোপাসনায় আবরণ-দেবতা হইতে পারেন না। সকাম পূজার জন্য এই সমস্ত পার্ষদ-বেষ্টিত-রূপে ঐশ্বর্য্য ভাব-মিশ্রিত ধ্যান ক্রমদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা শত্রুনাশ প্রভৃতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সেই নিয়মে ও সেই ধ্যানে পূজা করিয়া, এই সমস্ত আবরণ পূজা করিবেন। যাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য কিংবা মধুরভাবে শ্রীনন্দনন্দনের সহিত সম্বন্ধ মনন করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা যাহাতে নিজ ভাব সঙ্কুচিত না হয়, সেইভাবে পূজাদি করিবেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে একান্ত-ভক্তগণের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। যথা—

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়া।
প্রথমাবরণে পূজ্যা কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ॥
ততো গোপকুমারাশ্চ তদ্‌বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদা-রোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ॥
ততো বৎসাশ্চ গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে॥
রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিৎ মাতুরন্তিকে।
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্‌ হর্ষভরাকুলঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

একান্তি ভক্তগন প্রথমাবরণে শ্রীরাধাপ্রভৃতি শ্রীভগবানের প্রিয়াবর্গকে শাস্ত্রোক্তধ্যানানুসারে অর্চ্চনা করিবেন। প্রিয়াবর্গ লজ্জাবশতঃ দূরস্থ হইলেও অর্চ্চনাকালে সন্নিহিত থাকেন। তৎপরে শ্রীভগবানের বয়স্য গোপবালকদিগকে অর্চ্চনা করিবেন। তদ্‌বহির্দেশে নন্দ ও তত্তুল্য গোপদিগকে এবং যশোদা রোহিণী ও তত্তুল্যা গোপীদিগকে অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে বৎস, গাভী, বৃষ ও আরণ্য মৃগদিগকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। অনন্তর নীরাজনোৎসবে আগত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিবেন। শ্রীবলদেবকে কোন সময়ে কৃষ্ণের সমীপে ও কোন সময়ে রোহিণীর সমীপে অর্চ্চনা করিবেন। এতদ্‌ব্যতীত আনন্দভরে চতুর্দ্দিকে পর্য্যটনকারী শ্রীনারদকেও অর্চ্চনা করিবেন।

যাঁহারা সখ্য কিংবা বাৎসল্যরসে ব্রজোপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভাবে আবরণ-পূজাই ভাবানুকূল হয়। কিন্তু মাধুর্য্যভাবে উপাসনা করিতে হইলে, এরূপ ভাবে আবরণ চিন্তা করিলেও রসপুষ্টি হয় না; সেজন্য শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অন্য প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এবং যদ্ধ্যান-পূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতম্॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

এই প্রকার ধ্যান ও পূজাদির মধ্যে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের যাহা রুচিকর, তাহাই শ্রীভগবানের প্রীতিকর ও সাধু সম্মত।

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানিচ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহার্থম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

হে ভগবন্ আপনি প্রাকৃত রূপহীন এবং অনির্ব্বচনীয়-মাহাত্ম্য; আপনার তত্ত্ব নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তথাপি আপনার প্রিয় ভক্তগণ আপনার যেরূপে মুগ্ধ ও আসক্ত হন, সেইরূপই আপনার অভিরূপ। সাধুরা যেরূপে, যেভাবে, যে লীলাবিলাসিরূপে আপনাকে চিন্তা করেন, আপনি তাঁহাদিগের উপর করুণা করিয়া সেইরূপে, সেইভাবে ও সেই লীলা-বিলাসিরূপে তাঁহাদিগের নিকটে প্রকটিত হইয়া থাকেন।

শাস্ত্র, বিষয়াবিষ্ট জীবকে দিগ্‌দর্শন করাইবার জন্য নানা কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সেগুলি নিজ ভাবের সহিত মিলাইয়া লইয়া উপাসনা করিতে পারিলেই প্রকৃত উপাসনা হয়। সকাম পূজাদির বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না; কারণ সেগুলি কেবল শাস্ত্রবিধি-সাপেক্ষ। কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হইলে, কেবল শাস্ত্রবিধিতে হয় না, তাহার সঙ্গে ভাব মিশাইতে হয়।

প্রথমতঃ সাধকের বিবেচনা করিতে হইবে, আমি উপাসনা করি

কেন? যদি স্বর্গপ্রাপ্তি কিংবা মোক্ষলাভ প্রভৃতির জন্য করিতে হয়, তবে শাস্ত্র দেখুন, যে কার্য্যে স্বর্গ বা যে কর্ম্মে মোক্ষ হয়, যথাবিধি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। কোন কামনা না করিয়া যদি কেবলমাত্র শ্রীভগবান্‌কে চান, তাহা হইলে কোন্ ভাবে চান্? যদি বলেন,—যে কোনও ভাবে পাইলেই হইবে, তবে সাধনার প্রয়োজন কি? তিনি ত অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়েই আছেন। যদি বলেন,—তাহা বুঝিতে পারি না, বুঝিবার জন্য উপাসনা করি; তবে আপনি শ্রীভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের জন্য উপাসনা করিতেছেন, - শ্রীভগবানের জন্য নহে। শ্রীভগবান্‌কে পাইতে হইলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, তাঁহাকে কতভাবে পাওয়া যাইতে পারে এবং কোথায় কে কোন্‌ভাবে পাইয়াছেন। অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন,—কেহ বা দাস্য ভাবে, কেহ বা সখ্যভাবে, কেহ বা বাৎসল্য ভাবে এবং কেহ বা মধুরভাবে শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছেন। সেই সেই ভক্তগণের প্রেমের কথা ও শ্রীভগবানের করুণার লীলাশ্রবণ করিতে করিতে যে ভাবে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করা উচিত। উপাসনা করিতে করিতে, ভাব পরিস্ফুট ও সম্বন্ধ দৃঢ় হইলে, সাধকের ভাবাক্রান্ত চিত্তে শ্রীভগবানের যে রূপ বা যে লীলার স্ফূর্ত্তি হইবে, সাধক সেই ভাবেই শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিবেন। প্রেম-পরবশ শ্রীভগবানেরও তাহাই প্রীতিকর।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি কেহ ব্রজগোপীগণের মত, কান্তভাবে শ্রীভগবান্‌কে আস্বাদন করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহার কিরূপে সাধনা করা উচিত। ব্রজগোপীগণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানের মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন; শ্রীনন্দ, যশোদা বা অন্য কোনও গোপ-গোপীর সমক্ষে তাঁহাদের ভাব কিছুতেই বিকাশ পাইতে পারে না। কাজেই কেবল ব্রজগোপী ও শ্রীভগবান্ যে লীলা

আস্বাদন করিতেছেন, তাহাই গোপীভাবলিপ্সু সাধকের ধ্যেয়। অতএব সাধকেরও গোপীপরিবেষ্টিত-ভাবে শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া উপাসনা করাই ভাবানুকূল। "স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে" প্রভৃতি ধ্যানটিই ইহার প্রকৃত অনুকূল।

এই ভাবে সাধনা করিতে হইলে, দ্বারদেবতা, আবরণ-দেবতা প্রভৃতি সমস্তই গোপী ভিন্ন অন্য কেহ হইবে না। এ সাধনা যোগপীঠস্থ অষ্টদল পদ্মের মধ্য স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল, অষ্টদলে অষ্ট প্রধানা সখী, অষ্ট উপদলে মঞ্জরীগণ, এই ভাবে ধ্যান ও পূজাদি করিতে হইবে। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি লীলা-গ্রন্থোক্ত নিত্য-লীলার সহিত মিলাইয়া উপাসনা করিতে পারিলে, আরও ভাল হয়। নিত্যলীলানুসারে শ্রীনন্দীশ্বর-গিরিগুহায় কিংবা শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে যেখান-কার যোগপীঠে অর্চ্চনা করিবেন, সেই স্থানস্থিত গোপীবর্গকে আবরণ দেবতা প্রভৃতি রূপে পূজা করিবেন। অধিক লেখা বাহুল্য; প্রেমবান্ ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে বুঝিয়া লইবেন। প্রথম প্রবর্ত্তক ভক্তগণ নিজ নিজ গুরুদেবের নিকট শুনিয়া লইবেন। মোটকথা সকলেরই তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন ভাব-বিরুদ্ধ না হয়। রাগানুরাগীর ভজনের বিশেষ বিধি জানিতে হইলে, মৎকৃত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি"-নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

অথ শ্রীনামাষ্টক-পূজা।

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ।
কুর্য্যাৎ তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলদৈঃ প্রভোঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

আবরণ পূজান্তে, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ প্রভৃতি আটটি নামমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবে। যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজা করিতে নিতান্ত অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি এই নামাষ্টক

দ্বারা আটটি সচন্দন তুলসীপত্র প্রদান করিলেও পূজাফল প্রাপ্ত হইবেন।

অথ নামাষ্টকম্।

শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
দেবকী-নন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ॥
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্ত-ভারহারী তথাপরঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈর্নমোযুতৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অষ্টনাম যথা—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দৈবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্ত-ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক। এই আটটি নামে চতুর্থীবিভক্তি ও নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। প্রয়োগ যথা—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বাসুদেবায় নমঃ। নারায়ণায় নমঃ। দেবকী-নন্দনায় নমঃ। যদুশ্রেষ্ঠায় নমঃ। বার্ষ্ণেয়ায় নমঃ। অসুরাক্রান্ত-ভারহারিণে নমঃ। ধর্ম্মসংস্থাপকায় নমঃ।

অথ ধূপনম্।

ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
কৃষ্ণং সংকীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

[ধূপ ও দীপ প্রদানান্তে এবং নৈবেদ্যার্পণের পূর্ব্বে আবরণ-দেবতা-পূজাবিধি অনেক স্থলে দেখাযায়; কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে আবরণ-দেবতাপূজার পর ধূপদীপ প্রদানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বৃন্দের এই মতে চলাই ভাল।]

নামাষ্টক পূজান্তে ধূপ উপসর্গ করিয়া, বামহস্তে ঘণ্টাবাদন ও মুখে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ভূমি হইতে শ্রীমূর্ত্তির নাভিদেশ

পর্য্যন্ত ধূপাধার উত্তোলিত করিয়া ধূপমুদ্রা যোগে অর্পণ করিবেন। মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "এষ ধূপো নমঃ" বলিয়া ধূপ উৎসর্গ করিতে হয়। ঘণ্টাবাদনের পূর্ব্বে "জয়ধ্বনি মন্ত্র-মাতঃ স্বাহা, অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা ঘণ্টা অভিমন্ত্রিত করিতে হয়। ধূপদানে—

বনস্পতি-রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

ধূপস্য বীজনে চৈব ধূপেনাঙ্গ-বিধূপনে।
নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ॥
জয়ঘোষং প্রকুর্ব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্ত্তয়েৎ।
তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিম্॥

বহ্বৃচ পরিশিষ্টম্।

ধূপবীজনে অর্থাৎ ধূপের সৌগন্ধ্য-বিস্তারের জন্য ব্যজন করিবার সময়ে ধূপ-ধূম দ্বারা অঙ্গসৌগন্ধ্য সম্পাদন-কালে ও নীরাজন-সময়ে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন করিবে। জগৎ-কারণ প্রভুর জয়-কীর্ত্তন, মঙ্গল-শব্দোচ্চারণ, কারুণ্যকীর্ত্তন ও স্তবপাঠ করিবে।

অথ ধূপাঃ।

রুহিকাখ্যং কণো দারু সিহ্লকঞ্চাগুরুঃ সিতাঃ।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ॥

বামনপুরাণম্।

জটামাংসী, কণ (এক প্রকার গুগ্গুলু) দারু, সিহ্লক, (লোবান্) অগুরু, শর্করা, নখী ও জাতীফল এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত ধূপ শ্রীহরির প্রীতিকর।

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীর-সিতাজ্য-মধু-চন্দনৈঃ।
সারাঙ্গার-বিনিক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমম্॥

মূলাগম-বাক্যম্।

গুগ্‌গুলু, অগুরু, উশীর, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন, এই সমস্ত দ্রব্য কাষ্ঠাঙ্গারে নিক্ষেপ করিলে শ্রীহরির প্রীতিকর ধূপ হয়।

তথৈব শুভগন্ধা যে ধূপাস্তে জগতঃ পতেঃ।
বাসুদেবস্য ধর্ম্মজ্ঞৈ র্নিবেদ্যা দানবেশ্বর॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ উত্তমগন্ধযুক্ত ধূপ প্রস্তুত করিয়া জগৎপতি শ্রীহরিকে অর্পণ করিবেন। অর্থাৎ ধূপ প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত গন্ধদ্রব্যের নাম বলা হইল, ইহা ছাড়াও সুগন্ধিদ্রব্য সংগৃহীত হইলে, তাহা ধূপে প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু শ্রীহরিকে ধূপ অর্পণ করিতে কতকগুলি দ্রব্য নিষিদ্ধ আছে; সেগুলি ত্যাগ করিতে হইবে।

ন ধূপার্থে জীবজাতম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

কোন প্রকার জীবজাত বস্তু ধূপে ব্যবহার করিতে নাই।

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

মৃগনাভি ভিন্ন জীবজাত কোন বস্তু ধূপে দেওয়া নিষিদ্ধ।

ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন।

কালিকাপুরাণম্।

শ্রীহরিকে কদাপি যক্ষধূপ প্রদান করিতে নাই। শালনির্য্যাস ধূপরূপে ব্যবহৃত হয়; তাহাকেই "যক্ষধূপ" কহে।

শ্রীভগবান্‌কে ধূপ অর্পণ করিয়া ধূপ শেষ গ্রহণ করিতে হয়।

তীর্থকোটিশতৈর্ধৌতো যথা ভবতি নির্ম্মলঃ।
করোতি নির্ম্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

শতকোটী তীর্থস্নানে যেরূপ দেহ পবিত্র হয়, শ্রীহরির ধূপশেষ গ্রহণ করিলে তদ্রূপ দেহ পবিত্র হয়।

অথ দীপদানম্।

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্‌ বদ্‌ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্।
পাদাব্জাদাদৃগব্জং তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ধূপ প্রদানান্তে দীপ প্রদান করিতে হয়। দীপদান করিতে হইলে পূর্ব্ববৎ "এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন পূর্ব্বক চরণকমল হইতে নয়নকমল পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া দীপমুদ্রায় দীপদান করিতে হয়। দীপদান কালে—

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহাভ্যন্তরজ্যোতি র্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

অথ দীপঃ।

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে, কর্পূর কিংবা গব্য ঘৃত দ্বারা দীপ প্রজ্বালন করিবে। অসমর্থ পক্ষে সুগন্ধি তৈলও ব্যবহৃত হইতে পারে।

হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥

মহাভারতম্।

ঘৃতদ্বারা দীপদান মুখ্য কল্প। তিল, সর্ষপ কিংবা কুসুম্ভ তৈল দ্বারা দীপদান গৌণকল্প।

অথ দীপে নিষিদ্ধম্।

বসা-মজ্জাদিভির্দীপো নতু দেয়ঃ কদাচন।

ভবিষ্যোত্তরম্।

কোন প্রাণীর বসা (চর্ব্বি) কিংবা মজ্জাদি দ্বারা দীপদান করিতে নাই।

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

নীল কিংবা লোহিত বর্ণ দশা (বর্ত্তি)-যুক্ত দীপ যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে।

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো নতু ভূমৌ কদাচন ॥

কালিকাপুরাণম্।

তৈজসাদি নির্ম্মিত দীপাধারে দীপদান করিতে হয়। মৃত্তিকায় দীপ স্থাপন করিয়া কদাপি দান করিতে নাই।

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব বা।
উপভুক্তং নবা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

লোহিতবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া দীপদান করিতে নাই।

অথ দীপ-নির্ব্বাপণাদি-দোষঃ।

স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ।
নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

স্বীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি নিজে কিংবা অন্যকর্ত্তৃক শ্রীহরিসকাশে প্রদত্ত দীপ কদাচ স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না; তৈলশূন্য কিংবা নির্ব্বাপণ করিবে না।

দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্মবিজানতা।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতম্॥
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

দীপদান করিয়া তাহা হরণ করিলে, মহাপাপ জন্মে। দীপের নির্ব্বাপণ ও হিংসনও দোষাবহ। যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দিরের দীপ তৈলশূন্য করে, তাহার নয়নে "পুষ্প"-নামক রোগ জন্মে। যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে, সে অন্ধ হয়। যে ব্যক্তি দীপ নির্ব্বাণ করে, সে কাণা হয়।

অথ নৈবেদ্যম্।

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচমনং তথা।
কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদ্ভক্ষ্যং যথাবিধি॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীভগবান্কে পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন অর্পণান্তে পাত্রে নৈবেদ্য স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি (ছত্র চামর ব্যজন গীতবাদ্যাদি সহকারে) প্রদান করিবে।

অথ নৈবেদ্য-নিবেদন বিধিঃ।

অস্ত্রং জপ্ত্বাম্বুনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া।
সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্ বায়ু-বীজজপ্ত-জলেন চ॥

তেন সংশোষ্য তদ্দোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে।
ধ্যাত্বা করতলেঽন্যত্তৎপৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ॥
তদুত্থবহ্নিনা তস্য শুষ্কদোষং হৃদা দহেৎ।
ততঃ করতলে সব্যেঽমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ॥
তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পাণি-তলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ।
তদুত্থয়া নিবেদ্যং তৎ সিঞ্চেদমৃতধরয়া॥
জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তদমৃতাত্মকম্।
সর্ব্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাষ্টকং জপেৎ॥
অমৃতীকৃত্য তদ্ধেনু-মুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ।
তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিম্॥
শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাৎ তেজো ধ্যাত্বা বিনির্গতম্।
সংযোজ্য চ নিবেদ্যেতৎ পাত্রং বামেন সংস্পৃশন্॥
স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য তজ্জলং বিসৃজেদ্ভুবি॥
তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতম্।
পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেঽর্পয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমতঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দক্ষিণ কিংবা সম্মুখ দিকে নৈবেদ্য স্থাপন করিবে। তদনন্তর জলে "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র জপ করিয়া, সেই জলদ্বারা "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে। নৈবেদ্যের উপর চক্রমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক নৈবেদ্য রক্ষণ করিবে। পরে জলে বায়ুবীজ (যং) দ্বাদশ বার জপ করিয়া পুনরায় নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে। এই প্রকারে করিলে নৈবেদ্যের দোষ-শোষণ করা

হয়। অতঃপর দক্ষিণ করতলে বহ্নিবীজ (রং) ভাবনা করিবে ও দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠভাগে বাম করতল লগ্ন করিয়া নৈবেদ্যের উপরে দেখাইবে। ইহাতে নৈবেদ্যের দোষ সকল দগ্ধ হইয়া যাইবে। অতঃপর বাম করতলে অমৃতবীজ (ঠং) চিন্তা করিবে ও বাম করের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ করতল লগ্ন করিয়া নৈবেদ্যের উপরে দেখাইবে ও মনে মনে চিন্তা করিবে—অমৃতধারায় নৈবেদ্য সিক্ত হইতেছে। জলে মূল মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিবে ও সমস্ত অমৃত-ময় চিন্তা করিবে। তিনবার করতালি দিয়া নৈবেদ্যের চতুর্দ্দিকে তুড়ী শব্দ করিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবে। "হুঁ" এই মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া আটবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। নৈবেদ্যের উপরে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে; তাহাতে নৈবেদ্যের পরিপূর্ণতা সম্পাদন করা হইবে। অতঃপর গন্ধ পুষ্প ও জলদ্বারা নৈবেদ্যের পূজা করিবে ও শ্রীভগবানের পূজা করিবে। হস্তে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া "ভগবন্ নৈবেদ্যগ্রহণায় শ্রীমুখতস্তে মহঃ প্রসরতু" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট নৈবেদ্য গ্রহণার্থ প্রার্থনা করিয়া, শ্রীভগবানের মুখ হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া নৈবেদ্য সহ সংযুক্ত হইতেছে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাম হস্তে নৈবেদ্য-পাত্র স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে গন্ধ পুষ্প ও জল লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া সেই জল ভূমিতে ফেলিবে। অনন্তর তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ভূতল হইতে উত্তোলন করিবে এবং ভক্তিসহকারে নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে।

নিবেদন-মন্ত্রো যথা—

নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে।
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ॥

দত্ত্বাথ বিধিবদ্ বারি-গণ্ডূষং বামপাণিনা।
দর্শয়েদ্ গ্রাসমুদ্রাস্ত প্রফুল্লোৎপলসন্নিভাম্।
প্রাণাদিমুদ্রা হস্তেন দক্ষিণেন চ দর্শয়েৎ।
মন্ত্রৈশ্চতুর্থীস্বাহান্তৈ-স্তারাদ্যন্তত্তদাহ্বয়ৈঃ॥
ততঃ স্পৃশংশ্চ করয়ো-রঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে।
প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে শ্রীহরির হস্তে জলগণ্ডূষ অর্পণ করিবে। বামহস্ত দ্বারা প্রফুল্ল পদ্মাকৃতি গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। দক্ষিণহস্ত দ্বারা "প্রাণায় স্বাহা" "অপানায় স্বাহা" "সমানায় স্বাহা" "উদানায় স্বাহা" ও "ব্যানায় স্বাহা" এই পঞ্চ মন্ত্রে প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা দেখাইবে। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিয়া নৈবেদ্য মুদ্রা রচনা করত প্রদর্শন করিবে ও বহির্দেশে আসিয়া নৈবেদ্য মন্ত্র জপ করিবে।

অথ নৈবেদ্য-মন্ত্রঃ।

নন্দজোঽম্বুমনু বিন্দুযুগ্ নতি পার্শ্বরামরুদবাত্মনে নি চ॥
রুদ্ধঙে-যুত নিবেদ্যমাত্মভূমাস পার্শ্বমনিলস্তথাগ্নিযুগিতি॥

ক্রমদীপিকা।

নন্দজ (ঠ) অম্বুমনু (ঔ) বিন্দু (ং) সংযুক্ত নতি (নমঃ) অতঃপর পার্শ্ব, (প) রা, এবং মরুৎ (য) তৎপরে অবাত্মনে, তদনন্তর ঙে-যুক্ত নিরুদ্ধ (নিরুদ্ধায়) তৎপরে নিবেদ্যং আত্মভূ (ক) মাস (ল্) পার্শ্ব (প) অনিল (য) যুক্ত অগ্নি শব্দ উচ্চারণ করিলেই নৈবেদ্য মন্ত্র হয়। উপরোক্ত শব্দগুলি একত্র করিলে "ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনে নিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি" এই মন্ত্র হয়।

শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া নৈবেদ্য মন্ত্র জপ ও শ্রীভগবানের ভোজন ধ্যান করিতে হয়।

ইত্থং সমর্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকাং ততঃ।
বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এই প্রকার বিধি অনুসারে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া জবনিকা দ্বারা দ্বার আবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া যথাশক্তি ধ্যান সহ জপ করিবে।

ভোজনধ্যানং যথা—

ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিত ঋষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো
লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্‌বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।
নর্ম্মক্রীড় প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পঙ্‌ক্তিভোক্তৄন্
ভুঙ্‌ক্তে পাত্রে কনক-ঘটিতে ষড্রসং শ্রীরমেশঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি সুরগণ ও ঋষিগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে, পরমসুখে সমাসীন রহিয়াছেন, কমলা বলয়-শব্দ-সহকৃত করদ্বারা সাদরে যাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, যিনি সহাস্যবদনে পরিহাস দ্বারা পঙ্‌ক্তি ভোজন-কারিগণকে হাস্য করাইতেছেন, সেই কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ কাঞ্চনময় পাত্রে ষড়্‌বিধরস-সমন্বিত ভোজ্যবস্তু ভোজন করিতেছেন।

সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলম্।
অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ॥
বিসৃজেদ্দেববক্ত্রে, তত্তেজঃ সংহার-মুদ্রয়া।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর ভোজন সমাপ্তি ধ্যান করিয়া "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা"

এই মন্ত্রে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে গণ্ডূষজল প্রদান করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা শ্রীভগবানের মুখনির্গত তেজঃ বিসর্জ্জন করিবে।

অথ বলিদানম্।

ততো যবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি।
বিষ্বক্সেনায় বিধিবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীভগবানের ভোজন চিন্তার পর দ্বারস্থ যবনিকা অপসারণপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া জল গণ্ডূষ প্রভৃতি প্রদানান্তে নৈবেদ্যাংশ যথাবিধি বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিবে।

বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্।
পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ॥

নারদপঞ্চরাত্রম্।

শ্রীভগবন্নৈবেদ্যের শতভাগের এক ভাগ কিংবা সহস্র ভাগের একভাগ ও পাদোদকাদি বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিতে হয়। যদি লিঙ্গে শিবপূজা করা হয়, তাহা হইলে ঐ নৈবেদ্যাংশ চণ্ডেশ্বরকে অর্পণ করিতে হয়।

অথ বলিদান-বিধিঃ।

মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেব-স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণ-সেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ॥
শতাংশং বা সহস্রাংশমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য পাত্রের ঈশানকোণ হইতে নৈবেদ্যাংশ তুলিয়া লইবে এবং "সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্‌সেনায় তে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদোদক দ্বারা ঐ নৈবেদ্যাংশ সিক্ত করিয়া, শ্রীহরির বামদিকে অর্পণ করিবে। অন্যথা পূজাদি সমস্ত নিষ্ফল হইবে।

পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি-শ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ॥
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

তৎপরে বৈষ্ণবজন নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া নৈবেদ্যের শতভাগের একভাগ বৈষ্ণবগণকে অর্পণ করিবে।

তৌচ শ্লোকৌ—

বলিবিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্বায়ুসুতঃ শিবঃ॥
বিষ্বক্‌সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরিষ, বসু, হনুমান্, শিব, বিষ্বক্‌সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুকদেবাদি বৈষ্ণবসমূহ শ্রীহরির এই প্রসাদ গ্রহণ করুন।

অথ বলিদান-মাহাত্ম্যম্।

ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ।
পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি॥

বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেবচ ॥

নরসিংহপুরাণম্।

যিনি পুষ্প ও অক্ষত-সমন্বিত মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা পার্ষদবর্গকে বলিপ্রদান করেন, পার্ষদগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শান্তি, বিত্ত ও আরোগ্য প্রদান করেন।

অথ জলগণ্ডূষাদ্যর্পণম্।

উপলেপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলম্।
দদ্যাৎ ত্রিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোঽস্মৈ দন্তশোধনম্ ॥
পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ।
মার্জ্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ ॥
পারিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দত্ত্বাসনান্তরম্।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ পুনরর্পয়েৎ ॥
চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জ্জনম্।
কর্পূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বূলং তুলসীমপি ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরির সম্মুখ হইতে নৈবেদ্যাদি স্থানান্তরিত করিয়া সম্মুখে আচমনার্থ তিন গণ্ডূষ জল প্রদান করিবে। জলগণ্ডূষ দানকালে "ভগবন্নাচাম" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। দন্তশোধনার্থ সূক্ষ্ম তৃণাদি প্রদান করিবে। তদনন্তর হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনার্থ পুনরায় তিনবার জলদান করিবে। সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জন করিবে। তদনন্তর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করাইবে। পুনরায় আসন, পাদ্য, আচমনীয় প্রভৃতি প্রদান করিয়া হস্তমার্জ্জনার্থ চন্দন ও অগুরু চূর্ণ

প্রদান করিবে ও মুখবাসার্থ কর্পূর লবঙ্গ প্রভৃতি সমন্বিত তাম্বূল ও তুলসীপত্র প্রদান করিবে।

অথ পুনর্গন্ধাদ্যর্পণম্।

দিব্যং গন্ধং পুনর্দত্ত্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ।
দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ॥
রম্যাণি চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সদ্বর্ণেন যথাস্পদম্।
সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাম্॥
দিব্যানি কঞ্চুকোষ্ণীষ-কাঞ্চ্যাদীনি পরাণ্যপি।
বস্ত্রাণি সুবিচিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ॥
ততো দিব্যকিরীটাদি-ভূষণানি যথারুচি।
বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পুনরায় উত্তম চন্দনাদি গন্ধ প্রদান পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অনুলেপন দ্বারা শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে। রুচি অনুসারে নানা প্রকার তিলকাদি রচনা করিয়া দিবে। উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ত সুগন্ধপূর্ণ অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা যথোপযুক্ত স্থানে মনোরম উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া দিবে। অত্যুত্তম কঞ্চুক, উষ্ণীষ, কাঞ্চী প্রভৃতি অলঙ্কার এবং নানারূপ মনোরম বস্ত্র শ্রীহরিকে পরিধান করাইবে। কিরীট প্রভৃতি ভূষণ ও মনোরম মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করিবে।

অনন্তর শক্তি থাকিলে ছত্র, চামর, বিতান প্রভৃতি অর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে গীত, নৃত্য বাদ্য প্রভৃতি করিতে হয়। গীত বাদ্যাদির পরে শক্তি থাকিলে, পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে পূজা করিবে; শক্তি না থাকিলে গীতবাদ্যাদির পরে নীরাজন করিতে হয়।

অথ নীরাজনম্।

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
মহানীরাজনং কুর্য্যাৎ মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ॥
প্রজ্বালয়েৎ তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর মূলমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া বাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে নীরাজন করিবে। নীরাজনের জন্য উৎকৃষ্ট পাত্রে (পঞ্চপ্রদীপাদিতে) কর্পূর কিংবা ঘৃতদ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি-সমাযুক্ত দীপ প্রজ্বলিত করিবে।

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি।
ত্রির্ভ্রাময়িত্বা কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর জলপূর্ণ শঙ্খ শ্রীভগবানের মস্তকোপরি তিনবার ভ্রামণ করিয়া পুন নীরাজন করিতে হইবে।

ভোগের পর নীরাজন কবিতে দীপ ও সজল শঙ্খ ভিন্ন, ধৌত বস্ত্র কিংবা পল্লবাদি দ্বারা নীরাজন করার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখা যায় না; কিন্তু—অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে ধৌত বস্ত্র দ্বারা নীরাজন দেখা যায়। "অধিকন্তু ন দোষায়"।

পূজাদির পর নিরাজন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে তাহার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীভগবানের নীরাজন করিলে মন্ত্রবর্জ্জিতই হউক কিংবা ক্রিয়া-বর্জ্জিতই হউক, সমস্ত পূজা সফলা হয়।

নীরাজনদ্বয়ঞ্চৈতৎ তাম্বূলস্যার্পণাৎ পরম্।
কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এই দীপ ও শঙ্খ দ্বারা দুই প্রকার নীরাজন কেহ বা তাম্বূল অর্পণের পর, কেহ বা ছত্র, চামর, দর্পণ প্রভৃতি অর্পণ করিয়া তৎপরে করিয়া থাকেন।

কেচিন্নীরাজনং পশ্চাদিচ্ছন্তি প্রণতিং ততঃ।
এবং ভাগবতাঃ স্বস্ব-সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
প্রবর্ত্তন্তে প্রভোর্ভক্ত্যা ভক্ত্যা সর্ব্বং হি শোভনম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

কেহ কেহ নীরাজনান্তে প্রণাম, তৎপরে প্রদক্ষিণ, তদন্তে স্তুতিপাঠ এবং নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। ভক্তিপূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করা হয়, তৎসমস্তই শ্রীহরির প্রীতিকর; সুতরাং সফল হয়। পূর্ব্বাপর ক্রমভঙ্গে কিছু যায় আসে না। অতএব সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে শ্রীগুরুপাদের উপদেশ লইয়া কোন্ কর্ম্ম পূর্ব্বে ও কোন্ কর্ম্ম পরে করিতে হইবে, তাহা জানিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসে সর্ব্ববৈষ্ণব সাধারণের যে নৈবেদ্য নিবেদন-বিধি লেখা আছে, এস্থলে তাহাই লিখিত হইল। কিন্তু যাঁহারা কোনও বিশেষ ভাবানুসারে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ বিধি ভাবানুকূল হয় না। যেমন, কেহ শুদ্ধসখ্যভাবে

কিংবা বাৎসল্যভাবে শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনা করেন; তিনি নৈবেদ্য-দানের পর শ্রীভগবানের মুখ হইতে তেজোনির্গম হইতেছে,—এরূপ চিন্তা করিলে সুখ পান না। কাজেই তাঁহাদের ভাবানুসারে পৃথকবিধি থাকার প্রয়োজন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার সেভাবেও ব্যবস্থা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

অথ একান্তিনাং নৈবেদ্য-নিবেদন বিধিঃ।

নিবেদ্যস্য মনুত্বেন স্বাভীষ্টং মনুমেব তে।
একান্তিনো জপন্তস্তু গ্রাসমুদ্রাং বিতন্বতে॥
নচ ধ্যায়ন্তি তে কৃষ্ণ-বক্ত্রাৎ তেজো বিনির্গমম্।
মঞ্জুল-ব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা।

পূর্ব্বে নৈবেদ্য-সমর্পণ প্রসঙ্গে যাহা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে একান্তি-ভক্তগণের বিশেষ এই যে, তাঁহারা নৈবেদ্য-শোধন প্রভৃতি যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই করিবেন; কিন্তু পূর্ব্বে নৈবেদ্য-মন্ত্ররূপে "ঠৌঃ নমঃ পরায় অবাত্মনে নিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি" এই মন্ত্র জপ করার যে ব্যবস্থা আছে, একান্তি-ভক্তগণ এই মন্ত্র জপ না করিয়া, নিজ মূলমন্ত্র জপ করিবেন। পূর্ব্ববিধিতে লেখা আছে "শ্রীহরির মুখ হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া নৈবেদ্যে ব্যাপ্ত হইল—এইরূপ চিন্তা করিবে"; কিন্তু একান্তি-ভক্তগণ তাহা না করিয়া, নিজ ভাবানুকূল ব্যবহারানুসারে "শ্রীভগবান্ ভোজন করিতেছেন" এইরূপ চিন্তা করিবেন। শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ হইলেও ভাবুক ভক্তগণ নিজের ভাব-বিরোধী ঐশ্বর্য্য অঙ্গীকার করেন না।

একান্তিভিশ্চাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে।
যশোদা লাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

পূর্ব্ববিধিতে লেখা আছে,—"শ্রীভগবান্ ব্রহ্মশিবাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া ভোজন করিতেছেন,—কমলা ব্যজন করিতেছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবে"; কিন্তু একান্তি-ভক্তগণ সেভাবে ভোজন-চিন্তা না করিয়া, শ্রীদাম-সুবলাদি বয়স্য-পরিবৃত শ্রীনন্দনন্দন ভোজন করিতেছেন,—মা যশোমতী পরমাদরে বাৎসল্যভাবে তাঁহাকে লালন করিতেছেন,—এইরূপ চিন্তা করিবেন। মধুর ভাবের ভক্তগণও নিজ স্মরণীয় লীলানুসারে ভগবান্ ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ-বেষ্টিত হইয়া ভোজন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন; কোন সময়ে বা অন্তরালে থাকিয়া নন্দালয়ের প্রাতর্ভোজন দর্শন চিন্তা করিবেন ইত্যাদি। নিজ নিজ গুরুপাদের নিকট এই সমস্ত প্রণালী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য-দানের পর বিষ্বক্‌সেনকে প্রসাদ সমর্পণ করিতে হয়; একান্তি-ভক্তগণ সে স্থলে ভদ্রসেনকে প্রদান করিবেন। পার্ষদগণকে প্রসাদ সমর্পণ করিবার সময় নিজ নিজ ভাবানুকূল শ্রীদামাদি বয়স্যবর্গ কিংবা ললিতাদি গোপীবর্গকে প্রদান করিবেন। এখানে সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় লিখিত হইল; বিস্তৃত পদ্ধতি জানিতে হইলে, সংস্কৃত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি" নামক গ্রন্থ দেখুন।

শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য সমর্পণ করিতে হইলে, শাস্ত্র-বিহিত নৈবেদ্য-পাত্রে শাস্ত্র-বিহিত দ্রব্যাদি দান করিতে হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে নৈবেদ্যপাত্রের বিবরণ ও নৈবেদ্যদানে বিহিত ও নিষিদ্ধ বস্তু সকলের নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে, যথা—

নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্যমহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং কাংস্যং তাম্রং মৃন্ময়মেবচ॥
পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীহরির নৈবেদ্যপাত্র সকল বর্ণন করিব। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, মৃৎপাত্র, পলাশপত্র ও পদ্ম-পত্র-রচিত পাত্র শ্রীহরির অতি প্রিয়।

এই বচনে সকলেই দৃষ্টি রাখিবেন, নৈবেদ্য-পাত্রের তালিকায় পিত্তলপাত্র নাই। কিন্তু আমাদের দেশে পিত্তল পাত্রের প্রচলনই অধিক্। সদাচার বলিয়া পাশ কাটাইলে চলিবে না; কারণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সদাচার অগ্রাহ্য।

অথ নৈবেদ্যপাত্র-পরিমাণম্।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোণং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
বস্বঙ্গুল-বিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ॥

দেবীপুরাণম্।

ছত্রিশ অঙ্গুলী-পরিমিত নৈবেদ্য-পাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চব্বিশ অঙ্গুলি-পরিমিত মধ্যম ও বার অঙ্গুলি-পরিমিত পাত্র অধম। নৈবেদ্য-পাত্র আট অঙ্গুলি পরিমাণের কম কদাচ ব্যবহার করিতে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈবেদ্য-পাত্রের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়; কিন্তু শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস দেখিলে তাহাতে আর আস্থা থাকে না।

অথ ভোজ্যানি।

গুড়-পায়স-সর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপ-মোদকান্।
সংযাব-দধি-সূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

অর্থসামর্থ্য থাকিলে গুড়, পায়স, ঘৃত, শষ্কুলী, অপূপ, সংযাব,

দধি ও সূপ নৈবেদ্যার্থ অর্পণ করিবে। কিংবা যে সমস্ত বস্তু জগতে অতি প্রিয় এবং যে সমস্ত বস্তু নিজের অতীব প্রীতিকর, সেই সমস্ত বস্তু শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই শ্লোকটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝা উচিত। "যে সমস্ত বস্তু নিজের অতি প্রিয়, তাহা শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবে" এই শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে মৎস্য, মাংস, পলাণ্ডু প্রভৃতি অখাদ্য বস্তুও যদি কাহারও অতিপ্রিয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহা নিবেদন করিবে কিনা, এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে। বিশেষতঃ কোন কোনস্থানে এরূপ দেখা যায়, নিজের প্রিয় বস্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে প্রেমিক শিরোমণিগণ আপত্তি করেন না। আমার মতে প্রেমের মাত্রা বাড়িলেও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, স্বেচ্ছাচারিতার প্রসার বৃদ্ধি করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকায় লিখিত আছে।

যচ্চ আত্মনো হত্যন্তপ্রিয়মিতি-লোকেহনিষ্টমপি অবিহিতমপি স্বস্য প্রিয়ঞ্চেৎ তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ। অত্র চ বিহিতমেব নতু নিষিদ্ধমিতি মন্তব্যম্। অত্যন্তনিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তে স্তন্ন দেয়মেবেতি কিং তদভিব্যঞ্জনেন।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস টীকা।

যে বস্তু নিজের অত্যন্তপ্রিয় এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন।— নিজের প্রিয় বস্তু যদি জগতে অনিষ্ট অর্থাৎ অব্যবহার্য্যও হয়, তথাপি শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিবে; কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে শাস্ত্র-বিহিত বস্তু যদি জগতে অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে, তাহা নিজের প্রিয় হইলে, শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করা যাইবে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলে,

নিজের মহাপ্রিয় হইলেও শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করা যাইবে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তুতে বৈষ্ণবগণের স্বভাবতই প্রবৃত্তি থাকে না; কাজেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু প্রিয় হইলেও শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিবেনা,—এভাবে মূল শ্লোকে নিষেধ করা হয় নাই।

ভক্তিদেবীর কৃপা হইলে, কখনও নিষিদ্ধাচারে জীবের চিত্তবৃত্তি যাইতে পারে না। যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি ভ্রমেও কখনও নিষিদ্ধ বস্তু শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক উৎকট প্রেমিকের দলে দেখা যায়, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহারে তাঁহাদের কোনই আপত্তি নাই; জিজ্ঞাসা করিলে, একটা লম্বা চওড়া প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাদের ভাবাবেশ হয়। আমার মতে এই সকল ভক্তগণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শাস্ত্র-বিহিত আচারে চলাই কুশলেচ্ছু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

মোট কথা, শাস্ত্র-বিহিত সমস্ত বস্তুই ভক্তিসহকারে শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করা যাইতে পারে। অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি সমস্ত নৈবেদ্যেই কিঞ্চিৎ ঘৃতসংযোগ থাকা আবশ্যক। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে—"অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুঃ।" ঘৃতহীন ভোজ্য দ্রব্য সমস্তই আসুর অর্থাৎ তাহা দেবভোগ্য নহে।

আত্মসম্বন্ধ না রাখিয়া, শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে পারিলে, আর নিষিদ্ধ দ্রব্যে হাত পড়ে না। যে যে স্থানে স্বেচ্ছাচার দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই রসনা-পরিতৃপ্তিমূলক। একদিকে জিহ্বার লালসে থাকা যায় না, আবার অন্যদিকে ভক্ত বলিয়াও পরিচয় দিতে হইবে; কাজেই প্রেমের দোহাই না দিয়া গতি কি? শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ॥
প্রীণিতস্তিষ্ঠতেহসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি॥

সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতম্।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ॥

বরাহপুরাণম্।

যে ভক্ত অন্নাদি দ্বারা আমার প্রীতি বিধান করে ও নানাবিধ ভোজ্য বস্তু মন্ত্র দ্বারা আমাকেই অর্পণ করে, নিজে তাহার কিছু স্পর্শ না করে, সে ব্যক্তি বহু জন্ম যাবৎ সুখে স্বচ্ছন্দে আমার সেবা করিয়া কাটাইতে পারে।

জীবের লালসা হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা যেন মনে হয়।

জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্।

যাহা হউক, শ্রীভগবান্‌কে যাহা অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হয়; এজন্য নিষিদ্ধ ভোজ্যগুলির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিষিদ্ধ ভোজ্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে।

অথ নৈবেদ্য নিষিদ্ধানি।

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা-মহিষীক্ষীরং
পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ।

হারীতস্মৃতিঃ।

অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও অজাদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখ যুক্ত জীব ও মৎস্য অর্পণ করিতে নাই।

মাহিষং বর্জ্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি।

বরাহপুরাণম।

মহিষীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ-জাত দধি ও ঘৃত কদাচ আমাকে প্রদান করিবে না।—এই কথা শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে মাহিষ-ঘৃতের ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। গব্য ঘৃত যে পাওয়া যায় না, এমত নহে; তবে কিছু অর্থ ব্যয় হয়। কৃপণতা কিংবা অভাববশতঃ অর্থব্যয় করা কঠিন; কিন্তু লুচি কচুরি প্রভৃতি ভোগ না লাগাইলে রসনা পরিতৃপ্তিও হয় না; কাজেই মাহিষ-ঘৃত ছাড়া আর গতি কি? কালক্রমে যদি মাহিষঘৃতও দুর্ম্মূল্য হয়, তখন অন্য কোন নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহার করিতেও বোধহয় এই শ্রেণীর ভক্তগণ কুণ্ঠিত হইবেন না।

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।
কেশ-কীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ॥
মূষিকা-লাঙ্গুলোপেতমবধূতমবক্ষুতম্।
উডুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ॥
এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

অভক্ষ্য ও অহৃদ্য বস্তু (অর্থাৎ যাহার স্বাদ ভাল নহে, কিংবা ভোজন করিলে পীড়া হয়, এমত বস্তু) নৈবেদ্যে অর্পণ করিতে নাই। যে সকল বস্তু শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাহা কদাপি শ্রীভগবানকে অর্পণ করিতে নাই। কেশযুক্ত, কীটসমন্বিত, মূষিক ও লাঙ্গুল (জন্তুবিশেষ) দ্বারা উচ্ছিষ্ট, অবধূত অর্থাৎ যে বস্তু অবজ্ঞা সহকারে ত্যাগ করা হইয়াছে, যে বস্তুর উপরে হাঁচা হইয়াছে তাদৃশ বস্তু কদাপি শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিবেন না। উডুম্বর, কপিত্থ, দন্তশঠ (জম্বীর ফল) ইত্যাদি বস্তুও প্রদান করিতে নাই।

অথাভক্ষ্যাণি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অভক্ষ্য বস্তু শ্রীভগবান্‌কে প্রদান করিতে নাই; সেজন্য এখানে কোন্ কোন্ বস্তু অভক্ষ্য তৎসম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। মোট কথা যে সকল বস্তু ভোজন করা শাস্ত্রমতে কিংবা লোকাচারে বিরুদ্ধ, সে সমস্ত বস্তুকেই অভক্ষ্য বলা হয়।

বৃন্তাকং জালিকা-শাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্লং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈবচ।
উডুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পততি বৈ দ্বিজঃ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

বার্ত্তাকী, জালিকাশাক, কুসুম্ভ শাক, অশ্মন্তক শাক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ল (কাঁজি) ও নির্য্যাস (আঠা) যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড (ফল বিশেষ) উডুম্বর, ও অলাবু ভক্ষণ করিলে পাতিত্য জন্মে।

বার্ত্তাকী, অলাবু প্রভৃতি আমাদের দেশে কেহ ত্যাগ করেন না বা শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতেও আপত্তি করেন না। কিন্তু শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে এসমস্ত বস্তু ব্যবহৃত হয় না। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মতে শ্বেতবর্ণ বার্ত্তাকী ও বর্ত্তুলাকৃতি অলাবু পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—

অলাবু বর্ত্তুলাকারা বার্ত্তাকী দুগ্ধবর্ণিকা।
দুগ্ধেচ লবণং দত্ত্বা সদ্যো গোমাংস-ভক্ষণম্।

বর্ত্তুলাকৃতি অলাবু, দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বার্ত্তাকী এবং লবণ সংযুক্ত দুগ্ধ—গোমাংসবৎ পরিত্যাজ্য। চতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রতে

বার্ত্তাকী বর্জ্জনের বিধি আছে; কাজেই বার্ত্তাকী মাত্রেই অভক্ষ্য বলিয়া বোধ হয় না।

বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকম্।
যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ॥
অলাবুং ভক্ষয়েদ্ যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাম্।
স নির্লজ্জঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

বার্ত্তাকী, বৃহতী, দগ্ধ অন্ন ও মসূর যাহার জঠরগত হয়, শ্রীহরি তাহার দূরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ অন্ন ও কলম্বিকা ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ "আমি শ্রীহরির অর্চ্চনা করি" একথা কেমন করিয়া উচ্চারণ করে?

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাক-মূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ॥

যামল-বচনম্।

যেস্থলে সুরা, মাংস, বার্ত্তাকী ও মূলক শ্রীহরিকে নিবেদন করা হয়, সে স্থলে শ্রীহরির ঐকান্তিকী প্রীতি থাকে না।

শ্রীজগন্নাথদেবের মূলক ভোগ হয় না। আমাদের দেশে কিন্তু মূলক-ভোগ দেওয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; ইহার কারণ কি, তাহা শ্রীভগবান্‌ই জানেন।

নিজ রসনা-তৃপ্তির সম্বন্ধ না রাখিয়া, প্রীতিসহকারে শ্রীভগবান্‌কে শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য অর্পণ করাই উচিত। ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি যে কোন বস্তুই হউক না কেন, প্রীতি-পূর্ব্বক অর্পণ করিলে,

তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়। নৈবেদ্য দানের বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে; গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সেগুলি লিখিলাম না।

নৈবেদ্য অর্পণের পর নীরাজন, গীত, বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিয়া পরিশেষে স্তব পাঠ করিতে হয়।

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
বিচিত্রৈর্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বীত ভক্তিমান্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

নৈবেদ্য প্রদানান্তর শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া, বিচিত্র ও মধুর স্তুতি দ্বারা স্তব করিবে।

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাম্।
তয়া ব্যাস-সমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥

মহাভারতম্।

শ্রীহরিকে উপাসনা করিতে বাসনা করিয়া যে সমস্ত বচন বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমস্ত বচন দ্বারা মধুরিপু প্রসন্ন হউন।

আরম্ভেচ স্তুতেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ।
সত্যাং তস্যাং সমাপ্তৌচ শ্লোকং সংকীর্ত্তয়েদিমম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

স্তবকারী ব্যক্তি স্তবারম্ভে পূর্ব্বকথিত "আরিরাধয়িষুঃ" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবেন এবং স্তব পাঠান্তে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিবেন।

ইতি বিদ্যা-তপো-যোনিরযোনি-র্বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্ যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

বিদ্যা ও তপস্যার কারণ স্বরূপ অযোনিজ শ্রীভগবান্ বাক্য-যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

অথ স্তোত্রাণি।

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে॥
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
(কংস-বংস-বিনাশায় কেশি-চানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ।)
বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্লবে॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায়চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো॥

কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥

তাপনীয় শ্রুতিঃ।

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করি। যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দস্বরূপ সেই গোপীনাথ, গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ পদ্মলোচন, পদ্মমাল্যধারী, পদ্মনাভ, কমলা-পতিকে নমস্কার করি। যাঁহার শিরোদেশ ময়ূর পুচ্ছে শোভিত, যিনি অকুণ্ঠ জ্ঞানবান্, সেই কমলার মানস-সরসী-হংস-স্বরূপ গোবি-ন্দকে প্রণাম করি॥ কংসকুল-বিনাশকারী, কেশী ও চানূরনিসূদন, মহেশ্বরবন্দ্য, অর্জ্জুন-সারথি শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি॥ যিনি বেণু-বাদন-নিরত, গোপালক, কালীয়-দমন, যমুনাকূলবিহারী, চপল কুণ্ডলে শোভমান, গোপীগণের নয়ন-কমলের মাল্যধারী, নৃত্যপরায়ণ, প্রণত-জনগণের প্রতিপালক সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। পাপনাশন, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের জীবনবিনাশক গোবিন্দকে প্রণাম করি॥ পরিপূর্ণ, নির্ম্মোহ, শুদ্ধ, অশুদ্ধি-বিনাশন অদ্বয় ও সর্ব্ববন্দ্য গোবিন্দকে প্রণাম করি। হে পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর, প্রসন্ন হউন॥ হে প্রভো, মনঃপীড়া ও ব্যাধিসর্প আমাকে দংশন করিতেছে; আপনি আমাকে ত্রাণ করুন। হে রুক্মিণীকান্ত, হে গোপীজন-চিত্তহারিন্, হে জগদ্‌গুরো, আমি সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন॥ হে কেশব! হে দুঃখ-নাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে ত্রাণ করুন॥

বিশেষতঃ কলিকালে স্তোত্রাণি।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম।

হে প্রণতজন-রক্ষক! হে মহাপুরুষ! ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্ব-জন্য পরাভব-নাশক, অভীষ্ট-সাধক, গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চিকর্ত্তৃক সংস্তুত, আশ্রয়যোগ্য ভক্তবর্গের দুঃখহারক এবং ভব-সমুদ্রের পরিত্রাণ-কারক আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

হে ধার্ম্মিকপ্রবর মহাপুরুষ! অপরের পক্ষে ত্যাগ করা দুরূহ ও সুরগণেরও অভীপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী বিসর্জ্জন করিয়া আপনি আর্য্যবচনে বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং প্রিয়তমার প্রীতি-সমুৎপাদনার্থে মায়ামৃগাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিলেন; আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, কলির জীব এই শ্লোকদুইটি পাঠ করিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিবেন; অতএব সকলেরই এই শ্লোক দুইটি পাঠ করা উচিত। কার্য্যবশতঃ অন্যান্য স্তব পাঠ করিতে অসুবিধা হইলেও কেহ এ দুইটি শ্লোক পাঠ করিতে ছাড়িবেন না।

বৈদিকানীদৃশান্যেব কৃষ্ণে পৌরাণিকান্যপি।
তান্ত্রিকাণ্যপি শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এতাদৃশ গোকুল-লীলামৃতময় বেদোক্ত, পুরাণ-কথিত, তন্ত্রোক্ত, কিংবা নবীন-কবি-রচিত সমস্ত স্তবই শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করে।

ভক্তগণ যে ভাবে ও যে সম্বন্ধে শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন, সেই ভাব ও সম্বন্ধের অনুকূল স্তবপাঠ করাই, তাঁহাদের পক্ষে বিধেয়। শাস্ত্রে বহুপ্রকার স্তব লিখিত আছে; তাহার মধ্যে কতকগুলি স্তব-প্রকরণে লিপিবদ্ধ করিব।

অথ স্তুতিমাহাত্ম্যম্।

সর্ব্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥

মহাভারতম্।

নিখিল দেবতার উপাসনা করিলে যে পুণ্য সঞ্চার হয় এবং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, দেবদেব জনার্দ্দনের স্তুতি করিলে সেই ফললাভ হয়।

যথা নরস্য স্তুবতো বালকস্যেব তুষ্যতি।
মুগ্ধবাক্যৈ র্ন হি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা॥
অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং, কৃতযত্নং স্বযশঃস্তবে ঘৃণী।
স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং, পদলগ্নং জননীব বালকম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

বালকবৎ স্তুতিকারী মানবগণের মুগ্ধ বচনেও জগৎপিতা যেরূপ প্রীতি-লাভ করেন, জ্ঞানিগণের জ্ঞানগর্ভ বচনেও তাদৃশ প্রীতিলাভ করেন না।

মাতা যেমন স্তনপানেচ্ছু চরণলগ্ন বলহীন শিশুকে উত্তোলন পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করেন, সেইরূপ দয়াবান্ প্রভু স্তুতিকারী অক্ষম ব্যক্তিকে বাঞ্ছিতফল প্রদান-পূর্ব্বক সযত্নে আশ্রয় দান করেন।

শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-সহস্র-নাম স্তোত্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বোচ্চরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোর্নামসহস্রকম্।
হিত্বা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে॥

স্কন্দপুরাণম্।

হে মহামুনে শতসহস্র স্তোত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করিবে। উহা স্তোত্রগণের মধ্যে পরম স্তোত্র।

অথ বন্দনম্।

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তম্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ।
পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

স্তবপাঠের পর প্রণাম মুদ্রা সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে এবং প্রতি প্রণামে "ভগবন্ প্রসীদ" এই বাক্য উচ্চারণ করিবে।

অথ প্রণাম-বিধিঃ।

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতম্।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা আমার দক্ষিণ ও বামচরণ ধারণ করিয়া, আমার চরণে মস্তক অর্পণ পূর্ব্বক "প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ" অর্থাৎ হে ঈশ আমি মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম সময়ে সাক্ষাৎ চরণ ধারণ ও তাহাতে মস্তক সমর্পণ ঘটে না; কাজেই মনে মনে চিন্তা করিতে হয় যে, শ্রীভগবানের চরণদ্বয়

ধারণ করিয়া, তাহাতে মস্তক অর্পণ করিলাম। কেহ কেহ হস্তদ্বয় পরস্পর নিবদ্ধ করিয়া নিজ পৃষ্ঠে রাখিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। এভাবে প্রণাম করা শ্রীধরস্বামিপাদের অসম্মত নহে; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত টীকায় "বদ্ধা" পক্ষে এই ভাবেই শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সাম্প্রদায়িক সদাচারে পৃষ্ঠে হস্তনিবদ্ধ করিয়া প্রণাম করিতে দেখা যায় না। কেহ কেহ প্রণাম-সময়ে হাত দুইখানি চিৎ করিয়া লম্বাভাবে রাখেন; কেহবা হাত দুইখানি চিৎ করিয়া জপ করার মত কর ধরিয়া থাকেন—ইত্যাদি নানাবিধ প্রণাম দেখিতে পাওয়া যায়। এভাবের প্রনাম প্রায়ই সহজিয়া সম্প্রদায়-প্রচলিত। কেহবা বিগ্রহের সম্মুখে কিংবা পূজনীয় কোন ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু চক্ষু "পিট্ পিট্" করেন। এই এক ভাবের প্রণাম। এইরূপ ভাবের ঘরের প্রণাম, ভাবের মানুষেই দেখা যায়। শাস্ত্রজ্ঞ কিংবা তদনুগত সম্প্রদায়ে বিরল। মোটকথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দেখিয়া তদনুসারে সমস্ত কর্ম্ম করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাৎ তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্॥

আগম-বাক্যম্।

শ্রীবিগ্রহ-প্রাঙ্গণস্থ গরুড়স্তম্ভ দক্ষিণ ভাগে রাখিয়া ও শ্রীবিগ্রহকে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিবে; শক্তি থাকিলে আরও অধিক করিতে পারা যায়।

সন্নিং বীক্ষ্য হরিং চান্যং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ।
দ্বিচতুর্বিংশদথবা চতুর্বিংশত্তদর্দ্ধকম্।
নমেৎ তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রম্।

যে সময়ে শ্রীবিগ্রহ কিংবা শ্রীগুরু প্রভৃতি শয়নে থাকেন, কিংবা যে সময়ে ভোগ বা আরাত্রিক প্রভৃতি হয়, সে সমস্ত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, শ্রীভগবান্‌কে, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে ও আচার্য্য, মন্ত্রদাতা প্রভৃতি গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম আটচল্লিশ বার অথবা চব্বিশ বার, অথবা দ্বাদশ বার, অথবা ছয় বার, একান্ত অশক্ত হইলে তিন বার অবশ্যই করিবে।

দেবার্চ্চা দর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনম্।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্ট্বার্চ্চাং দ্বিজসত্তমান্॥
দেবার্চ্চা দৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

দেবপ্রতিমা দর্শন মাত্রেই প্রণাম করিতে হয়। স্থানশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা করিবে না। যেহেতু দেবমূর্ত্তির সম্মুখস্থ সমস্ত স্থানই পবিত্র।

অথ সাষ্টাঙ্গপ্রণামঃ।

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

আগম-বাক্যম্।

হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, চক্ষুঃ, মনঃ ও বাক্য এই আটটি দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। তন্মধ্যে নেত্রের ঈষৎ নিমীলন করিলে চক্ষুর্দ্বারা প্রণাম করা হয়। "দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম চরণ ধারণ করিয়া, তাঁহার চরণে-মস্তক অর্পণ করিয়া আছি" ইহা চিন্তা করিলে, মনঃ দ্বারা প্রণাম করা হয়। "ভগবান প্রসীদ" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে, বাক্যদ্বারা প্রণাম করা হয় এবং হস্ত, পদ, জানু, বক্ষঃ, ও মস্তক ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেই তদ্দ্বারা প্রণাম করা হয়; সমস্ত একসঙ্গে হইলেই অষ্টাঙ্গ প্রণাম হইল।

অথ পঞ্চাঙ্গ-প্রণামঃ।

জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥

আগম-বাক্যম্।

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও মনঃ এই পাঁচদ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে। অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই অর্চ্চনা-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন কর শিরঃ সংযোগেও একপ্রকার প্রণাম হয় বটে, কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার এতাদৃশ বেগারের পক্ষপাতী নহেন।

অথ প্রণামে নিষিদ্ধম্।

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুমান্ বৈ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং যাতি একহস্তাভিবাদনাৎ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

দক্ষিণ ও বামহস্ত দ্বারা শ্রীভগবানের দক্ষিণ ও বাম চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিতে হয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; যদি কেহ একহস্ত কার্য্যান্তরে রাখিয়া কিংবা আলস্যবশতঃ প্রসারিত না করিয়া, এক-হস্তে প্রণাম করেন, তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়।

বস্ত্রপ্রাবৃতদেহস্তু যো নরঃ প্রণমেত মাম্।
শ্বিত্রী স জায়তে মূর্খঃ সপ্তজন্মসু ভামিনি॥

বরাহপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যদি কেহ বস্ত্রাবৃত-শরীরে আমাকে প্রণাম করে, সেই মূর্খ সাতজন্ম শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হয়।

আজকাল ভক্ত মহলে জামার প্রচলন হওয়ায় প্রণামকালে গায়ের কাপড় খোলা লোপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ বারে বারে বালিসের

ওয়ার খোলা ও বন্ধকরাও কর্ম্মভোগ মন্দ নহে; কাজেই বিধি-মার্গের প্রণাম ছাড়িয়া সকলেই রাগমার্গের প্রণাম আরম্ভ করিয়াছেন। আমি একজন নামজাদা ভক্তকে জামা গায়ে দিয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করেন যে "অষ্টাঙ্গ প্রণামই অনাবৃত অঙ্গে করিতে হয়; পঞ্চাঙ্গে দোষ নাই।" তিনি যে শাস্ত্রানুসারে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা সে শাস্ত্র দেখি নাই; কাজেই ব্যবস্থাটা দিতে পারিলাম না।

অগ্রে পৃষ্ঠে তথা বামে সমীপে গর্ভমন্দিরে।
জপ-হোম-নমস্কারান্ ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে॥

বরাহপুরাণম্।

শ্রীভগবানের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামভাগে, নিকটে ও গর্ভমন্দিরে জপ হোম ও বন্দনা করিতে নাই।

সকৃদ্ভূমৌ নিপতিতো ন শক্তঃ প্রণমেন্মুহুঃ।
উত্থায়োত্থায় কর্ত্তব্যং দণ্ডবৎ প্রণিপাতনম্॥

বরাহপুরাণম্।

একবার ভূমিতে নিপতিত হইয়া বারে বারে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম শোধ দিতে নাই। প্রত্যেক বার উঠিয়া পুনরায় দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিতে হয়। রোগী, দুর্ব্বল প্রভৃতির ব্যবস্থা অন্যরূপ। সবল সুস্থকায়ে দুর্ব্বলের ব্যবস্থা করা ভাল নহে।

অথ প্রণাম-মাহাত্ম্যম্।

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ॥

শ্রীনরসিংহপুরাণম্।

প্রণাম সর্ব্বযজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। একবার মাত্র প্রণাম করিলে, জীব পবিত্র হয় ও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করে।

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
নারায়ণ-প্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

একবার শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিলে যে ফললাভ হয়, শত সহস্র কোটী তীর্থ সেবায় তাহার ষোড়শভাগের একভাগ ফলও লাভ হয় না।

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতে শার্ঙ্গধন্বনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

স্কন্দপুরাণম্।

শ্রীভগবান্‌কে শঠতা করিয়া প্রণাম করিলেও শতজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।

রেণুমণ্ডিত-গাত্রস্য কণা দেহে ভবতি যৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

স্কন্দপুরাণম।

প্রণাম সময়ে যতগুলি ধূলিকণা দেহে সংলগ্ন হয়, তত সহস্র-বৎসর শ্রীভগবানের ধামে বাস করিতে পারা যায়।

আজ কাল মার্ব্বেল পাথরে বাঁধা শ্রীঅঙ্গনে প্রণাম করিয়া কাহারও ভাগ্যে আর ধূলি সম্বন্ধ ঘটে না। বিশেষতঃ প্রণামের সময় প্রায় সকলেরই মনে হয়, যেন ধূলি গায়ে না লাগে, লাগিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়া দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন।

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃতৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী-পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥

নারদীয়পুরাণম্।

শ্রীভগবান্‌কে একবার প্রণাম করিলে যে ফললাভ করা যায়; দশ-বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও সে ফললাভ করা যায় না; যেহেতু দশাশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তি পুণ্যক্ষয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু যিনি শ্রীভগবান্‌কে একবার প্রণাম করেন, তাঁহার আর জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হয় না।

সকৃদ্‌বা ন নমেদ্ যস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

যে ব্যক্তি কল্যাণকারী শ্রীহরিকে একবারও প্রণাম করে নাই, সে ব্যক্তি শবতুল্য; তাহার সহিত আলাপ করিতে নাই।

শশ্যন্তো ভগবদ্‌দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদম্।
অকৃত্বা তৎপ্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

শ্রীভগবানের নাম ও সুদর্শনাদি শস্ত্রদ্বারা চিহ্নিত শ্রীভগবন্মন্দির দেখিয়াও যে ব্যক্তি দর্শন প্রণামাদি না করিয়া চলিয়া যায়, তাহার ঘোর নরকে বাস হয়।

অথ প্রদক্ষিণা।

ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্য্যাদ্ ভক্ত্যা ভগবতো হরেঃ।
নামানি কীর্ত্তয়ন্ শক্তৌ তাঞ্চ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রণামান্তে শ্রীভগবন্মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। প্রদক্ষিণ কালে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। শক্তি থাকিলে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ কালে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করা বিধেয়।

অথ প্রদক্ষিণা-সংখ্যা।

একা চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দত্ত্বাদ্ বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দত্ত্বাৎ শিবে ত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাম্॥

শ্রীনরসিংহপুরাণম্।

শ্রীদুর্গাকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, শ্রীভগবান্‌কে চারিবার ও শ্রীমহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধম্।

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণো র্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

একহস্তে প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ ও স্নান-ভোজনাদি সময়ে বিষ্ণুদর্শন পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য নাশ করে।

অথ কর্ম্মাত্মর্পণম্।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈব সমর্পয়েৎ।
ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মানমপ্যথ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রদক্ষিণ করার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা স্বকৃত কর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে ও দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ করিবে।

অথ কর্ম্মার্পণ-বিধিঃ।

দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকম্।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জ-সমীপে প্রার্থয়েদিদম্॥

পাদত্রয়-সমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব ।
ত্বৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া, শ্রীহরির চরণসন্নিধানে স্থাপন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে—হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রিভুবনাধিপতে! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! আপনার অনুগ্রহে এই জল আপনার পাদ্যরূপে কল্পিত হউক ।

অথ কর্ম্মাপর্ণমন্ত্রঃ ।

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি দেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা । মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি । ওঁ তৎসৎ ॥

আমি প্রাণ বুদ্ধি ও দেহ ধর্ম্মাধিকারে ইতি পূর্ব্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে চিত্তে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা প্রকাশ করিয়াছি, এবং কর্ম্ম (শারীরিক ব্যাপার) কর, চরণ, জঠর, ও শিশ্ন দ্বারা যাহাকিছু করিয়াছি তৎসমস্ত শ্রীহরিতে সমর্পিত হউক । আমি ও আমার যাবতীয় বস্তু শ্রীহরিতে সমর্পিত হউক ।

অথ স্বার্পণ-বিধিঃ ।

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাস্যেঽস্মি সর্ব্বথা ।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

আমি শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার কিঙ্কর ও সর্ব্বদা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী—এইভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে হয় ।

"শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ" এই বাক্যে নিত্যমুক্ত বুদ্ধ ও সত্য-স্বভাব এবং "তাঁহার কিঙ্কর" এবাক্যে নিত্যদাস্য সূচিত হইতেছে।

অথ জপঃ।

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥
মূলং লেখ্যেন বিধিনা সদৈব জপমালয়া।
শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেৎ তং চার্পয়ন্ জপম্॥
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

আত্মার্পণের পর মূলমন্ত্র জপ করিতে হয়। জপ করিতে হইলে, জপের পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়। তৎপরে মন্ত্রের অর্থ স্মরণ পূর্ব্বক একশত আটবার জপ করিতে হয়। পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে লিখিত বিধি অনুসারে জপমালা গ্রহণপূর্ব্বক জপ করাই বিধেয়। সামর্থ্য থাকিলে এক সহস্র আটবার জপ করা ভাল। জপান্তে পুনরায় তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবতার হস্তে জল দিবে ও জপ সমর্পণ করিবে।

তত্র জপসমর্পণ-মন্ত্রঃ।

গুহ্যাতিগুহ্য-গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

হে ভগবন্! আপনি গুহ্য এবং অতীব গুহ্য বিষয়ের রক্ষাকর্ত্তা; মৎকৃত জপ গ্রহণ করুন। আপনার প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিগণ যে সিদ্ধিলাভ করেন, আপনার কৃপায় আমারও যেন সেই সিদ্ধিলাভ হয়।

অর্পিতং তঞ্চ সঞ্চিন্ত্য স্বীকৃতং প্রভুণাখিলম্।
পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিবে যেন শ্রীভগবান্ তাহা গ্রহণ করিলেন। শক্ত্যনুসারে পুনরায় স্তব ও প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে।

অথ প্রার্থনম্।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ১
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া॥ ২
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতম্।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ৩
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতম্।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাম্॥ ৪
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্॥ ৫
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্‌গুরো।
মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাম্॥ ৬
দেব-দানব-নারদাদিবন্দ্য দয়ানিধে।
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাম্॥ ৭
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ ৮

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ৯
কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ-পিশাচ-মনুজেষ্বপি তত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ ॥ ১০
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ১১

হে দেব! হে জনার্দ্দন! মন্ত্ররহিত, ক্রিয়ারহিত ও ভক্তিরহিত-ভাবে আমি যে অর্চ্চনা করিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হউক ॥ ১

ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল পত্র, পুষ্প, ফল ও জল সমর্পিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বস্তু আপনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥ ২

বিধিরহিত, মন্ত্ররহিত, ক্রিয়ারহিত যে সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা করুন ॥ ৩

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ আমি যে যে অশুভ কার্য্য করিয়াছি, তৎ সমস্ত আপনি ক্ষমা করুন ও আমাকে দাসরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৪

হে বিষ্ণো! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্য প্রভৃতি মদীয় নিখিল চেষ্টাই যেন আপনার উদ্দেশেই হয় ॥ ৫

হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে মুকুন্দ! হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্গুরো! হে মৎস্য! হে কূর্ম্ম! হে নৃসিংহ! হে বরাহ! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬

হে দেব-দৈত্য ও নারদাদির পূজনীয়! হে দয়ানিধে! হে দেবকী-নন্দন! আপনার পাদপদ্মে আমায় অচলা ভক্তি দান করুন ॥ ৭

হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি শত সহস্র যোনির মধ্যে যেখানেই দেহ ধারণ করি না কেন, সেখানেই যেন আপনার চরণে ভক্তি অচলা থাকে ॥ ৮

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে অচলা প্রীতি-নিবন্ধন যেমন বিষয়-চিন্তা হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় না, সেইরূপ আপনাকে চিন্তা করিলে যেন আমার হৃদয় হইতে আপনার কথা তিরোহিত না হয় ॥ ৯

হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ বা মনুষ্য প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, আপনার কৃপায় সেই জন্মেই যেন আপনার চরণে আমার দৃঢ় ভক্তি বিদ্যমান থাকে ॥ ১০

যেমন যুবকে যুবতীর এবং যুবতীতে যুবকের চিত্ত পরস্পর আসক্ত হয়, সেইরূপ আমার চিত্ত যেন আপনাতে অনুরক্ত থাকে ॥ ১১

অথাপরাধ-ক্ষমাপনম্ ॥

ততোঽপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ ।
সকৃৎ কীর্ত্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

প্রার্থনা-শ্লোক পাঠের সময় সম্প্রদায়-প্রচলিত উত্তম শ্লোক সমূহ পাঠ করিয়া ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

জীবের অপরাধ পদে পদেই আছে। শত চেষ্টা করিলেও কেহ অপরাধের হাত এড়াইতে পারেন না। জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ না হয়, এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। তথাহি—

অপরাধ-সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া ।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

হে মধুসূদন! আমি দিবানিশি সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি। দাস জ্ঞানে আমার সে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। হে গোবিন্দ! আপনার এই প্রতিজ্ঞা আছে যে "মদ্ভক্ত কদাপি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না" আমি ইহা স্মরণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছি।

পাপ ও অপরাধ একার্থক শব্দ হইলেও শাস্ত্রে অপরাধ শব্দটি পরিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এক পাপই পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ অপরাধও সেবাপরাধ ও নামাপরাধ এই দুইভাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের দর্শন, প্রণাম, পূজন প্রভৃতিতে শাস্ত্রোক্ত নিষেধ বাক্য আছে; সেগুলিকে সেবাপরাধ কহে। এখানে সেবাপরাধের বিষয় লিখিতেছি; নাম সংকীর্ত্তন প্রকরণে নামাপরাধের বিষয় লিখিত হইবে। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্ম গুলিকে পাপ বলা হয়। অপরাধ বলিতে এঁগুলি বুঝায় না। শ্রীভগবৎসেবা ও নামকীর্ত্তন বিষয়ে শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মগুলিকে অপরাধ বলা হয়, সুধীগণ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

অথ সেবাপরাধাঃ।

যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ॥
উচ্ছিষ্টেহপ্যথবাহশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকম্।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণম্॥

পাদপ্রসারণঞ্চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্ক-বন্ধনম্।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যা ভাষণমেবচ॥
উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্পো রোদনানিচ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষুচ ক্রূরভাষণম্।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীল-ভাষণঞ্চৈব অধোবায়ু-বিমোক্ষণম্॥
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণম্॥
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনম্॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।
অপরাধা স্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

আগমবাক্যম্।

(১) যানে আরোহণ করিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন (২) পাদুকা পায়ে দিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন (৩) দেবোৎসব প্রভৃতি না দেখা (৪) দেবমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম না করা (৫) উচ্ছিষ্ট কিংবা অশৌচাবস্থায় শ্রীভগবদ্দর্শনাদি (৬) এক হস্তে প্রণাম (৭) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে প্রদক্ষিণ (৮) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে পাদপ্রসারণ (৯) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন (দুই হাঁটু উঁচু করিয়া হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া বসার নাম পর্য্যঙ্ক-বন্ধন) (১০) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে শয়ন (১১) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে ভোজন (১২) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে মিথ্যা কথন (১৩) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে উচ্চ বাক্য প্রয়োগ (১৪) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে পরস্পর গল্প করা

(১৫) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে ক্রন্দন করা (১৬) শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে মারামারি করা (১৭) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে কাহাকেও নিগ্রহ কিংবা (১৮) অনুগ্রহ করা (১৯) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করা (২০) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করা (শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে কম্বলাদি লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহা হইতে লোম উড়িয়া ভোগের দ্রব্যাদিতে পড়িতে পারে বলিয়াই লোমযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার অপরাধ মধ্যে গণিত হইয়াছে) (২১) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে পরনিন্দা ও (২২) পরপ্রশংসা করা (২৩) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে অশ্লীল বাক্য বলা (২৪) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ করা (২৫) শক্তি থাকিতে গৌণোপচারে পূজাদি করা (২৬) অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করা (২৭) যেকালে যে ফল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রীভগবান্‌কে না দেওয়া (২৮) কোন বস্তুর অগ্রভাগ অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট ভাগ শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করা (২৯) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের দিকে পিছন দিয়া বসা (এ অপরাধটি প্রায়ই যাত্রা কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণকালেই হইয়া থাকে) (৩০) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের সম্মুখে অন্য কাহাকেও প্রণাম করা (৩১) শ্রীগুরুদেব আগমন করিলে তাঁহার স্বাগত প্রশ্ন ও স্তবাদি না করিয়া মৌন থাকা (৩২) নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করা এবং দেবতা নিন্দা এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ আগমে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
যে বৈ ন বর্জ্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টা নরকে পচ্যন্তে চিরম্॥

বরাহপুরাণম্।

শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে বলিতেছেন—হে ধরণি! আমি যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধের বিষয় বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণ সযত্নে সেই সমস্ত অপরাধ বর্জ্জন করিবেন। যে সকল ব্যক্তি মৎকথিত এই সকল অপরাধ ত্যাগ না করে, তাহারা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরদিন নরকে বাস করে।

এই দ্বাত্রিংশৎপ্রকার সেবাপরাধ ব্যতীত আরও অনেকগুলি অপরাধের কথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ধৃত হইয়াছে। যথা—

রাজান্নভক্ষণঞ্চৈকমাপত্স্বপি ভয়াবহম্।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃতনাশনঃ॥
তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনম॥
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্ম্মন্দিরায়োপসর্পণম্।
কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে॥
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণম্।
শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বাচ নবান্নস্যচ ভক্ষণম্॥
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ।
অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা॥
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেবচ॥
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটম্।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতম্॥
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভুক্ত্বাপ্যজীর্ণযুক্।
ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জলপাদপম্॥

তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায়চ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহম্ ॥
মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃতং অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে।
মুক্ত্বাচ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যৎ প্রভাষতে ॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেত্তবনং মম।
যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ ॥
মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ।
কুরুবক-পলাশস্থৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনম্ ॥
মমার্চ্চামাস্থরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ ॥
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ।
পূজাং পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনম্ ॥
তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরো ভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনম্।
যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈঃ যঃ করোতি মমার্চ্চনম্ ॥
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মন-মন্দিরম্।
অবৈষ্ণবস্য পক্কান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ।
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনম্ ॥
নরঃ পূজাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা।
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ ॥

বরাহপুরাণম্।

বিপদ কালেও রাজান্ন ভক্ষণ করিলে একটি বিষম অপরাধ হয়। অন্ধকার গৃহে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ স্পর্শ করিলে সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়,

তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। বিধি অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ আচমনাদি না করিয়া, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ স্পর্শ করা, করতালি না দিয়া শ্রীহরিমন্দির উদ্‌ঘাটন করা, শূকর মাংস অর্পণ করা, পাদুকা পায়ে দিয়া দেব-মন্দিরে প্রবেশ করা, কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করা, পূজা করিতে করিতে কথা বলা, পূজা করিতে করিতে তাহা স্থগিত রাখিয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে যাওয়া, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি না করিয়া নবান্ন ভোজন করা, শ্রীহরিকে গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি অর্পণ না করিয়া ধূপ অর্পণ করা, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করা, প্রভৃতি সেবাপরাধ মধ্যে গণিত হয়।

দন্তধাবন না করিয়া, স্ত্রীসহবাস করিয়া, রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া, দীপ ও শব স্পর্শ করিয়া, লোহিত বর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিন বসন পরিধান করিয়া, শব দর্শন করিয়া, অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া, ক্রোধযুক্ত হইয়া, শ্মশান হইতে আসিয়া, অজীর্ণযুক্ত হইয়া, শূকরমাংস, পিণ্যাক, হংস ও কুসুম্ভশাক ভোজন করিয়া ও তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া শ্রীহরিকে স্পর্শ ও শ্রীহরি-সেবার কর্ম্ম করিলে, অতীব পাপ সঞ্চয় করা হয়।

নারদ-পঞ্চরাত্র কিংবা ব্যাসকথিত ভক্তিশাস্ত্রে অনাদর করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্র না মানিয়া আপন ইচ্ছামত আমাকে উপাসনা করিলে, সেবাপরাধ হয়। মদীয় শাস্ত্রসমূহে অনাদর করিয়া যে অন্যশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করে, যে মদ্যপায়ীকে স্পর্শ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে এবং কুসুম্ভশাক সহ আমাকে নৈবেদ্য দান করে, তাহারা সকলেই অপরাধী।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যাহারা আমার সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করে, যাহারা কুরুবক ও পলাশপত্রস্থ পুষ্প দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, যাহারা আসুর কালে আমায় অর্চ্চনা করে, যাহারা কাষ্ঠাসনে কিংবা

নিরাসনে বসিয়া আমার অর্চ্চনা করে, যাহারা বামহস্তে আমাকে স্পর্শ করিয়া স্নান করায়, যাহারা পর্য্যুষিত পুষ্প দ্বারা আমাকে পূজা করে, যাহারা আমার মন্দিরে থুথুফেলে, যাহারা আমার পূজা বিষয়ে "আমার মত পূজা কেহ করিতে পারে না, আমার মত সেবা কেহ করিতে পারে না" ইত্যাদি রূপে অহঙ্কার করে, যাহারা বক্রভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা সামর্থ্য থাকিতেও যাচিত পুষ্প দ্বারা আমার পূজা করে, যাহারা পদপ্রক্ষালন না করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, যাহারা অবৈষ্ণবের পাককরা অন্ন আমাকে অর্পণ করে, যাহারা অবৈষ্ণব ব্যক্তির সম্মুখে আমার অর্চ্চনা করে, যাহারা গণেশের পূজা না করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা কাপালিকের সহিত কথোপকথন করিয়া আমার পূজা করে, যাহারা নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা আমাকে স্নান করায়, যাহারা আমাকে পূজা করিতে করিতে কথা বলে, যাহারা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আমার পূজা করে, তাহারা সকলেই অপরাধী।

জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ।
আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিত-নিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যে সমস্ত অপরাধের কথা লিখিত হইল, ইহাছাড়াও বহু অপরাধ আছে নিজ সাম্প্রদায়িক মহাত্মাগণের অসম্মত আচার করিলে অপরাধ হয়। শাস্ত্র বিহিত আচার পালন না করিলে ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচার করিলেও অপরাধ হয়।

অতঃপরং তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাম্॥

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশ-শপথং নরঃ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মাংতস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ।
ভুঙক্তে ন চান্যনৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-নারসিংহপুরাণে।

নৃসিংহদেব কিংবা অন্য কোন দেবতার নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিবে না। যে ব্যক্তি মহাবিপদে পড়িলেও কখন শ্রীভগবানের নাম করিয়া শপথ না করে, ভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। যে ব্যক্তি অন্য দেবের নির্ম্মাল্য ধারণ না করে ও অন্যদেবের প্রসাদ গ্রহণ না করে, শ্রীভগবান্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হন।

অথাপরাধ-শমনম্।

সংবৎসরস্য মধ্যে চ তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচি র্ভবেৎ॥
অনয়োস্তীর্থয়োরঙ্কে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

সংবৎসর মধ্যে শৌকর তীর্থে অনাহারে থাকিয়া গঙ্গায় স্নান করিলে, অপরাধী ব্যক্তি পবিত্র হয়। ঐ প্রকার মথুরায় বাস করিয়া যমুনায় স্নান করিলেও অপরাধী ব্যক্তি পবিত্র হয়। এই উভয় তীর্থ-সন্নিধানে বাস করিয়া যিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনি যথার্থ ভাগ্যবান্। তাঁহার সহস্রজন্ম-সঞ্চিত অপরাধ নষ্ট হইয়া যায়।

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ন্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে॥

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণো র্য পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধ-সহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক অধ্যায় করিয়া গীতা পাঠ করেন, তিনি দৈনন্দিন সেবাপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি তুলসী-পত্র দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বাত্রিং-শৎ সেবাপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে জাগরণ করিয়া তুলসী স্তবপাঠ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন-ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে অর্চ্চনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার শতসহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।

অথ শেষ-গ্রহণম্।

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অপরাধ-ক্ষমাপণ প্রভৃতি করাইয়া শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া, 'শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া ইহা আমাকে দান করিলেন' এই প্রকার চিন্তা করিয়া, "মহাপ্রসাদ" এই কথা উচ্চারণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

অথ নির্ম্মাল্যধারণ-নিত্যতা।

অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনম্।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

হে অম্বরীষ! শ্রীভগবানের অঙ্গ-সংলগ্ন জল, কুসুম ও চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ না করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।

অথ নির্ম্মাল্য-ধারণ-মাহাত্ম্যম্।

কৃষ্ণোত্তীর্ণস্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।
সর্ব্বরোগৈ স্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি নারদ ॥
বিষ্ণো নির্ম্মাল্য-শেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জ্জয়েৎ।
দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ ॥
মুখে শিরসি দেহে তু বিষ্ণুত্তীর্ণাস্তু যো বহেৎ।
তুলসীং মুনিশার্দ্দূল ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

হে নারদ! যাহার অঙ্গে শ্রীভগবানের অঙ্গোত্তীর্ণ নির্ম্মাল্য স্পর্শ হয়, সেই ব্যক্তি নিখিল রোগ ও নিখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য দ্বারা দেহ মার্জ্জন করেন, তাঁহার নিখিল পাতক ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ও ব্যাধি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। যাঁহার বদনে, মস্তকে ও শরীরে শ্রীভগবানের নির্ম্মাল্য-তুলসী ধৃত থাকে, কলি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অথ বিসর্জ্জন-বিধিঃ।

পূজার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতাকে আবাহন করিয়া আনিয়া, পূজান্তে বিসর্জ্জন দিতে হয়। যাঁহারা শ্রীশালগ্রামে ও প্রতিমাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের আবাহন বিসর্জ্জন নাই। যাঁহারা মন্ত্র লিখিয়া কিংবা যন্ত্রাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হয়।

বিসর্জ্জনন্তু চেৎ কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ।
দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জ্জয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

বিসর্জ্জন করিবার প্রয়োজন হইলে, প্রথমতঃ আবরণ দেবতাগণকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। কোন কোনও মতে আবরণ দেবতাগণকে মূল দেবতার অঙ্গে লীন চিন্তা করিতে হয়। তদনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া ইষ্টদেবতাকে নিজ হৃদয়ে বিসর্জ্জন করিবে।

বিসর্জ্জন-প্রার্থনা।

পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে।
সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

হে ভগবন্! হে কমলাপতে! আমি ভক্তিসহকারে কমলার সহিত আপনাকে পূজা করিলাম। এখন বিশ্রাম জন্য আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন।

প্রার্থ্যৈবং পাদুকে দত্ত্বা সাঙ্গমুদ্বাসয়েদ্ধরিম্।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জ্জনীম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া পাদুকা নিবেদন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গন্যাস ও বিসর্জ্জনী মুদ্রা দেখাইয়া অঙ্গদেবতাসহ ইষ্টদেবতাকে বিসর্জ্জন দিবে।

সর্ব্ববৈষ্ণব সাধারণ্যে এই বিসর্জ্জন বিধি লেখা হইল; একান্ত ভক্তগণ যাহাতে নিজ ভাব বিরুদ্ধ না হয়, সেই ভাবে শ্রীগুরুদেবের আদেশ মত বিসর্জ্জন করিবেন। যন্ত্র প্রভৃতি লিখিয়া পূজা করিতে হইলে, আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতেই হইবে, ইহা যেন মনে থাকে।

অথ পূজাবিধি-বিবেকঃ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি, তিলকধারণ

ও পূজা প্রভৃতি সমস্ত লিখিত হইল। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক বিবেচনার বিষয় আছে। শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল নানাভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; সেগুলি নিজ অধিকার অনুসারে বুঝিয়া লইয়া করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। পূজা নানা প্রকারের আছে, কোনও কামনা করিয়া একপ্রকার পূজা হয়, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য একপ্রকার পূজা হয়, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে এক প্রকার পূজা হয় ও নিজ গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক এক প্রকার পূজা হয়। এই প্রকার নানাবিধ পূজার বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সর্ব্বপূজা-সাধারণ রূপে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সাধকগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে বুঝিয়া লইবেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার পূজাবিধি শেষ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন।

অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্র-সিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈ ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজাবিধি লিখিত হইল, তাহা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য করা কর্ত্তব্য। এই পূজা জপাঙ্গ। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির অঙ্গ যে অর্চ্চন আছে, তাহা এপ্রকার নহে। ভক্তিনিষ্ঠ সাধকগণ ন্যাসাদি না করিয়াই সে পূজা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকে জপাঙ্গ পূজা ও ভক্ত্যঙ্গ পূজা এই দুই প্রকার পূজার উদ্দেশ পাওয়া গেল। সাধক পূজা করিবার সময় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তিনি জপাঙ্গ পূজা করিতেছেন,কি ভক্ত্যঙ্গ পূজা করিতেছেন। জপাঙ্গ পূজা করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত ন্যাসাদি সমস্ত করিয়া পূজা করিতে হয়। ভক্ত্যঙ্গ পূজা করিতে হইলে,সে সকলের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই।

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া জপ

করার উদ্দেশ্যই এই যে, মন্ত্র ও মন্ত্র-দেবতার অভেদ সাধন করিয়া মন্ত্র দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপন করা। কাজেই মন্ত্রাঙ্গ ন্যাসাদি করিয়া সেই সম্বন্ধের স্ফূর্ত্তিসাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। দীক্ষা-বিধানের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার এভাবে পূজা করার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, দীক্ষা সকলেই গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। মন্ত্রজপ করিতে হইলেই ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, অক্ষর ন্যাস, পদন্যাস প্রভৃতি পূর্ব্বাঙ্গ-গুলি যাজন করিয়া পূজা সমাপনান্তে মন্ত্রজপ করিতে হইবে; তাহা না করিলে জপের অঙ্গহানি হইবে। কাজেই দীক্ষিত ব্যক্তির জপাঙ্গ পূজার হাতছাড়ান কঠিন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি জপ করিতে না পারিলে, দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা যায় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীগুরুদেব কর্ণে মন্ত্রপ্রদান করিলেই তাহা পেটে গিয়া গাছ গজাইবে—আর কোন সাধনা করিতে হইবে না—কোন শাস্ত্রেই এমন কথা নাই। কৃষ্ণমন্ত্র অসীম শক্তিশালী হইলেও মরুভূমিতে রোপণ করিলে মহাতেজস্কর বীজেও অঙ্কুর জন্মে না, একথা সকলে মনে রাখিবেন। আমাদের সাম্প্রদায়িক মন্ত্রগুলি প্রায়ই গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত। সেই গৌতমীয় তন্ত্রেই জপ, পুরশ্চরণ প্রভৃতি যে কত-প্রকার কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনের পথ প্রদর্শক শ্রীসনাতন গোস্বামি পাদও যে যথাবিধি জপাদি করিতে অবহেলা করেন নাই, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

পুরশ্চরণ তাঁহাকে অবশ্যই যথাশাস্ত্র করিতে হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মায়াবদ্ধ জীব মায়াজাল ছিঁড়িয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, এ ব্যাপার বড় সোজা নহে। ইহা খাম্‌খেয়ালিতে হয় না। যথাশাস্ত্র সাধনা করিতে করিতে কোন কালে যদি কাহারও ভাগ্যে ঘটে। নিজের অবস্থায় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, বিষয়-বাঁসনা কাটে না; 'আমি' 'আমার' ছুটেনা, কামনা বাসনা মিটেনা, কাজেই তীব্র সাধনার প্রয়োজন। সেই জন্য শাস্ত্রকারগণ দীক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নাই; মোটের উপর মন্ত্র জপ করিতে হইলে, জপাঙ্গ পূজার অনুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য।

ভক্ত্যঙ্গ পূজায় মন্ত্রের সহিত দেবতার অভেদ সাধনের কোনই প্রয়োজন নাই; কাজেই সে সমস্ত ন্যাসাদিরও প্রয়োজন নাই। ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করিয়াই সেবা করিয়া থাকেন। কাজেই বিগ্রহে ভগবত্তা স্থাপনেরও কোন প্রয়োজন নাই। তবে নিজের পূজা যোগ্যতা সম্পাদনের জন্য ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতি সমস্তই করিতে হইবে; কেবল জপাঙ্গ পূজার মত দেবতার অঙ্গে কোন ন্যাসাদি করিতে হইবে না। ভক্ত্যঙ্গ পূজাও দেবালয় এবং নিজ গৃহ-ভেদে দ্বিবিধ হয়। দেবালয়ে পূজা করিতে হইলে, সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়; নিজ গৃহে পূজা করিতে হইলে ব্রত রক্ষার জন্য স্বেচ্ছানুসারে করা যাইতে পারে।

তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।
কাম্যত্বেনাপি গেহেতু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা॥
সেবাদি-নিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।
প্রায়ঃ স্বগেহে স্বচ্ছন্দ-সেবা স্বব্রত-রক্ষয়া॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ স্থাপন না করিলে দোষ হয়। অতএব দেবালয়ে পূজা নিত্য; আবার দেবালয় স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিলে, অশেষ বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। অতএব দেবালয়-পূজা কাম্যও বটে। কিন্তু নিজ গৃহে শ্রীভগবৎসেবা করা নিত্য; কারণ, তাহাতে কোনই ফলানুসন্ধান নাই। দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, ধূমধাম-সহকারে পূজা করা ধনী গৃহস্থেরই যোগ্য ও কর্ত্তব্য। দরিদ্র গৃহস্থগণ নিজ ব্রত রক্ষা করিবার জন্য নিজ গৃহেই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাঁহার সেবাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—
সাধুসঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন সার এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

শ্রীমূর্ত্তির সেবা করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় নিজের দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাব সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। প্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেবা করা যায় কিংবা নিজগৃহেই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করা যায়। প্রথমটি সকলের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও নিজগৃহে শ্রীমূর্ত্তি সেবন কাহারও অসাধ্য নহে। প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা স্বেচ্ছানুরূপ করিলে চলে না; যথাকালে নিত্য নিয়মিত ভোগাদি সমর্পণ, পর্ব্ব যাত্রাদির যথানিয়মে অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে করিতে হইবে। গৃহদেবতার সেবায় সে নিয়ম নাই। নিজের সাধ্যানুসারে যখন যাহা সংগৃহীত হইবে, তখন তাহাই সমর্পণ ও পর্ব্ব-

যাত্রাদির যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কিংবা অননুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুই দোষাবহ হইবে না। বিশেষতঃ গৃহদেবতার সেবার নিয়ম সর্ব্বসময়ে একরূপ করাও অসাধ্য। ভৃত্য, অতিথি ও কুটুম্ব প্রভৃতির অনুরোধে কোন-দিন ভোগের বাহুল্য, কোনদিন বা অল্পতা অবশ্যই ঘটে। একাদশী প্রভৃতি ব্রতদিনে অন্নভোগ দিলে ব্রতানুরোধে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা যায় না; অতএব মহাপ্রসাদ নষ্ট হয়; কাজেই গৃহদেবতার সেবায় একাদশী প্রভৃতি ব্রতদিনে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। যদি কেহ প্রত্যহই অন্নভোগ দিবার নিয়ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দিতে পারেন; তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ব্রতানু-রোধে তাঁহারা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন না। এইরূপ চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রতে ও নিজ নিয়মের অনুরোধে পটোল, বেগুন প্রভৃতি ভোজন করিতে নাই বলিয়া, গৃহদেবতার ভোগেও ঐ সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হয় না। যদি কেহ প্রীতিবশতঃ ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোগে অর্পণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা প্রসাদ নিজে গ্রহণ করেন না, কোনও ভক্তকে অর্পণ করেন; কিংবা জলে সমর্পণ করেন। যদি কেহ ভক্তির আধিক্য বশতঃ ব্রতের আদর করিতে না চাহেন, তাহা হইলে, শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন-জনিত দোষের হাত তিনি এড়াইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কার্ত্তিক ব্রত-প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি কার্ত্তিক ব্রতের আদর করে না, শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি বিমুখ হন। মোটকথা,—শাস্ত্র আলোচনা করিয়া নিজের অধিকার বুঝিয়া কর্ম্মকরা সকলেরই কর্ত্তব্য।

নিজগৃহে শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিতেও যদ্যপি সেবাপরাধ বর্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি কোন কোন অপরাধ বর্জ্জন করা অসাধ্য। যথা—উচ্চৈঃস্বরে কথাবলা, পরস্পর গল্পকরা প্রভৃতি সেবাপরাধ মধ্যে লিখিত আছে; কিন্তু নিজগৃহে শ্রীমূর্ত্তি রাখিয়া সেবা করিতে হইলে,

এ অপরাধ বর্জ্জন করা কোনমতেই সাধ্যায়ত্ত নহে; কাজেই গৃহদেবতার সেবায় এ অপরাধ শ্রীভগবান্ ক্ষমা করেন। দেবালয়ে, ভোজন করিলে সেবাপরাধ হয়; কিন্তু সেটিও গৃহদেবতার মন্দিরে করিলে দোষাবহ হয় না। এই প্রকারে সমস্ত বিষয় সুধীগণ আলোচনা করিয়া বুঝিবেন।

অথ শঙ্খোদক-ধারণম্।

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টি-সুধোক্ষিতম্।
বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

পূজান্তে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিসুধা সিক্ত নীরাজন শঙ্খের জল বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজমস্তকে ধারণ করিবে।

অথ শঙ্খোদক-ধারণ-মাহাত্ম্যম্।

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তি নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলম্।
চন্দনং ধূপশেষস্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকম্ ॥
শঙ্খস্থিতস্তু যৎ তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিম্ ॥
নীরাজন-জলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥
পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুতসমন্বিতঃ।
শুধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা শেষ শঙ্খজল, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধভক্তি, শ্রীগোবিন্দের নির্ম্মাল্য, শ্রীগোবিন্দের পাদোদক ও শ্রীগোবিন্দকে অর্পিত ধূপ ও চন্দনশেষ এই সমস্ত

বস্তুদ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ বিদূরিত হয়। যে জল শঙ্খে করিয়া বিষ্ণু শিরে ভ্রামিত হইয়াছে (অর্থাৎ যাহাদ্বারা নীরাজন করা হইয়াছে) যিনি প্রত্যহ নিজ মস্তকে সেই জল ধারণ করেন, গঙ্গাস্নানে তাঁহার আর কি প্রয়োজন আছে? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেখানে নীরাজন জল ও চরণামৃত সংস্থিত থাকে, সেখানে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ পরিবর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি অসংখ্য প্রাণিহত্যার পাপে লিপ্ত, সেও যদি শ্রীহরিচরণামৃত ও নীরাজনজল স্পর্শ করে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অথ তীর্থ-ধারণম্।

কৃষ্ণপাদাব্জ তীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি।
স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর শ্রীহরির চরণামৃত প্রথমতঃ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক উহা পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

তস্য মন্ত্রবিধিশ্চায়ং প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ।
লিখিতো হ্যধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরির চরণামৃত ধারণের মন্ত্র প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। অধুনা চরণামৃত পান-বিষয়ক মন্ত্র লিখিত হইতেছে।

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অপি পাপ্মানমরাতিং তরেম॥
লোকস্য দ্বারমার্চ্চয়ৎ পবিত্রং জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহস্তৎ।
অমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং লোকে সুধিতাং দধাতু॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-শ্রুতিবচনম্।

শ্রীভগবানের চরণোদক পবিত্র, সর্ব্বলোক-বিখ্যাত ও অনাদিকাল হইতে বিদিত; লোকসকল ঐ পবিত্র পাদোদক দ্বারা পবিত্রতা লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ পাতক হইতে সমুত্তীর্ণ হয়; আমরাও ঐ পাদোদক স্পর্শে পবিত্র হইয়া পাপপূর্ণ সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতেছি। ঐ চরণোদক সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ জ্যোতিষ্মান্, সমুজ্জ্বল ও পূজনীয়; আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি। ঐ সুধাধারা স্বরূপ চরণামৃত পুনঃ পুনঃ বিগলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে আদরণীয় হউন।

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বদুষ্টগ্রহাপহম্।
প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েৎদেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যাবতীয় দুষ্টগ্রহ ও অনিষ্ট নাশ করিবার শক্তি-সমন্বিত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, পুত্র মিত্রাদি সহ চরণামৃত পান করিবে এবং মস্তকাদি অঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে।

শ্রীচরণামৃত পানে সতর্কতা।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনম্।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীচরণামৃত পানে কোটি কোটি প্রাণিহত্যা-জনিত পাপ বিদূরিত হয়; কিন্তু পানাদি সময়ে অসাবধানতা-বশতঃ ভূমিতে বিন্দুমাত্র চরণামৃত পতিত হইলে, অষ্টগুণ পাতক সঞ্চার হয়।

অথ চরণোদক-পান মাহাত্ম্যম্।

হরে স্নানাবশেষস্তু জলং যস্যোদরে স্থিতম্।
অম্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাম্॥

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্।
পঞ্চগব্য-সহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনম্।
নিত্যং যদি পিবেৎ পুণ্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্॥
দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণম্।
পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রাম-শিলাজলম্॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনম্॥
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নান-দর্শন-কীর্ত্তনৈঃ।
পুনন্তি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥
অশুচির্ব্বা দুরাচারো মহাপাতক-সংযুতঃ।
স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুধ্যতি মানবঃ॥
অর্চ্চিতৈঃ কোটিভির্লিঙ্গৈ নিত্যং যৎ ক্রিয়তে ফলম্।
তৎ ফলং শতসাহস্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ॥
ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিম্॥
হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি।
অনর্ঘ্যং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ॥
পাদোদকেন দেবস্য যে কুর্য্যুঃ পিতৃতর্পণম্।
নাসুরাণাং ভয়ং তস্য প্রেতজন্যং ন রাক্ষসম্॥
যস্য পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি শালগ্রাম-শিলোদ্ভবম্।
প্রীতো ভবতি মার্ত্তণ্ডঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা ভবতি সুপ্রীতঃ প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ॥

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ॥
অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাম্।
ভুক্ত্বা পীত্বা বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ॥
অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জ্জলম্।
সোঽপি সদ্‌গতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতঃ॥
অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে যশ্চাপ্যভোজনম্।
অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি পূজ্যা ভবন্ত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুসেবনাৎ॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্ম্মীন্ গণয়ন্নপি॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে—"হে অম্বরীষ! শ্রীবিষ্ণুর স্নান-জল যাহার উদরগত হয়, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলাজল পান করিলে আর সহস্রবার পঞ্চগব্য পানের প্রয়োজন কি? প্রতিদিন পবিত্র শালগ্রাম শিলাজল পান করিলে সহস্র কোটি তীর্থসেবনে কি প্রয়োজন? প্রত্যহ শালগ্রাম—শিলাজল পান করিলে সর্ব্ববিধ নরক-যন্ত্রণা, গর্ভবাস দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। সরস্বতী নদীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদা নদীর জল সাত দিনে, গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্রে ও যমুনাজল দর্শন মাত্রে জীব সকল পবিত্র হয়। এই সকল পবিত্র জলে স্নান, দর্শন ও কীর্ত্তনে, জীব পবিত্র হয়। কিন্তু কলিকালে শ্রীহরির চরণোদক স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হয়।

অপবিত্র, দুরাচার-সম্পন্ন, মহাপাতক যুক্ত ব্যক্তিও চরণোদক-স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। প্রত্যহ কোটি শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয়, চরণোদক-পানে তাহার শত সহস্র গুণ ফল লাভ হয়। যাহারা দান, হোম, বেদপাঠ বা দেবতাপূজাদি-বিরহিত, তাহারাও চরণোদক-পানে পরমগতি লাভ করে। শ্রীহরির চরণোদক পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পবিত্রতার জন্য অন্য তীর্থে গমন করে, সে দুর্ম্মতি রত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র সংগ্রহ করে সন্দেহ নাই। যিনি চরণামৃত দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ ভয় বিদূরিত হয়। যিনি শালগ্রাম-শিলাজল মস্তকে ধারণ করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত দেবতা তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট হন। যিনি শ্রীভগবন্ মন্দির সম্মুখে তাঁহার চরণোদকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন। মহাপাতকিসংস্পৃষ্ট অশুদ্ধ অন্ন ও জল গ্রহণ করিয়াও যদি চরণামৃত পান করা যায়, তাহা হইলে আর কোন অশুদ্ধি থাকিবে না। কোন সদাচার-বিহীন ব্যক্তিকে যদি মৃত্যুকালেও এক বিন্দু চরণামৃত স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে সে সদ্‌গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি অপেয় পান করে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, অগম্যা গমন করে কিংবা সর্ব্ববিধ পাপাচার করে, সেও শ্রীচরণামৃত-পানে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি লাভ করে। শ্রীগোবিন্দের চরণামৃত মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রে বিখ্যাত আছে। কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করিতে সমর্থ হইলেও শ্রীচরণামৃত পানের মাহাত্ম্য সমস্তগুলি লিখিতে সমর্থ হন না।

অথ শঙ্খ-ধৃত-পাদোদক-মাহাত্ম্যম্।

বিশেষতশ্চ পাদোদকং তুলসী-দলমিশ্রিতম্।
শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাগ্‌বৎ পিবেৎ স্বয়ম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তুলসীসংযুক্ত, শ্রীগোবিন্দের চরণোদক শঙ্খ মধ্যে লইয়া বৈষ্ণবগণকে প্রদান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পাঠ সহকারে পান ও মস্তকাদি অঙ্গে প্রোক্ষণ করিলে, বিশেষ ফল লাভ হয়।

কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবাণাং মহাত্মনাম্।
যো দদ্যাৎ তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ॥
গৃহীত্বা কৃষ্ণপদাম্বু শঙ্খে কৃত্বা তু বৈষ্ণবঃ।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ॥
শালগ্রাম-শিলাতোয়ং যদি শঙ্খভৃতং পিবেৎ।
হত্যাকোটিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি তুলসী-দলসংযুক্ত শঙ্খস্থিত শ্রীহরি-পাদোদক বৈষ্ণবগণকে প্রদান করেন, তাঁহার শত চান্দ্রায়ণ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি শঙ্খস্থিত হরিপাদোদক মস্তকে বহন করেন, তিনি তাপসপ্রধান মুনি বলিয়া অভিহিত হন। শঙ্খস্থিত হরিপাদোদক পান করিলে কোটি কোটি হত্যার্জনিত পাপ বিদূরিত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অথ চরণামৃত-পানান্তে আচমন-নিষেধঃ।

অস্পৃশ্য স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া আচমন করিতে হইবে এমন সময়ে, কোন কারণে চরণামৃত পান ঘটিয়া গেলে, আর আচমন করিতে নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "জলপানানন্তর আচমন করিতে হয়". কোনব্যক্তি যদি পিপাসাতুর হইয়া চরণামৃত পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর জলপানের মত আচমন করিতে হইবে না।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—হরিচরণামৃত পানান্তে অশুচিবোধে অজ্ঞানতা বশতঃ মুখ ধৌত করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। হরিচরণামৃত ও হরিভক্ত চরণামৃত পানান্তে অজ্ঞানতা বশতঃ আচমন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

অথ শ্রীতুলসী-বনপূজা।

গত্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তুলস্যাঃ কাননে প্রভুম্।
সংপূজ্যাভ্যর্চ্চয়েৎ তাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রিয়াম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীচরণামৃত পানানন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীতুলসীকাননে গমনপূর্ব্বক সেখানে সন্নিহিত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে ও শ্রীহরি-চরণপ্রিয়া তুলসীর অর্চ্চনা করিবে।

প্রাগ্ দত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমতঃ অর্ঘ্য দান করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিবে, তদনন্তর প্রার্থনা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরঃ-সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে ॥

অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা—হে দেবি, আপনি শ্রীর আশ্রয় ও নিবাসভূমি।

আপনি সর্ব্বদাই শ্রীধরের আদরিণী। আমি ভক্তিসহকারে আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন; আপনাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র পড়িয়া "ইদমর্ঘ্যং তুলসীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

তত্র পূজামন্ত্রো যথা।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে॥

তুলসীপূজামন্ত্র যথা—হে তুলসি! আপনি পুরাকালে দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা হইয়াছেন। সুরাসুর সকলেই আপনার পূজা করে। আপনি আমার পাপ সকল নাশ করুন; এই মৎকৃতা পূজা গ্রহণ করুন; আপনাকে নমস্কার।

এই মন্ত্র পড়িয়া "এতে গন্ধপুষ্পে তুলসীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।

তত্র স্তুতির্যথা।

মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরা নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তু তে॥

হে তুলসি! আপনি শ্রীগোবিন্দের প্রসন্নতা-সাধনকারিণী, সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনকারিণী এবং নিত্য আধি ব্যাধি হরণকারিণী; আপনাকে নমস্কার। এই মন্ত্র পড়িয়া করজোড়ে স্তুতি করিবে।

তত্র প্রার্থনা যথা।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রসীদ মে॥

স্তবান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিতে হয়। হে তুলসি! আপনি আমাকে শ্রী, যশঃ, কীর্ত্তি, দীর্ঘায়ুঃ, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম প্রদান করুন ও মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন।

তত্র প্রণামমন্ত্রো যথা।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥
ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎক্ষম্যতাং ত্বয়া॥

স্কন্দপুরাণম্।

যাঁহাকে দর্শন করিলে অখিল পাতকের বিমোচন হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, যাঁহাকে প্রণাম করিলে রোগসমূহ নষ্ট হইয়া যায়, যাঁহাতে জলসেচন করিলে কৃতান্ত-ভয় দূরীভূত হয়, যাঁহাকে রোপণ করিলে শ্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় এবং যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলে প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, সেই তুলসী দেবীকে প্রণাম করি।

হে তুলসি! আমি ক্ষুদ্র হইয়াও আপনার মাহাত্ম্য-সুধাসাগরে লম্ফ প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

অথ শ্রীতুলসীবন-পূজা-মাহাত্ম্যম্।

প্রয়াগস্নাননিরতো কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎ ফলং বিহিতং দেবৈ স্তুলসীপূজনেন তৎ॥

গরুড়-পুরাণম্।

প্রত্যহ প্রয়াগ ধামে অবগাহনে ও কাশীধামে দেহত্যাগে দেবগণ, যে ফল নিরূপণ করিয়াছেন, তুলসী পূজনে নিঃসন্দেহ সেই ফললাভ করা যায়।

চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥

তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা তু পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকাম-ফলপ্রদা॥
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে॥

অগস্ত্যসংহিতা।

চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে পুরুষ, নারী যে কেহই হউক না কেন, তুলসী দেবীর অর্চ্চনা করিলে, দেবী তাহাকে ইষ্ট ফল প্রদান করেন। তুলসী রোপণ, সেচন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা জীব সকল পবিত্রতা লাভ করে, এবং সযত্নে পূজা করিলে, সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করেন, তাঁহার কোন পাপই ধ্বংস হইতে অবশিষ্ট থাকে না (অর্থাৎ সর্ব্বপাপ ধ্বংস হয়)।

পক্ষে পক্ষে চ সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনম্॥

পদ্মপুরাণম্।

প্রতিপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসী পূজা করিয়া থাকেন।

অথ তুলসীকানন মাহাত্ম্যম্।

হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ॥
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা।
রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্॥

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—কলিকালে শ্রীভগবান্ সহস্র সহস্র তীর্থক্ষেত্র ও নিখিল ভূধর প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তুলসী কাননেই নিত্য অধিষ্ঠান করেন। যিনি তুলসীবন দর্শন কিংবা রোপণ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যহ তুলসী দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ ও সেবন অর্থাৎ পূজা করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই নয় প্রকারে তুলসীর ভজনা করেন, তিনি সহস্র কোটিযুগ শ্রীহরির ধামে বাস করেন।

তুলসীকাননস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলম্।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ॥
তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রযান্তি পরমং পদম্॥
অনন্যদর্শনাঃ প্রাত র্যে পশ্যন্তি তপোধন।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে॥

অগস্ত্যসংহিতা।

জাহ্নবী সলিলের ন্যায় তুলসীরও চতুর্দ্দিক্স্থিত ক্রোশপরিমিত স্থল পবিত্র পুণ্যভূমি বলিয়া কথিত আছে। হে তাপসপ্রবর! যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষ সমীপে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, বরং পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে

অন্যকোন পদার্থ না দেখিয়া, প্রথমেই তুলসী দর্শন করেন, তাঁহার অহোরাত্রকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।

তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নামসহস্রকম্।
তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥

গরুড়-পুরাণম্।

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও তুলসীকাননে বাস করেন, তাঁহার কোটি-জন্ম-কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ সহকারে তুলসী কানন প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার প্রত্যহ অযুত যজ্ঞের ফললাভ হয়।

তুলসীরোপণং যেতু কুর্ব্বতে মনুজেশ্বর।
তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতস্থং নিশাময়॥
সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ॥
কেশবায়তনে যস্তু কারয়েৎ তুলসীবনম্।
লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—হে রাজন্, যে ব্যক্তি তুলসী রোপণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি পিতৃ-কুলের ও মাতৃকুলের সাত কোটী পুরুষ সহ ভক্তিযুক্ত হইয়া শতকল্প-

পরিমিত কাল শ্রীনারায়ণের নিকট বাস করেন। যে ব্যক্তি শ্রীহরি-মন্দির-প্রাঙ্গণে তুলসীবন রোপণ করেন তিনি, পিতৃপুরুষ সহ অক্ষয় স্থান লাভ করেন। কোন ব্যক্তি যদি তুলসী-কাননে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য ফললাভ হয়,—একথা পুরাকালে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন।

অথ তুলসী-কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদি-মাহাত্ম্যম্॥

ভৃগতৈস্তুলসীমূলৈ মৃত্তিকাস্পর্শিতা তু যা।
তীর্থকোটিসমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে॥
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি॥
শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা।
বিঘ্না স্তস্য বিনশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা॥
তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট তুলসীমূল যে মৃত্তিকাতে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কোটিতীর্থ সদৃশ। ঐ মৃত্তিকা অতীব যত্নের সহিত গৃহে রাখা আবশ্যক। শতসহস্র পাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি তুলসীমৃত্তিকালিপ্তদেহে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে যম তাহাকে (স্পর্শ করা দূরে থাক) দেখিতেও পান না। যে ব্যক্তি তুলসী মূল মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সকল বিঘ্ন দূরীভূত হয় ও সমস্ত গ্রহ অনুকূল হয়। যে স্থানে তুলসী পত্র, কাষ্ঠ কিংবা তুলসী মৃত্তিকা থাকে, সে স্থান শ্রীহরির নিবাস-ভূমি।

পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখা পল্লবাঙ্কুরম্।
তুলসীসম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি॥
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রা তুলসীকাষ্ঠ-বহ্নিনা।
লবে লবে ভবেৎ পুণ্যং অগ্নিষ্টোম-শতোদ্ভবম্॥
নৈবেদ্যং পচ্যতে যস্তু তুলসী-কাষ্ঠ-বহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি॥
শরীর দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তি র্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন॥
গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ।
মৃতঃ শুধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥
তীর্থং যদি ন সম্প্রাপ্তং স্মৃতির্বা কীর্ত্তনং হরেঃ।
তুলসীকাষ্ঠদগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ॥
যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ॥
জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতো যৈ র্জনার্দ্দনঃ।
দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥

প্রহ্লাদ-সংহিতা।

প্রহ্লাদ-সংহিতায় লিখিত আছে—তুলসীর পত্র, ফুল, ফল, কাষ্ঠ, বল্কল, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা সমস্তই অতি পবিত্র। যে সমস্ত বিপ্র তুলসী কাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করেন, তাঁহারা প্রতি-লবে শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে অন্ন পাক করিয়া শ্রীহরিকে নিবেদন করিলে, সে অন্ন অল্পপরিমাণ হইলেও শ্রীভগবান্ মেরুতুল্য জ্ঞান করেন। যে সকল ব্যক্তির

কলেবর তুলসীকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়, তাঁহাদের আর কোন কালেই হরিধাম হইতে সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। মরণান্তে তুলসী-কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা দেহ দগ্ধ করিলে, অগম্যাগমনাদি মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তিও সেই সেই পাতকপুঞ্জ হইতে পরিত্রাণ পায়। যে ব্যক্তি কখনও তীর্থে গমন করে নাই, হরিনাম স্মরণ করে নাই, অথবা হরিকীর্ত্তন করে নাই, তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা দেহ দগ্ধ করিলে সে ব্যক্তিকেও আর মর জগতে আসিতে হয় না। দেহ-দাহন সময়ে অন্যান্য কাষ্ঠপুঞ্জের মধ্যে এক খণ্ড মাত্র তুলসী কাষ্ঠ থাকিলেও কোটি কোটি পাপে পাপী মৃত ব্যক্তি সমস্ত পাপ রাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। এক ক্রমে যিনি সহস্র কোটি জন্ম শ্রীহরির প্রীতি বিধান করেন, তাঁহারই ভাগ্যে তুলসী কাষ্ঠ দ্বারা দাহ ঘটে।

যঃ কুর্য্যাৎ তুলসীকাষ্ঠৈ-রক্ষমালাং স্বরূপিণীম্।
কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥

অগস্ত্যসংহিতা।

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠ দ্বারা জপমালা ও কণ্ঠমালা প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করেন, তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফল অক্ষয় হয়।

অথ তুলসীপত্র-ধারণ-মাহাত্ম্যম্।

যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।
তুলসীসম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মখৈশ্চ কিম্॥
শত্রুঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনম্।
কৃত্বা ধর্ম্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলম্॥
যঃ কশ্চিদ্ বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসীং বহন্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—যাহার নাভি দেশে, মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে শ্রীভগবানের নিবেদিত তুলসীপত্র বিরাজিত থাকে, তাঁহার তীর্থ গমনেই বা প্রয়োজন কি? আর যজ্ঞানুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি? মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ করিলে শক্র নাশ হয়, পুণ্যলাভ হয়, শ্রীবৃদ্ধি হয়, রোগ নাশ হয় ও ধর্ম্ম লাভ হয়। আশ্রমনিয়ম-লঙ্ঘন কারী, মিথ্যাচারযুক্ত ব্যক্তিও মস্তকে তুলসীদল ধারণ করিলে জগৎ পবিত্র করিতে সমর্থ হয়।

কর্ণেন ধারয়েদ্‌যস্তু তুলসীং সততং নরঃ।
তৎকাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যপপাতকম্‌॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম।

সর্ব্বদা কর্ণে তুলসীপত্র কিংবা তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করিলে, কোন প্রকার উপপাতক আক্রমণ করিতে পারে না।

কস্মাদিতি ন জানীম স্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ।
গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষন্নেবানুগচ্ছতি॥

শ্রীহরিভক্তি সুধোদয়ঃ।

তুলসী যে কি কারণে হরির প্রিয়, তাহা জানি না; হস্তে তুলসী লইয়া যে ব্যক্তি গমন করে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত শ্রীহরি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন।

অথ তুলসী-ভক্ষণ-মাহাত্ম্যম্‌।

ত্রিকালং বিনতাপুত্র তুলসীং প্রাশয়েদ্‌ যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা॥

গরুড়পুরাণম।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—হে বিনতানন্দন! যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহার দেহ শত চান্দ্রায়ণ-ব্রত অপেক্ষা অধিকরূপে শুদ্ধিযুক্ত হয়।

যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরো দহতি পাতকম্।
তুলসীভক্ষণাৎ তদ্বৎ দহতে পাপসঞ্চয়ম্॥
চান্দ্রায়ণ-সহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ।
ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ॥
কৃত্বা পাপ সহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ।
তুলসীভক্ষণাৎ মুচ্যেৎ শ্রুতমেতৎ পুরা হরেঃ॥
যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ সুকৃতং নার্জ্জিতং কচিৎ।
তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসীপত্র-ভক্ষণাৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—নিয়ত হরিভক্তিরত ব্যক্তির যেমন পাপ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুলসীপত্র ভক্ষণমাত্রেই সমস্ত সঞ্চিত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। সহস্র চান্দ্রায়ণ ও শত পরাক ব্রত-লব্ধ পুণ্যও তুলসীপত্র-ভক্ষণ-জনিত পুণ্যের সমান নহে। শ্রীহরির নিকট শুনিয়াছি, প্রথম বয়সে শত সহস্র পাপ করিয়া, শেষে তুলসী-পত্র ভক্ষণ করিলে, নিখিল পাতক হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি কোন কালে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে নাই, অথচ নিখিল মহাপাপে লিপ্ত, তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে তাহারও মুক্তি লাভ হয়।

অথ ধাত্রী মাহাত্ম্যম্।

কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ।
সংকীর্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেঽধুনা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তুলসীর মত ধাত্রীও শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। অতএব তুলসী-মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে ধাত্রীর মাহাত্ম্যও কিছু লিখিতেছি। (ধাত্রীকে আমাদের দেশ প্রচলিত ভাষায় "আমলকী" বা "আমলা" বলে।)

ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনম্ ।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
ধাত্রীছায়াস্তু সংস্পৃশ্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডন্তু যো মুনে ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ ॥
ধাত্রীফল-বিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ ।
ধাত্রীফল-কৃতাহারো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে ।
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণান্তু কা কথা ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—ধাত্রী বৃক্ষের তলে বসিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিলে, প্রতিপুষ্পে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ধাত্রী-বৃক্ষতলে পিণ্ডদান করিলে, শ্রীহরির প্রসাদে পিতৃগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধাত্রীফল অঙ্গে লেপন করিলে, (আমলকী বাটিয়া গায়ে মাখিলে) ধাত্রীফলের মালা ধারণ করিলে এবং ধাত্রীফল ভোজন করিলে, মানব নারায়ণ সদৃশ হয়। যে ব্যক্তি ধাত্রী ফল ধারণ করেন, (আমলকী-বীজের মালা ধারণ করাই ধাত্রী ফল ধারণের প্রকৃষ্ট উপায়) তিনি মানুষের কথা দূরে থাক, দেবতাগণেরও প্রীতিপাত্র হন।

ধাত্রীফলানি তুলসী হ্যন্তকালে ভবেদ্ যদি ।
মুখে চৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—মৃত্যুকালে মস্তকে মুখে ও দেহে ধাত্রীফল ও তুলসী দল বিদ্যমান থাকিলে, নিঃসন্দেহ তাহার দেহে আর পাপ থাকে না।

অথ শাস্ত্রালোচনম্।

এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরম্।
শাস্ত্রাভ্যাসং দ্বিজঃ শক্ত্যা কুর্য্যাদ্‌বিপ্রো বিশেষতঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এইভাবে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যথাশক্তি শাস্ত্রালোচনা করিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রাভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া, প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য-শেষে শাস্ত্রালোচনা করিতে হইবে—এই ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে কেহ বা অধ্যয়নে, কেহ বা অধ্যাপনায় ও অশক্ত ব্যক্তি শ্রবণে শাস্ত্রালোচনা করিবেন। শাস্ত্রালোচনায় নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয় এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচার প্রভৃতি জানিতে পারা যায় ইত্যাদি বহুবিধ ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক যাঁহার যে ভাবে সুবিধা হইবে, তিনি সেই ভাবে শাস্ত্রালোচনা জন্য ফল শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবেন।

অতোঽধীত্যাম্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ।
সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে।
বৃত্তৌ সত্যাঞ্চ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সংগত্য মৎকথাম্॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

হরিভক্তিরত ব্যক্তিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপন করিয়া, শাস্ত্রপাঠ-ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক নিজ নিজ বৃত্তি সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। (গৃহস্থের পরিবার-পোষণার্থ বৃত্তি-

সম্পাদন অবশ্যকর্ত্তব্য)। যাঁহারা ধনী গৃহস্থ কিংবা উদাসীন, তাঁহাদের বৃত্তিসম্পাদনের কোনই প্রয়োজন হয় না। অতএব এই সময়ে তাঁহারা ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কথালাপন করিবেন।

মধ্যাহ্ন-স্নানের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত কার্য্যের অবসর। যাঁহাদের বৃত্তি-সম্পাদন করা প্রয়োজন, তাঁহারা শুক্লবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই যে কুকর্ম্ম করিতে হইবে, এমন নহে। কে কেমন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন, তাহাও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে।

অথ বৃত্তি-সম্পাদনম্।

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছ-শিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু নিত্যাযাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তি নীচসেবনম্।
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে।
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভি র্বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

ঋতশব্দে উঞ্ছ ও শিল বুঝায়; ক্ষেত্রপতি-পরিত্যক্ত ক্ষেত্র পতিত ফল-সংগ্রহের নাম উঞ্ছ। স্বয়ং পতিত ফল-সংগ্রহের নাম শিল। অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাচ্ঞা, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্ববৃত্তি শব্দে হীনসেবা বুঝায়। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির সেবাই নিন্দনীয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অধিকতর নিন্দনীয়।

মোটকথা—সকলেরই শুক্লবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে

হইবে। বর্ত্তমান সময়ে শুক্লবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দোষ কি? মোটামুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে কাহারও বোধ হয় শুক্লবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হয় না। তবে বিলাসিতার দাস হইলে আর শুক্লবৃত্তিতে কেমন করিয়া চলিবে? আজকাল কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত, তাঁহাদেরত কথাই নাই; যাঁহারা শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাঁহারা নিজে চটিজুতা ও উত্তরীয় মাত্র ব্যবহার করিলেও, তাঁহাদের অন্তঃপুরে বডি সামিজ ও জ্যাকেট্ প্রভৃতির অভাব নাই; ব্রহ্মচারিগণ গৈরিকবসনধারী হইলেও গৈরিক রাগে রঞ্জিত সিল্কের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর প্রভৃতি তাঁহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বৈরাগিগণ কৌপীন বহির্ব্বাস-মাত্র-পরিধায়ী হইলেও সেগুলি ইস্ত্রি করা হওয়া চাই। স্থান-বিশেষে ভেলভেটের কৌপীন ও তদুপরি শিল্কের বহির্ব্বাসেরও অভাব নাই। পরিধানে বহির্ব্বাস রাখিয়া গায়ে সার্ট, কোট, ঘড়ির চেন, শাল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া, একরকম সং সাজিয়া বেড়ানও যথেষ্ট দেখা যায়। আখড়ার অন্দরমহলে নাকে রসকলি ও হাতে অনন্ত দেওয়া এক প্রকার জীবেরও অভাব নাই; অবশ্য ঠাকুর-সেবার কর্ম্ম করিবার জন্য সে গুলির যে একেবারেই প্রয়োজন নাই, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু এ সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হইলে, আর শুক্ল বৃত্তিতে চলিবে না। অগত্যা নীচসেবা, জাল, জুয়াচুরি, ভণ্ডামি প্রভৃতি সবই করিতে হইবে। বিলাসের হাত ছাড়াইতে পারিলে, আর কোন ভাবনা নাই; শুক্লবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া পরমানন্দে শ্রীহরি ভজন করিতে পারিবেন।

অথ শুক্লবৃত্তয়ঃ।

প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা।
গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতম্॥

যুদ্ধোপকারাল্লব্ধঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ ।
ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাঃ কৃত্বা শুক্লং তথা বিশঃ ।
দ্বিজ-শুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্ত্তিতম্ ॥
ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া ।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ ।

সৎপ্রতিগ্রহদ্বারা লব্ধ, গুণবান্ যজমান ও শিষ্যের নিকট প্রাপ্ত অর্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র। যুদ্ধে উপকার করিয়া লব্ধ, দণ্ডলব্ধ ও ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিচার করিয়া লব্ধ অর্থ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুক্ল। কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ বৈশ্যের পক্ষে শুক্ল এবং দ্বিজাতি-সেবা দ্বারা লব্ধধন শূদ্রের পক্ষে শুক্ল। পুরুষ পরম্পরায় প্রাপ্তধন, প্রীতি সহকারে দত্ত ধন ও স্ত্রীর সহিত (যৌতুক স্বরূপ) প্রাপ্তধন সকল বর্ণের পক্ষেই শুক্ল।

গৃহস্থের পক্ষে শুক্ল বৃত্তির ব্যবস্থা এই ভাবে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, যাঁহারা গৃহস্থ নহেন, তাঁহাদের গতি কি? তদুত্তরে আমরা বলি, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দেখিবেন।

বৈরাগীর ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া যাচিয়া করে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদেশই গৃহত্যাগিগণের শুক্লবৃত্তির ব্যবস্থাপক। ইহা না মানিলে যাহা হয়, বুঝিতেই পারিতেছেন।

অথ শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌ সমাধানম্।

শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌ তু ভোজ্যান্নান্ শূদ্রবর্গতঃ।
তথৈব গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছাস্ত্রতো বুধঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের শুক্লবৃত্তি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু কোনও সময়ে যদি দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ কোনমতেই শুক্লবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে শূদ্রবর্গের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন কোন দ্রব্যগ্রহণ করা যায়, তাহা স্পষ্টই লিখিত আছে; এখানে আমরা তাহার বিশেষ আলোচনা করিব না; সুধীগণ সেই সেই শাস্ত্র দেখিয়া লইবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সঙ্গে কোনও শাস্ত্রের মত-দ্বৈধ নাই; কিংবা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার কোন শাস্ত্রেরই অমর্য্যাদা করেন নাই। অন্যান্য শাস্ত্রে সর্ব্ব সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণের যাহা বিশেষ আচার, তাহা সেই শাস্ত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে পৃথক্ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সর্ব্ব সাধারণের বিধি এই যে—

নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্‌ক্তে হ্যনাপদি॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

কূর্ম্মপুরাণে জীবিকানির্ব্বাহ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে, শূদ্রের অন্ন ভোজন কিংবা গ্রহণ, দ্বিজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ভ্রমবশে কিংবা স্বেচ্ছায় আপদ্ ব্যতীত অন্য সময়ে শূদ্রান্ন সেবন করিলে, শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে—

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

অন্নমধ্যে মানবের নিখিল পাপ অবস্থিতি করে; সুতরাং যে ব্যক্তি যাহার অন্ন গ্রহণ করে, সে তদীয় পাপরাশি গ্রহণ করে; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কোনও বেশ্যার পাপ কর্ম্মে উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা তাহার উপপতি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া মহোৎসব করিয়াছিল। সেই অন্ন গ্রহণ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনবাসী কোনও অশীতিপর বৃদ্ধ বৈষ্ণবের কামোদ্বেগ হইয়াছিল এরূপ কিংবদন্তী শুনা গিয়াছে।

নীচকুলে জন্মগ্রহণ করা ও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নীচকর্ম্ম করা,—এই দুইটীই যে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপরাশির ফল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোনব্যক্তি সৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীহরিভজন-রত হয়, তাহা হইলে তাহার নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করার মূল পাপ নষ্ট হইয়া যায়। তুল্য যুক্তিতে উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসৎসঙ্গ প্রভাবে হরিবিমুখ হইলে, তাহার উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করার মূল পুণ্যও যে নষ্ট হইয়া যায়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এস্থলে সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, অন্নাদি গ্রহণের সময় কি ভাবে বিচার করা উচিত।

সেই জন্যই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

হরিভজন-তৎপর ব্যক্তি সর্ব্বদা বৈষ্ণবান্ন ভোজন করিবেন। অবৈষ্ণবের অন্ন বিষ্ঠামূত্রাদির ন্যায় অপবিত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন।

অবৈষ্ণব-গৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা জ্ঞানতোঽপি বা।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা॥

স্কন্দপুরাণম্।

ভ্রমবশতঃও অবৈষ্ণবগৃহে অন্ন ভোজন কিংবা জলপান করিলে, চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। নতুবা তদীয় ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মই নিষ্ফল।

কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

যে ব্যক্তির গৃহে শ্রীহরি মূর্ত্তি (শ্রীবিগ্রহ কিংবা শ্রীশালগ্রামাদি) বিরাজিত নাই, তদীয় অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ ; কারণ ঐ অন্ন অভক্ষ্য সদৃশ।

এই সমস্ত বচনে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীহরিভজন-রত শূদ্রের অন্নও আদরণীয় ; কিন্তু শ্রীহরি-বিমুখ দ্বিজান্নও পরিত্যজ্য।

পূর্ব্বোক্ত বচন-সমূহে বৈষ্ণব শব্দে শ্রীহরি-পরায়ণ ও অবৈষ্ণব শব্দে শ্রীহরিবিমুখ ইহাই বুঝা উচিত। বৈষ্ণব শব্দে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও অবৈষ্ণব শব্দে শাক্ত—ইহা বুঝিয়া সম্প্রদায়ে দ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করা উচিত নহে। শক্তি কিংবা শিব মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি শ্রীশালগ্রাম-শিলা পূজন ও শ্রীহরিকীর্ত্তনাদি করেন, তাহা হইলে, তিনি কি বৈষ্ণব নহেন? আবার বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণবাচার-বর্জ্জিত ও বৈষ্ণব-দ্বেষী হন, তিনিও কি অবৈষ্ণব নহেন?

"গৃহীত-বিষ্ণু-দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরায়ণঃ।
বৈষ্ণবস্তু স বিজ্ঞেয় ইতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

যিনি বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হন, তিনিই বৈষ্ণব ; এতদ্ভিন্ন সমস্তই অবৈষ্ণব—ইত্যাদি বচন দীক্ষা-বিষয়ক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, শাস্ত্রে আছে—"ন গুরুঃ স্যাদ-

বৈষ্ণবঃ" অর্থাৎ অবৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য নহেন; বৈষ্ণব গুরুর নিকটই বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিবে। এই বচনানুসারে বৈষ্ণব গুরুর পদাশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু বৈষ্ণবের লক্ষণ কি? এই আকাঙ্ক্ষায় "গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকঃ" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

হরিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; হরিবিমুখ দ্বিজও চণ্ডালাধম। কাজেই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা দেখিয়া, গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিচার করা আবশ্যক। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু বৈষ্ণবতা রক্ষাকরা চাই।

কেচিদ্‌বৃত্ত্যনপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাবতঃ প্রভৌ।
বিশ্বস্তস্যাদিশন্ত্যাসন্ কালেঽপি কৃতিনো জপম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভগবান্ অখিল সংসারের বৃত্তিদাতা; সুতরাং জীবিকার্থ আমার প্রয়াসের প্রয়োজন কি? এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ভক্তগণ অধ্যাপন, অধ্যয়ন ও বৃত্তিসম্পাদনের সময়েও সে সমস্ত আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, জপে রত থাকেন এবং সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, সুধীগণ তাহাই করিবেন।

অথ মাধ্যাহ্নিক-কৃত্যানি।

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্ব্বং পুষ্পাদ্যাহৃত্য বা স্বয়ম্।
ভৃত্যাদিনা বা সম্পাদ্য কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ॥

স্নানাশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য মান্ত্রিকম্ ।
যথোক্তং ভগবৎপূজাং শক্তশ্চেৎ প্রাগ্‌বদাচরেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ।

বৃত্তি-সম্পাদন পর্য্যন্ত কৃত্য সমাধানান্তে মধ্যাহ্নিকী ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় । মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্ব্বে মধ্যাহ্নকালীন অর্চ্চনার জন্য নিজে কিংবা শিষ্যভৃত্যাদি দ্বারা পুষ্পাদি সংগ্রহ করিবেন । যাঁহারা শারীরিক অসুস্থতা কিংবা জলাভাবাদি নিবন্ধন মধ্যাহ্নস্নান করিতে অশক্ত, তাঁহারা "শন্ন আপঃ" প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মান্ত্রিক স্নান করিয়া, যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন ।

যুগলোপাসকগণের পক্ষে এই সময় শ্রীরাধাকুণ্ড-লীলা স্মরণপূর্ব্বক সেখানকার যোগপীঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চনাদি করা বিশেষ ভাবানুকূল ।

মধ্যাহ্নকৃত্যের মধ্যে দ্বিজাতি বৈষ্ণবগণের পক্ষে পঞ্চমহাযজ্ঞ করা একান্ত আবশ্যক ; তবে বৈষ্ণবাচারানুসারে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার যে ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে সেগুলির অনুষ্ঠান করাই উচিত । যদিও আজ কাল এসমস্ত অনুষ্ঠান দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি যথাশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি, যদি কোন ভাগ্যবান্ অনুষ্ঠান করিতে পারেন ।

অথ বৈষ্ণব-বৈশ্বদেবাদি-বিধিঃ ।

মাধ্যাহ্নিকী পূজাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নকালীন ভোগ সমর্পণ করিবে ; তদন্তে মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম করিবে ।

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্ম পৈত্রঞ্চ কারয়েৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীভগবানের ভোগদিয়া, সেই মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা বৈষ্ণবগণ বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্র কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

ষষ্ঠে দিনবিভাগেতু কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ॥
পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথবা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্‌বা তর্পণাদ্‌বা চতুর্ব্বিধঃ॥
নৃযজ্ঞোঽতিথি-সৎকারাৎ হস্তকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-স্মৃতিবচনম্।

দিবসের ষষ্ঠভাগের মধ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ দৈবযজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। তন্মধ্যে দৈব-যজ্ঞ হোম দ্বারা, ভূতযজ্ঞ বলি প্রদানদ্বারা, পিতৃযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-ভোজন, পিতৃসম্বন্ধীয় বলিদান, পিতৃপুরুষে অন্নদান কিংবা তর্পণ দ্বারা; অতিথি সৎকার, পানীয়শালা কিংবা জলপ্রদান দ্বারা নৃযজ্ঞ ও বেদ কিংবা পুরাণপাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়।

বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ এই যে, তাঁহারা পিতৃগণকে অন্নদান, ব্রাহ্মণভোজন ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা করিবেন ও চরণামৃত দ্বারা তর্পণ করিবেন।

অথ পঞ্চ মহাযজ্ঞ-নিত্যতা।

অকৃত্বা চ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্ যোনিং স গচ্ছতি॥

কূর্ম্মপুরাণম্॥

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি পঞ্চ

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করে, সেই মূঢ়মতি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান, শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন দ্বারা করিতে হইবে,—এইটিই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা; কিন্তু এরূপ আচার প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া, যদি কাহারও এ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইজন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল দেখান হইতেছে। আমরা সকলকেই এই বিধি অবলম্বন করিতে বলিতেছি না, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত প্রত্যেকেরই যে এই বিধি অবলম্বনীয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-বিধিঃ।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

প্রত্যহ পিতৃপুরুষকে অন্নদান করিতে যে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিবে, একথা পূর্ব্বে বলা হইতেছে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলেও প্রথমতঃ শ্রীভগবান্‌কে অন্নাদি নিবেদন করিবে, পরে নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।

তত্র প্রমাণং যথা।

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন দ্বারা অপরাপর দেবতাগণের পূজাদি করা বিধেয়। পিতৃগণকেও ঐ শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে; তাহাতে অক্ষয় ফললাভ হয়।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্‌।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী-বিমিশ্রা
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্‌।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে শ্রীভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদান্ন ও তুলসীযোগে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, ভক্তিসহকারে পিতৃগণকে প্রদান করেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্প তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

দেবান্‌ পিতৄন্‌ সমুদ্দিশ্য যদ্‌বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্‌।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি॥
প্রয়ান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ।
মুকুন্দ-গাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনম্‌॥
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া॥
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ কচিৎ।

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিববাক্যম্‌।

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব বলিতেছেন—সুরগণের উদ্দেশে ও পিতৃগণের উদ্দেশে হরিকে নিবেদিত দ্রব্য সুরগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশেই অর্পণ করিবে। শ্রীহরির মহাপ্রসাদান্ন শ্রীহরির নিবেদিত সলিলে সিক্ত করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদান করিলে, তাঁহারা অতুল তৃপ্তিলাভ করেন। শ্রীহরির অঙ্গলগ্ন চন্দনদ্বারা বিপ্রগণের বিলেপন কার্য্য করা বিধেয় এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ উহাদ্বারাই পিণ্ড-

লেপন করিবে৷ হে নরপতে! এইরূপ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের যে অক্ষয়া প্রীতিলাভ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন দ্যাবাপৃথিব্যৌ।
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা
অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনা ঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং
পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥

শ্রুতিবাক্যম্।

শ্রুতিতে উক্ত আছে,—একমাত্র নারায়ণ ছিলেন; ব্রহ্মা ছিলেন না, পৃথিবী আকাশ প্রভৃতি কিছুই ছিল না। দেবগণ, পিতৃগণ ও মানবগণ শ্রীহরির মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করেন, শ্রীহরির আঘ্রাত দ্রব্য সকল আঘ্রাণ করেন, শ্রীহরির পীতাবশিষ্ট পানীয় দ্রব্য পান করেন; অতএব সুধীগণ শ্রীহরির ভুক্তাবশিষ্ট বস্তু ভোজন করিবেন।

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

ভক্ষ্য ভোজ্যাদি প্রথমতঃ অগ্রভোক্তা শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া, দেবগণ কিংবা পিতৃগণকে প্রদান করিতে নাই; যে হেতু অনিবেদিত বস্তু দেবগণ কিংবা পিতৃগণকে প্রদান করিলে, প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয়। সৃষ্টির প্রথমে শ্রীহরিই অগ্রভুক্ বলিয়া সুরগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন, এইজন্য দেবগণও যজ্ঞাংশভুক্ হইয়াছেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার এইরূপ নানা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়া-

ছেন যে, শ্রীহরির প্রসাদ দ্বারা সমস্ত দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চ্চনাদি করিতে হইবে। ইহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের অমত থাকিতে পারে; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সর্ব্বদা এই মত পরিপালনীয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রীহরির প্রসাদ যে দেবতাকে প্রদান করা হয়, সেই দেবতাকে ছোট করা হয় ও অবজ্ঞা করা হয়। তাহাতে আমরা বলি, কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন সমস্ত সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীভগবান্ সরূপতঃ নিরাকার; কিন্তু সাধকগণ তাঁহাদের ধ্যানের সুবিধার জন্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সাধনা করেন। সমস্ত দেব-দেবীর দেহ আমাদের মত মায়িক; সাধক মায়ামুক্ত হইলে, সাধ্য দেব দেবীও মায়ামুক্ত হইয়া বিগ্রহশূন্য হইবেন; দেব দেবীর দেহ মায়িক অনিত্য ও কল্পিত বলিলে যদি তাঁহাদের ছোট করা না হয়, বা অবজ্ঞা করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিভূতি জ্ঞানে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ অর্পণ করিলেই বা কেন অবজ্ঞা করা হইবে? বিশেষতঃ

একলি ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বচন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রকৃষ্ট পন্থা।

অথ মহাপ্রসাদ ভোজনবিধিঃ।

এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

এইরূপে মধ্যাহ্ন স্নান, পূজা ও পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে বৈষ্ণবগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া, বন্ধুবান্ধবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে।

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্ নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।
শ্রেষ্টনাম্না ততো মূল-মনুনা বারসপ্তকম্।
ধর্ম্মরাজাদি-ভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতম্।
তুলসীং চাত্র নিক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমতঃ শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দর্শন করিয়াই ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে; তদনন্তর গায়ত্রী পাঠদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া সাত বার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে উক্ত মহাপ্রসাদান্ন হইতে ধর্ম্মরাজ পিতৃপুরুষ প্রভৃতির ভাগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া, তাহাতে শ্রীচরণামৃত ও তুলসী নিক্ষেপ করিবে; পরে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটি পাঠ করিবে। যথা—

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরে স্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতক-রাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ॥
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসাঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি-বচনম্।

ব্রহ্মাদি দেবগণ, নিষ্কলঙ্ক ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ যে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট

ভোজন করিতে বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী। যাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রেই পুঞ্জীকৃত মহাপাতক বিলয় প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী। যিনি বাল্যলীলায় পূতনা প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির উচ্ছিষ্টভোজী; হে ভগবন্! আপনার নিবেদিত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া আমরা উচ্ছিষ্টভোজী দাসগণ অনায়াসে আপনার মায়াকে জয় করিব।

তেতোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চপ্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে একগণ্ডূষ জলপান করিয়া "প্রাণায় স্বাহা" "অপানায় স্বাহা" "সমানায় স্বাহা" "উদানায স্বাহা" "ব্যানায় স্বাহা" এই পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিয়া শ্রীভগবৎ-সম্মুখে ভোজন করিবে।

(প্রাসাদস্থিত শ্রীভগবানের সম্মুখে ভোজন করিলে, সেবাপরাধ হয়; কিন্তু নিজগৃহস্থিত গৃহদেবতার সম্মুখে ভোজন করিলে সেবাপরাধ হয় না।)

তত্র বিশেষঃ।

পুণ্যগন্ধধরঃ শান্ত-মাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ॥
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি নচৈবান্যমুখো নরঃ॥
দত্ত্বাথ ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ॥

নাসন্দী সংস্থিতে পাত্রে না দেশেচ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥
মধ্বম্বুদধিসর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্।
অশ্নীয়াৎতন্ময়ো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্ ॥
লবণাম্লে তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ।
প্রাগ্ দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যেচ কঠিনাশনম্ ॥
অন্তে পুনর্দ্রবাশীতু র্বলারোগ্যং ন মুঞ্চতি।
পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ ॥

বিষ্ণু-পুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণে গৃহী বৈষ্ণবগণের মহাপ্রসাদান্ন ভোজনের কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা ত্যাগী, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিষয় ব্যাপারে হানি ও লাভ সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সমস্ত বিধি-নিষেধ নাই।

অঙ্গে গন্ধদ্রব্যলেপন ও গলদেশে মাল্যধারণ করিয়া আর্দ্রহস্তে ও আর্দ্রপদে পূর্ব্ব কিংবা উত্তর মুখ হইয়া, সন্তুষ্টমনে আহার করিতে হয়। একবস্ত্রে অর্থাৎ উত্তরীয় না লইয়া আহার করিতে নাই। অগ্ন্যাদি কোণাভিমুখে বসিয়া কিংবা ভোজ্যদ্রব্য ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিতে নাই। প্রথমতঃ শিষ্য ও নিকটবর্ত্তী ক্ষুধার্ত্ত-গণকে অন্নদিয়া পরিশেষে রোষশূন্য-চিত্তে বিশুদ্ধ ও প্রশস্ত পাত্রে আহার করিবে ; কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিপদী কিংবা চৌকি প্রভৃতির উপরে ভোজনপাত্র রাখিয়া আহার করিতে নাই। অযোগ্য স্থানে, সংকীর্ণ স্থানে ও সন্ধ্যাদি কালে ভোজন করিতে নাই। ভোজ্যবস্তুর কিয়দংশ পাত্রে রাখিয়া ভোজন করিতে হয়, একেবারে নিঃশেষ

করিয়া ভোজন করিতে নাই। মধু, জল, দধি, ঘৃত, শক্তু প্রভৃতি ভোজ্যদ্রব্যের দোষ গুণ বিচার করিয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ মধুররস বিশিষ্ট বস্তু ভোজন করিতে হয়। তদনন্তর লবণ, অম্ল ও কটুতিক্তাদি রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। (আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত ভাবে ভোজনের প্রণালী দেখা যায়; প্রথমতঃ তিক্ত ও শেষে মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনই আমাদের দেশে প্রচলিত)। প্রথমতঃ দ্রব পদার্থ, মধ্যে কঠিনবস্তু ও শেষে দুগ্ধ কিংবা জল প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থ ভোজন করিলে, বল ও আরোগ্যের হ্রাস হয় না। আহারের প্রারম্ভে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণাদির তৃপ্ত্যর্থ পঞ্চগ্রাস ভোজন করিতে হয়।

যদ্ভুংক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে উদঙ্‌মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুংক্তে সর্ব্বং বিদ্যাৎতদাসুরম্‌॥
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্‌।
নচ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোঽপি বা॥
ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং নচ পাণিষু॥
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনম্‌।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম্‌।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া, অগ্নি-প্রভৃতি কোণাভিমুখ হইয়া ও পাদুকা পায়ে দিয়া ভোজন করিলে, আসুরিক ভোজন হয়। অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নকালে, আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া, অজীর্ণাবস্থায়, ভগ্ন আসনে বসিয়া, যানে আরোহণ করিয়া, ভগ্নপাত্রে অন্নাদি লইয়া, ভূমিতে অন্ন রাখিয়া ও হস্তে অন্ন রাখিয়া,

ভোজন করিতে নাই। কখনও অতি ভোজন করিতে নাই; উহা রোগপ্রদ, পরমায়ুনাশক, স্বর্গলাভের প্রতিকূল, পাপজনক ও নিন্দাকর।

ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

যথাবিধি ভোজনান্তে পূর্ব্ব কিংবা উত্তরমুখ হইয়া আচমন করিবে। অনন্তর দুই হাতের আমূল ধৌত করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠে কিঞ্চিৎ জল দিবে।

স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ।
অভীষ্ট-দেবতানাঞ্চ কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ॥

তদনন্তর সুস্থ ও প্রশান্তচিত্তে আসনে উপবেশন করিয়া অভীষ্ট-দেবতা স্মরণ করিবে।

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ যত্তৎ-পরিণামসম্ভবং
যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়-দেহ-দেহি
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥

ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরম্।
অনায়াস-প্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

অগস্তি, অগ্নি ও বাড়বাগ্নি আমার অশেষ ভুক্তান্ন জীর্ণ করুন। উঁহারা আহারের পরিপাকজন্য সুখ বিধান করুন। শ্রীবিষ্ণু নিখিল ইন্দ্রিয়, শরীরও শরীরীর শ্রেষ্ঠ; সেই সত্যদ্বারা এই সকল অন্ন মৎসম্বন্ধে আরোগ্যজনক হইয়া পরিণাম লাভ করুক। এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে করিতে স্বীয় হস্তদ্বারা উদর মার্জ্জনা করিবে। তদনন্তর অনলস হইয়া অল্প পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্ম করিবে।

ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ।
শিষ্টৈরিষ্টৈর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নাম মঙ্গলম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর শ্রীভগবন্নিবেদিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে ও নিজাভিমত শিষ্টজন সমভিব্যাহারে শ্রীভগবানের কল্যাণময় নামাদি স্মরণ করিবে।

অনিবেদিতদ্রব্য-ভোজন-দোষাঃ।

অনিবেদিতদ্রব্য ভোজন করিতে নাই। তৎসম্বন্ধীয় প্রমাণ যথা—

নত্বেবাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনম্।
ন তৎ স্বয়ং সমশ্নীয়াৎ যদ্বিষ্ণৌ ন নিবেদয়েৎ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র-বচনম্।

শ্রীভগবান্‌কে অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিতে নাই এবং যে বস্তু শ্রীহরির উদ্দেশে সমর্পিত হয় নাই, তাহা ভোজন করিতে নাই।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্ন-পানাদ্যমৌষধম্।
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥
অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে,—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি, ঔষধ এবং যে সমস্ত দ্রব্য নিজের উপভোগের যোগ্য, বিনা নিবেদনে তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না। অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে মানবের শুদ্ধিলাভ হয় না; সুতরাং যাবতীয় বস্তু শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে।

অম্বরীষ গৃহে পক্বং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ।
অনিবেদ্য হরে ভুঁঞ্জন্ সপ্ত কল্পানি নারকী॥
অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ॥
অনিবেদ্য তু যো ভুঙ্‌ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

বিষ্ণুস্মৃতি-পদ্মপুরাণয়োঃ।

পদ্মপুরাণে গৌতমাম্বরীষ-সংবাদে লিখিত আছে,—হে অম্বরীষ! আত্মবাঞ্ছিত যে কোন বস্তু গৃহে পক্ব হউকনা কেন, তাহা শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রদান না করিয়া ভোজন করিলে, সপ্তকল্প নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অবৈষ্ণব ব্যক্তির অন্ন, পতিতের অন্ন এবং অনিবেদিত অন্ন কুক্কুরের মাংসতুল্য। বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ না করিয়া ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ অসীমকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

অথ পূজাব্যতিরিক্ত-ভোজন-দোষঃ।

অনিবেদিত ভোজনের দোষ কীর্ত্তন করিয়া, প্রসঙ্গতঃ শ্রীভগবানের নিত্যপূজা না করিয়া ভোজন করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন,—

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বান-বিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্॥

যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্ক্তে স যাতি নরকং শূকরেষ্বিহ জায়তে॥
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরয়োঃ।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—যাহারা শ্রীহরির পূজা না করিয়া ভোজন করে, সেই সমস্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তির অন্ন কুক্কুরের বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মদ্য তুল্য হইয়া থাকে। ভ্রম কিংবা আলস্যবশতঃ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিলে, নরকগামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিনবার কিংবা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই দুইবার অথবা প্রাতঃকালে একবার শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে হয়। দিনের মধ্যে একবারও শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিলে, নরক-পতন অবশ্যম্ভাবী।

অথ নৈবেদ্য-ভোজন মাহাত্ম্যম্।

যো মমৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমম্।
শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরংন্নু কিম্॥

বরাহপুরাণম্।

বরাহপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—আমার পূজা করিয়া আমার উদ্দেশে উৎকৃষ্ট উপহার প্রদান করিয়া, শেষ অন্ন ভোজন করিলে, তদপেক্ষা সুখ আর কি হইতে পারে?

শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং
পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠম্।

নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং
নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যম্‌ ॥
নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্‌ ।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-কোটি-পুণ্যম্‌ ॥
ষড়্‌ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্‌ ।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষে চ তৎ ফলং ভুঞ্জতাং কলৌ ॥

স্কন্দপুরাণম্‌।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—শঙ্খোদক তীর্থোত্তম হইতেও প্রধান, পাদোদক সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, নৈবেদ্যাবশেষ যজ্ঞকোটিজন্য পুণ্য-স্বরূপ, এবং নির্ম্মাল্যশেষ ব্রত ও দানের তুল্য। যে ব্যক্তি তুলসী ও চরণামৃত-মিশ্রিত শ্রীভগবানের নৈবেদ্যাবশেষ শ্রীভগবন্মন্দিরে বসিয়া ভোজন করে, তাহার দশ সহস্র কোটি যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বিষ্ণু-নিবেদিত নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে, কলিযুগেও ছয়মাস উপবাসরূপ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মচারি-গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্‌।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে,—কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি

বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী যে কোন আশ্রমীই হউন না কেন, বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিতে কোন রূপ বিচার করিবে না। দ্বিজাতি-কুলোদ্ভব হইয়া বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে, কোটি যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়, কিন্তু অন্য দেবতার নৈবেদ্য গ্রহণ করিলে, চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হয়।

অগ্নিষ্টোম-সহস্রৈস্তু বাজপেয়শতৈরপি।
তৎফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণো নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥
পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে লিখিত আছে—সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শত রাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ করা যায়, শ্রীহরির নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে, নিঃসন্দেহ সেই ফল লাভ করা যায়। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীহরির রূপ বিরাজিত, বদনে কৃষ্ণনাম, উদরে নৈবেদ্য, মস্তকে নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত বিদ্যমান আছে, তাঁহাকে শ্রীহরির সদৃশ জানিবে। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ শ্রীহরির নৈবেদ্যকে বিশুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ও বলিয়াছেন; অন্য দেবের নৈবেদ্য ভোজন করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥

ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধি-সমাযুক্তাঃ পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কোন বস্তু হউক না কেন, তাহা ভোজন করিতে কোনরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার; উহা শ্রীহরিরই অনুরূপ। শ্রীহরির নৈবেদ্য ভোজনে যাহার কোনরূপ বিকারোদয় হয়, সে কুষ্ঠ রোগী ও পুত্র কলত্র হীন হয় এবং চির কাল নরকভোগ করে; কখনও তাহার নরক-ভোগের অবসান হয় না।

একাদশীসহস্রৈস্তু মাসোপাষণ-কোটিভিঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে পুম্ভির্বিষ্ণো নৈর্বেদ্যভক্ষণাৎ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্।

সহস্র একাদশী ব্রত ও কোটি মাসোপবাস ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, শ্রীহরির নৈবেদ্য ভোজনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই রূপ নানা প্রকার শ্রীবিষ্ণু নৈবেদ্যের মাহাত্ম্য নানা শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত বচনের বিশেষরূপ সমালোচনা না করিলে কোন সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না।

১। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য ছাড়া অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণে মহা-দোষ হয়। কাজেই তাহা অগ্রাহ্য। ২। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্যে খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি করিতে হয় না বা তাহাতে কোনরূপ স্পর্শদোষ

প্রভৃতি হয় না। ৩। একাদশী প্রভৃতি ব্রত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজনের তুল্য নহে; অতএব একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস করা অপেক্ষা বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করাই শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বোক্ত বচনগুলি পাঠ করিলে এই তিন স্থানে মহা সন্দেহে পড়িতে হয়; কাজেই কিছু সমালোচনার প্রয়োজন। শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্য ছাড়া অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে নাই—এ কথা শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু সকলেই ইহার অধিকারী নহেন। স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন এই সমস্ত বচনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "এতত্তু একান্তি-বৈষ্ণবপরম্" এ বচন গুলি একান্তি বৈষ্ণব অর্থাৎ যাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারও একান্তিতা শিক্ষার সোপান রূপে এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার-বিহীন শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারিগণের গোঁড়ামি বাড়াইবার জন্য বলেন নাই।

"মহাপ্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবে না" এই বচন-বলে সর্ব্বসাধারণের জাতি ভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রকারের মত বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, আমার মহাপ্রসাদে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আছে কি না? একটু শরীর অসুস্থ হইলে মহাপ্রসাদে ভক্তি থাকে না, একটু সর্দ্দি লাগিলে দধি প্রসাদ অভক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, একটু লবণ বেশী হইলে সরাইয়া রাখিতে হয়, এগুলি কি ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নহে? বহু জন্মের ভাগ্য-ফলে যাঁহাদের মহাপ্রসাদে অপ্রাকৃত বুদ্ধি আসে, তাঁহাদের পক্ষে বিচার না থাকিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণ এই মতাবলম্বী হইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীপুরী ধামে কোন বিচার নাই বটে, কিন্তু সেটি ক্ষেত্র মাহাত্ম্য ও দেশাচার বলিয়া সমাধান করা কঠিন নহে। একাদশী প্রভৃতি ব্রত অপেক্ষা মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য যে অধিক

নহে, তাহা শাস্ত্রকারের বক্তব্য না হইলেও নিজ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য ব্রত পালন করিতে হইবে,—একথা বলিতে শাস্ত্রকার কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন "একাদশ্যাদিব্রতদিনে নিজনিয়ম রক্ষার জন্য মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিতে হইবে"। যাঁহারা মহাপ্রসাদৈকান্তী তাঁহাদের জন্য আমি কোনও ব্যবস্থা করিতে চাহি না; তবে মহাপ্রসাদের দোহাই দিয়া উদর পূরণ মানসে ব্রত ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা বোধ হয় কেহই দিতে স্বীকৃত হইবেন না। শাস্ত্রে নানা প্রকার বচন আছে; সমস্তগুলি আলোচনা করিয়া নিজ সম্প্রদায় ও নিজ অধিকার অনুসারে যাজন করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমাদের সাম্প্রদায়িক মহানুভবগণের আচার-পদ্ধতি বিরল হইলেও এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। শাস্ত্র দেখিয়া কিংবা শুনিয়া সেগুলি বিচার করিয়া নিজে স্থির করাই সকলের পক্ষে হিতকর।

অথ দিনান্তর-ত্যম্—

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সতাং সবিনয়ং শুভাম্।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণব-চিহ্নাঢ্যঃ পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তে হরিমন্দির তিলক, মালা ও মুদ্রাদি বৈষ্ণব চিহ্নে বিভূষিত হইয়া হরিকথা-সুধা পান করিবার জন্য শ্রীহরিভক্ত সজ্জনগণ-সমীপে গমন করিবে।

দিনমানকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার পঞ্চম ভাগে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ হরি-কথালাপে ক্ষেপণ করাই শাস্ত্র-সম্মত।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠ সপ্তমকৌ নয়েৎ॥

স্মৃতি বাক্যম্।

দিন মানের ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগ মহাভারতাদি ইতিহাস ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা অতিবাহিত করিবে। মোট কথা, বৈষ্ণবের ক্ষণকাল কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ছাড়া অতিবাহিত করা উচিত নহে। আহারান্তে হরিকথালাপেই বৈষ্ণবের বিশ্রাম। নিদ্রা কিংবা তাস, পাসা প্রভৃতির সেবা করিয়া দুর্লভ জীবন বিফল করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকথালাপের সুযোগ না থাকিলে, অন্ততঃ নিজেই গ্রন্থাদি পড়িয়া সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করা উচিত। বৈষ্ণবসঙ্গে হরিকথালাপের মাহাত্ম্য শাস্ত্রকার যথেষ্ট কীর্ত্তন করিয়াছেন; সে জন্য প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব-সমাগমের বিধি লিখিত হইতেছে।

অথ বৈষ্ণব-সমাগম-বিধিঃ।

তিলক-মুদ্রাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ না করিয়া কদাপি বৈষ্ণব-সমীপে যাইতে নাই।

অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুত্থানাদ্যকরণাৎ সভাসদাং
তেষামপরাধাপত্ত্যা তস্যাপ্যপরাধাপত্তেঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকা।

বৈষ্ণব-চিহ্নে চিহ্নিত না হইয়া বৈষ্ণবসমীপে গমন করিলে, তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না, কাজেই বৈষ্ণবোচিত সম্মানও করে না; তাহাতে তাহাদের অপরাধ হয়; কিন্তু সে অপরাধের মূল কারণ তিনিই; যেহেতু তিনি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ করেন নাই, এজন্য তাঁহাকে কেহ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে নাই বলিয়া অপরাধ হইয়াছে; কাজেই সে অপরাধের তিনিও ফল ভাগী।

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ॥

পঞ্চরাত্র-বচনম্।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন; তাহাতে কাহারও অপরাধের আশঙ্কা নাই; যে হেতু দুই বৈষ্ণবের মধ্যস্থলে স্বয়ং বিষ্ণু শঙ্খচক্রাদি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকেন।

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকস্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

সভা, যজ্ঞশালা ও দেবালয়ে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিলে, পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে এক প্রণাম করিলেই সকলকে প্রণাম করা হয়।

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ॥

পঞ্চরাত্রবচনম্।

বৈষ্ণব আগমন করিলে, তাঁহাকে মিষ্ট বচনে সন্তুষ্ট করিয়া সদ্-বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে; অন্যথা মহাদোষ ঘটিবে।

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাৎ সম্মুখে যো ন যাতি হি।
ন গৃহ্ণাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে,—কোনও সময়ে বৈষ্ণবের দর্শন লাভ ঘটিলে, তাঁহার সম্মুখে গিয়া যথাযোগ্য সম্মানদি না করিলে, শ্রীভগবান্ দ্বাদশ বৎসর তাহার পূজা গ্রহণ করেন না।

বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদবতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ॥

পদ্মপুরাণম।

পদ্মপুরাণে যম ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি বৈষ্ণব দেখিয়া প্রীতি ও আদর পূর্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান না করে, সে অবশ্যই যমপুরের অতিথি হয়।

হরিভক্তি রতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানে লিখিত আছে,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! হরিভজনরত বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি হরিবুদ্ধিতে সম্মান করে, বিধি, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

এই ভাবে বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইয়া, হরিকথালাপে দিনমানের ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ অতিবাহিত করিতে হয়।

অথ সায়ন্তন-কৃত্যানি।

ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু।
যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

তদনন্তর দিবসের শেষ ভাগে যাঁহাদের ত্রিকালস্নান নিয়ম আছে, তাঁহারা স্নানাদি সমাপনান্তে দেবালয়ে গমন পূর্ব্বক সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবেন। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

প্রাতঃ সন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্করে॥

স্মৃতি বচনম্।

তারকা-সমন্বিতা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্যসংযুক্তা সায়ংসন্ধ্যার যথাবিধি

উপাসনা করিতে হয়; সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত কালে সায়ংসন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আকাশে তারকা থাকিতেথাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়।

দীক্ষিত দ্বিজগণ বৈদিকী ও তান্ত্রিকী উভয়বিধ সন্ধ্যারই উপাসনা করিবেন; দীক্ষিত স্ত্রী ও শূদ্র কেবল মাত্র তান্ত্রিকী সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন।

অন্যত্র সূতিকাশৌচ-বিভ্রমাতুরভীতিতঃ।
উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্ব্বাং ন পশ্চিমাম্॥
ব্রজন্তি তে দুরাত্মান স্তামিস্রনরকং নৃপ॥

বিষ্ণুপুরাণম্।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্! জননাশৌচ, মরণাশৌচ, উন্মাদ, আতুর ও ভয়ের অবস্থা ভিন্ন অন্য সময়ে যে ব্যক্তি প্রাতঃ কিংবা সায়ংসন্ধ্যা না করে, সেই দুরাত্মার তামিস্র নামক নরকে গতি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত্যাসক্তাতু সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং যদি।
পতেৎ কর্ম্ম ন পাতিত্যদোষ শঙ্কা কথঞ্চন॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভগবানে আসক্তচিত্ত কোনও মহাত্মার শ্রীভগবৎ-সেবার কর্ম্ম করিতে কিংবা শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকিতে, যদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কালাতিক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার বিন্দুমাত্র পাতিত্যদোষ-শঙ্কা নাই।

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আমার কর্ম্ম করিতে করিতে যদি কাঁহারও ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে তিন কোটি মহর্ষিগণ তাঁহার ক্রিয়া সমাধান করেন; কাজেই পাতিত্য-দোষ-শঙ্কা নাই।

স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মকলাপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার স্মরণে রত থাকেন, ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ তাহাদের কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র বচনগুলি সমালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন স্থানে নানা-বিধ কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, কোনও স্থানে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীহরি-স্মরণ প্রভৃতি করিতে বলিয়াছেন। আপাততঃ বুঝিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও শাস্ত্রেই তাহার সামঞ্জস্য আছে।

অথ কর্ম্ম-সমাধানম্।

মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্ম চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্॥
প্রৌঢ়শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারতঃ।
পাতিত্যং ন ভবত্যেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যে সকল ভক্তের ভক্তিনিষ্ঠা মৃদু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি জন্মে নাই, তাঁহাদেরই কর্ম্মে অধিকার আছে; এবং সেই জন্য তাঁহাদের যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়; কাজেই কেবল তাঁহা-দের জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে সকল ব্যক্তির শ্রদ্ধার পরিপক্কতা জন্মিয়াছে, কৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি, কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুতেই অভিনিবেশ নাই; তাঁহারা কর্ম্মাধিকারের

বহির্ভূত; কাজেই কর্ম্ম না করিলে তাঁহাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে বিশেষভাবে সমালোচনা আছে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবৎ শ্রদ্ধা ন জায়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

যে পর্য্যন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য না জন্মে, কিংবা শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধকের বৈদিক তান্ত্রিক প্রভৃতি কর্ম্মে অধিকার আছে। তাহার পর আর তাঁহার কর্ম্মাধিকার কিংবা কর্ম্মের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা নাই।

শাস্ত্রে সকল রকম ব্যবস্থাই আছে; ভক্তগণ নিজ নিজ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ম্মত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিবেন। সংসারে যোল আনা অভিনিবেশ আছে,—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির জন্য সর্ব্বদা লালায়িত,—এ অবস্থায় আমার কৃষ্ণে গাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছে মনে করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

অথ রাত্রি-কৃত্যম্।

ততো যথাসম্প্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ।
গীত-নৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

সায়ংসন্ধ্যাদি সমাপনান্তে স্বসম্প্রদায়ানুসারে ও নিজ নিজ নিয়মানুসারে যাঁহারা ত্রিকালে শ্রীভগবদর্চ্চনা করেন, তাঁহারা সায়ংকালীন পূজা ও হোমাদি সম্পাদন করিবেন। পরে সায়ংকালীন আরতি, কীর্ত্তন ও নৃত্যাদি সমাপন করিয়া, রাত্রিকালীন ভোগাদি সমর্পণ

করিবেন। তদন্তে শ্রীবিগ্রহকে শয়ন করাইবেন। তৎকালে নিম্ন-লিখিত ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়।

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসধৃত-প্রাচীনবচনম্।

হে স্বামিন্! হে কেশব! আপনার বলিষ্ঠ চরণযোগে পদবী অবধারণ অর্থাৎ পদক্ষেপ করুন; নিজ প্রিয়াগণ সহ শয়নস্থানে আগমন করুন।

এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্।
আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥
বিশেষতোঽর্পয়েৎতত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্।
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্॥
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া শ্রীভগবদুদ্দেশে পাদুকা-যুগল অর্পণ করিবে। অতঃপর শয়ন স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক শয়নোপযোগী উপচার সকল অর্পণ করিবে। শয়ন স্থানে কেশবের উদ্দেশে শর্করাসহিত ঘনদুগ্ধ, কর্পূর-বাসিত তাম্বূল ও দিব্যমাল্য প্রভৃতি অর্পণ করিবে।

ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ।
তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী॥
শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই প্রকারে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিকালীন অর্চ্চনা, আরতি, ভোগসমর্পণ, শ্রীবিগ্রহ-শয়ন প্রভৃতি কর্ম্ম যথাসাধ্য

সম্পাদন করিয়া, সাধক শ্রীহরির প্রীতিবিধানার্থ সমস্ত দৈনিক কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মজন্য ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন।

শ্রীশ্রীভগবদারাধনা সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধা। অর্চ্চনাদি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে "ধনং দেহি" "পুত্রং দেহি" রূপে প্রার্থনা করিয়া প্রার্থিত ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিলে, তাহাকে সকাম আরাধনা বলে। "কিছুই চাইনা—তোমার আদেশে তোমারই শক্তিতে তোমার কর্ম্ম করিলাম;—আমি কর্ম্মের নিমিত্তমাত্র—ফলাফল তোমারই" এরূপভাবে আরাধনার নাম নিষ্কাম আরাধনা। বৈষ্ণব গ্রন্থে নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ আছে; কাজেই দৈনিক কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিতে ব্যবস্থা দিলেন।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা ব্রাহ্মণাদি-স্বভাব-নিবন্ধন যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমা দ্বারা হইয়াছে, হে নারায়ণ! সমস্ত তোমাকে অর্পণ করিতেছি,—এই ভাবে নিজ কর্ম্ম ও তাহার ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিবে।

সাধু বা ঽসাধু বা কর্ম্ম যদ্‌যদাচরিতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং মম॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-পুরাণবচনম্।

হে বিষ্ণো! হে ভগবন্! আমার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হউক

বা না হউক, আমি তোমার কৃপায় যাহা কিছু করিলাম, সমস্তই তুমি আরাধনারূপে গ্রহণ কর।

অসমর্থস্য কর্ত্তব্য নির্ণয়ঃ।

এই ভাবে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যিনি অসমর্থ হন, তাঁহার গতি কি? তদুত্তরে শাস্ত্রকার বলিতেছেন।—

আরাধনাসমর্থশ্চেৎ দদ্যাদর্চ্চন-সাধনম্।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চনদর্শনম্॥

অগস্ত্যসংহিতা।

অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি পূজা করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পূজার দ্রব্যাদি ভগবদালয়ে প্রদান করিবেন। তাহাতেও অসমর্থ হইলে, অন্ততঃ পূজা দর্শন করিবেন।

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥

অগ্নিপুরাণম্।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি পূজার সময় কিংবা পূজার পরে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, অথবা শ্রদ্ধাসহকারে পূজা অনুমোদন করেন, তিনিও পূজা ফল প্রাপ্ত হন।

সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা শ্রীভগবান্ আর কত কৃপা করিবেন। অসমর্থ ব্যক্তিগণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করুন, তাহাতেও ফল পাইবেন। বিষয়াভিনিবেশে যদি তাহাও আমাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহা হইলে আর দোষ কাহাকে দিব।

ততোঽনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ তং প্রণম্যচ।
সায়ং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং সুখং সুপ্যাৎ প্রভুং স্মরন্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীবিগ্রহ শয়ন করাইবার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাপ্রসাদ দ্বারা রাত্রিকালীন ভোজন কার্য্য সমাধা করিবে। তদনন্তর শ্রীহরিস্মরণ পূর্ব্বক শয়ন করিবে।

অথ শয়ন-বিধিঃ।

নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণি-বিশোভিতে ॥
ক্ষীরাব্ধিমধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকম্।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ।
ইতি রক্ষাং পুরস্কৃত্য স্বপেদ্‌বিষ্ণুমনুস্মরন্ ॥

আগম-বাক্যম্।

তন্ত্রে লিখিত আছে—যিনি নির্গুণ, নিষ্কল, আদ্যন্তবিহীন, অব্যয় ও বিশ্ব-মূর্ত্তিধারী, যিনি অনন্ত সর্পের ফণা-স্থিত মণিসমূহে বিশোভিত অনন্ত শয্যায় ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান আছেন, সেই রক্ষাকর্ত্তা মধুসূদন আমাকে রক্ষা করুন; সেই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্ গরুড়বাহন ভগবান্ বাহ্য অভ্যন্তর ও আপাদতল-মস্তক দেহ রক্ষা করুন। প্রথমে এইরূপ প্রার্থনা দ্বারা রক্ষা বিধান করিয়া, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক শয়ন করিবে।

অদ্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশেৎ
দ্বিঃ সংস্মৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিং শ্রীবল্লবী-বল্লভম্।
রাধায়াঃ সুচিরং পিবন্তমমৃতাসারায়মানাং গিরং
বস্ত্রেণাঙ্ঘ্রিযুগ্মং প্রমৃজ্য শয়নন্ত্বাসাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ ॥

আগমবাক্যম্।

তন্ত্রে অন্য প্রকার শয়নবিধিও লিখিত আছে—জলদ্বারা শৌচ-বিধি সমাধা করিয়া, পদদ্বয় প্রক্ষালন ও দুইবার আচমন করিয়া জগৎপতি, ব্রজপতি, গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার-অমৃত-ধারা বর্ষণশীল বাক্য আস্বাদন করিতেছেন এইরূপ স্মরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা পদদ্বয় মার্জ্জনাপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শয্যায় গমন করিয়া নিদ্রিত হইবে।

শয়ন কালে ব্রজোপাসকগণের এতাদৃশ-স্মরণই ভাবানুকূল বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রে দিগ্‌দর্শন মাত্র আছে। সাধকগণ নিজ নিজ ভাবানুসারে নিজ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবেন। স্মরণের পর ভক্তগণ তৎকালীন লীলা ভাবযোগ্য দেহে আস্বাদন পূর্ব্বক শয়ন করিবেন।

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ॥

আগম-বাক্যম্।

তন্ত্রে আরও লিখিত আছে—যে ব্যক্তি প্রত্যহ শয়নকালে শ্রীরাম চন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, হনুমান, গরুড় ও বৃকোদরকে স্মরণ করেন, তাঁহার নিখিল দুঃস্বপ্ন নষ্ট হয়।

ইত্থং হি প্রাতরুত্থানাৎ প্রত্যহং শয়নাবধি।
শ্রীকৃষ্ণং পূজয়ন্ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই ভাবে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ সেবায় রত থাকিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধ হয়। যিনি এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হইতে পারেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

ইতি নিত্যকৃত্য প্রকরণম্।

ইতি দ্বিতীয়োল্লাসঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয় উল্লাসঃ।

পক্ষ-কৃত্য-প্রকরণম্।

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শর্ম্মণা।
বৈষ্ণবানাং পক্ষ-কৃত্যং লিখ্যতেঽত্র যথামতি ॥
ইত্থঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজা-মহোৎসবম্।
হরের্দ্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাৎ তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ॥
অত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপোপহং সর্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

নিত্যকৃত্য-বিধি লেখার পর—পক্ষকৃত্য লিখিত হইতেছে। নিত্য-কৃত্য প্রকরণে লিখিত নিয়মানুসারে প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা প্রভৃতি করিতে হয়; কিন্তু শ্রীএকাদশী প্রভৃতি শ্রীহরির প্রিয়দিনে নিত্যকৃত্য ছাড়াও কিছু পূজার বৈশিষ্ট্য আছে। সে সমস্ত ব্রত ও ব্রতাঙ্গ পূজা প্রভৃতি নিত্য অর্থাৎ না করিলে মহা দোষ ঘটে; কাজেই সাধকগণ অবশ্য তাহা সম্পাদন করিবেন। বিশেষতঃ সেই সেই ব্রত-গুলি সর্ব্বপাপনাশক, সর্ব্বার্থ সাধক ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর।

অথ শ্রীমদেকাদশীব্রত-নিত্যতা।

তচ্চ কৃষ্ণ প্রীণনত্বাদ্ বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

একাদশী ব্রতের নিত্যত্ব লিখিত হইতেছে।

চারিটি কারণ বশতঃ একাদশী ব্রত নিত্য, যে হেতু (১) ঐ ব্রত

করিলে শ্রীহরি প্রীতিলাভ করেন; (২) শাস্ত্রে এই ব্রত করার বিশেষরূপে ব্যবস্থা আছে, (৩) ভোজন নিষেধ বিষয়ক বহুসংখ্যক বচন আছে এবং (৪) না করিলে প্রত্যবায়-সংঘটন হয়।

তত্র শ্রীভগবৎ প্রীতি-হেতুত্বম্।

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ ॥

মৎস্য পুরাণম্।

প্রথমতঃ একাদশী ব্রতের শ্রীভগবৎ-প্রীতি-হেতুতা বলা হইতেছে। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে নিরাহারে থাকিয়া দ্বাদশীতে ভোজন মহৎ বৈষ্ণব ব্রত অর্থাৎ ইহা করিলে শ্রীহরির প্রীতি বিধান করা হয়।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ ॥
একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈ বিষ্ণুপ্রীণন-কারণম্ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণম্।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে লিখিত আছে—হে দ্বিজগণ, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নারী, যে কেহই হউক না কেন; ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকর একাদশী ব্রত করিলে মোক্ষলাভ করিতে পারে। একাদশী ব্রত নিখিল কামফলপ্রদ ও হরিপ্রীতিকর; সুতরাং এই ব্রতের আচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অথ বিধিপ্রাপ্তব্রম্।

একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ ॥

কণ্বঃ।

একাদশী ব্রত সম্বন্ধে যে শাস্ত্রে বিশেষ বিধি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এ বিষয়ে কণ্ব বলিয়াছেন—একাদশীতে উপবাসী থাকিতে হয়, কদাচ তাহার অতিক্রম করিবে না।

উপোষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ ॥

অগ্নিপুরাণম্।

অগ্নি পুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্! যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস ব্রত পালন করিতে হয়।

অথ ভোজন-নিষেধঃ।

রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—হে বরাননে! একাদশী দিনে কদাচ "ভোজন করিবে না, কদাচ ভোজন করিবে না" সমস্ত পুরাণ এই কথা ভূয়ো ভূয়ঃ ঘোষণা করিতেছেন।

আগমাঃ শতশো রাজন্মিতহাসা রটন্তি হি।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥
ঋষয়ঃ সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে—হে রাজন্ "একাদশী দিনে ভোজন করিও না—ভোজন করিও না।" শত শত আগমে ও ইতিহাসে এই কথা ঘোষিত হইতেছে। ঋষিগণ ও নারদাদি মহর্ষিগণ সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, "একাদশী দিনে ভোজন করিও না।"

অথাকরণে প্রত্যবায়াঃ ৮

একাদশী ব্রত না করিলে মহা পাপ হয়, সম্প্রতি তাহাই লিখিত হইতেছে।

যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে॥

নারদীয় পুরাণম্।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—

একাদশী দিনে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ অন্নমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং একাদশী দিনে ভোজন করিলে নিখিল পাপই গ্রহণ করা হয়।

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥
অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে মহাদেবি! একাদশী দিনে ভোজন করিলে, মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী বলিয়া

পরিগণিত হইতে হয়। একাদশীতে যে ভোজন করে সে বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয়। একাদশীতে ভোজন করিলে যমদূতগণ সেই পাপীর মুখমধ্যে অগ্নিবর্ণ ও তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি ॥
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতি র্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ ॥
এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি।
একাদশ্যন্নভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসী যে কেহ হউক না কেন, একাদশী দিনে ভোজন করিলে তাহা গোমাংস তুল্য হইবে। ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, তস্কর ও গুরুদারগামী ব্যক্তিরও শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেখা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই। যে ব্যক্তি পাপ করে সে একাকী নরকে গমন করে। কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, সে পিতৃগণের সহিত নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি যো ব্রূয়াৎ সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
গো-ব্রাহ্মণ-স্ত্রিয়শ্চাপি জহীতি বদতি ক্বচিৎ ॥
মদ্যং পিবেতি যো ব্রূয়াৎ তেষামেব অধোগতিঃ।

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—একাদশী দিনে কাহাকেও "ভোজন কর, ভোজন কর" এই কথা যে বলে, যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যার আদেশ প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি "মদ্য পান কর" এই কথা কাহাকেও অনুরোধ করে তাহাদের অবশ্যই অধোগতি হয়।

(একাদশী দিনে ভোজন করা দূরে থাক্, কাহাকেও 'খাও' বলিলেও যে মহাপাপ হয়, এই বচনে তাহাই দেখান হইয়াছে)।

অথ বিধবাবিষয়ক-বিশেষ-বচনম্।

অশক্ত ব্যক্তির একাদশীতে অনুকল্প করিবার ব্যবস্থা আছে. কিন্তু বিধবাগণের সে ব্যবস্থাও নাই—বিধবা বিষয়ক সেই বিশেষ ব্যবস্থা দেখান হইতেছে—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী-দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥

কাত্যায়ন-স্মৃতিঃ।

কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—বিধবা হইয়া একাদশীতে ভোজন করিলে, তাহার সমস্ত পুণ্যক্ষয় হয় ও দিনে দিনে ভ্রূণ হত্যার পাপ হয়।

একাদশীং বিনা রণ্ডা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ।
পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥

নারদীয়-পুরাণম্।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে,—বিধবা ও যতিগণ যদি একাদশী ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহাদের আপ্রলয় অন্ধ-তামিস্র নরকে বাস করিতে হয়।

অথৈকাদশীব্রতাধিকারিণঃ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥

পদ্মপুরাণম্‌।

পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—হে বরবর্ণিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি এই চতুরাশ্রমস্থ প্রত্যেকেরও এই একাদশী তিথিতে উপবাস করিতে হয়।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল মানব মাত্রেই একাদশী-ব্রতাধিকারী—তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্য অপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

কাত্যায়নস্মৃতিঃ।

কাত্যায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—আট বৎসর বয়সের পর হইতে অশীতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানবগণ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবে।

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ।

সৌরপুরাণম্‌।

সৌর পুরাণে লিখিত আছে,—কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর সকলেই একাদশী ব্রত করিবেন।

অথাশক্তৌ কর্ত্তব্যম্‌।

এক্ষণে একাদশী ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত ব্যক্তির ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে।—

উপবাসে ত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপি বা।
পুত্রান্ বা কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ ॥
অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ।
উপবাসন্তু কুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং লভেৎ ॥
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোঽপি সম্পূর্ণং ফলমশ্নুতে।
নারী স্বপতিমুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষিতা ॥
পুণ্যং শতগুণং প্রাহুর্ম্মুনয়ঃ সারদর্শিনঃ।
উপবাসফলং তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

বায়ুপুরাণম্।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত হইয়া উপবাসে অসমর্থ হন, কিংবা অন্য কেহ পীড়াদিবশতঃ অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ একাদশী ব্রত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে, পুত্র-গণকে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি স্বরূপে উপবাস করাইবেন। কিংবা সামর্থ্যানুসারে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-গণকে দান করিবেন। নিজের জন্য ব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, পিতা প্রভৃতির উদ্দেশে ব্রত করিলে, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যাহার উদ্দেশ্যে উপবাস করা যায়, তিনিও সম্পূর্ণ ব্রত ফল প্রাপ্ত হন। কোনও স্ত্রী যদি তাঁহার স্বামীর উদ্দেশ্যে ব্রত করেন, তাহা হইলে তিনি শতগুণ ফল প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার স্বামীও যে সম্পূর্ণ ব্রতফল লাভ করেন,—এ কথা শাস্ত্রপারংগত ঋষিগণ বলিয়া থাকেন।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্দ্বাদশিকো ভবেৎ ॥

মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—প্রতিনিধির অভাবে বালক বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিগণ একবার মাত্র দুগ্ধ ফল মূলাদি দ্বারা ব্রত পালন করিবেন—একাদশী ত্যাগ করিবেন না।

উপবাসে ত্বশক্তানামশীতেরূর্দ্ধজীবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধায়নো মুনিঃ॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাম্।
ত্রিংশদ্‌বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদিপরিকল্পনম্॥

বৌধায়ন-স্মৃতিঃ।

বৌধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে—উপবাস করিতে অসমর্থ অশীতি বৎসর অপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ব্যক্তিগণ একবারমাত্র ফলমূলাদি ভোজন করিবেন। ত্রিশ বর্ষের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা পিত্তপ্রবণ হইলে তাঁহার পক্ষে রাত্রিতে ফলাদি ভোজন রূপ অনুকল্প কর্ত্তব্য।

অথানুকল্প-ব্যবস্থা।

নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনংবা
ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু বাজ্যম্।
যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ
প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ॥

বায়ুপুরাণম্।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন ভোজন, কিংবা অন্ন-ব্যতীত অন্য হবিষ্য বস্তু ভোজন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত,

পঞ্চগব্য অথবা বায়ু ভোজন করিবে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পরই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ হবিষ্যান্ন অপেক্ষা, অন্ন ব্যতীত হবিষ্য, তদপেক্ষা ফল—এই ভাবে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে।

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধম্‌॥

মহাভারতম্‌।

মহাভারতে লিখিত আছে,—জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুর আদেশ ও ঔষধ এই আটটি ব্রত-নাশক নহে।

এইরূপ নানা বচনে অশক্ত ব্যক্তিগণের জন্য কিঞ্চিৎ ভোজনের ব্যবস্থাও পাওয়া যায়; কিন্তু বিবেচনা নিজের হাতে; কাজেই ভোজন করিবার সময় একটু ভাবিয়া দেখিবেন, সত্যই আমি অশক্ত কিনা। শাস্ত্রকারগণ অশক্তের অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া সকলেরই অশক্ত হওয়া ভাল নহে।

"অশক্ত হইলে ফল মূলাদি কিছু ভোজন করিতে পারেন" এ ব্যবস্থা ও সকল একাদশীর জন্য নহে। কোন কোনও একাদশীতে কাহারও কিছু ভোজন করা উচিত নহে।

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিদ্‌বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ॥
অন্নং বা যদি ভুঞ্জীত ফলমূলমথাপি বা।
অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন॥
ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্‌॥

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রম।

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—দীক্ষিত ও ভক্তিনিষ্ঠ যে ব্যক্তি আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন দিবসে অন্ন বা ফলমূলাদি ভোজন করে, আমি কদাচ তাহার অপরাধ ক্ষমা করি না;—আপ্রলয় তাহাকে ভীষণ নরকে নিপাতিত করিয়া রাখি।

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ॥

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রম্।

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে অন্যত্র লিখিত আছে—যে ব্যক্তি আমার শয়ন, উত্থান ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন দিনে ফল, মূল ভোজন, এমন কি জল পানও করে, সে আমার হৃদয়ে শেলাঘাত করে।

এই সমস্ত বচন আলোচনা করিলে, কোন ভক্তেরই বোধ হয়, শয়নাদি তিন একাদশী দিনে ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় না। অনেক প্রেমসেবা-পর ভক্তগণ প্রেমের দোহাই দিয়া এই সমস্ত একাদশী দিনেও উদর পূরণ করিয়া ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এ তাঁহাদের কোন্ দেশী প্রেম তাহা জানি না। ভগবানের হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া কোন্-জাতীয় ভালবাসা বা একনিষ্ঠতা দেখান হয়—তাহা তাঁহারাই জানেন।

অথোপবাস-দিন-নির্ণয়ঃ।

অনন্তর উপবাসের দিন নিরূপণ করা হইতেছে—

একাদশী চ সম্পূর্ণা বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা।
বিদ্ধাচ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

একাদশী দ্বিবিধা। সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধাও আবার পূর্ব্ববিদ্ধা, পরবিদ্ধা প্রভৃতি ভেদে অনেকবিধ। তাহার মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা অর্থাৎ দশমী-বিদ্ধা একাদশী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

নাগ-বিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপদসেদ্‌বুধঃ॥

পৈঠীনসিঃ।

পৈঠীনসির উক্তি আছে যে—পঞ্চমীবিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠীবিদ্ধা সপ্তমীতে ও দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নহে।

অথ বিদ্ধা-লক্ষণম্।

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঙ্‌ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—যদি সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড পূর্ব্ব হইতে একাদশী প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা কহে। তাহা ছাড়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ডের কম সময় একাদশী থাকিলে, বিদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব অরুণোদয়ের সময়ে দশমী-সংযুক্তা একাদশী বর্জ্জন করিবে। পরন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে দশমী-সংযুক্তা একাদশী সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা।

অথারুণোদয়-বিদ্ধা-পরিত্যাগঃ।

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী-সংযুতা যদি।
অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্‌॥

কণ্বঃ।

অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিতে হইবে এ বিষয়ে কণ্ব ঋষির উক্তি এই—অরুণোদয় সময়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী হইলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়।

অথারুণোদয়-লক্ষণম্‌।

উদয়াৎ প্রাক্‌ চতস্রস্তু ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ॥

স্কন্দ-পুরাণম্‌।

স্কন্দপুরাণে অরুণোদয়ের লক্ষণ লিখিত আছে যে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারি দণ্ড সময়কে অরুণোদয় কহে। ঐ কাল অতি পুণ্যতম, প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তির ঐ সময়ে স্নান করা প্রশস্ত।

অথারুণোদয়-বিদ্ধোপবাস দোষঃ।

অরুণোদয়-বেলায়াং বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তস্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

কৌৎসঃ।

কৌৎস ঋষি অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোন রমণী অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিল; সেই পাপে তাহার শত পুত্র বিনষ্ট হয়।

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মার্থকামনাশিনী ॥
অরুণোদয়কালেতু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম্ ॥

ভবিষ্য-পুরাণম্।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—অরুণোদয়-সময়ে যদি দশমী থাকে, তাহা হইলে একাদশীতে ব্রত না করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়। এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অরুণোদয় কালে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস কেবল মাত্র পাপের কারণ হয়।

এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যানি বিদ্ধা ব্রত-পরাণি তু।
অবৈষ্ণবাশ্রয়াণ্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা ॥
ইত্থং জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতান্যপি ন বৈষ্ণবৈঃ।
বিদ্ধেষ্বহঃসু কার্য্যাণি তাদৃগ্‌দোষগণাশ্রয়াৎ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শাস্ত্রে বিদ্ধা উপবাস ত্যাগ করিবার যেমন বচন আছে, তেমন আবার বিদ্ধা উপবাস করার ব্যবস্থাও আছে—কাজেই তাহার কিছু সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার বলিতেছেন যে, অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিতে পারা যায়—এভাবের যে সমস্ত বচন আছে, সে গুলি অবৈষ্ণব-পর বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশীতে বৈষ্ণব কদাচ উপবাস করিবেন না; অন্য কেহ যাহা হয় করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিংবা ঐ সমস্ত "শুক্রমায়া-কল্পিত" বলিতেও

আপত্তি নাই। এই প্রকার জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতও বৈষ্ণবগণ কদাপি পূর্ব্বতিথি-সংযুক্তভাবে করিবেন না, তাহাতেও বিশেষ দোষ ঘটিবে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পাদের সঙ্গে এই সমস্ত স্থলে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকারের মত দ্বৈধ আছে। তাঁহার মতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিতে হয়; অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা সম্বন্ধে তিনি কোন মত দেন নাই। কিন্তু তিথিতত্ত্বে শেষ মীমাংসা করিয়াছেন যে, অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ত্তব্য। শ্রীজন্মাষ্টমী সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই—ইহা হরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থা; কিন্তু স্মার্ত্ত পাদ সপ্তমীবিদ্ধাই করিতে হইবে বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। পরিশেষে "সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী ব্রত করিতে নাই" এই বচন তুলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, এ সমস্ত বচন এ কল্পের নহে; বিভিন্ন কল্পে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল; আমাদের হরিভক্তি বিলাসকারও স্মার্ত্ত পাদের বচনগুলি "অবৈষ্ণবপর" বলিয়া কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। যিনি যাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ও মতাবলম্বী, তিনি সেই ভাবেই চলিবেন। বিশেষতঃ অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা সম্বন্ধে স্মার্ত্ত পাদও "বৈষ্ণবপর" বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াই গিয়াছেন; কাজেই বৈষ্ণবগণের অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা যেমন শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সম্মত, সেইরূপ স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য সম্মতও বটে; সুতরাং বৃথা বিরোধ করা যুক্তিযুক্ত নহে; অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি "গোস্বামী মতে পরাহে" "গোঁসাইদের দ্বাদশীর দিন একাদশী" প্রভৃতি বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আমি তাঁহাদের অনুরোধকরি, তাঁহারা কিছুদিন শাস্ত্র পড়ুন।

অথার্দ্ধরাত্রবিদ্ধা-সমাধানম্।

অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্ব হইতে একাদশী প্রবৃত্তি না হইলে, ঐ একাদশী অরুণোদয়-বিদ্ধা হয়; কাজেই সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা। মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্র হইতে একাদশী-প্রবৃত্তি না হইলে ঐ একাদশীকে অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধা একাদশী কহে; ঐ দিনেও একাদশী ব্রত হয় না। তাঁহাদের অনুকূল বচনও আছে, যথা—

অর্দ্ধরাত্রমতিক্রম্য দশমী যদি দৃশ্যতে।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—যদি অর্দ্ধ রাত্রির পর দশমী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয়।

অভিজ্ঞাস্তচ্চ মন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধন্যুপাশ্রিতম্।
অতস্তচ্চ তথান্যচ্চ মহতাং নৈব সম্মতম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে—কূর্ম্মপুরাণীয় বচনে যে অর্দ্ধরাত্রিতে দশমীবেধ বর্জ্জন করার ব্যবস্থা আছে, তাহা সমস্ত একাদশীর জন্য নহে; কেবল মাত্র যেবার পক্ষবর্দ্ধনী অর্থাৎ যেবার পরবর্ত্তিনী পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা সূর্য্যোদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবসব্যাপিনী হইয়াও পরদিনে কিছু নিষ্ক্রান্তা হইবে

সেই বারকার জন্য। অতএব অর্দ্ধরাত্র-বেধ কিংবা চত্বারিংশদ্ঘটিকা-বেধ প্রভৃতি সমস্ত একাদশী ব্যাসাদি মহাত্মগণের সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। পদ্ম-পুরাণে এ বিষয়ে লিখিত আছে—

অর্দ্ধরাত্রং স্পৃশেৎ পূর্ণা পক্ষবৃদ্ধির্যদগ্রতঃ।
কপাল-বেধনী সাচ শুদ্ধাং ভদ্রামুপোষয়েৎ ॥
অথ বেধ-বিহীনাপি সম্পূর্ণৈকাদশী তিথিঃ।
অগ্রতো বৃদ্ধিগামিত্বাৎ পরিত্যাজ্যৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥

পদ্মপুরাণম্।

একাদশীর অগ্রে পক্ষবৃদ্ধি হইলে (পূর্ণিমা কিংবা অমাবস্যা ষষ্টি-দণ্ড ব্যাপিনী হইলে) যদি দশমী অর্দ্ধরাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই একাদশীকে কপাল-বেধনী বলে ; তৎকালে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। যদি বেধ-রহিতা হইয়াও সম্পূর্ণা একাদশী দ্বাদশীর দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলেও সে একাদশী বৈষ্ণবগণ অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন। দ্বাদশী দিনে কিছু একাদশী থাকিলে স্মার্ত্তমতেও একাদশী পরিত্যাগ করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়। সুতরাং "গোস্বামি-মতে পরাহে" স্মার্ত্তমতাবলম্বীরাও কখন কখন করেন।

দশমী-বিদ্ধা একাদশী যে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা সকলেরই মত ; কিন্তু বেধ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, সূর্য্যোদয়-কালে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলেন,—সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে। কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বদিন অর্দ্ধরাত্রকালে দশমী থাকিলেই বিদ্ধা হইবে। এই সমস্ত সন্দিগ্ধস্থলে যিনি যাঁহার মতে চির-কাল ব্রত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেই মতই গ্রহণ করা উচিত।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণের কোনও বিচার না করিয়া শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মত গ্রহণ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বিনা যুক্তিতে ও পুরাণাদির অমতে কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। যাহা হউক, যিনি যে মতাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহাদের মতানুসারে বিদ্ধা হইলে সে দিন একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন। স্থলবিশেষে শুদ্ধা (অর্থাৎ বিদ্ধা নহে) একাদশী পরিত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হয়। এরূপ স্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে—"যদি শুদ্ধা একাদশী, দ্বাদশীর দিনও প্রাতঃকালে কিছু থাকে, তাহা হইলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবে।" এই একটি মাত্র বচন দেখা যায়—কিন্তু শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আরও কয়েকটি শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে ব্রত করিবার স্থল দেখাইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

অথ শুদ্ধাবিশেষ পরিত্যাগঃ।

একাদশী যদা পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া তৎপরদিবস ত্রয়োদশীতে কিঞ্চিদংশ থাকিলে শুদ্ধ একাদশী ত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয়।

এইরূপ আটটি দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়। তাহাতে পূর্ব্ব-দিনের শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিতে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় বাধা নাই। এই আটটি দ্বাদশীকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার মহাদ্বাদশী বলিয়াছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য-পাদ এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন

নাই। তবে একাদশী অহোরাত্র-ব্যাপিনী হইয়া পর দিনেও কিছু নিষ্ক্রান্ত হইলে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও পূর্ব্বদিনে ব্রত না করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রত করিতে ব্যবস্থা দেন। এইটিকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলিয়াছেন এবং ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাদ্বাদশীর নাম না করিয়া ঐ দিনে একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অবশিষ্ট সাতটি মহাদ্বাদশীর দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বলেন,—এই অষ্ট মহাদ্বাদশী বৈষ্ণবগণ কোন মতেই পরিত্যাগ করিবেন না। মোটের উপর বুঝা গেল এই যে—অরুণোদয়-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিতেই হইবে; মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পাইলে শুদ্ধা একাদশী ও ত্যাগ করিতে হইবে।

অথাষ্ট-মহাদ্বাদশী নিরূপণম্‌।

উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়াচ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরা স্তথা।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্‌।

অতঃপর অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা লিখিত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সূত-শৌনক সংবাদে লিখিত আছে—হে দ্বিজ! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপুণ্য-স্বরূপিণী ও নিখিল পাতকহারিণী। এই আটটির মধ্যে প্রথম চারিটি তিথিযোগে ও শেষ চারিটি নক্ষত্র-যোগে হয়। এই সকল দ্বাদশী সবলে পাতকরাশি বিদূরিত করে।

অথাষ্ট-মহাদ্বাদশী-নিত্যত্বম্।

দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ সমাখ্যাতা যা পুরাণ-বিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—পুরাণবিদ্গণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি দ্বাদশীও যদি কেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয়।

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যে সমস্ত ব্যক্তি সংসারে আসিয়া অষ্ট মহাদ্বাদশীব্রত পালন না করে, আমার আদেশে তাহার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত শমনপুরে বাস করিতে হয়।

উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্জুলী পক্ষবর্দ্ধনী।
নরকে বসতে তাবদ্‌যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
ত্রিস্পৃশা বিষ্ণুদয়িতা যে ন কুর্ব্বন্তি ভূতলে।
তাবদ্ যমপুরে বাসো যাবন্নদ্যঃ সসাগরাঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে লিখিত আছে—উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধনী দ্বাদশী ত্যাগ করিলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়। হরিপ্রিয়া ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীব্রত না করিলে, যত দিন পৃথিবীতে নদী ও সাগরাদি বিদ্যমান থাকে, ততকাল যমপুরে বাস করিতে হয়।

তত্রোন্মীলনী নিরূপণম্।

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী নচ বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অষ্ট মহাদ্বাদশী মধ্যে উন্মীলনী নিরূপণ করা হইতেছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরাহে (দ্বাদশীতে) বৃদ্ধি পাইলে, অথচ দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইলে, তাহার নাম উন্মীলনী মহাদ্বাদশী।

সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্র ক্রতুশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—সম্পূর্ণা একাদশী যদি দ্বাদশীর দিন প্রভাতেও কিছুমাত্র থাকে, তাহা হইলে সেই দিন ব্রত করিবে ও তাহাতে শত যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল লাভ হইবে।

অথ বঞ্জুলী-নিরূপণম্।

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

অনন্তর বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর বিষয় লিখিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণা একাদশী হইলে এবং পর দিনে দ্বাদশী সম্পূর্ণা হইয়া ত্রয়োদশী দিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, শুদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে।

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভবেৎ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধিঃ প্রশস্যতে॥

কালিকাপুরাণম্।

কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে,—একাদশী সম্পূর্ণা হইলে ও দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, দ্বাদশীতেই ব্রত করিবে; এই ব্রতে তিথি-বৃদ্ধিই প্রশস্ত।

এই ব্রতে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, কেবল দ্বাদশী বৃদ্ধি হইলেই ব্রত হইবে না; একাদশীরও পূর্ণতার অপেক্ষা আছে।

"ন ত্বত্র দ্বাদশীবৃদ্ধিমাত্রাপেক্ষা বঞ্জুল্যামেকাদশীসম্পূর্ণতাপেক্ষণাৎ";

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

এই বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী ব্রতে কেবল দ্বাদশীবৃদ্ধিরই অপেক্ষা নাই, তাহার সঙ্গে একাদশীর সম্পূর্ণতারও অপেক্ষা আছে।

অথ ত্রিস্পৃশা-নিরূপণম্।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা নাম সা জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥

নারদীয়-পুরাণম্।

অনন্তর ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর বিষয় লিখিত হইতেছে—নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—যেদিন প্রাতঃকালে একাদশী, সমস্ত দিন দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হয়, সেই দিন ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীব্রত; এই ব্রতানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যার পাপও নষ্ট হইয়া যায়।

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা॥
উপবাসঃ কৃতস্তস্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী এইরূপ মিশ্রিত তিথিকে ত্রিস্পৃশা কহে। এই তিথি সর্ব্বপাপনাশিনী। ইহাতে উপবাস করিলে সর্ব্বপাতক বিদূরিত হয়।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য-পাদের মতে ত্রিস্পৃশা হইলে, পূর্ব্বদিন উপবাস না করিয়া পরদিন উপবাস করিতে হয়; কিন্তু তিনি "ত্রিস্পৃশা" এই নামটির উল্লেখ করেন নাই ও এই দিনের ব্রতকে "মহাদ্বাদশী ব্রত" না বলিয়া একাদশী ব্রতই বলিয়া থাকেন,—এইমাত্র প্রভেদ।

অথ পক্ষবৰ্দ্ধনী-নিরূপণম্।

তিথিঃ সশল্যা পরিবৰ্জ্জনীয়া
ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ।
বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া
যস্যাগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ।

ব্রহ্ম-বৈবৰ্ত্ত পুরাণম্।

ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাসোক্তি আছে যে, দশমী-বেধযুক্তা একাদশী পরিত্যাগ ধর্ম্মার্থেচ্ছু সুধীগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দশমী-বেধ-শূন্যা একাদশীও পরিত্যাগ করিবেন।

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসীচ সম্পূর্ণা বৰ্দ্ধতে যদি।
দ্বিতীয়েহহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবৰ্দ্ধনী॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

যদি অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হইয়া প্রতিপদের দিনও কিঞ্চিৎ নিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব দ্বাদশী পক্ষবৰ্দ্ধনী মহাদ্বাদশী বলিয়া অভিহিত হয়।

পক্ষবর্দ্ধনী মহাদ্বাদশীতে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে এই যে—এই মহাদ্বাদশীর পূর্ব্বের একাদশী দশমীর দিন অর্দ্ধরাত্র হইতে প্রবৃত্তা হইবে। অনেক স্থানে ব্যবহার দেখা যায় ও অনেক পঞ্জিকায় ব্যবস্থা দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

এবং মহত্যো দ্বাদশ্যশ্চতস্রো দর্শিতাঃ ক্রমাৎ।
উন্মীলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী ॥
অপরাশ্চ চতস্রস্তা জ্ঞেয়া নক্ষত্রযোগতঃ।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে,—এইরূপে উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা ও পক্ষবর্দ্ধনী এই চারিটি মহাদ্বাদশী নিরূপণ করা হইল। এই চারিটি মহাদ্বাদশী কেবল তিথির ক্ষয়বৃদ্ধি অনুসারে সংঘটিত হয়। এতদ্ব্যতীত জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী নামে আরও চারিটি মহাদ্বাদশী আছে; সেগুলি দ্বাদশীর সহিত নক্ষত্র বিশেষের যোগে সংঘটিত হইয়া থাকে।

অথ জয়াদি-মহাদ্বাদশী-নিরূপণম্।

পুষ্য-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য-রোহিণী-সংযুতাস্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমফলা দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুসারে জয়া প্রভৃতি চারিটি নক্ষত্র যোগ-বিহিত মহাদ্বাদশীর বিষয় লিখিত হইতেছে। দ্বাদশীর সহিত পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে, যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী এই চারিটি মহাদ্বাদশী হইয়া

থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিথিঘটিত চারিটি ও নক্ষত্র যোগ ঘটিত এই চারিটি, এই আটটি মহাদ্বাদশীতেই উপবাসের ফল সমান।

অথ নক্ষত্রযোগ-নিয়মঃ।

জয়াদীনাং চতসৃণাং তথা ব্যক্তং নিরূপ্যতে।
ভান্যর্কোদয়মারভ্য প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমান্যূনানি বা সন্তু ততোঽমীষাং ব্রতোচিতী।
কিংবা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানি চেৎ।
সমানি বা তদাপ্যেষাং ব্রতাচরণযোগ্যতা॥
শ্রবণাব্যতিরিক্তেষু নক্ষত্রেষু খলু ত্রিষু।
সূর্য্যাস্তমনপর্য্যন্তং কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যপেক্ষণম্॥
শ্রবণে ত্বস্তমনতঃ প্রাগ্দ্বাদশ্যাং সমাপ্তিতাম্।
গতায়ামপি তত্রৈব ব্রতস্যোচিততা ভবেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে,—পুষ্যা প্রভৃতি নক্ষত্রযোগে যে জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশী হয়, সম্প্রতি তাহার নক্ষত্র যোগের নিয়ম কথিত হইতেছে। যদি শুক্লাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী নক্ষত্রের সূর্য্যোদয় কাল হইতে যোগ হয় এবং ঐ সকল নক্ষত্র দ্বাদশী অপেক্ষা অধিক, দ্বাদশীর সহিত সমান কিংবা দ্বাদশী অপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশী ব্রত হইবে। কিংবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে নক্ষত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া যদি দ্বাদশীর সমান কাল অথবা অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলেও মহাদ্বাদশী ব্রত হয়।

এই স্থানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বহুদিন হইতে মত দ্বৈধ

দেখা যায়। একদল বলেন,—"সূর্য্যোদয় কাল কিংবা তৎপূর্ব্বকাল হইতে নক্ষত্রপ্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশী অপেক্ষা কম, বেশী কিংবা দ্বাদশীর সমান কাল পর্য্যন্ত থাকিলে ব্রত হইবে"। আর একদল বলেন—"দিনমানের সমান অর্থাৎ ষাট দণ্ড, ততোধিক কিংবা তদপেক্ষা কম হইলে ব্রত হইবে"। এই দুই মত বহুদিন হইতেই আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই; কারণ নিজ মত ছাড়িয়া দিলে, যদি ন্যূনতা হয়, এই ভয়ে কেহই নিজ মত ছাড়েন না। যথার্থ দিনে ব্রত হউক আর না হউক, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; নিজের মত বজায় থাকিলেই হইল, ষাট দণ্ড হইতে কম, বেশী বা সমান ষাট দণ্ড নক্ষত্র থাকিলে ব্রত হইবে, এই শেষোক্ত মতে একটু সুবিধা আছে এই যে, এ ভাবে ব্রত ব্যবস্থা হইলে, মহাদ্বাদশী বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কাজেই উপবাসের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথম মত আশ্রয় করিলে কিছু বেশী উপবাস করিতে হয়, এই অসুবিধা আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি আর কি ব্যবস্থা দিব? আর দিলেই বা মানে কে? কাজেই মহানুভব বৈষ্ণবগণের উপর ভার দিলাম—সকলে নিজ নিজ দলের মতেই করিবেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হওয়া যে উচিত, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অধিক আলোচনা করিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাহি না; কাহারও বিশেষরূপে মত দুইটি জানিতে ইচ্ছা হইলে সংস্কৃত "অষ্ট মহাদ্বাদশী-বিচার" নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

পুষ্যা, পুনর্ব্বসু ও রোহিণী নক্ষত্র যোগে মহাদ্বাদশী হইলে, সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই; সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দ্বাদশী শেষ হইলে ব্রত হইবে না। কিন্তু শ্রবণা নক্ষত্র-যোগে ব্রত হইলে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকার অপেক্ষা নাই।

অথ জয়াদিব্রত-পারণ-নির্ণয়ঃ।

বৃদ্ধৌ ভ-তিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ পারণং ততঃ।
অন্তে স্যাচ্চেৎ তিথির্ন্যূনা তিথিমধ্যেতু পারণম্॥
দ্বাদশ্যননুবৃত্তৌ তু বৃদ্ধৌ ব্রহ্মাচ্যুতর্ক্ষয়োঃ।
তন্মধ্যে পারণং বৃদ্ধৌ শেষয়োস্তদতিক্রমে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর জয়াদি চারিটি মহাদ্বাদশীর পারণ-কাল নির্ণয় করা হইতেছে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে– উপবাস দিনে তিথি ও নক্ষত্র বর্দ্ধিত হইয়া, পারণ দিনে কিঞ্চিৎ থাকিলে, তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্র শেষে পারণ করিবে ও নক্ষত্রের আধিক্যস্থলে তিথিমধ্যে পারণ করিবে। পারণ-দিনে দ্বাদশী না থাকিলে, রোহিণী ও শ্রবণা বৃদ্ধি পাইলে, নক্ষত্র মধ্যে ও পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু বৃদ্ধি পাইলে ঐ নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিবে।

শ্রীদ্বাদশী-চতুষ্কস্য মহতোঽসৌ বিনির্ণয়ঃ।
নৃসিংহ-পরিচর্য্যাদি-গ্রন্থদৃষ্ট্যা নিরূপিতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জয়াদি চারিটী মহাদ্বাদশী নিরূপণ করা হইল।

একাদশী, মহাদ্বাদশী, কিংবা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যে কোন ব্রত করিতে হইলেই উপবাস দিন, তাহার পূর্ব্বদিন ও তাহার পরদিন —এই তিন দিনেই কিছু বিশেষ নিয়ম ও কৃত্য আছে। সেগুলি যথাশাস্ত্র আলোচনা করা হইতেছে।

অথোপবাস-পূর্ব্বদিন-কৃত্যম্।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা সুবেশো ধৌতবস্ত্রকঃ।
ব্রতং সংকল্প্য কুর্ব্বীত বৈষ্ণবৈশ্চ মহোৎসবম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

উপবাসের পূর্ব্বদিন যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলা হইতেছে,—শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে,—দশমীর দিন প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে, "দশমী-দিনমারভ্য করিষ্যেঽহং ব্রতং তব। ত্রিদিনং দেবদেবেশ নির্বিঘ্নং কুরু কেশব"। (অর্থাৎ হে দেবদেবেশ! হে কেশব! আমি দশমী দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন তোমার ব্রতানুষ্ঠান করিব, আমার ব্রত নির্ব্বিঘ্ন কর।) এই মতে ব্রত সংকল্প করিয়া ক্ষৌর কর্ম্মাদি দ্বারা সুবেশ ধারণ করিবে। (দশমী দিনে ক্ষৌর কার্য্য করা বৈষ্ণবের বিধেয়)। তদনন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দের মহাপূজা, ভোগ প্রভৃতি মহোৎসব করিবে।

প্রাতর্হরিদিনং লোকাস্তিষ্ঠধ্বং চৈকভোজনাঃ॥
অক্ষারলবণাঃ সর্ব্বে হবিষ্যান্ননিষেবিণঃ॥
অবনীতল্প-শয়নাঃ প্রিয়াসঙ্গ-বিবর্জ্জিতাঃ।
স্মরধ্বং দেবমীশানং পুরাণং পুরুষোত্তম্॥
সকৃদ্ভোজন-সংসক্তা দ্বাদশ্যাঞ্চ ভবিষ্যথ॥

নারদীয়-পুরাণম্।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে—হে মানবগণ! আজ হরিদিনের প্রভাত; সকলে একাহারী হইয়া থাক, অক্ষার লবণ ভোজন কর, হবিষ্যান্ন ভোজন কর, ভূমি শয্যায় শয়ন কর, স্ত্রীসঙ্গ করিওনা, পুরাণ পুরুষ দেবদেব জনার্দ্দনকে স্মরণ কর, এবং দ্বাদশীতে একবার মাত্র ভোজন করিও।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে হবিষ্যদ্রব্য কথিত হইতেছে।

অথ হবিষ্যদ্রব্যাণি।

হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
কলায়-কঙ্কু-নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
কন্দং সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পষী॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রে হরীতকী।
পিপ্‌লী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী॥
কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যাণি প্রচক্ষতে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত-স্মৃতিবচনম্।

শুভ্রবর্ণ অসিদ্ধ হৈমন্তিক (আমন) ধান্য, মুগ, যব, তিল, কলায় (মটর) কঙ্কু (কাওন) নীবার (উড়ীধান্য) বাস্তূক (বেতোশাক) হিলমোচিকা (হেলাঞ্চা) যষ্টিকা (ষাইটা ধান) কালশাক (কালকাসন্দা), মূলক (মূলা), কেঁউ ব্যতীত অন্য মূলদ্রব্য, সৈন্ধব লবণ, সামুদ্র লবণ (করকচ), গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই এমন গব্য দুগ্ধ, পনস (কাঁঠাল) আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক (জিরে), নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা), তিন্তিড়ী (তেঁতুল), কদলী, লবণী (ফলবিশেষ), আমলকী, গুড় ব্যতীত ইক্ষুজাত দ্রব্য অর্থাৎ খাঁড় প্রভৃতি, এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য এই সমস্তই ঋষিগণ কর্ত্তৃক হবিষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত।

একাদশী দিনেও অশক্ত পক্ষে হবিষ্যভোজনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লুচি মোহনভোগ চলে কিনা সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

অথ দশমীদিনে অন্যেঽপি নিয়মাঃ।

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ ক্ষৌদ্রঞ্চানৃতভাষণম্।
পুনর্ভোজনমায়াসং দশম্যাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

দশমী প্রভৃতি উপবাস-পূর্ব্বদিনের অন্যান্য নিয়ম কথিত হইতেছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, মধু, মিথ্যাবাক্য, দুইবার ভোজনও পরিশ্রম, দশমীতে এই সমস্ত ত্যাগ করিবে।

অথোপবাস-দিনকৃত্যম্।

প্রাতঃস্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ ভগবন্তং যথাবিধি।
তাম্রপাত্রং সমাদায় ব্রত-সংকল্পমাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রাতঃস্নান ও নিত্যপূজাদি সমাপন করিয়া তাম্রপাত্রগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রত সঙ্কল্প করিবে।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! আমি একাদশীতে উপবাস করিয়া পরদিন ভোজন করিব। একার্য্যে আপনি আমার সহায় হউন। এই মতে ব্রতসঙ্কল্প করিতে হয়।

ততশ্চ ভগবদ্ভক্ত্যা পরিচর্য্যাদিরূপয়া।
দিনং রাত্রিঞ্চ গময়েদুপবাস-পরো বুধঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সুধীগণ সংকল্পান্তে উপবাসের দিন ও রাত্রি শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা,

অর্চ্চনা, রাত্রিজাগরণ, নামসংকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যে ভক্তিসহ কাল-যাপন করিবেন।

একাদশীব্রতে ও অষ্ট মহাদ্বাদশীব্রতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূজাবিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে; কিন্তু কালক্রমে তাহার অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অতি বিরল হইয়া পড়িয়াছে। "বিধিমার্গ" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা ও দিবায় হাস্য কৌতুক করিয়া রাগ-মার্গের ধ্বজা উড়ানই এখনকার উত্তমাধিকারী ভক্তের নিত্য কর্ম্ম; কাজেই সে সমস্ত পূজাবিধির বিষয় বর্ণনা করিলাম না। এ ভীষণ দুর্দ্দিনেও যদি কেহ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-লিখিত পূজাবিধির অনুষ্ঠান করিতে চাহেন; তাহা হইলে, তিনি মূলগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন। কিংবা আমাকে আদেশ করিবেন—আমি দাসবৎ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ হইব। ইহা ছাড়া ব্রত দিনে রাত্রি-জাগরণের ব্যবস্থা আছে; প্রহরে প্রহরে পূজা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে; সেগুলি শাস্ত্রেই নিশ্চিন্ত ভাবে থাকুন; রাগমার্গনিষ্ঠ ভক্তগণ সে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া কৃষ্ণসেবায় দুর্ল্লভ মানব-দেহ অসুস্থ করিবেন না। কিন্তু শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসকার "ব্রতদিনে জাগরণ না করিলে মহা পাপ হয়" এই কথাই বারে বারে বলিয়াছেন। তিনি বোধ হয় ঈদৃশ রাগ-মার্গের ভজন জানিতেন না।

অথ জাগরণাকরণে দোষঃ।

সম্প্রতি ব্রতদিনে রাত্রি জাগরণ না করিলে যে দোষ হয়, তাহা দেখান হইতেছে।

সংপ্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্‌।
অতীতানাগতান্‌ বাপি পাতয়িষ্যন্তি পূর্ব্বজান্‌॥
অকুর্ব্বাণাঃ প্রপৎস্যন্তি পুত্র-ধর্ম্ম-বসুক্ষয়ম্‌।
জায়তে নরকে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ কালশঃ॥

মতির্নজায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি।
নহি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—শ্রীহরি-দিবস সমাগত হইলে, যাহারা জাগরণ না করে, তাহাদের অতীত পূর্ব্বপুরুষগণ ও ভাবী পুরুষগণ নরকে নিমগ্ন হয় এবং সে নিজেও পুত্র, ধর্ম্ম ও ধনভ্রষ্ট হইয়া পিতৃগণ সহ আবহমানকাল নরকে অবস্থান করে।

যাহার ব্রত-দিনে জাগরণ করিতে বাসনা না হয়, সে ব্যক্তি কখনই হরিভজনের অধিকারী হইতে পারে না।

অথোপবাস-দিনে অন্যেঽপি নিয়মাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ সত্যমামিষ-বর্জ্জনম্।
ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি চরিতব্যানি নিত্যশঃ॥

দেবল-বচনম্।

অনন্তর উপবাস দিনের অপরাপর নিয়ম বলা হইতেছে। এ সম্বন্ধে দেবলের উক্তি আছে যে, সমস্ত ব্রতেই, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যভাষণ ও আমিষত্যাগ এই চারিটি নিয়ম অবশ্য পালন করিবে।

অসকৃজ্জলপানাচ্চ সকৃত্তাম্বুল-ভক্ষণাৎ।
উপবাসঃ প্রদুষ্যেত দিবাস্বাপাচ্চ মৈথুনাৎ॥

দেবল-বচনম্।

অশক্ত পক্ষেও একবারের বেশী জল পান, তাম্বুল ভক্ষণ, দিবা-নিদ্রা ও মৈথুন এই সমস্ত দ্বারা উপবাস দূষিত হয়।

দন্তধাবন-তাম্বূল-দিবা-স্বাপাচ্চমৈথুনাৎ।
অসকৃজ্জলপানাচ্চ নোপবাসফলং লভেৎ॥

দেবল-বচনম্।

দন্ত ধাবন, তাম্বূল-সেবন, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও এক বারের অধিক জলপান, এই সমস্ত দ্বারা উপবাসের ফল নষ্ট হয়।

অথ পারণদিন-কৃত্যম্।

ততঃ প্রভাতে ভগবদ্রাত্রিক্রীড়া-রসাত্মিকাম্।
কৌশিকীং প্রমুদা গায়েচ্ছ্রীকৃষ্ণপরিতোষণীম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—শ্রীহরিবাসর জাগরণের পর প্রভাতকালে শ্রীগোবিন্দের শৃঙ্গার-রসাত্মিকা রাত্রিক্রীড়া সকল শ্রীকৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে পরমানন্দে গান করিবে।

মঙ্গলারাত্রিকং কৃত্বাভ্যর্চ্চ্য প্রস্থাপ্য বৈষ্ণবান্।
প্রাতঃ পূজাঞ্চ নিষ্পাদ্য কৃষ্ণে তৎ সর্ব্বমর্পয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর মঙ্গলারাত্রিক করিয়া বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদার্পণ ও মিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা বিদায় করিবেন; অনন্তর স্নানাদি নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণে উপবাসাদি অর্পণ করিবেন।

প্রাতঃস্নাত্বা হরিংপূজ্য উপবাসং সমর্পয়েৎ।
পারণন্তু ততঃ কুর্য্যাৎ ব্রতসিদ্ধৌ হরিং স্মরন্॥

কাত্যায়ন-বচনম্।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন—পারণের দিন প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উপবাস সমর্পণ করিবেন। তদনন্তর ব্রত সিদ্ধির জন্য শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক পারণ করিবেন।

অথ পারণ-মন্ত্রঃ।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

হে কেশব, আমি অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া রহিয়াছি, এই ব্রত দ্বারা আপনি সুমুখ হইয়া সংপ্রতি প্রসন্ন হউন। আমাকে জ্ঞান দৃষ্টি প্রদান করুন।

পারণ দিনে পূজার বিশেষত্ব এই যে, সে দিন পূজায় স্নানীয় জল প্রদান করিতে নাই এবং নির্ম্মাল্য উত্তারণ করিতে নাই।

নিত্যকৃত্যং সমাপ্যাথ শক্ত্যা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
কুর্ব্বীত দ্বাদশীমধ্যে তুলসীংপ্রাশ্য পারণম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন ও দ্বাদশীমধ্যে প্রথমতঃ তুলসী ভক্ষণ করিয়া পারণ করিবেন।

অথ পারণে দ্বাদশ্যপেক্ষণম্।

পারণাহনি সম্প্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ত্রয়োদশ্যাস্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী ॥
যো হি ভাগবতো ভূত্বা দ্বাদশীং নহি সাধয়েৎ।
কৃতস্ত পূর্ব্বপুণ্যস্য দত্তস্তেন বিভাবসুঃ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিতে হইবে, এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখান হইতেছে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—পারণ দিন সমাগত হইলে, যিনি দ্বাদশী লঙ্ঘনপূর্ব্বক ত্রয়োদশীতে ভোজন করেন, তাঁহার শত-

জন্ম নরক ভোগ করিতে হয়। যে বৈষ্ণব দ্বাদশী লঙ্ঘন করেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুণ্যরাশি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন।

অথ দ্বাদশ্যল্পত্বে কৃত্যসমাধানম্।

স্বল্পায়ামথ ভূপাল দ্বাদশ্যামরুণোদয়ে।
স্নানার্চ্চনক্রিয়াঃ কার্য্যা জপহোমাদি-সংযুতা॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

পারণ-দিনে অল্পমাত্র দ্বাদশী আছে, তাহার মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সমাধা হওয়া কঠিন; বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন কৃত্য প্রাতঃকালেই বা কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করা যায়—ইত্যাদি সন্দেহের মীমাংসা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, দ্বাদশী অল্প পরিমাণে থাকিলে, অরুণোদয়-কালে স্নান, পূজা, দান ও হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

যদা ভবতি স্বল্পাহি দ্বাদশী পারণা-দিনে।
উষঃকালে দ্বয়ং কুর্য্যাৎ প্রাতর্মাধ্যাহ্নিকং তথা॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—পারণ দিনে দ্বাদশীর ন্যনতা থাকিলে, উষা কালেই প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্ন কালীন উভয়বিধ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিবে।

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।
অমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ॥

স্কন্দ-পুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, শ্রীমহাদেবের এইরূপ শাসন আছে যে, যদি পারণ দিনে অর্দ্ধ কলা মাত্র দ্বাদশীও থাকে, তাহা হইলে ব্রতদিনেই

অর্দ্ধরাত্রির পর স্নান করিয়া প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকালীন সমস্ত ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবে, তথাপি দ্বাদশী লঙ্ঘন করিবে না।

সঙ্কটে বিষমে প্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং পারয়েৎ কথম্।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ পুনর্ভুক্তং ন দোষভাক্॥

কালিকাপুরাণম্।

ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হইলে কিরূপে পারণ করা বিধেয়? এইরূপ জিজ্ঞাসায় "কেবল মাত্র জল দ্বারা পারণ করিবে, তাহাতে পুনর্ভোজন রূপ দোষ ঘটিবে না" এই উত্তর।

মন্ত্রং জপিত্বা হরয়ে নিবেদ্যোপোষণং কৃতী।
অদ্ভিস্তু পারণং কুর্য্যাৎ সঙ্কটে বিষমে সতি।

কাত্যায়ন বচনম্।

কাত্যায়নের উক্তি আছে এই যে,—দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইলে মন্ত্রজপ পূর্ব্বক হরির উদ্দেশে উপবাস সমর্পণ করিয়া, কেবল জল দ্বারা পারণ করাই ব্রতীর কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাদিকং ভবেন্নিত্যং পারণস্তু নিমিত্ততঃ।
অদ্ভিস্তু পারয়িত্বা তু কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাদিকং পুনঃ॥

কাত্যায়ন-বচনম।

কাত্যায়ন বলেন,—সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া, পারণ নৈমিত্তিক কর্ম্ম। জল দ্বারা পারণ করিয়া তদন্তে সন্ধ্যাদি করিবে।

এ স্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, আলস্য বশতঃ কিংবা বিষয় কর্ম্মে কালাতিপাত করিয়া এ ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

পারণে আর একটি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; তাহা এই যে, তাহা দ্বাদশীর প্রথমপাদে অর্থাৎ চতুর্থাংশের প্রথমাংশে পারণ করিতে নাই।

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসর-সংজ্ঞিতঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যে, দ্বাদশীর প্রথমপাদকেও হরিবাসর কহে; অতএব হরিপরায়ণ ব্যক্তিগণ দ্বাদশীর প্রথমপাদ অতিক্রম করিয়া পারণ করিবেন।

অথ পারণ-দিনে অন্যেঽপি নিয়মাঃ।

ক্ষৌদ্রং মাংসং সুরাং তৈলং ব্যায়ামং ক্রোধমৈথুনে।
পরান্নং কাংস্যতাম্বূলে লোভং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্॥
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণম্।

পারণ দিনের অপরাপর নিয়ম কথিত হইতেছে,—স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতে মধু, মাংস, মদ্য, তৈল, ব্যায়াম, ক্রোধ, মৈথুন, পরান্ন, কাংস্য পাত্র, তাম্বূল, লোভ, ও শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ হইতে নির্ম্মাল্য উত্তারণা—এই দ্বাদশটি পরিত্যাগ করিবেন।

কাংস্যং মাংসং সুরাং ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথভাষণম্।
ব্যায়ামঞ্চ প্রবাসঞ্চ দিবাস্বপ্নমথাঞ্জনম্॥
শিলাপিষ্টং মসূরঞ্চ দ্বাদশৈতানি বৈষ্ণবঃ।
দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—বৈষ্ণবগণ যদি দ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মদ্য, মধু, লোভ, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, প্রবাস, দিবানিদ্রা, অঞ্জন, শিলাপিষ্ট দ্রব্য ও মসূর এই দ্বাদশটি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্ব পাপ বিমোচন হয়।

কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্।
রত্যৌষধ-পরান্নঞ্চ দ্বাদশ্যা মষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥

পুরাণ বচনম্।

পুরাণে লিখিত আছে, দ্বাদশীতে কাংস্যপাত্র, মাংস, মসূর, চণক (ছোলা) কোরদূষক, মৈথুন, ঔষধ ও পরান্ন এই আটটি অবশ্য পরিত্যাজ্য।

ইতি পক্ষকৃত্যপ্রকরণম্।

সমাপ্তোঽয়ং তৃতীয়োল্লাসঃ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ।

মাসকৃত্য-প্রকরণম্।

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শর্ম্মণা।
বৈষ্ণবানাং মাসকৃত্যং লিখ্যতেঽত্র যথামতি ॥

অথ মার্গশীর্ষ-মাসকৃত্যম্।

আগ্রহায়ণিকো মাসো মাসেষু প্রবরঃ স্মৃতঃ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমিত্যুক্তো মাধবেন যঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সম্প্রতি মাসকৃত্য লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু বিশেষ ব্রত ও শ্রীভগবৎসেবার নিয়ম আছে; সেইগুলিকেই মাসকৃত্য কহে। প্রথমতঃ অগ্রহায়ণ-মাসকৃত্য বলা হইতেছে। প্রাচীন-কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা হইত। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, মাস সমূহের মধ্যে আমাকে অগ্রহায়ণ মাস জানিবে; সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসই সকল মাসের মধ্যে প্রধান।

স্নান-দান-ব্রতার্চ্চাদি-ক্রিয়াঃ সনিয়মং কৃতাঃ।
মাঘাদাবিব মার্গেঽস্মিন্ ভগবদ্ভক্তি-তুষ্টিদা ॥
তুলসীকাননে পূজ্যো মার্গে মাসি বিশেষতঃ।
ভগবান্ নৃত্যগীতাদি-মহেন সহ বৈষ্ণবৈঃ।
বিশেষতশ্চ মাসেঽস্মিন্ বস্ত্রং শীতনিবারকম্।
চিত্রং ভগবতে দদ্যাজ্জগজ্জাড্যাহরং হি তৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অগ্রহায়ণ মাসে স্নান, দান, ব্রত ও অর্চ্চনা প্রভৃতি করিলে মাঘাদি মাসের ন্যায় শ্রীভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পৎ প্রাপ্তির হেতু হয়। বিশেষতঃ অগ্রহায়ণ মাসে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া নৃত্যগীতাদি মহোৎসব সহকারে তুলসীকাননে শ্রীহরির পূজা করিবে। অধিকন্তু এই মাসে শীত-নিবারণার্থে বিচিত্র বস্ত্র শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হয়, যেহেতু ঐ বস্ত্র দানই দাতার সংসার-জনিত জড়তা হরণ করে।

মার্গশীর্ষে ত্বেকভক্তং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্মুক্তঃ স্যাদিত্যাহ কলিপ্রিয়ঃ॥
নক্তং ব্রতেন যো মাসং মার্গশীর্ষং হরিপ্রিয়ন্।
নয়েদসৌ নরো যাতি বিষ্ণুলোকং সনাতনম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে, নারদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে একাহারী হইয়া হরির পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তিনি মুক্তি লাভ করেন। নক্ত ব্রতাচরণ করিয়া হরিপ্রিয় অগ্রহায়ণ মাস অতিবাহিত করিলে সনাতন বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়।

মার্গশীর্ষে তথা মাসি প্রাতঃস্নাত্বা নরোত্তমঃ।
ক্রমপূজাং সমাসাদ্য জপহোমৌ তথাচরেৎ॥
পায়সং গুড়সংমিশ্রং প্রত্যহং বিনিবেদয়েৎ।
এবং মাসার্চ্চনং কৃত্বা ভবেদ্ভাগ্যধরঃ পুমান্॥
দেহান্তে মোক্ষমাপ্নোতি প্রসাদাৎ শার্ঙ্গধন্বনঃ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে,—অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্য-কৃত্যান্তে জপ ও হোমাদি করিবে। এই মাসে শ্রীভগবান্‌কে গুড়-মিশ্রিত পায়স অর্পণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যহ এই ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে ভাগ্যবান্ হওয়া যায় ও দেহান্তে শ্রীহরির প্রসাদে মুক্তি লাভ হয়।

শ্রীগোপিকাগণ এই মাসে কাত্যায়নী-ব্রত করিয়াছিলেন, শ্রীনন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য এই মাসেই যথানিয়মে কাত্যায়নী ব্রত করিতে হয়।

অথ পৌষ-কৃত্যম্।

পৌষস্যৈকাদশীং শুক্লমারভ্য স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
মাসমাত্রং হরিপ্রীত্যৈ ত্রিবারং স্নানমাচরেৎ॥
ত্রিকালং পূজয়েৎ কৃষ্ণং ত্যক্তভোগো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পৌষস্য দ্বাদশীং শুক্লাং যাবৎ পুণ্যফলপ্রদাম্॥
মাসমেকং তদর্দ্ধং বা দশাহং বা তদর্দ্ধকম্।
কৃত্বা যাতি হরেঃ স্থানং পূজাং দধ্যোদনোৎসবাম্॥
গীতৈর্বাদ্যৈর্নৃত্যৈর্ভক্তৈর্দধিভক্তং সমং নয়েৎ।
অর্পয়িত্বা হরৌ ভক্ত্যা প্রসাদঞ্চানয়েৎ ততঃ॥
যঃ প্রসাদং হরের্ভক্ত্যা গৃহ্লাতি প্রদদাতি চ।
ভুঙ্‌ক্তে চ বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সোঽনন্তফলমশ্নুতে॥
ঘৃতপ্রস্থেন দেবেশং পৌষপুষ্যাসিতে নরঃ।
স্নাপয়িত্বাশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥

পঞ্চরাত্র-বচনম্।

অনন্তর পৌষ মাসের কৃত্য নিরূপণ করা হইতেছে। পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে,—পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস কাল ভূতলে শয়ন ও শ্রীহরির প্রীত্যর্থ প্রত্যহ তিন বার স্নান করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৌষ মাসের পুণ্য ফলদাত্রী শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। সম্পূর্ণ পৌষ মাস কিংবা অর্দ্ধমাস অথবা দশ দিন, অন্ততঃ পাঁচ দিনও দধ্যোদন (দধি মিশ্রিত অন্ন) প্রদানরূপ উৎসব সহকারে হরিপূজা করিলে হরির ধামে গতি লাভ হয়। শ্রীহরিকে নিবেদন করিবার জন্য বৈষ্ণববর্গ সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে দধিমিশ্রিত অন্ন লইয়া যাইবে। তদনন্তর ভক্তিসহকারে নিবেদন পূর্ব্বক হরিসকাশ হইতে প্রসাদ আনয়ন করিবে। তদনন্তর ভক্তিসহকারে শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিলে, অন্যকে দান করিলে অথবা বৈষ্ণবগণ সহ ভোজন করিলে, অনন্ত ফল প্রাপ্তি হয়। পৌষ মাসে পুষ্যা নক্ষত্র সমন্বিত পূর্ণিমাতে প্রস্থ পরিমিত (পাঁচসের) ঘৃত দ্বারা শ্রীহরিকে স্নান করাইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অথ মাঘকৃত্যম্।

সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা।
সৎকার্য্যাস্তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ স্নানদানাদিকৈঃ সদা॥
কর্ত্তব্যো নিয়মঃ কশ্চিদ্‌ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ।
ফলাতিশয়হেতোর্বৈ কিঞ্চিদ্ভোজ্যং ত্যজেদ্‌বুধঃ॥
ভূমৌ শয়ীত হোতব্যমাজ্যং তিলবিমিশ্রিতম্।
ত্রিকালং চার্চ্চয়েন্নিত্যং বাসুদেবং সনাতনম্॥

দাতব্যো দীপকোঽখণ্ডো দেবমুদ্দিশ্য মাধবম্।
ইন্ধনং কম্বলং বস্ত্রমুপানৎ কুঙ্কুমং ঘৃতম্ ॥
তৈলং কার্পাসকোষঞ্চ তুলীং তূলবতীং পটীম্।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি দেয়ং মাঘে নরাধিপ ॥
স্বর্ণঞ্চ রক্তিকামাত্রং দদ্যাদ্বেদবিদে তথা।
পরস্যাগ্নিং ন সেবেত ত্যজেদ্বিপ্রং প্রতিগ্রহম্ ॥
মাঘান্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ যথাশক্তি নরাধিপ।
দেয়া চ দক্ষিণা তেভ্য আত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥
একাদশীবিধানেন মাঘস্যোদ্যাপনং তথা।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্দধানেন অক্ষয়স্বর্গবাঞ্ছয়া ॥

পদ্মপুরাণম্।

অনন্তর মাঘ মাস কৃত্য নিরূপণ করা হইতেছে। পদ্মপুরাণে দত্তাত্রেয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে নরাধিপ! সূর্য্য মকর-রাশিস্থ হইলে সেই পুণ্যস্বরূপ পুণ্যজনক কালে স্নান, দান ও নিয়মাদি দ্বারা তিথি সকলের সংকার করিতে হয়। মাঘ মাসে ব্রত-নিয়মাদি পালন করাই মানবগণের শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক। প্রত্যহ যাহা ভোজন করা হয়, তাহা হইতে মাঘ মাসে কোন ভোজ্য বস্তু ত্যাগ করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। এই মাসে ভূমিতে শয়ন করিবে, তিলসহ ঘৃত দ্বারা হোম করিবে এবং প্রত্যহ তিনবার শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিবে। শক্তি থাকিলে এই মাসে শ্রীহরিমন্দিরে অহোরাত্রব্যাপী দীপ দান করিবে। শ্রীহরির উদ্দেশে কম্বল, বস্ত্র, পাদুকা, কুঙ্কুম, ঘৃত, তৈল, কার্পাস, কোষ, তুলী, তূলবতী পটী (বালাপোষ প্রভৃতি শীত বস্ত্র বিশেষ) ও অন্ন দান করিবে। প্রত্যহ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে এক রতি স্বর্ণ দান করিবে। এই মাসে পরের অগ্নি সেবন ও

প্রতিগ্রহ বর্জ্জন করিবে। হে নৃপ! মাঘ মাসের শেষ দিনে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করা আত্মকল্যাণ কামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অক্ষয়-স্বর্গ-কামী ব্যক্তি একাদশী নিয়মানুসারে অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি দ্বারা মাঘ ব্রতের উদ্‌যাপন করিবেন।

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়। নিজ গৃহে উষ্ণজলে স্নান করিলেও ছয় বৎসর কাল প্রাতঃস্নান জনিত ফল লাভ হয়। গঙ্গা প্রভৃতিতে স্নান করিলে অধিকতর ফল লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহই নাই।

অথ মাঘে প্রাতঃস্নান-বিধিঃ।

পৌষ-ফাল্গুনয়োর্মধ্যে প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ।

ভবিষ্যপুরাণম্।

অনন্তর মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—পৌষ ও ফাল্গুন এই উভয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ মাঘ মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা বিধেয়।

অমাঘ-স্নায়িনাং নৃণাং নিষ্ফলং জন্মধারণম্।
অসূর্য্যগগনং যদ্বদচন্দ্রমুড়ুমণ্ডলম্॥
তদ্বন্ন ভাতি সৎ কর্ম্ম মাঘস্নানং বিনা নৃপ।
বুদ্বুদাইব তোয়েষু পুত্তিকাইব জন্তুষু।
জায়ন্তে মরণায়ৈব মাঘস্নানবিবর্জ্জিতাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান না করে, তাহার জন্ম ধারণই বৃথা। যেমন সূর্য্যহীন আকাশ এবং চন্দ্রহীন নক্ষত্র-মণ্ডলের শোভা হয় না, সেইরূপ মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান বিহীন ব্যক্তির কোনও সৎকর্ম্মের শোভা হয় না। যেমন জল

মধ্যে বুদ্বুদ ও জন্তুমধ্যে পুত্তিকা (সূক্ষ্ম কীটবিশেষ) জন্ম মাত্রেই দেহ ত্যাগ করে, সেইরূপ মাঘ স্নান বিবর্জ্জিত ব্যক্তিরাও জন্মপরিগ্রহ করিয়াও মৃত তুল্য।

ব্রতদান-তপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
মাঘে'মজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি মাধবঃ॥
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য মাঘস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে মাঘস্নানকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট থাকেন, কি ব্রত, কি দান, কি তপস্যা কিছুতেই সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। অতএব কেবলমাত্র শ্রীহরির প্রীতির জন্যই মাঘস্নান বিহিত।

তত্র চোত্থায় নিয়মং গৃহ্লীয়াদ্ বিধিপূর্ব্বকম্।
মাঘমাসমিমং পূর্ণং স্নাস্যেঽহং দেব মাধব॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

মাঘস্নানবিধি সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে, পৌষ মাসের শেষ সংক্রান্তি দিবসে প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "হে দেব! হে মাধব! আমি পূর্ণ মাঘ মাস প্রাতঃস্নান করিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংকল্প করিবে ও নিয়ম গ্রহণ করিবে।

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য স্নায়ান্মৌনং সমাহিতঃ।
বাসুদেবং হরিং বিষ্ণুং মাধবঞ্চ স্মরেৎ পুনঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, হে গোবিন্দ! হে অচ্যুত! হে মাধব! আমি মকরগত সূর্য্যে (মাঘমাসে) স্নান করিতেছি; হে প্রভো! আপনি এই স্নানের যথাবিহিত ফল দান করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৌনভাবে স্নান করিবে। স্নানকালে, বাসুদেব, হরি, বিষ্ণু, মাধব প্রভৃতি নাম স্মরণ করিবে।

অপ্রাবৃত-শরীরস্তু যঃ কষ্টং স্নানমাচরেৎ।
বেদোক্তবিধিনা পার্থ সূর্য্যস্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
পিতৄন্ সন্তর্প্য তত্রস্থঃ সমুত্তীর্য্য জলাশয়াৎ।
পদে পদে হশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—মাঘ মাসে অপ্রাবৃত শরীরে স্নান করিয়া বেদ বিধানে সূর্য্যার্ঘ্য দান পূর্ব্বক জল মধ্যে অবস্থান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে; এইরূপ জলাশয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

অথ বসন্তপঞ্চমী কৃত্যম্।

মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং মহাপূজাং সমাচরেৎ।
নবৈঃ প্রবালৈঃ কুসুমৈ রনুলেপৈর্বিশেষতঃ॥
নীরাজনোৎসবং কৃত্বা ভক্ত্যা সংমান্য বৈষ্ণবান্।
বসন্তরাগং জনয়ন্ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে—মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে আম্রমুকুল, সুগন্ধি পুষ্প ও অনুলেপনাদি দ্বারা শ্রীহরির মহাপূজা

করিবে। তদনন্তর নীরাজনোৎসব করিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া বসন্ত রাগ গান ও নৃত্যাদি করিবে।

তদুক্তম্।

শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ।
তাবৎ বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ॥
বসন্তরাগঃ কর্ত্তব্যো নান্যথা তু কদাচন॥

বসন্তরাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মত এই যে, শ্রীপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া শয়নৈকাদশী পর্য্যন্ত বসন্তরাগ আলাপ করিতে হয়; অন্য সময়ে বসন্ত রাগের আলাপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

কৃত্বা বসন্তপঞ্চম্যাং শ্রীকৃষ্ণস্যার্চ্চনোৎসবম্।
স্যাদ্ বসন্ত ইব প্রেয়ান্ বৃন্দাবন-বিহারিণঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি বসন্ত পঞ্চমীতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনাদি-রূপ মহোৎসব করেন, তিনি বসন্ত ঋতুর ন্যায় বৃন্দাবন-বিহারীর প্রীতি পাত্র হন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে শ্রীধামশান্তিপুরে পুরন্দর প্রভু সীতানাথের জন্মোৎসব করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মাঘমাসের শুক্লা অষ্টমী হইতে আট দিন কিংবা কেবল শুক্লা অষ্টমীতে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা বিধেয়।

মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর নাম ভৈমী একাদশী। ঐ দিনে উপবাস করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পতিত-পাবন কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব করিবেন।

অথ ফাল্গুন-কৃত্যম্।

প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাঘ-ফাল্গুনৌ।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ॥

যম-বচনম্।

অনন্তর ফাল্গুন কৃত্য লিখিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে যমোক্তি আছে যে, মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসেই প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে ও দেবগণ এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে; তাহাতে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ফাল্গুনে দেবকীপুত্রং পূজয়েৎ স্বর্ণচম্পকৈঃ।
চূত-সৌগন্ধি-কুসুমৈর্ধূপৈর্গন্ধৈঃ সুবিস্তরৈঃ॥

গৌতমীয়তন্ত্রম্।

গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে—ফাল্গুন মাসে স্বর্ণ বর্ণ চম্পক, সুগন্ধি আম্র মুকুল, ধূপ ও গন্ধ দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

অথ শিবরাত্রি-ব্রতম্।

শিবরাত্রি-ব্রতমিদং যদ্যপ্যাবশ্যকং নহি।
বৈষ্ণবানাং তথাপ্যত্র সদাচারাদ্বিলিখ্যতে॥
শিবরাত্রিব্রতং কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশ্যাস্তু ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎকার্য্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে সদা॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

অনন্তর শিবরাত্রি ব্রত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। শিবরাত্রি ব্রত শুনিয়াই বৈষ্ণবগণ চমকিত হইবেন না; শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার এসম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন,—যদি কেহ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ব্রতই পালন করিবেন, শিবের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, আপাততঃ প্রয়োজন বোধ না হইলেও চিরকাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এই ব্রতের আচরণ করা সদাচার বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। তাহার কারণ এই যে, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুৰ্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিলে শ্রীহরির প্রীতিবিধান হয়; কাজেই বৈষ্ণবগণ কোন্ যুক্তিতে তাহা পরিত্যাগ করিবেন?

সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তর-পূজকঃ।
ন পূজা-ফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহির্ম্মুখঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—কি সৌর, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, গাণপত্য কিংবা অন্য দেবোপাসক যে কেহই হউন না কেন, শিবরাত্রি ব্রত না করিলে কেহই ইষ্টপূজার ফল লাভ করিতে পারেন না।

শিবরাত্রি ব্রতে ঔদাস্যমাত্র করিলেই এত দোষ হয়; যাঁহারা দ্বেষ করেন, তাঁহাদের যে কি হয়, তাহাত বলাই বাহুল্য।

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্ত-ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্॥
মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

কূর্ম্মপুরাণম্।

কূর্ম্মপুরাণে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন,—মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি যদি ঐকান্ত ভাবেও আমার ভজন করে, তথাপি তাহার অযুতসংখ্যক নরক ভোগ করিতে হয়। আমার ভক্ত শিবদ্বেষী হইলে কিংবা শিবভক্ত আমার দ্বেষী হইলে, যতকাল চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতি, ততকাল তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—

কার্য্যং গুণাবতারত্বৈনৈক্যাদ্রুদ্রস্য বৈষ্ণবৈঃ।
বৈষ্ণবাগ্র্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সদাচারাচ্চ তদ্‌ব্রতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন,—শ্রীশিব শ্রীভগবানের গুণাবতার; সুতরাং অবতার ও অবতারীর অভিন্নতা প্রযুক্ত শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ ত আছেনই, তাহার পর আবার তিনি বৈষ্ণবচূড়ামণি; কাজেই শিবরাত্রি ব্রত করা বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এই ব্রতানুষ্ঠান অতি প্রধান সদাচার এবং চিরকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে অতঃপর শিবরাত্রি-ব্রতের এইরূপ সুদৃঢ় ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—

চতুর্থস্কন্ধদৃষ্ট্যা তু নৈকে কুর্ব্বন্তি তদ্‌ব্রতম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে লিখিত আছে—"যে ব্যক্তি শিবব্রত ধারণ করিবে, সে পাষণ্ড হইবে" এই শ্লোকটি দেখিয়া কোন কোনও বৈষ্ণব শিবরাত্রি ব্রত করেন না।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-লিখিত এই শ্লোকার্দ্ধ গ্রন্থকারের কিনা, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন; যেহেতু টীকাকার এই শ্লোকার্দ্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বরং টীকাকার শিবরাত্রি ব্রতের সমর্থনই করিয়াছেন।

"যথা মৎস্যাদয়ো লীলাবতারাস্তথা শ্রীশিবশ্চ গুণাবতারো-ঽয়মিত্য ভেদেন ন দোষাবহমপিতু ভগবদ্ভক্তি-বিশেষএব পর্য্যবসানাদিতি ॥"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকাকার বলিতেছেন,—যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি শ্রীভগবানের লীলাবতার বলিয়া তাঁহাদের ব্রতাদি পালন করা দোষাবহ নহে; সেইরূপ শ্রীশিবও শ্রীভগবানের গুণাবতার বলিয়া তাঁহার ব্রতাদি পালন করা দোষাবহ নহে; বরং শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতও শ্রীভগবদ্ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার উপসংহারে বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানাস্তু প্রেমভক্তির্বিবর্দ্ধতে।
কৃষ্ণভক্তি-রসাসার-বর্ষি রুদ্রানুকম্পয়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শিবরাত্রি ব্রত করিলে হরিভক্তিরসাসার-বর্ষণকারী শ্রীশিবের কৃপায় বৈষ্ণবগণের শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হয়। শিবরাত্রি ব্রত সম্বন্ধে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপাদের সঙ্গে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকারের কিছু মত-বৈষম্য আছে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস মতে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশীতে ব্রত হইবে না। "শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জয়েৎ।" শিবরাত্রি ব্রতে ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দ্দশী পরিত্যাগ করিবে।

মাঘাসিতং ভূতদিনং হি রাজ-
ন্নুপৈতি যোগং যদি পঞ্চদশ্যা।
জয়াপ্রযুক্তাং নতু জাতু কুর্য্যা-
চ্ছিবস্য রাত্রিং প্রিয়কৃচ্ছিবস্য॥

পরাশর-বচনম্।

পরাশরের উক্তি আছে—হে নৃপ! মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অমাবস্যা যোগ হইলে, সেই দিন শিবরাত্রি ব্রত করিবে। কিন্তু ত্রয়োদশী যুক্তা চতুর্দ্দশী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

শিবরাত্রৌ চ কর্ত্তব্যং নিয়মেন ত্রয়ং বুধৈঃ।
উপবাস-মহাদেবপূজা জাগরণং নিশি॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শিবরাত্রি ব্রতে উপবাস, রাত্রিতে মহাদেব-পূজা ও জাগরণ—যথাবিধি এই তিনটির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

শিবরাত্রি-বিহিত পূজার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে; সেগুলি মূল গ্রন্থ দৃষ্টে আলোচনা করিবেন।

অথ শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশী-ব্রতম্॥

ফাল্গুনে দ্বাদশী শুক্লা যা পুষ্যর্ক্ষেণ সংযুতা।
গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম সা স্যাদ্ গোবিন্দ-ভক্তিদা॥
তস্যামুপোষ্য বিধিনা ভগবন্তং প্রপূজয়েৎ।
লিখিতঃ পাপনাশিন্যাং বিধির্যোঽত্রাপি স স্মৃতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস টীকা।

অনন্তর শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী ব্রতের বিষয় বলা হইতেছে। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলেই তাহাকে "গোবিন্দ দ্বাদশী কহে।" ঐ তিথি হরিভক্তি-প্রদায়িনী। এই গোবিন্দদ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর বিধানানুসারে শ্রীভগবানের পূজা করিবে।

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দ-দ্বাদশী নাম মহাপাতক-নাশিনী ॥
তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি-দুর্লভাম্ ॥
আমর্দ্দকী দ্বাদশীতি লোকে খ্যাতেয়মেব হি।
যোগাভাবেঽত্র তন্নাম্নী তদীয়ৈকাদশী মতা।
যত আমর্দ্দকী পূজা ব্রতমস্যাং বিশেষতঃ ॥

ব্রহ্মপুরাণম্।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে,—ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র-সমন্বিতা হইলে তাহাকে "গোবিন্দ দ্বাদশী" কহে। এই দ্বাদশী মহাপাতক-নাশিনী। এই দিনে যথাবিধি উপবাসাদি করিলে সমস্ত পাতক বিধ্বস্ত হয় ও পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। এই দ্বাদশীরই নামান্তর "আমর্দ্দকী" দ্বাদশী। এই দিনে আমর্দ্দকী পূজা করিতে হয়। (আমর্দ্দকী পূজার ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখি-বেন) দ্বাদশীতে নক্ষত্র যোগ না হইলে একাদশীতেই ব্রত পূজাদি হইবে।

এই উপবাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনার বিষয় এই যে, পক্ষকৃত্য মধ্যে লিখিত আছে, শুক্লাদ্বাদশীর সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে, তাহাকে "পাপনাশিনী" মহাদ্বাদশী কহে, এবং একাদশী পরিত্যাগ

করিয়া ঐ দ্বাদশীতে উপবাস করা বিধেয়। আবার এখানে পুষ্যা-যোগে গোবিন্দ দ্বাদশী হইবে বলা হইতেছে, এই দুই দ্বাদশীতে পার্থক্য কি? তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে পুষ্যা নক্ষত্র প্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশীর (মতান্তরে অহোরাত্রের) সমান বা অধিক কাল পর্য্যন্ত থাকে কিংবা সূর্য্যোদয় কাল হইতে পুষ্যা নক্ষত্র প্রবৃত্তি হইয়া দ্বাদশীর (মতান্তরে অহোরাত্রের) সমকাল, অধিক কাল কিংবা ন্যূন কাল পর্য্যন্ত থাকে এবং সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত দ্বাদশীর স্থিতি হয়, তাহা হইলে "পাপনাশিনী" মহাদ্বাদশী হয়। আর যে কোনও ভাবে ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশীর সঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলেই গোবিন্দ দ্বাদশী হয়। পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পাইলে, একদিনেই পাপনাশিনী গোবিন্দদ্বাদশী ও আমর্দ্দকী দ্বাদশীর পূজাদি ও উপবাস হইবে; পরন্তু পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর লক্ষণ না পাইলে, গোবিন্দদ্বাদশী হইবে বটে, কিন্তু একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে উপবাসের ব্যবস্থা নাই। এ অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী বিহিত পূজাদি হইবে; কিন্তু একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ দিনে উপবাস করিতে পারিবেন না। যেহেতু উন্মীলনী প্রভৃতি অষ্ট মহাদ্বাদশী ভিন্ন কোন দ্বাদশীরই নিত্যতা নাই এই মাত্র প্রভেদ সুধীগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন।

অথ বসন্তোৎসবঃ।

ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাস্তু বিদধ্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তস্য বসন্তস্যার্চ্চনোৎসবম্ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-ভক্ত বসন্তের পূজা-মহোৎসব করিবে।

এই দিনে শ্রীভগবানের দোলোৎসব প্রচলিত আছে। শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রচলিত প্রথা-নুসারে তাহা সম্পাদন করাই বিধেয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথির কথা বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। এই দিনেই কলি-ঘোর-তিমির-নাশকারী আমাদের নদীয়ার চাঁদ উদিত হইয়াছেন। এইদিনে সায়ংকালে যথাবিধি **শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব** প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে।

অথ চৈত্রকৃত্যম্।

চৈত্রে কুর্য্যাৎ-সিতে পক্ষে শ্রীরামনবমী ব্রতম্।
একাদশ্যাং প্রভোর্দোলাং দ্বাদশ্যাং দমনার্পণম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে শ্রীরামনবমী ব্রত, শুক্লা একাদশীতে দোল ও দ্বাদশীতে দমনারোপণ করিতে হয়।

তত্র শ্রীরাম-নবমী-ব্রতম্।

চৈত্রে মাসি নবম্যাস্তু শুক্লায়াং হি রঘূদ্বহঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরা ব্রহ্মন্ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্॥
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যমুপবাসব্রতাদিকম্॥
যস্তু রামনবম্যাং হি মোহাদ্ভুঙ্‌ক্তে বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অগস্ত্য সংহিতা।

শ্রীরামনবমী ব্রত সম্বন্ধে অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে,—হে ব্রহ্মন্! চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে পরব্রহ্ম রঘুকুল-তিলক শ্রীরাম-

চন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং ঐ দিনে ব্রতোপবাসাদি করা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ শ্রীরাম-নবমী দিনে ভোজন করে, তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে পচ্যমান হইতে হয়।

নবমী-চাষ্টমী-বিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
উপোষণং নবম্যাং বৈ দশম্যামেব পারণম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীরামনবমীব্রতের দিন নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে বৈষ্ণবগণ অবশ্য অষ্টমী-সংযুক্তা নবমী পরিত্যাগ করিবেন। এই ব্রতে নবমীতে উপবাস ও দশমীতে পারণ করা বিধেয়।

শ্রীরাম-নবমীব্রতেও পূর্ব্বদিন কৃত্য, ব্রত-সংকল্প, পূজাবিধি প্রভৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সেগুলি লিখিলাম না। প্রয়োজন হইলে, শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি মূল গ্রন্থ দেখিবেন। কিংবা মংকৃত "বৈষ্ণবব্রত-কৌস্তুভ" নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

অথ দোলমহোৎসবঃ।

চৈত্রে সিতৈকাদশ্যান্তু দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্।
দোলয়া দোলনং কুর্য্যাদ্ গীতনৃত্যাদিনোৎসবম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দোল মহোৎসব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে গীত নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেবাদিদেব শ্রীগোবিন্দকে দক্ষিণাভিমুখে দোলারূঢ় করিয়া দোলন করিতে হয়।

ঊর্জ্জে রথং মধৌ দোলাং শ্রাবণে তন্তুপর্ব্ব চ।
চৈত্রে দমনকারোপমকুর্ব্বাণো ব্রজত্যধঃ॥

দোলারূঢ়শ্চ ভগবানবলোক্যঃ প্রযত্নতঃ।
দোলারূঢ়স্য তস্যাগ্রে কুর্য্যাজ্জাগরণং শুভম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—কার্ত্তিক মাসে রথ, চৈত্র মাসে দোল, শ্রাবণ মাসে তন্তুপর্ব্ব ও চৈত্র মাসে দমনকারোপণ—এই কয়েকটি উৎসব না করিলে, নরকে গমন করিতে হয়। দোলারূঢ় শ্রীভগবান্‌কে যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিবে। দোলারূঢ় প্রভুর পুরোভাগে মঙ্গল জাগরণ করিবে।

চৈত্রমাসীয় দোলোৎসবে পূজাদির বিধি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে; প্রয়োজন হইলে, সেখানেই দেখিবেন। চৈত্রমাসীয় দোলোৎসবের অনুষ্ঠান প্রায়ই দেখা যায় না।

অথ দমনকারোপণোৎসবঃ।

চৈত্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং দমনারোপণোৎসবম্।
বিদধ্যাৎ তদ্‌বিধির্বৌধায়নাদ্যুক্তোঽত্র লিখ্যতে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

দমনকারোপণ মহোৎসব সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে,—চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে "দমনকারোপণ" নামক উৎসব সম্পাদন করিবে। এবিষয়ে বৌধায়ন প্রভৃতির কথিত বিধান কথিত হইতেছে।

গ্রন্থ-বাহুল্যভয়ে এবং অনুষ্ঠাতার অভাবে এই উৎসবের বিশেষ বিধি কিছু লিখিলাম না। তবে সংক্ষেপতঃ উৎসবটি এই:—চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অশোক কাননে গমন পূর্ব্বক সেখানে কামরূপী শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া

অশোক-পল্লব আনয়ন করিবে। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল" অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে ঐ পল্লব অর্পণ পূর্ব্বক রাত্রিতে অধিবাস করিবে ; পরে দ্বাদশীর দিনে ঐ অশোক-পল্লব ও অশোক পুষ্পের মালা মহাপূজা-সহকারে শ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করিবে।

অথ বৈশাখ-কৃত্যম্।

মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে মেষস্থে কর্ম্মসাক্ষিণি।
কেশবপ্রীতয়ে কুর্য্যাৎ কেশবব্রতসঞ্চয়ম্॥
দদ্যাদনেকদানানি তিলাজ্য-প্রভৃতীন্যপি।
জন্মকোটি-সমুদ্ভূত পাতকান্তকরাণি চ॥
জলান্নশর্করা-ধেনুতিলধেনু-মুখানিচ।
বিত্তমানেন দেয়ানি দানানীপ্সিতসিদ্ধয়ে॥
বৈশাখে বিধিনা স্নানদ্বয়ং নদ্যাদিকে বহিঃ।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভূশয্যা নিয়মস্থিতিঃ।
ব্রতং দানং দমো দেব মধুসূদন-পূজনম্॥
মাধবে মাসি কুর্ব্বীত মধুসূদন-তুষ্টিদম্।
তিলোদক-সুবর্ণান্ন শর্করাম্বর-বোহিনীঃ॥
পাদত্রাণাতপত্রাম্বু-কুম্ভান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিষু।
ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদীশং ভক্তিতো মধুসূদনম্॥
সাক্ষাদ্বিমলয়া লক্ষ্ম্যা সমুপেতং সমাহিতঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

বৈশাখকৃত্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—সূর্য্য মেষরাশিস্থ

হইলে (বৈশাখ মাসে) শ্রীহরির প্রীত্যর্থ কেশবব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তিল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য বৈশাখ মাসে দান করিলে, কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। অর্থ সামর্থ্য থাকিলে মনোরথসিদ্ধ্যর্থ বৈশাখ মাসে জল, অন্ন, শর্করা, ধেনু ও তিল-ধেনু দান করিবে। নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রত্যহ দুই বার স্নান করিবে। বৈশাখ মাসে হবিষ্য ভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন, সংকল্প রক্ষা, ব্রত, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, ও হরিপূজা এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কর্ম্ম শ্রীহরির প্রীতিকর। বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা বস্ত্র, ধেনু পাদুকা, ছত্র ও জলপূরিত কুম্ভ দান করিতে হয়। এই মাসে ত্রিসন্ধ্যা স্থিরচিত্তে ভক্তিসহকারে বিমলা নাম্নী লক্ষ্মীর সহিত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

বৈশাখং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুক্ শান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
একভক্তমথোনক্তমযাচিতমতন্দ্রিতঃ।
বৈশাখে মাসি যঃ কুর্য্যাল্লভতে সর্ব্বমীপ্সিতম্ ॥
প্রাতঃস্নানঞ্চ বৈশাখে যজ্ঞদানমুপোষণম্ ॥
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ণ বৈশাখ মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, ইন্দ্রিয়সংযম, জপ ও হবিষ্যান্নভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যিনি বৈশাখ মাসে আলস্যশূন্য হইয়া একাহারী, নক্তভোজী কিংবা অযাচিত-ব্রতী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান, যজ্ঞ, দান, উপবাস, হবিষ্যান্নভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বপাপনাশক। বৈশাখ মাসের

এইরূপ অনেক নিয়ম-ব্রতাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রদ্ধা ও সামর্থ্যানুসারে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

অথাক্ষয়তৃতীয়া-কৃত্যম্।

ত্রেতাযুগং তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং মাসি মাধবে।
প্রবৃত্তঞ্চ ত্রয়ী ধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তাস্তে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
অক্ষয়া সোচ্যতে লোকে তৃতীয়া হরিবল্লভা।
স্নানে দানে ঽর্চ্চনে শ্রাদ্ধে জপে পূর্ব্বজতর্পণে॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি যবৈর্বিষ্ণুং শ্রাদ্ধং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ।
তস্যাং দদাতি দানানি ধন্যাস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

অক্ষয় তৃতীয়া-কৃত্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়; এই তৃতীয়াতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যাঁহারা এই দিনে সযত্নে যবদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন এবং যবশ্রাদ্ধ ও যবহোম করেন, সেই সমস্ত বৈষ্ণবই ধন্যবাদার্হ।

অথ শুক্লা সপ্তমী-কৃত্যম্।

বৈশাখ-শুক্লসপ্তম্যাং জাহ্নবী জহ্নুনা পুরা।
ক্রোধাৎ পীতা পুনস্ত্যক্তা কর্ণরন্ধ্রাত্তু দক্ষিণাৎ॥
তস্যাং সমর্চ্চয়েদ্দেবীং গঙ্গাং ভুবনমেখলাম্।
স্নাত্বা সম্যগ্বিধানেন স ধন্যঃ সুকৃতী নরঃ॥

তস্যাং সন্তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄন্ মর্ত্ত্যান্ যথাবিধি।
সাক্ষাৎ পশ্যন্তি তে গঙ্গাস্নাতকং গতকল্মষম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর বিষয় লিখিত আছে যে,—জহ্নু নামক ঋষি ক্রোধবশে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণ কর্ণ দ্বারা নির্গত করেন। এই জন্য এই দিনে ভুবন-মেখলা গঙ্গায় স্নান করিয়া গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়। এই দিনে দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে যথারীতি সন্তুষ্ট করিলে, তাঁহারা ঐ গঙ্গাস্নানকারী ব্যক্তিকে নিষ্পাপরূপে দর্শন করেন।

অথ নরসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রতম্।

বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীনরসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রত সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে,—বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীনরসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব ঐ দিনে উপবাস ও শ্রীনৃসিংহ দেবের পূজা করিবে।

বর্ষে বর্ষেতু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টি-কারণম্।
মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ॥
বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপভাক্।
এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মঙ্গলে ব্রতমুত্তমম্।
অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

শ্রীনৃসিংহপুরাণম্।

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে লিখিত আছে,—শ্রীনৃসিংহদেব বলিতেছেন,—হে প্রহ্লাদি! যাঁহারা ভবভয়ে ভীত, তাঁহারা প্রতি বৎসরে এই মহাগোপনীয় ব্রতশ্রেষ্ঠ নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি আমার আবির্ভাব দিন জানিয়াও এই ব্রত লঙ্ঘন করে, সে মহাপাতকে লিপ্ত হয়; অতএব এই দিনে অবশ্য ব্রতানুষ্ঠান করিবে; নতুবা যতকাল চন্দ্রস্র্য্যের স্থিতি, ততকাল নরকে বাস করিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত করিতে হইলে, ব্রতদিন প্রাতঃস্নান ও নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে ব্রত-সংকল্প করিবে। সায়ংকালে শ্রীনৃসিংহ, প্রহ্লাদ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে। প্রয়োজন হইলে পূজার বিশেষ বিধি শ্রীহরিভক্তি বিলাসে দেখিবে। ব্রতদিন নির্ণয়ের বিশেষ ব্যবস্থা এই যে, কদাপি ত্রয়োদশী-সংযুক্ত চতুর্দ্দশীতে ব্রত করিবে না।

যাঁহারা সমস্ত বৈশাখ-কৃত্য করিতে অশক্ত, তাঁহারা অন্ততঃ বৈশাখী ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই তিন দিন বৈশাখ ব্রত পালন করিবেন। তাহাতেও অশক্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র পূর্ণিমার প্রাতঃ স্নানাদি বৈশাখকৃত্য পালন করিবেন ও দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন।

এই দিনে পুষ্প-দোল যাত্রার প্রচলন দেখা যায়।

অথ জ্যৈষ্ঠ-কৃত্যম্।

আরভ্য রাকাং বৈশাখীং জ্যৈষ্ঠীং যাবৎ মহোৎসবম্।
কুর্য্যাৎ সংপূজয়ন্নিত্যং কৃষ্ণং জল-বিহারিণম্॥
তত্রৌষ্ণ্যতারতম্যাদ্ধি কৃষ্ণং তোয়স্থমার্চয়েৎ।
বৈশাখেঽপি তথাষাঢ়ে শ্রাবণেঽপ্যভ্র বর্জ্জিতে॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

জ্যৈষ্ঠকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত জলবিহারী শ্রীহরির অর্চ্চনাপূর্ব্বক মহোৎসব করিবে। তৎকালে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে শ্রীবিগ্রহ জলে স্থাপন করিতে হয়। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত চারি মাসে মেঘ রহিত সময়ে শ্রীবিগ্রহ জলে স্থাপন করিবে। কিন্তু শীতের উপলব্ধি হইলে আর রাখিবে না।

অথ নির্জ্জলৈকাদশী ব্রতম্।

ভীমসেন উবাচ।

পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্।
অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো॥

ব্যাস উবাচ।

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা॥
স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥
উদয়াদুদয়ং যাবৎ বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
স্বপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশ-দ্বাদশী-ফলম্॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ।
জলং সুবর্ণং দত্ত্বা তু দ্বিজাতিভ্যো যথাবিধি॥
ভুঞ্জীত কৃতকৃত্যস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো বশী।
এবং কৃতেতু যৎপুণ্যং ভীমসেন শৃণুষ্ব মে॥

সম্বৎসরস্য মধ্যে যা একাদশ্যো ভবন্তি হি।
তাসাং ফলমবাপ্নোতি পুত্র মে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি মাং কেশবঃ প্রাহ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

অনন্তর নির্জ্জলৈকাদশীর কথা বলা হইতেছে। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—ভীমসেন ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—হে পিতামহ! আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ; অতএব কি করি? হে প্রভো! বহু ফলপ্রদ একটি ব্রতের বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন,—সূর্য্য, বৃষ কিংবা মিথুন রাশি গত হইলে, জ্যৈষ্ঠী শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে উপবাসী থাকিবে। বৈধস্নান ও আচমন ভিন্ন কোন কারণেই জল গ্রহণ করিবেনা; অন্যথা ব্রত ভঙ্গ হইবে। সযত্নে এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে, দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে কৃতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণকে জল ও সুবর্ণদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ সহ ভোজন করিবেন। হে ভীমসেন! এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাহা বলি শ্রবণ কর। হে বৎস! শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণি শ্রীহরি আমাকে বলিয়াছেন,—সম্বৎসর মধ্যে যত একাদশী আছে, এই ব্রত করিলে নিঃসন্দেহ তৎসমস্তের ফল লাভ করা যায়।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই একাদশীর সংকল্প ও নিয়ম মন্ত্র প্রভৃতি লিখিত আছে। তদনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।

———

অথাষাঢ়কৃত্যম্।

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং হরৌ শিশয়িষৌ সতি।
বৈষ্ণবঃ পারণং কৃত্বা তপ্তমুদ্রাশ্চ ধারয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

আষাঢ়মাসকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে,—আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে শ্রীভগবান্ যখন শয়নেচ্ছু হন, সেই দিন পারণাদি সমাপনান্তে—শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রা অগ্নিতপ্ত করিয়া ধারণ করা বৈষ্ণবের বিধেয়।

আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা ধারণের প্রচলন দেখা যায় না। বরঞ্চ যদি কেহ দ্বারকায় গিয়া ধারণ করিয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীধামবাসী ভক্তপ্রবরগণ নানারূপ বিদ্রূপ করেন ও বলেন, "তোমার বৃন্দাবনে স্থান নাই; তুমি দ্বারকায় মহিষী হইবে।" তাঁহারা এ সিদ্ধান্ত কোথায় পান, তাহা জানিনা; কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভাগবত সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, "গোকুলোপাসকগণ শঙ্খচক্রাদি চিহ্নকে শ্রীবিষ্ণুর আয়ুধজ্ঞান না করিয়া, ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন বোধে ধারণ করিবেন।

বিশেষতঃ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে তপ্ত মুদ্রা ধারণের বহু মাহাত্ম্য ও ধারণ না করায় বহু দোষ কীর্ত্তিত আছে।

তপ্তেনৈবাঙ্কনং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য বিধানতঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাদিসিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রসিদ্ধ্যৈ তথৈবচ॥
হরেঃ পূজাধিকারার্থং চক্রং ধার্য্যং বিধানতঃ।
বৈষ্ণবত্বস্য সিদ্ধ্যর্থং ভক্তিসিদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ॥

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যং শঙ্খচক্রাদয় স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ক্রিয়াসিদ্ধির জন্য, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য, শ্রীকৃষ্ণ পূজায় অধিকারলাভের জন্য এবং বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের যথাবিধি তপ্তমুদ্রা ধারণ করা বিধেয়। যেমন ব্রাহ্মণগণের সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের নিরন্তর শঙ্খ চক্রাদি ধারণ করা উচিত।

অথ তদনাদরণে দোষঃ।

তপ্তচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে নিন্দন্তি নরাধমাঃ।
অবলোক্য মুখং তেষামাদিত্যমবলোকয়েৎ॥

পদ্মপুরাণম্।

তপ্তমুদ্রা ধারণকারী ব্যক্তির নিন্দা বা অনাদর করিলে যে দোষ হয়, তাহা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। যথা—যে নরাধমগণ তপ্তমুদ্রা-ধারণকারী ভাগ্যবান্‌গণের নিন্দা করে, তাহার মুখ দেখিলেও পাপ হয়; দৈবাৎ দর্শন ঘটিলে সেই পাপক্ষয়ার্থ সূর্য্য দর্শন করিবে।

তপ্তমুদ্রা ধারণের বিধি ও মন্ত্রাদি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। অধুনা তপ্তমুদ্রা ধারণের আদর নাই কিংবা তাহার কর্ত্তব্যতা-জ্ঞানও বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নাই; কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিলাম না।

অথ শয়ন-মহোৎসবঃ।

ততো নীরাজ্য কৃষ্ণন্তু নরযানেন বৈষ্ণবঃ।
সমং গীতাদি-ঘোষেণ নয়েৎ পুণ্যজলাশয়ম্॥

অথ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা যানাদুত্তার্য্যচ প্রভুম্।
সংপ্রার্থ্য হস্তং দত্ত্বাচ তীরে সমুপবেশয়েৎ॥
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সংকল্পমাত্মনি।
দেবেচ ন্যাসমাচর্য্য স্নাপয়েৎ তং যথাবিধি॥
সংপ্রার্থ্য জলমধ্যে তং দেবং সংস্নাপয়েৎ সুখম্।
গন্ধপুষ্পাদিভিশ্চাথ মহাপূজাং সমাচরেৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীহরির শয়নোৎসব করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে;—আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে তপ্তমুদ্রা ধারণাদির পর শ্রীহরির আরাত্রিক করিয়া শিবিকা প্রভৃতি নরযানে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্য-সহকারে পবিত্র জলাশয় তীরে লইয়া যাইবে। তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শিবিকা হইতে অবতারণ করাইয়া প্রার্থনা করিবে, এবং অঙ্গে হস্ত দিয়া জলাশয়-তটে বসাইবে। অনন্তর কর-চরণ প্রক্ষালনান্তে আচমন ও সংকল্প করিয়া স্বীয় অঙ্গে ও দেবতাঙ্গে ন্যাস করিয়া যথাবিধি শ্রীবিগ্রহ স্নান করাইবে। তৎপরে "জয় জয় মহাবিষ্ণো বিশ্বমনুগৃহাণ" (হে মহাবিষ্ণো আপনার জয় হউক, জগতের প্রতি কৃপা করুন) এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া জলমধ্যে স্নান করাইবে ও গন্ধ পুষ্পাদি উপচার দ্বারা মহাপূজা করিবে।

শেষে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণামলে।
শ্বেতদ্বীপান্তরে দেব কুরুনিদ্রাং নমোঽস্তুতে॥
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধেতু বিবুধ্যেত প্রসন্নো মে ভবাচ্যুত॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

হে দেব! আপনি শ্বেতদ্বীপান্তরে ফণামণি-বিরাজিত এই অনন্ত-পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত হউন, আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতে আপনি নিদ্রিত হইলে, এই জগৎ সংসারও নিদ্রিত হয় এবং আপনি জাগ্রত থাকিলেই জগৎ প্রবুদ্ধ থাকে। হে অচ্যুত, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া, শ্রীহরির শয়ন চিন্তা করিবে; পরিশেষে বৈষ্ণবগণ সহ মহোৎসব করিবে।

অথ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভঃ।

ইত্যাশাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্লীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ॥

চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম গ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি বিলাসে লিখিত আছে,—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শয়নোৎসব সমাপনান্তে দেবদেবের পুরোভাগে চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়,—ইহাতে হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়।

একাদশ্যান্তু গৃহ্লীয়াৎ সংক্রান্ত্যাং কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥

সনৎকুমার-বাক্যম্॥

চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম গ্রহণ কালসম্বন্ধে সনৎকুমারের উক্তি আছে,—ভক্তিভাবে, শয়নৈকাদশীর পারণদিনে অথবা কর্কট-সংক্রান্তিতে কিংবা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম গ্রহণ করা বিধেয়।

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
ইমং করিষ্যে নিয়মং নির্ব্বিঘ্নং কুরু মেঽচ্যুত॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ॥

হে অচ্যুত, বৎসরের মধ্যে শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারি মাস এই নিয়ম পালন করিব ; আপনি তাহার সর্ব্ববিঘ্ন নিবারণ করুন। এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

ভবিষ্যপুরাণম্ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে নিয়ম-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য ; না করিলে মহাদোষ হয় ; এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, নিয়ম, ব্রত অথবা জপ ব্যতীত যে ব্যক্তি চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সে মূর্খ জীবিতাবস্থাতেও মৃত।

এই সমস্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, চাতুর্ম্মাস্য কাল বৃথা ক্ষেপণ করা কোন মতেই বিধেয় নহে।

অথ চাতুর্ম্মাস্য-নিয়মাঃ।

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥
নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে।
যো ভক্ষয়তি বিপ্রেন্দ্র শ্বপাচাদধিকো হি সঃ ॥
কার্ত্তিকেতু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী ॥
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানিচ।
এতানি ভক্ষয়েদ্যস্তু সুপ্তে দেবে জনার্দ্দনে ॥
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং হরত্যেনাত্র সংশয়ঃ।
রুচ্যং তত্তৎকালভব্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ বর্জ্জন করিতে হয়। ঐ গ্রন্থেই ব্রহ্মনারদ-সংবাদে বর্ণিত আছে,—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—হে দ্বিজ সত্তম! শ্রীহরি শয়ন করিলে যে ব্যক্তি নিষ্পাব (শিমবিশেষ) ও রাজমাষ (বরবটী) ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইতেও অধম। হে মুনিসত্তম! বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে নিষ্পাব কিংবা রাজমাষ ভক্ষণ করিলে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়। শ্রীহরি শয়ন করিলে কলিঙ্গ (শাক বিশেষ পটোল, বার্ত্তাকু ও সন্ধিত ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহার সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়। আরও লিখিত আছে,—চাতুর্ম্মাস্যে শ্রীহরিপ্রীতির নিমিত্ত নিজের রুচিকর কোনও ফল মূলাদি বর্জ্জন করিতে হয়।

জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নামসংকীর্ত্তনং তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥
ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিমায়াতু প্রসাদাৎ তব কেশব ॥
গৃহীতে ঽস্মিন্ ব্রতে দেব পঞ্চত্বং যদি বা ভবেৎ।
তদা ভবতু সম্পূর্ণং প্রসাদাৎ তে জনার্দ্দন ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ ॥

সুধী ব্যক্তি জপ, হোম, নামসংকীর্ত্তন, পুরাণপাঠ ও শ্রবণাদি প্রভৃতির যথাসাধ্য নিয়ম গ্রহণ স্বীকার করিয়া, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন,—হে ভগবান্ আপনার সম্মুখে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম; যেন ইহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। হে প্রভো! হে জনার্দ্দন! ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি না হইতেই যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তথাপি যেন আপনার কৃপায় উহা সুসিদ্ধ হয়।

এবঞ্চ কুর্ব্বতো মাসাংশ্চতুরো যান্তি বৈসুমুখম্।
অন্যথা প্রভবেদ্দুঃখমনাবৃষ্টিশ্চ জায়তে ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—এই নিয়মে চারি মাস অতিবাহিত করিলে পরম সুখে থাকা যায়। অন্যথা জীবনব্যাপী দুঃখ ভোগ করিতে হয়। শয়ন দিনে শ্রীহরির পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্নানাদি না করাইলে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাতুর্ম্মাস্যের এই সাধারণ নিয়ম; ইহা প্রত্যেকেরই অবশ্যপালনীয়। ইহা ছাড়াও ফলবিশেষ প্রাপ্তির জন্য কেহ শয্যা, কেহ পাত্র, কেহ তৈল, কেহ লবণ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন। কোন বস্তু ত্যাগ করিলে কি ফল হয়, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য।

অথ শ্রাবণ-কৃত্যম্।

শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণং তং পুষ্পৈঃ কেতকসম্ভবৈঃ।
চন্দ্রচন্দনকস্তূরি-কুঙ্কুমাদি-সুবাসিতৈঃ ॥
এলা-লবঙ্গ-কক্কোল-ফলানি বহুধার্পয়েৎ।
পবিত্রারোপণং কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যামৃষিতর্পণম্।
পৌর্ণমাস্যাস্তু কুর্ব্বীত তত্তদুক্তং বিশেষতঃ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রম্ ॥

শ্রাবণ কৃত্য সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে,—শ্রাবণ মাসে শ্রীহরিকে কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা ও সুবাসিত কেতকী পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া এলাচ, লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি অর্পণ করিতে হয়; শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে পবিত্রারোপণ ও পূর্ণিমায় ঋষিতর্পণ করিতে হয়। এই মাসের শুক্লা একাদশী কিংবা ত্রয়োদশী হইতে

পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলন যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত না থাকিলেও অন্য শাস্ত্রের বিধানানুসারে আমাদের সম্প্রদায়ে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন কোনও স্থানে শুক্লা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলন যাত্রার অনুষ্ঠান দেখা যায়।

শুক্লা দ্বাদশীতে পবিত্রারোপণের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত থাকিলেও প্রচলন অতি কম, কাজেই বিশেষ ব্যবস্থা লিখিলাম না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়,কার্পাসাদি সূত্রদ্বারা গ্রন্থিময় পবিত্র যথাবিধি মন্ত্রাদি দ্বারা অধিবাস সংস্কার ও সমর্পণ করিতে হয়; পবিত্র বিসর্জ্জন প্রভৃতিরও মন্ত্রাদি আছে। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে ব্যক্তি পবিত্ররোপন না করে, তাহার সম্বৎসর-কৃত পূজার ফল হয় না। রাগ-মার্গের অনুগ্রহে এ সমস্ত বৈধ কর্ম্ম গা ঢাকা দিয়াছেন।

অথ ভাদ্র-কৃত্যম্।

ভাদ্রে ভগবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
বিশেষেণ মহাপূজাং ব্রতপূতেন বৈষ্ণবৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

ভাদ্রকৃত্য সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—দেবদেবের জন্ম দিনে (জন্মাষ্টমী ও বামন দ্বাদশীতে) ব্রত পালন করতঃ মহতী পূজা ও মহোৎসব করা বৈষ্ণবের বিধেয়।

তত্র শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতম্।

সর্ব্বৈরবশ্যং কর্ত্তব্যং জন্মাষ্টমীব্রতং নরৈঃ।
নিত্যত্বাৎ পাপহারিত্বাৎ সর্ব্বার্থপ্রাপণাদপি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে জন্মাষ্টমীব্রত সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, শ্রীজন্মাষ্টমীম ব্রত, নিত্য অর্থাৎ না করিলে মহাপাপ হয়; ইহা পাপহর এবং এই ব্রতানুষ্ঠানে সর্ব্বমনোরথ পরিপূর্ণ হয়; সুতরাং মানবমাত্রেরই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমীব্রতাকরণে দোষাঃ।

শূদ্রান্নেন তু যৎ পাপং শবহস্তস্থ-ভোজনে।
তৎপাপং লভ্যতে পুম্ভির্জয়ন্ত্যাং ভোজনে কৃতে॥
গৃধ্রমাংসং খরং কাকং শ্বানং বা মুনিসত্তম।
মাংসঞ্চ দ্বিপদাং ভুক্তং ভুক্তং জন্মাষ্টমীদিনে॥
জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম।
ত্রৈলোক্যসম্ভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয়ঃ॥

বিষ্ণুরহস্যম্।

বিষ্ণু-রহস্যে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে লিখিত আছে যে, শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে ভোজন করিলে শূদ্রান্ন-ভোজন ও শব-হস্তস্থ দ্রব্য-ভোজন-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। গৃধ্র, গর্দ্দভ, কাক, কুকুর ও মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ এবং শ্রীজন্মাষ্টমী দিনে ভোজন, উভয়ই তুল্য-পাপ-জনক। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীদিনে ভোজন করে, ত্রৈলোক্যের সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে।

এইরূপ নানা বাক্য দ্বারা মহানুভব শাস্ত্রকারগণ শ্রীজন্মাষ্টমীদিনে ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্র-বচনগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ব্রতদিনে কোনরূপেই ভোজন করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধিটাও বড় কম নয়, কাজেই এত নিষেধের মধ্য হইতেও আমরা ভোজনের পথ বাহির করিয়াছি। যথা "এগুলি বৈধী ভক্তির কথা। কাজেই নিম্নাধিকারী ভক্তগণ

পালন করিবেন। উচ্চাধিকারী রাগমার্গোপাসক ভক্তগণ কেবল উপবাসের সম্মান করিবেন, তাঁহাদের উপবাস করিতে হয় না। বিশেষতঃ রাগমার্গোপাসকগণ জন্ম দিনেরই আদর করিবেন; জন্মক্ষণের আদর করা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে" ইত্যাদি। অতএব রাগমার্গের দোহাই দিয়া বেশ একটি ভোজনের পথ আবিষ্কৃত হইল। কাজেই দিবাভাগেই অন্ন-ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ভক্ষ্যই উদরসাৎ করা যাইতে পারে। কেহবা অশক্ত হইয়া অনুকল্প বিধান করিলেন; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, "একাদশী ছাড়া অন্য ব্রতে অনুকল্পের ব্যবস্থা নাই।" কেহবা "জন্মাভিষেকের পর ভোজন করা যাইতে পারে,—চিরকাল হইতে এই আচার চলিয়া আসিতেছে" এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার সময়েই জন্মাভিষেক করিয়া কিংবা কষ্টে স্টে অর্দ্ধরাত্রিতে জন্মাভিষেক করিয়া, তালের বড়া লুচি প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিলেন ইত্যাদি। আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সমস্ত দৃষ্টান্তে বিপদাপন্ন না হইয়া যথাশাস্ত্র ব্রতাদির অনুষ্ঠানে রত হন—এই মাত্র আমার প্রার্থনা।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতদিন-নির্ণয়ঃ।

কৃষ্ণোপাস্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা।
নিশীথেঽত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞে বাপি নবমীযুতা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

অনন্তর জন্মাষ্টমী-ব্রতদিন নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীদিনে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে এবং উক্ত দিনটি সোম বা বুধবার ও নবমী-সমন্বিত হইলে, সেইদিনে উপবাস করা আবশ্যক; কেননা ঐ তিথি মহাফল-দায়িনী।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতেই উপবাসের বিধি; যদি ভাগ্যবশতঃ সেইদিনে রোহিণী নক্ষত্র কিংবা সোম বা বুধবার

পাওয়া যায়, তাহা হইলে ফলের আধিক্য হইবে। রোহিণীনক্ষত্রে, সোম কিংবা বুধবার না হইলে কেবল ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে যে ব্রত হইবেনা, এমত নহে।

এই ব্রতে স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষ মতদ্বৈত আছে। স্মার্ত্ত-মতে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে হইবে, আর শ্রীশ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস-মতে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত হইবেনা; যত্নপূর্ব্বক সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমী পরিত্যাগ করিবে। দুই মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয় পক্ষেই বহু শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। একটি বৈষ্ণবের জন্য ও আর একটি বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য সকলের জন্য—এইরূপে সামঞ্জস্য করিলে মন্দ হয়না। "সপ্তমীসংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিবে না" এই ভাবের বচন শ্রীস্মার্ত্তভট্টাচার্য্য-পাদ তাঁহার তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করিয়া "কল্পভেদ" কল্পনা করিয়া (অর্থাৎ কোনও যুগে এইরূপ মত ছিল) সামঞ্জস্য করিয়া গিয়াছেন। "সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতেই ব্রত করিবে" এই ভাবের বচন গুলিরও "কল্পভেদ" কল্পনা করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসকারও সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া শাস্ত্রবাক্যদ্বারাই সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে যে সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করার ব্যবস্থা আছে, তাহা বৈষ্ণ-বের পক্ষে নহে। বিশেষতঃ তাদৃশ বচনসমূহ দেবমায়াকৃত, অর্থাৎ দেবতাগণ অসুর-মোহনের নিমিত্ত সেই বচনসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে প্রমাণ যথা—

পুরা দেব-ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবতাগণ ও ঋষিগণ ব্রতভঙ্গে পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমী-বেধরূপ আবরণ দ্বারা প্রকৃত শ্রীজন্মাষ্টমী, ব্রতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। (ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রতদিনে অসুরগণ আসিয়া নানাবিধ উৎপাত দ্বারা ব্রতভঙ্গ করিত।)

শাস্ত্রবচনগুলি আলোচনা করিয়া যাঁহার যে মত আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে "সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই" এ সম্বন্ধে বহু বচন আছে। যথা—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সহিতাষ্টমী।
সা সর্ক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী-সংযুতাষ্টমী ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, সপ্তমী সংযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ হইলেও ঐ দিনে কদাপি ব্রত করিবে না।

পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্।
রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি ॥
পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী-সংযুতাষ্টমী।
বিনা ঋক্ষেণ কর্ত্তব্যা নবমী-সংযুতাষ্টমী ॥

অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকী-নন্দনঃ।
বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্বমিশ্রা তদা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা॥
জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সফলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥
সফলাপি সঋক্ষাপি নবমী-সংযুতাপি চ।
জন্মাষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কদাচন॥
পলবেধেঽপি বিপ্রেন্দ্র সপ্তম্যা চাষ্টমীং ত্যজেৎ।
সুরায়া বিন্দুনা স্পৃষ্টং গঙ্গান্তঃকলসং যথা॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ।
বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

পদ্মপুরাণম্।

"সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই" এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—বিশুদ্ধ পঞ্চগব্য যেমন সুরাসংযোগে অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতেও সপ্তমী-সংযোগ হইলে, উহা অগ্রাহ্য হয়। শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত একাদশী পরমোপাদেয় হইলেও যেমন দশমী সংযোগে পরিত্যাজ্যা হয়, সেইরূপ রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী পরমোপাদেয় হইলেও সপ্তমী-সংযোগে অবশ্য পরিত্যাজ্যা। সপ্তমী-সংযুক্ত অষ্টমী সযত্নে ত্যাগ করিবে। নবমী-সংযুক্ত অষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ না থাকিলেও ঐ দিনেই ব্রত করা বিধেয়। শ্রীদেবকী-নন্দন হরি সপ্তমী-বেধ-রহিত রোহিণী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব সপ্তমী-বেধ-রহিত অষ্টমীতেই ব্রত করা বিধেয়; সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী-যোগ সোম কিংবা বুধবার প্রভৃতি বহুগুণ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ

করিতে হইবে। সপ্তমীযুক্তা অষ্টমী যদি রোহিণীযুক্তা, এমন কি অহোরাত্র-ব্যাপিনী হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া নবমীতে উপবাস পূর্ব্বক ব্রত করিবে। সপ্তমী-সংযুক্তা অষ্টমী রোহিণী-যুক্তা, অহোরাত্র-ব্যাপিনী ও নবমী-সংযুক্তা হইলেও সেই দিনে ব্রত করা কদাচ বিধেয় নহে। যেমন বিন্দুমাত্র সুরা-সংযোগে গঙ্গোদকপূর্ণ কুম্ভ দূষিত হয়, সেইরূপ পলমাত্র সপ্তমী-যোগেই অষ্টমী দূষিতা হয়। সুতরাং সর্ব্বথা অহিতকর কার্য্য পরিত্যাগ করাই সুধীজনের পক্ষে বিধেয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার রাশি নষ্ট হয়, সেইরূপ সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিলে, সর্ব্বপুণ্যরাশি নষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করিতে হইবে না; কেবল সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই ত্যাগ করিবে।

অথ শ্রীজন্মাষ্টমী-পারণ-কাল-নির্ণয়ঃ।

শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধৌ তু পারণম্।
তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতের পারণ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে, সপ্তমী-বেধ-রহিত শুদ্ধ অষ্টমী কিংবা রোহিণী নক্ষত্র যোগ না হইলে, কেবল অষ্টমী যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পারণদিনেও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে সেই অষ্টমী তিথি শেষ হইয়া গেলে পারণ করিবে। যদি অষ্টমী বৃদ্ধি না হইয়া কেবল রোহিণী নক্ষত্র বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে, রোহিণী নক্ষত্র শেষ হইলে পারণ করিবে। যদি অষ্টমী তিথি ও রোহিণী নক্ষত্র দুইই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, অষ্টমী তিথি কিংবা রোহিণী নক্ষত্র এই দুইএর মধ্যে যে কোনও একটির শেষ হইলে পারণ করিবে।

এইটি শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারের নিজ মত। ইহা ছাড়া মতান্তরে দেখা যায়—

অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং ক্বচিৎ।
হন্যাৎ পুরাকৃতং কর্ম্ম উপবাসার্জ্জিতং ফলম্॥
তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাৎ তিথি-ভান্তে চ পারণম্।

অষ্টমী তিথি কিংবা রোহিণী নক্ষত্রের মধ্যে কদাপি পারণ করিবে না। যদি কেহ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য ও উপবাসজন্য ফল নষ্ট হইয়া যায়। তিথিমধ্যে পারণ করিলে, অষ্টগুণ ও নক্ষত্রমধ্যে পারণ করিলে চতুর্গুণ পাপ-সঞ্চয় হয়; অতএব যত্নপূর্ব্বক তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-টীকাকার এই উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহারা সমর্থ হইবেন, তাঁহারা তিথি ও নক্ষত্র দুই-এরই অন্তে পারণ করিবেন এবং যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা তিথি কিংবা নক্ষত্র একটির শেষ হইলেই পারণ করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দুই মতই আছে; নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতানুসারে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।

তথাচ গরুড় পুরাণে—

কেচিচ্চ ভগবজ্জন্ম-মহোৎসবদিনে শুভে।
ভক্ত্যোৎসবান্তে কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবা ব্রতপারণম্॥
তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্॥

"তিথি কিংবা উৎসবের শেষে পারণ করিবে" এই গরুড় পুরাণীয় বচন আশ্রয় করিয়া অহোরাত্র উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম

ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ ভোজন নিয়ম-রত কোন কোনও বৈষ্ণব শ্রীভগবানের জন্ম দিনেই জন্ম মহোৎসব সমাপনান্তে পারণ করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আমাদের দেশে এই মতাবলম্বী ভক্তের সংখ্যাই অধিক। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনে এবং শ্রীশ্রীপ্রভু সীতানাথ ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিনেও এই নিয়মানুসারেই উৎসবান্তে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-গ্রহণের রীতি দেখা যায়। কিন্তু প্রাতঃকালে জন্মাভিষেক করিয়া বেলা ১০ টার মধ্যে ভোজন কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাভিষেকের পূজাবিধি প্রভৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিলাম না। জানিতে ইচ্ছা হইলে, শ্রীহরিভক্তিবিলাস কিংবা মৎকৃত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার-বারিধি" নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

অথপার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসবঃ ॥

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

আষাঢ়মাসের শুক্লৈকাদশীতে যেমন শয়নোৎসব করিতে হয়— তদ্রূপ ভাদ্রমাসের শুক্লৈকাদশীতেও বৈষ্ণবগণসহ শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন মহোৎসব করিবে।

প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি একাদশ্যাং সিতেঽহনি।
কটিদানং ভবেদ্‌বিষ্ণো র্মহাপাতকনাশনম্ ॥
জলাশয়ান্তিকং নীত্বা সম্যগভ্যর্চ্চ্য চ প্রভুম্।
কর্ণিকা-পরিবৃত্তিঞ্চ দক্ষিণাঙ্গে প্রকল্পয়েৎ ॥

ভবিষ্যপুরাণম।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে,—ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব করিবে, ইহা মহাপাতক-নাশক। ঐ দিনে জলাশয়-তীরে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ লইয়া গিয়া যথোচিত পূজাদি সমাপনান্তে 'শ্রীভগবান্ বামপার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, অদ্য দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলেন', এইরূপ চিন্তা করিবে।

দেব দেব জগন্নাথ যোগিগম্য নিরঞ্জন।
কটিদানং কুরুষ্বাদ্য মাসি ভাদ্রপদে শুভে॥
মহাপূজাং ততঃ কৃত্বা বৈষ্ণবান্ পরিতোষ্য চ।
দেবং স্বমন্দিরে নীত্বা যথাপূর্ব্বং নিবেশয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীবিগ্রহ জলাশয় তীরে লইয়া গিয়া "দেব দেব জগন্নাথ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক মহাপূজা সমাপনান্তে বৈষ্ণবগণকে প্রীতি সম্ভাষণাদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া, পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে স্থাপন করিবে।

অথ শ্রবণা-দ্বাদশী-ব্রতম্।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে শ্রবণা দ্বাদশী লইয়া বহু মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসাই হয় নাই বা হইবার আশাও নাই। কাল-প্রভাবে সকলেই পণ্ডিত, সকলেই প্রধান; কাজেই কেহ কাহারও মত মানিয়া নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। একটি ব্যবস্থা দিতে হইলে, কতগুলি শাস্ত্র দেখিবার প্রয়োজন, তাহা কাহারও মনে স্থান পায় না; অথচ সকলেই "লাফালাফি" করেন। এ অবস্থায় কেমন ভাবে ব্যবস্থা দিব, জানি

না; তথাপি গুরূপদেশে শাস্ত্র দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি; সুধীগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব ব্যবস্থা-গ্রন্থে শ্রবণা-দ্বাদশী নামক কোনও নিত্য ব্রত আছে কিনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপকগণই বা কি বলেন। আমাদের দেশ-পূজ্য স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্ব গ্রন্থে শ্রবণা-দ্বাদশীর বচন প্রমাণ সহ ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এই ব্রতের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। নির্ণয়-সিন্ধু, নির্ণয়ামৃত প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থে এই ব্রতের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু নিত্যত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসেও বৈষ্ণবের পক্ষে অষ্টমহাদ্বাদশীর নিত্যত্ব আছে; অতএব "দ্বাদশীতে ব্রত করিতে হইবে" এইরূপ দেখা যায়। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অষ্টমহাদ্বাদশীর অন্তর্গত বিজয়া মহাদ্বাদশীর নিয়মানুসারে যদি শুক্লাদ্বাদশীর সহিত শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত নিত্য হইবে এবং একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাদশীতেই ব্রত হইবে; অন্যথা একাদশীতেই ব্রত হইবে। বিষ্ণুসাযুজ্য প্রভৃতি ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে, একাদশী ও দ্বাদশী উভয় দিনে ব্রত করিবে, অসমর্থ হইলে একাদশী দিনে ফলমূলাদি ভোজন করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রত করিবে।

অথ শ্রবণা-দ্বাদশী-ব্রত-নির্ণয়ঃ।

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যদি দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে,

দ্বাদশীতে ব্রত করিবে। যদি দ্বাদশীতে শ্রবণাযোগ না হইয়া একাদশীতে শ্রবণাযোগ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে ব্রত করিলেই শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস ফল লাভ হইবে। যদি একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্র এই তিনটি এক দিনে মিলিত হয়, তাহা হইলে, বিষ্ণুশৃঙ্খল নামক যোগ হয়। ঐ দিনে ব্রত করিলেই শ্রবণা দ্বাদশী ব্রত জন্য ফল লাভ হয়।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এই ব্রত সম্বন্ধে নানা বচন লিখিত আছে। সমস্তগুলি আলোচনা করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বচনটি আলোচনা করিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে, কোন্ দিনে ব্রত করা আবশ্যক।

শ্রবণর্ক্ষসমাযুক্তা দ্বাদশী যদি লভ্যতে।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মার্কণ্ডেয়-বচনে লিখিত আছে যে, যদি শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী পাওয়া যায়, তাহা হইলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ হইবে। এখানে মহাদ্বাদশীর নিয়মানুসারে সূর্য্যোদয় কাল কিংবা তৎপূর্ব্বকাল হইতে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ বুঝিতে হইবে; কারণ এই স্থলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকাকার আলোচনা করিয়াছেন যে—

"কেচিচ্চেদমুপবাসদ্বয়ে প্রাপ্তে সত্যসমর্থ-বিষয়ক-মিতি ব্যবস্থাপয়ন্তি। তদযুক্তম্। বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যাং শ্রাবণাযোগে মহাদ্বাদশীত্বেন তত্রোপবাসাৎ।"

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-টীকা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সামর্থ্য থাকিলে একাদশী ও শ্রবণা-দ্বাদশী দুই দিনেই ব্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দ্বাদশীতে ব্রত করিবেন।" এই মত যুক্তিযুক্ত নহে—যেহেতু দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হইলে, মহাদ্বাদশী হয়; অতএব বৈষ্ণবগণ সেই দিনেই ব্রত করিবেন।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহাদ্বাদশী নিয়মানুসারেই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার শ্রবণাদ্বাদশী গ্রহণ করিয়াছেন।

অথ বিষ্ণু-শৃঙ্খল-যোগঃ।

দ্বাদশী শ্রবণাস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
সএব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥

মৎস্যপুরাণম্।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, যদি শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীর সহিত একাদশীর যোগ হয়, তাহা হইলে তাহার নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ। (একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র—এই তিনেরই অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু; এই তিনটি শৃঙ্খলবৎ একদিনে মিলিত হয় বলিয়া এই যোগের নাম বিষ্ণুশৃঙ্খল।

অথ দ্বিতীয়বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগঃ।

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণব্যমপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণুসাযুজ্যকৃদ্ভবেৎ॥
তস্মিন্নুপোষণাদ্গচ্ছেৎ শ্বেতদ্বীপপুরং ধ্রুবম্॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্।

একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণানক্ষত্র হইলে, বিষ্ণুশৃঙ্খল নামক যোগ হয়, এই দিনে উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন ও বিষ্ণুসাযুজ্য লাভ হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই দ্বিবিধ বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ দেখা যায়, কিন্তু হেমাদ্রি, নির্ণয়ামৃত প্রভৃতি ইহার এক একটি পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। দুই মতের পার্থক্য এই যে—প্রথমটি শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত একাদশী ও দ্বাদশী এই দুই তিথিরই যোগ হইলে হইবে; আর দ্বিতীয়টি শ্রবণার সহিত একাদশীর যোগ না থাকিলেও আপত্তি নাই। নির্ণয়ামৃতকার দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে—

সংস্পৃশ্যৈকাদশীং রাজন্ দ্বাদশীং যদি সংস্পৃশেৎ।
শ্রবণং জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥

নারদীয়-পুরাণম্।

নক্ষত্রশ্রেষ্ঠ শ্রবণা নক্ষত্রে যদি একাদশী স্পর্শ করিয়া দ্বাদশী স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেইদিনে ব্রত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ হয়।

যাহা হউক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার যখন দুই মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষেও দুই মতই গ্রাহ্য।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল প্রায়ই একাদশী দিনে সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল দ্বাদশী দিনেই সম্ভবপর; যেহেতু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ নির্ণয়ের পরে লিখিত আছে যে—

দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী ॥
যোগোঽয়মন্যো দ্বাদশ্যা ক্ষয় এবেতি লক্ষ্যতে।
দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগে দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। যদিও "ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই"

এরূপ নিষেধ বাক্য শাস্ত্রে দেখা যায়, তথাপি শ্রীভগবানের আজ্ঞায় মহাদ্বাদশীরূপ বৈষ্ণবব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ নিষিদ্ধ নহে। দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ-বিধান থাকায় এই দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ দ্বাদশীক্ষয়ে সংঘটিত হয় বলিয়াই বুঝা যায়।

অথ দেব-দুন্দুভি-যোগঃ।

দ্বাদশ্যেকাদশী সৌম্যঃ শ্রবণঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দেবদুন্দুভি-যোগোঽয়ং যজ্ঞাযুত-ফলপ্রদঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে, একাদশী, দ্বাদশী, বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্র এই চারিটির যোগ যদি একদিনে হয়, তাহা হইলে, তাহার নাম দেবদুন্দুভি যোগ। এই যোগ যজ্ঞাযুত ফলপ্রদ।

অথ পারণকাল-নির্ণয়ঃ।

অনুবৃত্তির্দ্বয়োরেব পারণাহে ভবেদ্ যদি।
তত্রাধিক্যে তিথে র্বৃত্তে ভান্তে সত্যেব পারণম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যদি পারণদিনে দ্বাদশী তিথি ও শ্রবণানক্ষত্র এই দুইএরই অধিককাল স্থিতি হয়, তাহা হইলে তিথির আধিক্যস্থলে নক্ষত্র-শেষে পারণ করিবে। (প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগস্থলে একাদশী দিনে উপবাস হয়; কাজেই পারণ-দিনে এইরূপ তিথি-নক্ষত্রের আধিক্য সম্ভবপর হয়।)

তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে উপবাসো ভবেদ্ যদা।
পারণন্তু ন কর্ত্তব্যং যাবন্নৈকস্য সংক্ষয়ঃ॥

ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথিমধ্যেচ পারণম্।
দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো বহুশো লিখিতো যতঃ॥

নারদীয়-পুরাণম্।

তিথি ও নক্ষত্র-সংযোগে উপবাস সংঘটিত হইলে, যে পর্য্যন্ত তিথি কিংবা নক্ষত্র একটির শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত পারণ করিতে নাই। যদি তিথি অপেক্ষা নক্ষত্রের আধিক্য হয়, তাহা হইলে তিথিমধ্যেই পারণ করিতে হয়; যেহেতু দ্বাদশী লঙ্ঘনের বহুতর দোষ শাস্ত্রে কথিত আছে।

নানা শাস্ত্রের নানা বচন দ্বারা পারণ-কাল-নির্ণয় শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দেখা যায়; এইরূপ নানা বচন-সন্দেহ উপস্থিত হইলে কি করা বিধেয়, সে সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে—

তথাপি সন্দিহানশ্চেদ্ গৃহ্ণীয়াচ্চরণামৃতম্।
পারণায়াঃ পরং সম্যক্ পূরকং তদ্ভবেদ্ যতঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

কাহারও সন্দেহ জন্মিলে, তিনি শ্রীহরি-চরণামৃত গ্রহণ করিবেন। কেননা চরণামৃত পানে পারণা পূর্ণ হইয়া থাকে।

অথ শ্রীবামন-দ্বাদশী ব্রতম্।

ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হন; বৈষ্ণবগণ ঐদিনে শ্রীবামনদেবের জন্মাভিষেক করিবেন। ঐদিনে মহাদ্বাদশী হইলে, উপবাসী থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। মহাদ্বাদশী না হইলে পূর্ব্বদিন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া, পরদিন শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা করিয়া পারণ করিবে। পারণানুরোধে শ্রীবামনদেবের পূজাকালের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

একাদশ্যা রজন্যাং বা দ্বাদশ্যাং চার্চ্চয়েৎ প্রভুম্ ॥

পারণাপেক্ষায় একাদশী রজনীতে কিংবা দ্বাদশীর দিন পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা করিবে।

মহাদ্বাদশী না হইলে, কেবল বামন-দ্বাদশীতে উপবাসের নিত্যতা দেখা যায় না।

অথাশ্বিনকৃত্যম্।

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীদিনে বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব করিতে হয়। এই উৎসব করিলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়।

এই দিনে শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারার্থ বানরগণ সহ শমী বৃক্ষতল হইতে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এই জন্য শ্রীরামোপাসকগণ এই উৎসব বিশেষরূপে করিয়া থাকেন।

অথ কার্ত্তিক-কৃত্যম্।

কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষেণ ব্রতং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃস্নান-দানং ব্রতাদিকম্ ॥
তথা দিনবিশেষে যদ্ভগবৎ-পূজনাদিকম্।
কুর্য্যাদ্‌বিধিবিশেষেণ লেখ্যমগ্রে বিবিচ্য তৎ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে প্রত্যহ দামোদরের পূজা, প্রাতঃস্নান, দান ও ব্রতাদি ক্রিয়া সম্পাদন করা বৈষ্ণবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং এইমাসে দিনবিশেষে যেসমস্ত কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

অথ কার্ত্তিক-ব্রত-নিত্যতা।

দুষ্প্রাপ্যং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং চরেন্নহি।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ॥
অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদর-প্রিয়ম্।
তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

কার্ত্তিক-ব্রতের নিত্যতাসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে—দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কার্ত্তিকব্রত পালন করে না, সে মাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যার পাপভাগী হয়। যে ব্যক্তি শ্রীদামোদরের প্রিয় কার্ত্তিকমাস বিনা ব্রতে ক্ষেপণ করে, সে সর্ব্বধর্ম্মহীন হইয়া পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

স ব্রহ্মহাচ গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানৃতী।
ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যো নরঃ কার্ত্তিকে ব্রতম্॥
বিধবা চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ত্তিকে॥
করোতি মুনি-শার্দ্দূল নরকং যাতি সা ধ্রুবম্॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং বিধিবৎ সমুপার্জ্জিতম্।
ভস্মীভবতি তৎ সর্ব্বমকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্।
পিণ্ডদানং পিতৃণাঞ্চ পিতৃপক্ষে ন বৈ কৃতম্।
ব্রতং ন কার্ত্তিকে মাসি শ্রাবণ্যামৃষিতর্পণম্॥

চৈত্রে নান্দোলিতো বিষ্ণুর্মাঘ-স্নানং ন সজ্জলে।
ন কৃতামর্দ্দকী পুষ্যে শ্রাবণে রৌহিণ্যষ্টমী॥
সঙ্গমে ন কৃতা যেন দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
কুত্র যাস্যন্তি তে মূঢ়া নাহং বেদ্মি কলিপ্রিয়॥
বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণো বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্য পুরা কৃতম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্বর্ণচুরি ও সর্ব্বদা মিথ্যাকথা বলার পাপ হয়। বিশেষতঃ বিধবা নারী যদি কার্ত্তিক ব্রত পালন না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নরকে বাস করিতে হয়। কার্ত্তিক ব্রত পালন না করিলে, আজন্ম-সঞ্চিত পুণ্যরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পিতৃপক্ষে (আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে) পিতৃ-শ্রাদ্ধ না করে, কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিক ব্রত পালন না করে, শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঋষিতর্পণ না করে, চৈত্রমাসে শ্রীহরির দোলোৎসব না করে, মাঘমাসে প্রাতঃস্নান না করে, পুষ্যা-নক্ষত্র-যুক্ত দ্বাদশীতে আমর্দ্দকী ব্রত না করে ও শ্রাবণমাসে রোহিণ্যষ্টমী ব্রত না করে, সেই সমস্ত মূঢ়গণের কি গতি হইবে তাহা বলিতে পারি না।

অথ কার্ত্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্।

ব্রতানামিহ সর্ব্বেষামেকজন্মানুগং ফলম্।
কার্ত্তিকে তু ব্রতস্যোক্তং ফলং জন্মশতানুগম্॥
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে নৈমিষে পুষ্করেঽর্ব্বুদে।
গত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে॥

কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল স্বশক্ত্যা কার্ত্তিকং ব্রতম্।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥
সুপুণ্যে কার্ত্তিকে মাসি দেবর্ষি-পিতৃসেবিতে।
ক্রিয়মাণে ব্রতে নৃণাং স্বল্পেঽপি স্যান্মহাফলম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে,—যতপ্রকার ব্রত আছে, সকলেরই ফল এক জন্মমাত্র ভোগ করা যায়; কিন্তু কার্ত্তিক ব্রতের ফল শত জন্মেও শেষ হয় না। কাশীধাম, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর ও অর্ব্বুদ তীর্থে গমন করিলে যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিক ব্রত পালন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কার্ত্তিক-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, মোক্ষ যে তাঁহার করতলগত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দেব, ঋষি ও পিতৃগণ-সেবিত কার্ত্তিক মাসে অল্প-পরিমাণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা মহাফলপ্রদ হয়।

অথ কার্ত্তিক-ব্রতাঙ্গানি।

হরি-জাগরণং প্রাতঃস্নানং তুলসীসেবনম্।
উদ্যাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে ॥
পঞ্চভির্ব্রতকৈরেভিঃ সম্পূর্ণং কার্ত্তিকে ব্রতী।
ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্॥
বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরম্।
কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু বা ॥
আপদ্গতো যদাপ্যন্তো ন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্ ॥

উদ্‌যাপনং বিধিং কর্ত্তুমশক্তো যো ব্রতে স্থিতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ব্রতসম্পূর্ণহেতবে॥
অভাবে তুলসীনাঞ্চ পূজয়েদ্‌ বৈষ্ণবং দ্বিজম্।
সর্ব্বাভাবে ব্রতী কুর্য্যাদ্‌ ব্রাহ্মণানাং গবামপি॥
সেবাং বা বোধি-বটয়ো ব্রতসম্পূর্ণহেতবে॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-ব্রতাঙ্গ সকল কীর্ত্তিত আছে, যথা—শ্রীহরির উদ্দেশে নাম-সংকীর্ত্তনাদি-সহকারে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসী-সেবন, উদ্‌যাপন ও দীপদান এই সমস্ত কার্ত্তিক মাসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কার্ত্তিক মাসে অন্ততঃ এই পাঁচটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ভুক্তি মুক্তি ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীহরি-মন্দিরে, শ্রীশিব-মন্দিরে, অশ্বত্থ বৃক্ষ-মূলে কিংবা তুলসী-কাননে হরি-জাগরণ করিবেন। যদি কেহ বিপদে পড়িয়া প্রাতঃস্নানার্থ জল না পান কিংবা ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া প্রাতঃস্নান সহ্য না হয়, তাহা হইলে, তিনি শ্রীহরির নাম স্মরণ করিয়া আপোমার্জ্জন করিবেন (মস্তকে জলের ছিটা দিবেন); ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইলে, যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। তুলসীর অভাব হইলে, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন। দীপ-দানে অক্ষম হইলে, পরের দেওয়া দীপ জ্বালাইয়া দিবেন ও বাতাসে যাহাতে দীপ না নিভিয়া যায়, এই ভাবে দীপ রক্ষা করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার কর্ম্মেই অশক্ত হইলে গো, ব্রাহ্মণ ও বটবৃক্ষের সেবন করিবেন; তাহা হইলেও ব্রতপূর্ণ হইবে।

তত্র দীপদান-মাহাত্ম্যম্।

কল্পকোটিসহস্রাণি পাতকানি বহুন্যপি।
নিমেষার্দ্ধেন দীপস্য বিলয়ং যান্তি কার্ত্তিকে॥

সর্ব্বানুষ্ঠানহীনোঽপি সর্ব্বপাপরতোঽপি সন্‌।
পূয়তে নাত্র সন্দেহো দীপং দত্ত্বা তু কার্ত্তিকে ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং শৌচহীনং জনার্দ্দনে।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতাং যাতি কার্ত্তিকে দীপদানতঃ ॥
বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মুনে।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশব-সদ্মনি ॥

স্কন্দপুরাণম্‌।

সহস্রকোটিকল্প-সঞ্চিত পাপও কার্ত্তিক মাসে নিমেষার্দ্ধের জন্যও দীপদান করিলে নাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য ও সর্ব্ব প্রকার পাপকারী ব্যক্তিও কার্ত্তিক মাসে দীপ দান করিলে, পবিত্র হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরির উদ্দেশে দীপ দান করিলে, মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, শৌচহীন কর্ম্মও সম্পূর্ণ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরি-মন্দিরে দীপ দান না করে, সে বৈষ্ণব বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না।

অথাকাশ-দীপদান-মাহাত্ম্যম্‌।

উচ্চৈঃ প্রদীপমাকাশে যো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে নরঃ।
সর্ব্বং কুলং সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

পদ্মপুরাণম্‌।

যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে আকাশে উচ্চভাবে দীপ দান করেন, তিনি নিখিল কুল পরিত্রাণ করিয়া হরিধাম প্রাপ্ত হন।

অথাকাশ-দীপদান-মন্ত্রঃ।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

হে ভগবন্! লক্ষ্মীসমন্বিত আপনার উদ্দেশে আকাশে দীপ দান করিতেছি, আপনি অনন্ত, আপনি বিধাতা, আপনাকে প্রণাম।

অথ কার্ত্তিকে কর্ম্মবিশেষ-ফলম্।

যৎ কিঞ্চিৎ কার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবৈঃ।
তদক্ষয়ং লভ্যতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ॥
যঃ করোতি নরো নিত্যং কার্ত্তিকে পত্রভোজনম্।
ন স দুর্গতিমাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং মানবৈশ্চ কৃতং ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি ব্রহ্মপত্রেষু ভোজনাৎ॥
জাগরং কার্ত্তিকে মাসি যঃ করোত্যরুণোদয়ে।
দামোদরাগ্রে বিপ্রেন্দ্র গো-সহস্র-ফলং লভেৎ॥
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ন সংশয়ঃ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্॥
হরের্নামসহস্রাখ্যং গজেন্দ্রস্যচ মোক্ষণম্।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কার্ত্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং করোতি যঃ।
বসতে শ্বেতদ্বীপেতু পিতৃভিঃ সহ নারদ ॥
অগুরুস্তু সকর্পূরং যো দহেৎ কেশবাগ্রতঃ।
কার্ত্তিকে তু মুনিশ্রেষ্ঠ যুগান্তে ন পুনর্ভবঃ ॥
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল যঃ শৃণোতি হরেঃ কথাম্।
স নিস্তরতি পাপানি জন্মকোটিশতানি চ ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ ॥
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দ-নির্বৃতঃ ॥
কার্ত্তিকং সফলং মাসং প্রাতঃস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্ হবিষ্যভুগ্ দান্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্।
কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ ॥
ইত্থং দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে।
দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম তৎ কৃতম্ ॥

পদ্মপুরাণ-স্কন্দপুরাণয়োঃ।

কার্ত্তিক মাসে কোন্ কর্ম্ম করিলে কি ফল হয়, তাহা পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—

কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরির উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলেও তাহা হইতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। অন্ন দান করিলে বিশেষ ফল লাভ

হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ পত্রে ভোজন করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত দুর্গতি ভোগ করে না। মানবগণ আজন্ম যে সমস্ত পাপ করিয়া থাকে, কার্ত্তিক মাসে পলাশ-পত্রে ভোজন করিলে, তাহা বিদূরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শ্রীহরি-সম্মুখে জাগরণ করে, সে সহস্র গো-দানের ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরি-মন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরি-সম্মুখে গান, বাদ্য ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে সহস্র নাম ও গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শেষ রাত্রিতে স্তব পাঠ ও হরিগুণ গান করে, সে পিতৃগণসহ শ্বেতদ্বীপে বাস করে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরি-সমীপে অগুরু ও কর্পূর দগ্ধ করে, তাহার কোন কালেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরি-কথা শ্রবণ করে, তাহার শত কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ অন্ততঃ এক শ্লোকও শ্রীভাগবত পাঠ করে, তাহার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, হবিষ্য-ভোজন, শ্রীদামোদর-পূজা ও পলাশপত্রে ভোজন করিলে, সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়া যায় ও বিষ্ণুসালোক্য লাভ করিয়া ভজনানন্দযুক্ত হইয়া শ্রীহরি-সমীপে বাস করা যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান, হবিষ্য-ভোজন, জপ-পরায়ণ হইবে, তাহার সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান, দীপ দান, জাগরণ ও তুলসীবন-পালন করেন, তিনি বিষ্ণুসদৃশ; তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাসে যিনি অন্ততঃ তিন দিনও

এই সমস্ত কর্ম্ম করেন, তিনি দেবতাগণেরও পূজ্য; যিনি আজন্ম এই সমস্ত ব্রত পালন করেন, তাঁহারত কথাই নাই।

অথ কার্ত্তিক-ব্রতারম্ভ কালঃ।

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে নিরলস ভাবে কার্ত্তিক ব্রত সকল পালন করিবে। (মতান্তরে আশ্বিনী পূর্ণিমা ও আশ্বিন মাসের শেষ সংক্রান্তি হইতেও ব্রতারম্ভ করা যায়)।

অথ কার্ত্তিককৃত্য-বিধিঃ।

নিত্যং জাগরণায়ান্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥
নদ্যাদৌ চ ততো গত্বাচম্য সংকল্পমাচরেৎ।
প্রভুং প্রার্থ্যাথ তস্মৈ চ দদ্যাদর্ঘ্যং যথাবিধি॥

পদ্মপুরাণম্।

কার্ত্তিক-কৃত্য সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রত্যহ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইয়া, রাত্রিবাস পরিত্যাগ ও আচমনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীহরিকে জাগরিত করিবে; তদনন্তর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে নদীতীরে গমন করিয়া আচমনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে; পরে শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা ও অর্ঘ্য দান করিবে।

তত্র সংকল্পমন্ত্রঃ।

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

সংকল্প মন্ত্র যথা—হে জনার্দ্দন! হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধিকার ও তোমার প্রীতিবিধানার্থ আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিব।

অথ প্রার্থনা-মন্ত্রঃ।

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্ স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর বিনশ্যতু॥

প্রার্থনা মন্ত্র যথা—হে দেবেশ! তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে এই জলে স্নানের উদ্যোগ করিতেছি। হে দামোদর! তোমার কৃপায় আমার পাতক বিদূরিত হউক।

অথার্ঘ্য-মন্ত্রঃ।

ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্র-নিসূদন॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃৎস্নে কার্ত্তিকে পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে॥

অর্ঘ্য মন্ত্র যথা—হে দামোদর! আমি এই কার্ত্তিক মাসে যথাবিধি স্নান করিয়াছি। হে দৈত্য-নিসূদন! মদ্দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। কার্ত্তিক মাসে কৃত নিত্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়াই পাপনাশক বলিয়া কথিত। হে হরে! আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, আপনি রাধিকাসহ গ্রহণ করুন।

তিলৈরালিখ্য দেহং স্বং নামোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্।
স্নাত্বা স্ববিধিনা সন্ধ্যামুপাস্য গৃহমাব্রজেৎ॥

পরে তিল দ্বারা স্বীয় অঙ্গ লেপনপূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণ" "গোবিন্দ" "দামোদর" প্রভৃতি নামোচ্চারণ করিতে করিতে যথাবিধি স্নান করিবে; তদন্তে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

মৌনেন ভোজনং কার্য্যং কার্ত্তিকে ব্রতধারিণা।
ঘৃতেন দীপদানং স্যাৎ তিলতৈলেন বা পুনঃ॥
দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ।
নীয়তাং কার্ত্তিকে মাসি সংকল্প-ব্রত-পালনম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—কার্ত্তিকমাসে মৌনী হইয়া ভোজন করিবে ও ঘৃত কিংবা তিলতৈল দ্বারা দেবগৃহে দীপদান করিবে। বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা দিনযাপন করিবে ও সংকল্পিত ব্রত পালন করিবে।

অথ কার্ত্তিকে বর্জ্জ্যানি।

কার্ত্তিকেতু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী॥
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানিচ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূত নারকী॥
কার্ত্তিকে মাসি ধর্ম্মাত্মা মৎস্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।
তত্রৈব যত্নতস্ত্যাজ্যং শাশকং শৌকরং তথা॥

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনম্।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদ্‌যস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ॥

পদ্মপুরাণম্।

কার্ত্তিকমাসে যাহা যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে; যথা—যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ (বরবটী) নিষ্পাব (শিম বিশেষ) ভোজন করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি কলিঙ্গ (শাক বিশেষ) পটোল, বেগুন ও সন্ধিত (পর্য্যুষিত অন্নদ্রব্য) ভোজন করে, সে প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে মৎস্য ও মাংস পরিত্যাগ করিবেন। শশক ও শূকর মাংস বিশেষ ভাবে পরিত্যাজ্য। (এখানে বিবেচ্য এই যে, মৎস্য মাংস বৈষ্ণবের কোন সময়েই ভোজন করিতে নাই; তথাপি কার্ত্তিকে ত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দেওয়ার হেতু এই যে, কার্ত্তিকমাসে ভোজন করিলে অধি-কতর পাপ হইবে। আরও বক্তব্য এই যে, কোন মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অগত্যা ভোজন করিতে বাধ্য হন, তিনি শশক ও শূকর মাংস কার্ত্তিকমাসে কদাপি ভোজন করিবেন না।) যিনি কার্ত্তিকমাসে তৈলাভ্যঙ্গ, শয্যা, পরান্ন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন পরি-ত্যাগ করেন, তাঁহারই ব্রত পরিপূর্ণ হয়।

অথ শ্রীরাধা-দামোদর-পূজাবিধিঃ।

ততঃ প্রিয়তমাং বিষ্ণো রাধিকাং গোপিকাসু চ।
কার্ত্তিকে পূজনীয়াচ শ্রীদামোদর সন্নিধৌ॥
দ্বিজং দামোদরং কৃত্বা তৎপত্নীং রাধিকাং তথা।
কার্ত্তিকে পূজনীয়ৌ তৌ বাসোঽলঙ্কার-ভোজনৈঃ॥

রাধিকাপ্রতিমাং বিপ্রাঃ পূজয়েৎ কার্ত্তিকে তু যঃ।
তস্য তুষ্যতি তৎপ্রীত্যৈ শ্রীমান্ দামোদরো হরিঃ॥
দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে শ্রীরাধা-দামোদর-পূজাবিধি লিখিত আছে; যথা—শ্রীমতী রাধিকাই সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়া। সুতরাং কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদর সমীপে শ্রীরাধিকার অর্চ্চনা করা বিধেয়। কার্ত্তিকমাসে কোনও ব্রাহ্মণকে দামোদর-স্বরূপ ও তৎপত্নীকে শ্রীরাধিকা-স্বরূপ কল্পনা করিয়া বসন, ভূষণ ও আহারাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কার্ত্তিকমাসে শ্রীহরির প্রীত্যর্থ শ্রীরাধিকার অর্চ্চনা করিলে, শ্রীদামোদর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদরের অর্চ্চনা করিয়া সত্যব্রত নামক ঋষিপ্রোক্ত দামোদরাষ্টক-নামক স্তোত্র পাঠ করিবে। দামোদরাষ্টক স্তোত্র এই গ্রন্থের স্তোত্র প্রকরণে দেখিবেন।

অথ দেশবিশেষে কার্ত্তিকব্রত-ফলম্।

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিক ব্রত গৃহে না করিয়া কোন তীর্থ স্থানে করাই বিধেয়।

যত্র কুত্রাপি দেশে চ কার্ত্তিকঃ স্নান-দানতঃ।
অগ্নিহোত্র-সমফলঃ পূজায়াঞ্চ বিশেষতঃ॥

কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো গঙ্গাতীরেচ তৎসমঃ।
ততোঽধিকঃ পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াঞ্চ ভার্গব।
কৃষ্ণসালোক্যদো মাসঃ পূজা-স্নানৈশ্চ কার্ত্তিকঃ॥
অন্যাঃ পূর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা।
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্ যতঃ কিল॥
সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি দামোদর-প্রপূজনাৎ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যে কোন স্থানেই হউক কার্ত্তিক-মাসে স্নান, দান ও পূজাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ-সদৃশ ফললাভ হয়। সাধারণ স্থান অপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাতীরে কার্ত্তিক-ব্রত করিলে কোটিগুণ ফললাভ হয়; পুষ্করে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়, দ্বারকায় কার্ত্তিকব্রত করিলে শ্রীহরির সালোক্য লাভ হয়। অযোধ্যা প্রভৃতি পুরী সমূহেও তাদৃশ ফললাভ হয়। কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দান করেন; কেননা শ্রীভগবানের মথুরা মণ্ডলেই দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে একবার মাত্র মথুরা পুরীতে শ্রীহরির পূজনাদি করেন, তাঁহারা অবশ্যই হরি-ভক্তি প্রাপ্ত হন।

তত্র কৃষ্ণাষ্টমী-কৃত্যম্।

গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধি তস্য প্রতোষণম্॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, মনোহর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীহরির অতিপ্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড বিরাজিত আছে; কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে, শ্রীহরিতে পরাভক্তি লাভ হয়; যেহেতু ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে শ্রীহরির অতিশয় প্রীতি জন্মে।

অথ কৃষ্ণত্রয়োদশী-কৃত্যম্।

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যম-দীপং বহির্দদ্যাদপমৃত্যু বিনশ্যতি॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যাকালে গৃহের বহির্ভাগে যমদীপ দান করিলে, অপমৃত্যু-ভয় বিদূরিত হয়।

অথ তত্র মন্ত্রঃ।

মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানাৎ সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥

পদ্মপুরাণম্।

ত্রয়োদশীতে দীপদান-নিবন্ধন, মৃত্যু, পাশ, দণ্ড ও শ্যামলা সহ সূর্য্যনন্দন যম প্রীতিলাভ করুন।

অথ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী-কৃত্যম্।

চতুর্দ্দশ্যাং ধর্ম্মরাজ-পূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
স্নানমাবশ্যকং কার্য্যং নরৈর্নরক-ভীরুভিঃ॥

অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ।
তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, নরকভয় নিবারণের জন্য কার্ত্তিক-মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে যত্ন সহকারে ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা ও স্নান করা আবশ্যক। রিক্তা তিথিতে (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) অরুণোদয়কাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্নান করিলে, এক বর্ষকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ॥
দেবত্বঞ্চ পিতৃত্বঞ্চ যমস্যাস্তি দ্বিরূপতা॥
নক্তং যম-চতুর্দ্দশ্যাং যঃ কুর্য্যাচ্ছিব-সন্নিধৌ।
ন তৎ ক্রতুশতেনাপি প্রাপ্যতে পুণ্যমীদৃশম্॥
কুমারী বটুকান্ পূজ্য তথা শৈব-তপোধনান্।
রাজসূয়-ফলং তেন প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্চ্য গচ্ছেচ্ছিবপুরং নরঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, স্নানান্তে "যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে তর্পণ করিবে। কিন্তু যাঁহার পিতা জীবিত আছেন—তাঁহার যম-তর্পণ ও ভীষ্মতর্পণ করিতে নাই। যজ্ঞোপবীতী কিংবা প্রাচীনাবীতী হইয়া যমতর্পণ করিতে হয়; যে হেতু যমের দেবত্ব ও পিতৃত্ব দুইই আছে। যম-চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি

শিবালয়ে নক্তব্রত করে, তাহার শতযজ্ঞানুষ্ঠানেরও অধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি ঐ দিনে কুমারী, ব্রাহ্মণ, বালক ও শিবভক্তের অর্চ্চনা করেন, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন। কার্ত্তিক-মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী দিনে চিত্রানক্ষত্র ও মঙ্গলবারের যোগ হইলে, ঐ দিনে শিবপূজা করিলে, মানব শিবধামে গমন করিয়া থাকে। (বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত ব্রতানুষ্ঠানে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন)।

অথামাবাস্যাকৃত্যম্।

দিবা তত্র ন ভোক্তব্যং বিনা বালাতুরান্ জনান্।
প্রদোষ-সময়ে লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ যথাক্রমম্ ॥
প্রদোষ-সময়ে বিপ্রাঃ কর্ত্তব্যা দীপমালিকা
দীপদানাৎ ততঃ পশ্চাল্লক্ষ্মীং সুপ্তাং প্রবোধয়েৎ ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে বালক ও পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও দিবাভাগে ভোজন করিতে নাই। ঐ দিনে প্রদোষকালে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবে। ঐ দিনে প্রদোষ-কালে দীপমালা করিতে হয় ও সুপ্তা লক্ষ্মীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়।

অথ লক্ষ্মী-জাগরণ-মন্ত্রঃ।

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রী রবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ॥
মন্ত্রেণানেন কমলাং দীপহস্তাঃ স্ত্রিয়ো দ্বিজাঃ।
দেবীং প্রবোধয়েয়ুশ্চ ততঃ কুর্য্যুশ্চ ভোজনম্ ॥

প্রদোষসময়ে লক্ষ্মীং ভোজয়িত্বা ভুনক্তি যঃ।
পুমান্ সংবৎসরং যাবল্লক্ষ্মীস্তং নৈব মুঞ্চতি॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লক্ষ্মীজাগরণ মন্ত্র লিখিত আছে, যথা—তুমি জ্যোতিঃ, তুমি ভাস্কর, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যুৎ, তুমি স্বর্ণ, তুমি তারকা, তুমিই যাবতীয় জ্যোতির্যুক্ত পদার্থের জ্যোতিঃ, দীপজ্যোতিতে তুমিই সংস্থিতা, তোমাকে নমস্কার।

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক রমণীবর্গ লক্ষ্মীদেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিবেন ও তদন্তে ভোজন করিবেন। সায়ংকালে লক্ষ্মীকে ভোজন করাইয়া ভোজন করিলে, কমলা তাহাকে সংবৎসর পরিত্যাগ করেন না।

অথ শুক্ল-প্রতিপৎ কৃত্য নির্ণয়ঃ।

প্রাত র্গোবর্দ্ধনং পূজ্য দ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ।
ভূষণীয়া স্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহ-বাহনাঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে শুক্লপ্রতিপৎকৃত্য লিখিত আছে; যথা—কার্ত্তিকমাসের শুক্লা প্রতিপৎ প্রাতঃকালে গোবর্দ্ধন পূজা করিবে, দ্যূতক্রীড়া করিবে, গোগণকে ভূষিত করিবে, দোহন-পাত্র ও শকটাদির অর্চ্চনা করিবে, (ঐ দিনে গোদোহন ও বৃষগণকে শকটাদিতে যোজন করিবে না)।

শ্রীকৃষ্ণদাস-বর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার বলিতেছেন,—সমস্ত কৃষ্ণভক্তের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতই শ্রেষ্ঠ; অতএব বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাসহকারে কার্ত্তিক-মাসের শুক্ল-প্রতিপদ্দিনে প্রাতঃকালে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

তত্র দিন-নির্ণয়ঃ।

প্রতিপদ্দর্শ-সংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥

দেবল-বচনম্।

গোবর্দ্ধন-পূজা, গোক্রীড়া প্রভৃতির দিন-নির্ণয় সম্বন্ধে দেবলের উক্তি আছে যে, অমাবস্যা-সংযুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়ন করিবে। দ্বিতীয়া সংযুক্ত প্রতিপদে করিলে পুত্র, ভার্য্যা ও ধনক্ষয় হয়।

পুরাণ-সমুচ্চয়েতু সম্ভাবিত-চন্দ্রোদয়-
দ্বিতীয়াসংযোগএব নিষিধ্যতে।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে দ্বিতীয়া সংযুক্ত প্রতিপৎ সম্বন্ধে পুরাণ-সমুচ্চয়ের মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—যে দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা, সেই দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপৎ পরিত্যাগ করিবে।

চন্দ্রোদয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে লিখিত আছে যে,—

"ততশ্চ যত্র প্রতিপদি ষন্মুহূর্ত্তব্যাপিনী দ্বিতীয়া,
তত্র চন্দ্রোদয়-সম্ভাবনম্" ॥

যেদিন অপরাহ্নে অন্ততঃ ছয় মুহূর্ত্ত (বারদণ্ড) দ্বিতীয়া থাকে, সেইদিনই দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা। নির্ণয়ামৃত গ্রন্থের মতে অপরাহ্নে তিনমুহূর্ত্ত (ছয়দণ্ড) দ্বিতীয়া থাকিলেও, সেই দিনে দ্বিতীয়া-চন্দ্রের উদয়-সম্ভাবনা।

অথ গোবর্দ্ধন পূজাবিধিঃ।

মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিম্।
গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা॥

মথুরায়াং তথা সাক্ষাৎ কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্ ।
বৈষ্ণবং ধাম সম্প্রাপ্য মোদতে হরি-সন্নিধৌ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

গোবর্দ্ধন-পূজাবিধি সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, মথুরা-মণ্ডল ছাড়া অন্যত্র যে সমস্ত বৈষ্ণব আছেন, তাঁহারা গোময়দ্বারা মহাস্থূল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকেই প্রকৃত পর্ব্বত-জ্ঞানে পূজা করিবেন। মথুরা-মণ্ডলবাসী বৈষ্ণববৃন্দ সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ ও পূজাদি করিবেন। গোবর্দ্ধন-পূজাকারিগণ পরমানন্দে হরিসমীপে বাস করিতে পারেন।

অথ গোবর্দ্ধন-পূজামন্ত্রঃ ।

গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল-ত্রাণ-কারক ।
বিষ্ণুবাহু-কৃতোচ্ছ্রায়ো গবাং কোটিপ্রদো ভব ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গোবর্দ্ধন-পূজার মন্ত্র লিখিত আছে যথা,—হে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত! তুমি গোকুল-রক্ষাকারী ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বারা উত্থাপিত হইয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে কোটি গো-প্রদান কর।

অথ গোপূজা-মন্ত্রঃ ।

লক্ষ্মীর্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা ।
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপোহতু ॥
অগ্রতঃ সন্তু মে গাবো গাবো মে সন্তু পৃষ্ঠতঃ ।
গাবো মে পার্শ্বতঃ সন্তু গবাং মধ্যে বসাম্যহম্ ॥

পদ্মপুরাণম্ ।

পদ্মপুরাণে গো-পূজার মন্ত্র লিখিত আছে যথা—যিনি লোক-পালগণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, ধেনুরূপে-সংস্থিতা, যিনি যজ্ঞার্থ ঘৃত বহন করেন, তিনি শমন-পাশ ছেদন করিয়া দিউন। মদীয় পুরোভাগে গোগণ অবস্থান করুন, মদীয় পশ্চাতে গোগণ অবস্থান করুন, মদীয় উভয় পার্শ্বভাগে গোগণ অবস্থান করুন, আমি গোমধ্যে বাস করি।

অথ গো-ক্রীড়া।

ক্রোধাপয়েদ্ধাবয়েচ্চ গো-মহিষ্যাদিকং ততঃ।
বৃষান্ কর্ষাপয়েৎ গোপৈরুক্তিপ্রত্যুক্তি-বাদনাৎ॥
মহিষ্যাদেস্তথা ভূষা ক্রীড়নং বারণং তথা॥
এবং গোবর্দ্ধনং গাশ্চ পূজনীয়া বিধানতঃ।
গোবর্দ্ধনমখো রম্যঃ কৃষ্ণসন্তোষ-কারকঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে গোক্রীড়া লিখিত আছে যথা—গাভী, মহিষী প্রভৃতিকে প্রকুপিত করাইবে, ধাবিত করাইবে এবং উক্তি প্রত্যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা গোপগণ দ্বারা বৃষগণকে আকর্ষণ করাইবে। মহিষী প্রভৃতিকে আকর্ষণাদি ক্রীড়া করাইবে, তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করাইবে এবং শব্দ করাইবে।

অথ শ্রীবলিদৈত্যরাজ-পূজা।

লিখিত্বা শ্রীবলিং পট্টে, বিন্ধ্যাবল্যান্বিতং মুদা।
প্রদোষে তৎ প্রতিপদো ভগবদ্ভক্তমর্চ্চয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে,—যে প্রতিপদে গোবর্দ্ধনপূজা করা হইবে, সেইদিন সায়ংকালে হরিভক্ত বলি ও তৎপত্নী বিন্ধ্যাবলীর মূর্ত্তি পট্টে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে।

শ্রীবলিদৈত্যরাজ পূজার মন্ত্র প্রভৃতি পদ্মপুরাণে ও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা অতি বিরল। কাজেই তাহা লিখিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

অথ যম-দ্বিতীয়া-কৃত্যম্।

ঊর্দ্ধে শুক্লদ্বিতীয়ায়াং মধ্যাহ্নে যমমর্চ্চয়েৎ।
স্নানং কৃত্বা ভানুজায়াং যমলোকং ন পশ্যতি॥
তস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো বুধৈঃ।
স্নেহেন ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
দানানিচ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সম্পূজ্যা অভাবে প্রতিপত্নজাঃ॥

পদ্মপুরাণ-স্কন্দপুরাণয়োঃ।

কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে মধ্যাহ্নকালে যমের অর্চ্চনা করিবে। ঐ দিনে যমুনায় স্নান করিলে আর যম পুরী দর্শন করিতে হয় না। ঐ দিনে নিজগৃহে ভোজন করা বিজ্ঞব্যক্তির উচিত নহে। সস্নেহে ভগিনীহস্তে ভোজন করিতে হয়; ভগিনীহস্ত-দত্ত অন্ন পুষ্টিপ্রদ। সেই দিনে ভগিনীকে বস্ত্রাদি দান করিবে, যতগুলি ভগিনী থাকে, সকলকেই সমাদর করিবে। সহোদরা না থাকিলে বৈমাত্রেয়ী ভগিনী হস্তে ভোজনাদি করিবে।

অথ শুক্লাষ্টমী কৃত্যম্।

শুক্লাষ্টমীতু কার্ত্তিকে স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্ গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥
তত্র কুর্য্যাদ্ গবাং পূজা গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্।
গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা॥

পদ্মপুরাণ-কূর্ম্মপুরাণয়োঃ।

পদ্মপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে গোপাষ্টমী সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—কার্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমী গোপাষ্টমী নামে বিখ্যাত। বাসুদেব পূর্ব্বে বৎসপ ছিলেন, ঐ দিনে তিনি গোপ হইয়াছিলেন। আত্ম-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ঐ দিনে গোগণের পূজা করিবেন; গোগ্রাস দান, গোপ্রদক্ষিণ ও গবানুগমন করিবেন।

অথ প্রবোধিনীকৃত্যম্ ।

শয়ন্যামিব কুর্ব্বাস্যাং ক্ষীরাম্ভোধি-মহোৎসবম্ ।
প্রবোধ্য কৃষ্ণং সম্পূজ্য বিধিনারোহয়েদ্রথম্ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে,—শ্রীহরির শয়নোৎসবের ন্যায় প্রবোধনোৎসব ও ক্ষীরাম্ভোধি-মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রবোধিত করিবে ও যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া রথে আরোহণ করাইবে।

অথ প্রবোধিনীকৃত্য-নিত্যতা ।

জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি ।
বৃথা ভবতি তৎসর্ব্বমকৃত্বা বোধবাসরম্ ॥

স্কন্দপুরাণম্ ।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,—মানবগণ আজন্ম যে সকল পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, প্রবোধনী কৃত্য না করিলে,তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

অথ প্রবোধনী-মাহাত্ম্যম্ ।

জাতঃ স এব সুকৃতী কুলং তেনৈব পাবিতম্ ।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কৃতা যেন প্রবোধনী ॥
যানি কানিচ তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সম্ভবন্তি হি ।
তানি তস্য গৃহে সম্যক্ কৃতা যেন প্রবোধনী ॥

প্রবোধনীমুপোষ্যৈব ন গর্ভে বিশতে নরঃ।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য তস্মাৎ কুর্ব্বীত নারদ ॥
দুগ্ধাব্ধিভোগি-শয়নে ভগবাননন্তো
যস্মিন্ দিনে স্বপিতি চাথ বিবুধ্যতে চ।
তস্মিন্নন‌ন্যমনসামুপবাসভাজাং
কামং দদাত্যভিমতং গরুড়াঙ্কশায়ী ॥

পদ্মপুরাণম্।

প্রবোধনী-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—কার্ত্তিক মাসে প্রবোধনী করিলে, তাহার জন্ম সার্থক হয় ও তাহার দ্বারা বংশ পবিত্র হয়। কার্ত্তিকমাসে প্রবোধনী করিলে, ত্রিভুবনস্থ নিখিল তীর্থ তাহার গৃহে উপস্থিত হন। প্রবোধনীতে উপবাসাদি করিলে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। অতএব সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া এই প্রবোধনীর অনুষ্ঠান করিবে। যেদিন ভগবান্ ক্ষীর-সাগরে শেষ-পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন ও যেদিন জাগরিত হন, একাগ্র-চিত্তে সেইদিনে উপবাস করিলে, গরুড়বাহন শ্রীভগবান্ মনের বাসনা পূর্ণ করেন।

অথ শ্রীমথুরায়াং বিশেষতো মাহাত্ম্যম্।

তাবদ্গর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ।
মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণো র্যাবন্নায়াতি বোধনী ॥
সংসার-দাবতপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্ ॥
ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপিকেয়ং প্রবোধনী।
কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং কিমন্যতঃ ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—যাবৎ মথুরাপুরীতে প্রবোধনী উপস্থিত না হয়, তাবৎ কালই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি ভব-বহ্নিতে দগ্ধবিদগ্ধ ও কামসৌখ্য-পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত, একমাত্র শ্রীহরির চরণ-কমল সান্নিধ্যই তাহাদের তাপত্রয়-হর শীতল গৃহ স্বরূপ। সংসার-পথের পথিকগণ প্রবোধনীর প্রসাদে সেই গৃহে বিশ্রামলাভ করিতে পারে। সুতরাং অন্য তীর্থ কিংবা অন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে কি প্রয়োজন? রে মূঢ়! কেন মথুরায় প্রবোধনী-কৃত্য করিতেছ না।

অথ বিশেষতঃ প্রবোধন্যাং শ্রীভগবৎ পূজাদি-মাহাত্ম্যম্।

যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তস্যাং ভক্ত্যা দেবন্তু মাধবম্।
সমুপোষ্য প্রমুচ্যন্তে পাপৈস্তে সমুপার্জ্জিতৈঃ॥
বাল্যে যচ্চার্জ্জিতং বৎস যৌবনে বার্দ্ধকে চ যৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু॥
শুষ্কার্দ্রং মুনিশার্দ্দূল সুগুহ্যমপি নারদ।
তৎ ক্ষালয়তি গোবিন্দ স্তিথৌ তস্যাং সুপূজিতঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে প্রবোধনীতে শ্রীভগবৎপূজাদির মাহাত্ম্য লিখিত আছে,—যাঁহারা ভক্তিসহকারে উপবাসী থাকিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারা নিখিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। বাল্য-কালে, যৌবনকালে, বৃদ্ধাবস্থায় এমন কি সপ্তজন্মে যে সমস্ত পাতক সঞ্চিত হইয়াছে, কিংবা চিরসঞ্চিত আছে বা সম্প্রতি যে পাপ জন্মিয়াছে, যাহা অতি-অল্প-পাপ,—এই সমস্ত অল্পই হউক বা অধিকই হউক, প্রবোধনীতে শ্রীহরির পূজা করিলে, তিনি সমস্ত পাপই বিনাশ করেন।

অথ প্রবোধকাল-নির্ণয়ঃ।

আ-কা-ভা-সিতপক্ষেষু মৈত্রশ্রবণরেবতী।
আদিমধ্যাবসানেষু প্রস্বাপাবর্ত্তনাদিকম্॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীহরি-জাগরণের কাল নির্ণীত আছে যে, আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্ত্তিক এই তিনমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদে শয়ন, পরিবর্ত্তন ও উত্থান হয়।

নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্।
অন্যত্র পাদযোগেঽপি দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ॥
অপাদনিয়মস্তত্র স্বাপে বা পরিবর্ত্তনে।
পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ॥

পদ্মপুরাণ-বরাহপুরাণযোঃ।

পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, অনুরাধা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রের আদি, মধ্য ও শেষপাদের সহিত দ্বাদশী যোগ হইলে, নিশাভাগে শয়ন, সন্ধ্যাকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও দিবায় উত্থানোৎসব করিতে হয়। নক্ষত্রপাদ যোগ না পাইলে, কেবল দ্বাদশীতেই উৎসব করিবে। শয়ন ও উত্থানাদিতে পাদযোগের বিশেষ নিয়ম নাই। পাদযোগ না ঘটিলে, কেবল নক্ষত্র যোগেই করিবে।

রেবত্যন্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যাচ সমন্বিতঃ।
তদা বিবুধ্যতে বিষ্ণুর্দিনান্তে প্রাপ্য রেবতীম্॥
রেবত্যাদি-রথান্তো বা দ্বাদশ্যাচ বিনা ভবেৎ।
উভয়োরপ্যভাবেতু সন্ধ্যায়াঞ্চ মহোৎসবঃ॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, রাত্রিতে দ্বাদশীর সহিত রেবতী নক্ষত্রের শেষপাদের যোগ ঘটিলে, সেইদিন অপরাহ্নে শ্রীহরির প্রবোধনোৎসব সম্পাদন করিবে। দ্বাদশীতে রেবতী নক্ষত্রের যোগ না হইলে, কিংবা দ্বাদশী ও নক্ষত্র উভয়েরই অভাব হইলে, দ্বাদশী-দিনে সন্ধ্যাকালে উৎসব করিবে।

অথ শ্রীভগবৎ-প্রবোধন-বিধিঃ।

শয়ন্যামিব নিষ্পাদ্য মহাপূজা জলাশয়ে।
কৃষ্ণং নীত্বাথ সংকল্পং কৃত্বা তঞ্চ প্রবোধয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভগবৎ-প্রবোধনবিধি লিখিত আছে যে,—শয়নোৎসবের ন্যায় প্রবোধনোৎসবেও জলাশয় তীরে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া, মহা পূজা সমাপনান্তে সংকল্প পূর্ব্বক প্রভুকে জাগরিত করিবে।

অথ প্রবোধন-মন্ত্রঃ।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাগ্নি-কুবের-সূর্য্য-
সোমাদিভি র্বন্দিত-পাদপদ্ম।
বুধ্যস্ব দেবেশ জগন্নিবাস
মন্ত্র-প্রভাবেণ সুখেন দেব॥
ইয়ন্তু দ্বাদশী দেব প্রবোধার্থং বিনির্ম্মিত।
ত্বয়ৈব সর্ব্বলোকানাং হিতার্থং শেষশায়িনা॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্॥
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধব॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে শ্রীহরি-জাগরণের মন্ত্র লিখিত আছে,—হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! বিধি, ইন্দ্র, রুদ্র, বহ্নি, কুবের, ভাস্কর ও চন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ ত্বদীয় পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি মন্ত্রপ্রভাবে সুখে জাগরিত হউন। হে দেব! আপনি নিখিল লোকের হিতার্থ শেষশায়ি-মূর্ত্তিতে জাগরণার্থ এই দ্বাদশীর সৃষ্টি করিয়াছেন। হে গোবিন্দ! গাত্রোত্থান করুন, নিদ্রা ত্যাগ করুন। হে বিশ্বপতে! আপনি জগতের নাথ, আপনি নিদ্রিত থাকিলে, জগৎ নিদ্রিত থাকিবে এবং আপনি জাগিলে ব্রহ্মাণ্ড সচেষ্ট হইবে। হে মাধব! গাত্রোত্থান করুন।

ততস্তল্পাৎ সমুত্থাপ্য কৃষ্ণং ঘণ্টাদিনিস্বনৈঃ।
তীরে সুখং নিবেশ্যাথ প্রার্থয়েৎ তদনুগ্রহম্॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ।

তদনন্তর ঘণ্টাদি-বাদ্যসহকারে প্রভুকে শয্যা হইতে উঠাইয়া জলাশয়-তটে সুখাসনে বসাইয়া প্রার্থনা করিবে।

প্রার্থনা-মন্ত্রো যথা—

সোঽসাবদভ্র-করুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রার্থনা-মন্ত্র লিখিত আছে যথা,—পরমদয়ালু পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ হরি সপ্রেম হাস্যদ্বারা স্বকীয় নয়ন-কমল বিকাশিত

করিয়া এই বিশ্বের উদ্ধবার্থ ও আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারার্থ গাত্রোত্থান করিয়া মধুর বচনে আমার বিষাদ বিদূরিত করুন।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা সংস্থাপ্য বিধিবৎপ্রভুম্।
নীরাজ্য ন্যাসপূর্ব্বঞ্চ বস্ত্রাদীনি সমর্পয়েৎ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ।

তৎপরে প্রভুকে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্থাপন, ন্যাসাদি সাধন ও নীরাজন করিয়া বস্ত্রাদি সমর্পণ করিবে।

বেদস্তুত্যাদিনা স্তুত্বা স্বস্ত্যস্ত্বিত্যাদিনা প্রভুম্।
সংপ্রার্থ্য গীতবাদ্যাদিঘোষৈরারোহয়েদ্রথম্॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে,—তদনন্তর বেদস্তুতি দ্বারা স্তব ও "স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য মনঃ প্রসীদতাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া গীতবাদ্যাদি-সহকারে শ্রীবিগ্রহকে রথে আরোহণ করাইবে।

মহাতূর্য্যরবৈ রাত্রৌ ভ্রাময়েৎ স্যন্দনে স্থিতম্।
উত্থিতং দেবদেবেশং নগরে পার্থিবঃ স্বয়ম্॥
দীপোদ্দ্যোতকরে মার্গে নৃত্যগীতসমাকুলে॥

ভবিষ্যপুরাণম্।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—নিশাভাগে বাদ্যভাণ্ড সহকারে রথারূঢ় জাগরিত হরিকে নৃত্যগীত-সমাকুল দীপালোকে আলোকিত পথে ভ্রমণ করাইবে। দেশাধিপতি স্বয়ং এই কার্য্যে যোগদান করিবেন।

অথ স্বমন্দিরং নীত্বা পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ প্রভুম্।
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্‌বিধিবদ্‌বৈষ্ণবৈঃ সহ ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

যথাবিধি রথযাত্রা সমাপনানন্তর শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা ও বৈষ্ণবগণসহ নাম-কীর্ত্তনাদি সহকারে জাগরণ করিবে। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে,—যদ্যপি উন্মীলনী প্রভৃতি মহাদ্বাদশী নিবন্ধন পূর্ব্বদিনে উপবাস না হয়, তাহা হইলে রথযাত্রার পর জাগরণ করিবে। যদি পূর্ব্বদিনে শ্রীএকাদশীর উপবাস হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে জাগরণ ও পারণদিনে রথযাত্রা করিবে।

অথ কার্ত্তিক-ব্রতোদ্‌যাপনম্।

পারণং কার্ত্তিকে শুক্লে দ্বাদশ্যান্তু ততশ্চরেৎ।
কৃষ্ণাস্যাগ্রে নিবেদ্যাথ ব্রতং কৃচ্ছ্রাগ্র্যমুত্তমম্ ॥
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্ ॥

পদ্মপুরাণম্।

কার্ত্তিকমাসে শুক্লা দ্বাদশীতে পারণ করিয়া শ্রীহরি-সমীপে ব্রতফল সমর্পণ পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিলে, শ্রীহরিধামে বাস হয়।

প্রাতর্নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা শক্ত্যা সংভোজ্য ভূসুরান্।
গৃহ্ণন্ কৃতব্রতাচ্ছিদ্রাং প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাদিকম্ ॥
দানং যথাব্রতং তেভ্যো দত্ত্বা পারণমাচরেৎ।
প্রবর্ত্তয়েচ্চ সন্ত্যক্তং চাতুর্ম্মাস্যব্রতেষু যৎ ॥

মহাভারতম্।

মহাভারতে লিখিত আছে—কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। শ্রীকৃষ্ণে ব্রতফল সমর্পণ পূর্ব্বক, ব্রতের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও ব্রতদক্ষিণা দান করিবে। যিনি যেমন ব্রত করিয়াছেন, শাস্ত্রানুসারে তদনুরূপ দান করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন এবং ব্রতে যে সমস্ত আহার্য্য বস্তু ত্যাগ করা হইয়াছিল, তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে। (আষাঢ়-মাসে শুক্লাদ্বাদশীতে গৃহীত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতেরও এই দিনে সমাপ্তি হইবে এবং সেই ব্রতেও ঠিক এই প্রকার সমস্ত করিতে হইবে)।

অথ ব্রতবিশেষে দানবিশেষঃ।

কৃচ্ছ্র যুগ্মেতু গোযুগ্মং দদ্যাদ্ বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ।
ত্রিরাত্রে মনিকং ছত্রমজাং চোপানহো তথা॥
একান্তরোপবাসেচ দদ্যাদ্গাং সমলঙ্কৃতাম্।
বিভবে চ হলান্যষ্টৌ বলীবর্দ্দযুতানি-তু॥
ভোজয়েদেকভক্তেতু বিপ্রান্ নক্তেতু ষড় রসান্।
বস্ত্রে চাযাচিতে দত্যাৎ বৃষং সস্বর্ণচন্দনম্॥
শালীন্ দদ্যাৎ ফলাহারে গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়োব্রতে।
শাকাহারেতু বিতরেদ্ ঘৃতং রাজত-ভাজনৈঃ॥
তৈলে ত্যক্তে ঘৃতং দদ্যাদ্ ঘৃতেতু বিতরেৎ পয়ঃ।
বর্জ্জিতে দধ্নিচ স্বর্ণং ক্ষীরেচ রজতং বুধঃ।
লবণে লাবণাং ধেনুং স্বর্ণং চাভ্যঞ্জনে তথা॥
পুষ্পেচ পুষ্পং সৌবর্ণ-মুপানহমুপানহি।
খট্টায়াং শয়নং কাংস্যে সঘৃতং কাংস্যভাজনম্॥

ত্যক্তে মধুনি সংদদ্যাৎ পায়সং সসিতাঘৃতম্।
মৌনীচ ঘণ্টাং সতিলাং দদ্যাচ্চ কনক-সংযুতাম্॥
ভূমিভোজী কাংস্যপাত্রং গাঞ্চ দীপস্য দানতঃ।
সঘৃতং তাম্রপাত্রঞ্চাদর্শং কেশাদি-রক্ষণে॥
দদ্যাৎ সুবর্ণপ্রতিমাং দম্পত্যো ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
সর্ব্বাভাবেতু সন্তোষ্যাচ্ছিদ্রাং বিপ্রাংস্তু বাচয়েৎ॥

পদ্মপুরাণম্।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে,—যিনি চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে কিংবা কার্ত্তিক-ব্রতে তপ্তকৃচ্ছ্র প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রত-শেষদিনে দুইটি ধেনু দান করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন। ত্রিরাত্র-ব্রত করিলে মনিক (বৃহৎজলপাত্র বিশেষ) ছত্র, পাদুকা ও একটি ছাগী দান করিতে হইবে।

একান্তরোপবাস-ব্রতে অলঙ্কৃত গোদান করিতে হয়।

এক-ভক্তব্রতে অর্থ সামর্থ্য থাকিলে, বৃষসহ আঁটটি হল প্রদান করিবে।

নক্তব্রতে মধুরাদি ছয় রসদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। অযাচিত-ব্রতে বস্ত্র এবং সুবর্ণ ও চন্দন সহ বৃষদান করিতে হয়।

ফলাহার ব্রতে শালিধান্য, পয়োব্রতে গাভী, শাকাহারব্রতে রৌপ্য-পাত্রে ঘৃত। তৈল ত্যাগ করিলে ঘৃত। ঘৃতত্যাগ করিলে দুগ্ধ দান করিতে হয়।

দধিত্যাগ করিলে সুবর্ণ; দুগ্ধত্যাগ করিলে রৌপ্য; লবণ ত্যাগ করিলে লবণ নির্ম্মিত ধেনু। অভ্যঞ্জন (তৈলমাখা) ত্যাগ করিলে তৈলপূর্ণ ঘট ও সঘৃত পায়স দান করিবে।

পুষ্পত্যাগে স্বর্ণ পুষ্প, পাদুকাত্যাগে পাদুকা; খট্টায় শয়নত্যাগ করিলে শয্যা; কাংস্যপাত্রত্যাগ করিলে ঘৃতসহিত কাংস্যপাত্র।

মধুত্যাগ করিলে শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পায়স; মৌনব্রতে (মৌন হইয়া থাকিলে) তিল, সুবর্ণ ও ঘণ্টা।

ভূমিতে ভোজন করিলে কাংস্যপাত্র, এবং গোদান করিবে।

দীপদান করিলে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র; নখকেশাদি ধারণ করিলে দর্পণ এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিলে স্বর্ণপ্রতিমা দান করিতে হয়।

অর্থসামর্থ্য না থাকিলে কিংবা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণগণের প্রীতি বিধান করিবে এবং তাঁহাদিগের দ্বারা অচ্ছিদ্রবাচন করিবে।

সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু যথোপকরণং বিনা।
বিপ্রবাক্যং স্মৃতং সম্যক্ ব্রতস্য পরিপূর্ত্তয়ে॥

স্কন্দপুরাণম্।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, যথোক্ত দ্রব্যের অভাবে কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণ বাক্যেই ব্রত পরিপূর্ণ হয়।

অথ ভীষ্মপঞ্চকাদিঃ।

আরভ্যৈকাদশীং পঞ্চ দিনানি ব্রতমাচরেৎ।
ভগবৎপ্রীতয়ে ভীষ্ম-পঞ্চকং যদি শক্নুয়াৎ॥
তথা ধাত্রী-ব্রতং পৌর্ণমাস্যাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে।
তথা নবম্যাং শুক্লায়ামক্ষয়নবমীব্রতম্॥
পৈতামহাদি কৃচ্ছ্রাণি মাসোপোষণমেবচ।
সমর্থঃ কার্ত্তিকে কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বা পাদ্মাদিতো বিধিম্॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসঃ।

সামান্যতঃ কার্ত্তিক ব্রত যে সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি সমর্থ হইলে আরও অনেক ব্রত করা যায়, তাহাই লিখিত হইতেছে। বিশেষত্ব এই যে, এই ব্রতগুলি বিধিপূর্ব্বক করিতে পারিলে, শ্রীভগবানের প্রীতি-বিধান হইবে; না করিতে পারিলেও আপত্তি নাই; কিন্তু কার্ত্তিক-ব্রত করিলে শ্রীহরির প্রীতিবিধান হয় বটে, কিন্তু না করিলে মহা-পাপ হয়।

সামর্থ্য থাকিলে, একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচদিন শ্রীহরির প্রীত্যর্থ ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিবে, ইহারই নামান্তর বকপঞ্চক। এইরূপ কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে ধাত্রীব্রত ও নবমীতে অক্ষয় নবমীব্রত করিবে। সমর্থ হইলে, পৈতামহকৃচ্ছ্র, মাসোপোষণ, বৈষ্ণব, মাহেন্দ্র প্রভৃতি বহু-ব্রত পদ্মপুরাণাদিতে লিখিত আছে। সেগুলির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীরাসযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসে তাহার কোন ব্যবস্থাদি নাই। সম্ভবতঃ সর্ব্ববৈষ্ণব সাধারণ্যে ব্যবস্থা দেওয়ার অনুরোধে কিংবা তৎকালে বহুল প্রচলন না থাকায়, শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উহার ব্যবস্থা দেখা যায় না। ক্রম-দীপিকাদি গ্রন্থে ইহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীরাস-যাত্রার শাস্ত্রীয়ক্রিয়া অতিবিরল। কোন কোনও স্থানে পূজামাত্র দেখা যায়; কাজেই তাহার পদ্ধতি না লিখিয়া কেবল দিননির্ণয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য-পাদ রাসযাত্রা সম্বন্ধে ব্যবস্থা না লিখিলেও "চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ণিমা" এই যুগ্মতিথির নিয়মানুসারে চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণি-মাতেই যে রাসযাত্রা হইবে—এইটিই তাঁহার মত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার মতানুসারে অদ্যাপি কোন কোনওস্থানে ঐরূপ প্রচলন দেখা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা না দিলেও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, রাসযাত্রার দিন পূর্ণচন্দ্র গগনে উদিত হইয়াছেন এবং ক্রমদীপিকাদি গ্রন্থেও রাসযাত্রার ঐরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই যুগ্মাদর না করিয়া প্রদোষব্যাপিনী পূর্ণিমায় রাসযাত্রার প্রচলন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে দেখা যায়।

কাজেই যিনি যে মতাবলম্বী, তাঁহার পক্ষে সেইভাবে কার্য্য করাই বিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

ইতি মাসকৃত্য-প্রকরণম্।

সমাপ্তোঽয়ং চতুর্থোল্লাসঃ।

পঞ্চম উল্লাসঃ।

কীর্ত্তন-প্রকরণম্।

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শর্ম্মণা।
বৈষ্ণবানাং প্রমোদায় কীর্ত্তনং লিখ্যতে মুদা॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

সত্য যুগে ধ্যান দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, দ্বাপরে শ্রীহরি পরিচর্য্যায় যে ফললাভ হয়, কলি-যুগে একমাত্র কীর্ত্তন দ্বারা জীবগণ সেই ফল লাভ করিতে পারে।

কলের্দোষনিধে রাজন্ অস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

কলিকালে স্বভাবতঃ জীবের বিষয়াসক্তি বাড়ে; দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য, অনৃত, প্রভৃতি মহাপাপ-সমূহ কলিকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার কলিকালের বহু দোষ আছে; এক কথায় কলিযুগ দোষের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এত দোষের মধ্যেও কলিকালের একটি মহান্ গুণ আছে এই যে, কলিকালে শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিলে জীবের মোহান্ধকার দূর হইয়া যায় ও শ্রীহরি-চরণ-প্রান্তে আশ্রয় লাভ হয়।

এইরূপ শত শত বচন দ্বারা তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রকারগণ শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; বিশেষতঃ সর্ব্ববিধ সাধন-শক্তিশূন্য কলি-জীবের কীর্ত্তনই এক মাত্র সম্বল।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নারদীয়-পুরাণম্।

কলিকালে কেবল মাত্র হরিনামই জীবের অবলম্বন ; ইহা ছাড়া গতি নাই ! গতি নাই !! গতি নাই !!!

যদিও স্মরণাদি বহুবিধ ভক্ত্যঙ্গের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—তথাপি শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তনেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণিঃ।

শ্রীবিষ্ণু স্মরণে জীবের অখিল পাতক বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু স্মরণ বহু আয়াস সাধ্য ; যেহেতু কলিজীবের মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, কামনা বাসনার তরঙ্গে সর্ব্বদা আন্দোলিত, এ অবস্থায় স্মরণ কেমন করিয়া হইবে ? সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, শ্রীগোবিন্দে সমর্পণ করিতে পারিলে ত স্মরণ হইবে ? বিশেষতঃ যাহার চিত্ত-চাঞ্চল্য বশতঃ স্মরণ করিবার শক্তি নাই, তাহার কি কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তির কোনই উপায় নাই ? তাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন—অবশ্য আছে ; কেবল মাত্র ওষ্ঠস্পন্দনের পরিশ্রম স্বীকার কর, তাহা হইলেই কীর্ত্তন হইবে ও সেই কীর্ত্তনেই শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে প্রেম লাভ করিতে পারিবে।

কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখা যায়; সকলগুলি একত্র সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। কাজেই সুধী ভক্তগণ দিগ্‌দর্শনেই বুঝিয়া লইবেন। সম্প্রতি কীর্ত্তন-স্বরূপ-বিচার ও কীর্ত্তন লিখিত হইতেছে।

অথ কীর্ত্তন-লক্ষণম্।

নাম-রূপ-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্ত্তনম্॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন।

বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু, চমৎকার-বিশেষ-পোষাৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্॥

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ।

বহু ভক্ত মিলিত হইয়া সমস্বরে কীর্ত্তন করার নাম, সংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন অপেক্ষা সংকীর্ত্তনেরই মাধুর্য্য অধিক; যেহেতু ইহা শ্রবণে পাষণ্ডেরও হৃদয় গলিয়া যায়। কাজেই সংকীর্ত্তন কীর্ত্তন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন ভেদে কীর্ত্তন চতুর্বিধ হইলেও কেবল মাত্র নাম সংকীর্ত্তনই যে প্রেম প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, এ কথা শাস্ত্রে বহু স্থানে লিখিত আছে। বিশেষতঃ নামাশ্রয় করিলেই ক্রমে ক্রমে রূপ, গুণ ও লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও এইজন্য কলিজীবের ঘরে ঘরে নামপ্রচারই করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের অনন্ত নাম ও প্রত্যেক নামেরই সমান শক্তি। ভববন্ধন মোচনে ও প্রেম প্রদানে কোন নামই অসমর্থ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রোক্ত কিংবা ব্যাস শুক প্রভৃতি ভক্ত-পরিকল্পিত নামের ত কথাই নাই, আধুনিক কল্পিত—এমন কি "ব্রাজ

"মহিষী" প্রভৃতি শব্দ মধ্যস্থ ব্যবহিত নামও জীবকে কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

সাধারণ ভাবে নামের এইরূপ মহিমা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত থাকিলেও কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা, ঔষধসেবনে বিষ্ণু চিন্তা করিবে, ভোজনে জনার্দ্দন চিন্তা করিবে, বিবাহে প্রজাপতি চিন্তা করিবে ইত্যাদি কামনা-ভেদে নাম স্মরণেরও ভেদ ব্যবস্থা দেখা যায়।

নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে শাস্ত্রে নাই, এমত নহে—

সহস্র-নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

স্কন্দপুরাণম্।

বিষ্ণু-সহস্র নাম পাঠ করিলে জীবের অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। কিন্তু সেই বিষ্ণু-সহস্রনাম তিন বার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র কৃষ্ণ নামোচ্চারণে সেই ফল লাভ করা যায়।

শাস্ত্রে এইরূপ নামবিশেষের মহিমা বর্ণিত আছে; কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়া নামবিশেষের উপর অশ্রদ্ধা করিয়া নরকে যাওয়া বিধেয় নহে। নাম মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে নামাশ্রয় করাই উচিত। আমাদের সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে—

"অত্রেবং বিবেচনীয়ম্। শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎ পরমং শ্রেয়ঃ। তত্রাপি মহদাবির্ভাবিত-প্রবন্ধাদেঃ। তত্র মহৎকীর্ত্ত্যমানস্য। ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য। তত্রাপিচ মহৎকীর্ত্ত্যমানস্যেতি। অত্র মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মন ইতিবৎ নিজা-

ভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্ত্তয়িতব্যম্। তত্রাপি সবাসনমহানুভবমুখাৎ। সর্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরম ভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে, তস্য পূর্ণভগবত্ত্বাদিতি। এবং কীর্ত্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্॥”

শ্রীভাগবতসন্দর্ভঃ।

শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণসম্বন্ধে বিবেচনা এই যে,—সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণেই জীবের পরম কল্যাণ হয়। শুদ্ধ ভক্ত কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত নাম ও লীলাপ্রবন্ধাদি যদি শুদ্ধ ভক্তকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে, তাহা শ্রবণে অচিরাৎ পরম মঙ্গললাভ হয়। শ্রীভাগবতস্থ নাম লীলাদি শুদ্ধভক্ত কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলে, তাহা শ্রবণে যে পরম মঙ্গললাভ হইবে, তাহা ত বলাই বাহুল্য। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যেমন শ্রীভগবানের অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও সমস্ত মূর্ত্তিতে ভক্তি রাখিয়া নিজের অভীষ্ট মূর্ত্তির সেবা করাই শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেইরূপ শ্রীভগবানের অনন্তনাম থাকিলেও সমস্ত নামে ভক্তি রাখিয়া নিজের অভীষ্ট নাম লীলাদিই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হয়। সমবাসনা বিশিষ্ট ভক্তের মুখে শ্রবণ করিলে আরও প্রেমোচ্ছ্বাস হয়, তাহাতে সন্দেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং তাঁহার নাম-লীলাদি শ্রবণ বহুভাগ্যের ফলে সংঘটিত হয়। কীর্ত্তনাদিতেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের সকল নাম সমান-শক্তিসম্পন্ন ও সমান ফলপ্রদ হইলেও শুদ্ধভক্তকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত ও কীর্ত্তিত, তদুপরি শুদ্ধভক্ত পরিগীত শ্রীভাগবতস্থ নাম তদুপরি নিজের অভীষ্ট নাম, সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণনামই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্য্যগণ কীর্ত্তনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্ব-

বৈষ্ণব সাধারণ্যে এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট; কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হৃদয়ের আরও একটি নিগূঢ় ধন আছে। সম্প্রদায়াচার্য্যগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তগ্রন্থে এবিষয় সুব্যক্ত না করিলেও একেবারে অব্যক্ত রাখেন নাই। প্রতি গ্রন্থের প্রতিপ্রবন্ধের প্রথমেই সেই হৃদয়ের বস্তু দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ত কথাই নাই, তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে ঐ প্রাণের ভাষার সুমধুর ঝঙ্কার।

কাজেই আমাদের কীর্ত্তনের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে ও পূর্ব্ব মহাজনের কিছু আচার দেখিতে হইবে।

বেদান্ত-কাননে পরিভ্রমণশীল শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম যখন বিশ্রামের সুখনিকেতন পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আচার দেখুন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অধিক কথা বলিব কি, যাঁহার নয়নজল-ধারায় জগতে, প্রেমের বন্যা আসিয়াছিল, সেই আমাদের প্রভু সীতানাথের কথা শুনুন—

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
আজি হইতে গাও সবে চৈতন্য গোঁসাই॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হৃদয়বীণা গৌর নামের সুরে বাঁধা ও তাহাতে গৌর রাগিণী গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণ নামের মূর্চ্ছনা উঠে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণ গৌরপ্রেমের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিলে, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রতিধ্বনি আসিবে—

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই ॥"

অধিক লিখিয়া গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝুন, তাঁহাদের অভীষ্ট নাম কি ও তাঁহাদের কৃষ্ণ কোথায়? অবহিতচিত্তে শুনিলে উত্তর পাইবেন, আমাদের অভীষ্ট নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও আমাদের কৃষ্ণ রাধাভাবে ঢাকা গৌরে বাঁধা।

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।

শ্রীনরোত্তমদাস।

সম্প্রতি প্রচলিত নাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

প্রায় ৮।১০ বৎসর হইতে এই তারক ব্রহ্ম নাম আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে কীর্ত্তিত হন। অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর, ছাপ্পান্ন প্রহর, নব রাত্রি, নগর কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যেই এই তারক ব্রহ্ম নাম ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপকতা লাভ করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? একে ত নামটি কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত, তাহার উপর আবার কলি-যুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই নাম নিজে কীর্ত্তন করিয়াছেন। নাম সাধনার প্রকট মূর্ত্তি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরও নাকি এই নামই প্রত্যহ তিন লক্ষ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন। কাজেই আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই এই নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সময় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে আর একটি ব্যবস্থা দেখা যায়। কতকগুলি মহানুভব অষ্ট প্রহরাদিতে—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥"

এই নাম কীর্ত্তন করেন। তারক ব্রহ্মনাম তাঁহারা কীর্ত্তনে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাই বলিয়া যে তাঁহারা তারক ব্রহ্ম নাম পরিত্যাগী, এমত নহে। যেহেতু তাঁহারা প্রত্যেকেই জপ মালায় তারক ব্রহ্ম নাম জপ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বক্তব্য এই যে, তারক ব্রহ্ম নাম অনাদি-সিদ্ধ; কিন্তু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের পূর্ব্বে—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥"

এইরূপ বিপরীত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছিলেন। এখনও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত কলিসন্তরণোপনিষদে এইরূপ বিপরীতই দেখা যায়। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কলিজীবের কল্যাণার্থ বিপরীত ভাব পরিত্যাগ করিয়া—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এইভাবে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র রূপে জগতে প্রচার করিয়া প্রেমে জগৎ ভাসাইয়াছেন।

**শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ-হরে কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্নি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়াঃ॥**

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীপাদ-রূপগোস্বামী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি দ্বাত্রিংশ দক্ষরাত্মক শ্রীকৃষ্ণা-কর্ষক মহামন্ত্র জয় যুক্ত হউন। যাঁহার কৃপায় এ মরজগৎ প্রেমের বন্যায় মজ্জমান।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, "চৈতন্যের যেই আজ্ঞা সেই বেদ হয়" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা মস্তকে বহন করিবেন—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই এখন দেখিতে হইবে যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এই জীব নিস্তারক নাম কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ও নিজে কেমন করিয়া ব্যবহার করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
এই ত কহিল কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

সুধীগণ এখানে স্পষ্টই বুঝিতেছেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ কি। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীধামে সন্ন্যাসি-সভায় কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখনও বলিয়াছেন—

কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বাক্যম্।

ইহাতে সরল ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, এই মহামন্ত্র শ্রীগুরু-দেবের নিকট গ্রহণ করিয়া জপ করিতে করিতে জীব কৃতার্থ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জীবশিক্ষার্থে তাহাই করিয়াছেন। এখনও আমাদের সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণে এই মহামন্ত্র প্রদান করেন ও শিষ্য মালায় জপ করেন। মেদিনীপুর, মণিপুর প্রভৃতি স্থানে এই মহামন্ত্রই দীক্ষা মন্ত্ররূপে অদ্যাপি ব্যবহৃত হন।

মানস, উপাংশু ও বাচিক এই ত্রিবিধ জপ আছে। তাহার মধ্যে বাচিক জপ উচ্চৈঃস্বরে করা যায়, কাজেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও এই মহামন্ত্র বাচিক জপ রূপে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছেন ও জপ-নিয়মানুসারে তাহার সংখ্যা রাখিয়াছেন।

বধ্নন্ প্রেমভর-প্রকম্পিত-করো গ্রন্থিং কটে ডোরকে।
সংখ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্।

ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বচক্ষে দেখিয়া বর্ণনা করিতেছেন যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ভুবনমঙ্গল শ্রীতারক ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া তাহার সংখ্যা রাখিবার জন্য প্রেমকম্পিত হস্তে কটি ডোরে গ্রন্থি বন্ধন করিতেছেন।

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো যাস্যতি পদম্॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত চৈতন্যাষ্টকম্।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার চৈতন্যাষ্টকে বর্ণনা করিয়াছেন—"হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি মহামন্ত্রের উচ্চ-উচ্চারণে যাঁহার রসনা স্ফুরিত, এই মহামন্ত্রের সংখ্যা রাখিবার জন্য যিনি গ্রন্থিসমূহ দ্বারা কটিসূত্র উজ্জ্বলিত করিতেছেন, যাঁহার কর্ণান্তস্পর্শ নয়নদ্বয় নাম জপ জন্য প্রেমে আরও বিশালতা ধারণ করিয়াছে, যাঁহার সুদীর্ঘ অর্গলতুল্য বাহুদ্বয় নাম জপ জন্য প্রেমে নানা খেলা খেলিতেছে, হায়! আবার কি কোনও দিন সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি নয়নে দেখিব।

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ প্রভুমপরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গমনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনকইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ॥

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত শচীসুতাষ্টকম্।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার শচীসুতাষ্টকে বর্ণনা করিয়াছেন,—যে দয়াময় প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজের বলিয়া কোলে টানিয়া পিতার মত উপদেশ দিয়াছেন, 'বাপ! হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গণনা করিয়া কীর্ত্তন কর। হায়! আর কি কোনও দিন সেই শচীনন্দনকে দেখিব।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই উপদেশই পাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের ত "শুনা গৌরাঙ্গ" কিংবা "শাস্ত্রের গৌরাঙ্গ" নহেন, তাঁহাদের দেখা গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্বোক্ত তিন শ্লোকে, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই তিন জন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলার পরিকর; তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে

যেভাবে মহামন্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার উপর আমরা আর কি সমালোচনা করিব। শাস্ত্রই বলুন, যুক্তিই বলুন, আর পাণ্ডিত্য বলে ভাব-ব্যাখ্যাই বলুন,—এই "দেখা কথার" নিকট কেহই স্থান পাইবেন না।

এই সকল সুস্পষ্ট প্রমাণে বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রকট লীলার পরিকরগণ কেহই তারকব্রহ্ম নাম জপ ছাড়া ব্যবহার করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীমুখের আজ্ঞা কি তাহাও কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিল না। এখন সুধীগণ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

আমাদের সম্প্রদায়ের কতকগুলি মহাত্মা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক লাগিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ যাহাই হউক বা তিনি যাহাই করুন, আমরা তারকব্রহ্ম নামই কীর্ত্তন করিব। তাঁহারা তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু যুক্তিও প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহারা বলেন যে—

"ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।"

এই মহাপ্রভুর আদেশ। তিনি জপ করিতে বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি ত কীর্ত্তন করিতে বারণ করেন নাই; অতএব তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনও করা যাইতে পারে। এ প্রকার যুক্তি দেখাইলে, সুধীগণের নিরুত্তর হওয়াই উচিত, "লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি" যাহার নয়ন নাই, তাহাকে আর দর্পণ দেখাইয়া কি বুঝাইব? তথাপি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য বলিতেছি যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে আছে—"অকার পরে থাকিলে ইকারের স্থানে যকার হয়" কিন্তু ককার যে হয় না, তাহা বলেন নাই বলিয়াই কি ককারও হইবে? এক বিষয়ে বিধি দিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা ছাড়া সমস্ত বারণ করা হইল।

তারক ব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তনকারিগণ আরও বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু গণনা করিয়া কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন; অতএব আমরা "অষ্ট প্রহর" কীর্ত্তন করি, ইহাতে অষ্টপ্রহর এই কালে গণনা হইয়া গেল।

এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে—যদি কাহাকেও বলা হয় "এই টাকাগুলি গণনা করিয়া লও" তাহা হইলে কি তিনি "এই টাকা গুলি অষ্টপ্রহর আমার ঘরে থাকিল, অতএব কালে গণনা হইয়া গেল" এইরূপ ব্যবহার করেন ?

তারক ব্রহ্ম নাম-কীর্ত্তনকারিগণের একটা বড় কথা এই যে—"হরিদাস ঠাকুর এই নাম উচ্চ করিয়া বলিতেন।" তদুত্তরে বেশী কিছু বলিতে হইবে না, হরিদাস ঠাকুর দৈনিক তিন লক্ষ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন করিতেন, ইহাতেই বুঝিবেন—তিনি কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন। বিশেষতঃ হরিদাস ঠাকুর যে তারক ব্রহ্ম নামই কীর্ত্তন করিতেন, এমন কিছু প্রমাণ নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি কেবল মাত্র কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতেন।

একদিন মায়া, সুন্দরী যুবতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হরিদাস ঠাকুরের গোফা দ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মোহন করিবার অভিলাষে নানা হাব ভাব প্রকাশ করেন; কিন্তু—

কৃষ্ণ নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হইল স্ত্রীভাব প্রকাশ॥

পরিশেষে কৃষ্ণ নাম প্রভাবে মায়া নিজেই মোহিত হইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মাদি জীবের আমি সভারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তনে কৃষ্ণ নাম শ্রবণে॥

চিত্ত শুদ্ধ হইল চাহে কৃষ্ণ নাম লইতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে॥
পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হইল কৃষ্ণ নাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারক ব্রহ্ম হয় রাম নাম।
কৃষ্ণ নাম পারক হয় করে প্রেম দান॥
কৃষ্ণ নাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেম বন্যা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর কোন্ নাম কীর্ত্তন করিতেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; অতএব যুক্তি তর্কের অবতারণা করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রাচীন সিদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চৈঃস্বরে বলেন, ইহা দেখা যায় সত্য; কিন্তু তাহাতে আপত্তির কিছুই নাই। যেহেতু তাঁহাদের হাতে সর্ব্বদাই জপমালা থাকে; এ অবস্থায় ২।১০ বার উচ্চৈঃস্বরে বলিলে, তাহা বাচিক জপেই পরিগণিত হয়।

প্রাচীন কীর্ত্তনীয়াগণ বড় দশকুশী প্রভৃতি তাল সহকারে তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতেন ও অদ্যাপি শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি করেন, কিন্তু সে কীর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন; তাঁহারা—

"গোরা জপে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি ভাবে গান করেন; তাহাতে ঐ নাম মধুর গৌর লীলাতেই পর্য্যবসিত হয়, স্বতন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন নহে।

আমরাও পূর্ব্বকালে শুনিয়াছি কোনও গৌর-লীলার অঙ্গরূপে

একবার তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিয়া, প্রাচীন প্রভুপাদগণ তাহাতে "এই নাম আমার গৌর জপে" বলিয়া আখর দিতেন। এখন দেখিতে পাই, তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিয়া তাহাতে "এই নাম আমার গৌর বলে" বলিয়া আখর দেওয়া হয়। কারণ "গৌর জপে" বলিলে আর নিজেদের মতলব সিদ্ধ হয় না।

সম্ভবতঃ কোনও প্রভাবযুক্ত গৌরভক্ত সম্প্রদায়ের উপর দ্বেষ বশতঃই আজ কাল শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে এত বহুল পরিমাণে তারক ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি হইতেছে। তারক ব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন সমর্থন করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে 'শ্রীহরি নাম মঙ্গল' নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং পরম কারুণিক পণ্ডিত মণ্ডলী তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসি প্রভুপাদগণের মধ্যেও কেহ কেহ কোন কারণ বশতঃ ইহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারক ব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণাদি 'শ্রীহরি নাম মঙ্গলে' পাওয়া যায় কি না তাহা সুধীগণ স্বচক্ষে দেখিয়া বিবেচনা করিবেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুত গোপাল দাস বাবাজী মহারাজ 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় 'শ্রীহরিনাম মঙ্গলের' প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সমালোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যাঁহারা 'শ্রীহরি নাম মঙ্গলে' নাম স্বাক্ষর করিয়া তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তনে প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত এক কলমও লিখিতে সমর্থ হন নাই।

শ্রীধাম নবদ্বীপে পূর্ব্ব বঙ্গের বহু ভক্ত প্রতি বৎসরেই আগমন করেন। 'শ্রীহরি নাম মঙ্গলে' নাম স্বাক্ষর কারি প্রভুপাদগণের মধ্যেও অনেকে কৃপা পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের ধনি ভক্তদের গৃহে উপস্থিত হইয়া অযাচিত কৃপা প্রকাশ করেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গবাসি বিচার শক্তি

বিহীন সরলচেতা ভক্তগণের মধ্যেও তারক ব্রহ্ম নামের অষ্ট প্রহরাদি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

আমি যথাযথভাবে দুই মতই আলোচনা করিলাম। দুই দলেরই চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া করযোড়ে অনুরোধ করিতেছি যে, কলি-যুগের শ্রেষ্ঠ ভজন নাম-সংকীর্ত্তনে দ্বেষাদ্বেষি পরিত্যাগ করিয়া জগতে গৌর নাম প্রচার করিয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষত্বই গৌর নাম।

"গৌর ভকতি গৌর মুকতি গৌর বেদের সার।
গৌর বলিয়া জনম যাউক কিছুই না চাহি আর॥"

এই ভক্ত-হৃদয়ের ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রতিহৃদয় ভাবিত করুন। বিশেষতঃ আমরা অপরাধী জীব। আমাদের গৌর ছাড়া গতি কি?

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার
কৃষ্ণ নাম অপরাধীর না হয় বিকার॥
নিতাই চৈতন্যে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনারা বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, জগতের জীবকে কৃষ্ণ নামে মাতাইয়া আপনারা গৌরবান্বিত হন, কি গৌর নামে মাতাইয়া আপনারা গৌরবান্বিত হন?

অধিক কথা বলিব কি, নাম-সাধনার প্রকট মূর্ত্তি শ্রীহরিদাস

ঠাকুর আজন্ম দৈনিক তিন লক্ষ কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া যখন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তখন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লয় বার বার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এখন বুঝুন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধ্য কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সকল সাধনার সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম। ইহাতে বিমুখ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

প্রেমদাতার শিরোমণি গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী আমার নিতাইচাঁদও সর্ব্বদা এই ভাবেই ভাবিত ছিলেন—

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপনেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। অধিক লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাহি না। যদি ইহার

পরেও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মৎকৃত "নাম সংকীর্ত্তন বিচার" নামক গ্রন্থ দেখিবেন।

সম্প্রতি নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি কীর্ত্তন পদাবলী দেখাইব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শেষ রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া, পুনঃ শয়ন কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ পদাবলী কীর্ত্তনের রীতি আছে, তাহা ছাড়া ও সময় বিশেষে নানাবিধ পদাবলী কীর্ত্তনের প্রচলন দেখা যায়। তন্মধ্যে—

নিশান্তে মঙ্গল আরতি।—

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোর হি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥
মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় কর তঁহি সখীগণ ভোর॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নির মঞ্ছন দোঁহে দুঁহ ভোর॥

বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় থোর ॥

প্রাতঃকালীন ভজন কীর্ত্তন।

সোঙর নব গৌর সুন্দর নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু করুণাসিন্ধু ভকত-বৎসলকারী।
বদন-চন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখ শোভা উজিয়ারী।
কুসুমে শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশন মোতিম অমিয়া হাস দামিনী ঘনয়ারী।
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণিকৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন শোভা অতি ভারি।
মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয় রতন নূপুর যজ্ঞসূত্র-ধারী।
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকত বৃন্দ
কমলা-সেবিত পাদ-পদ্ম বলি যাই বলিহারী।
কহত দীন কৃষ্ণদাস গৌর চরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ প্রেমদানকারী।

জয় রাধে শ্রীরাধে গোবিন্দ জয় রাধে শ্রীরাধে।
নন্দ-নন্দন বৃষভানু-দুলারী সকল গুণ অগাধে।

ভোর সময় কালে কোকিল বোলয় ডালে
ভ্রমর হরিগুণ গাওয়ে!

কোহি সখী উঠত কোহি সখী বৈঠত
কোহি সখী যুগল জাগাওয়ে।

উঠিয়া পালঙ্ক পরে দুঁহুজন বৈঠল
দুঁহু মুখ সুন্দর সাজে।

প্রেমরসে আগোর নাগরী নাগর—
নিভৃত নিকুঞ্জে বিরাজে—

শ্যামের চরণে মণিময় নূপুর—
না চলিতে রুণু ঝুণু বাজে—

রাধার চরণে মণিময় মঞ্জীর—
রুণু ঝুনু রুণু ঝুণু বাজে।

শ্যাম-গলে বনমালা বিরাজিত রাই গলে মতিমালে।
শ্যাম শিরে মোহন চূড়া বিরাজিত রাই শিরে বেণী দোলে।
শ্যামের বামে নবীন কিশোরী মুচকি মুচকি হাসে।

যুগল কিশোর রূপ দেখিয়াত সখীগণ
আনন্দ সাগরে ভাসে।

সব সখী মেলি করতঁহি আরতি—
জয় জয় সব সো ফুকারে।

দীন কৃষ্ণদাস মনে মনে গণই—
কবে পাব সেবা অধিকারে।

ভজন কীর্ত্তনান্তে উচ্চৈঃস্বরে গ্রামের পথে পথে টহল কীর্ত্তন করিতে হয়। তাহাতে স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বজীব কৃতার্থ হয়। টহল কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধে গোবিন্দ। এই নাম কিংবা কোনও শ্রীগৌরলীলা কীর্ত্তন করাই বিধেয়।

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।
জয় শচীনন্দন জগজ্জীব-তারণ কলুষ-নাশন অবতার।
জয় হাড়াই-নন্দন পদ্মাবতী জীবন প্রেম প্রদানকারী অবতার।
জয় শ্রীসীতানাথ শ্রীঅচ্যুত তাত গৌর আনিল করি হুহুঙ্কার।
জয় মাধব-নন্দন রত্নাবতী জীবন
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরসে মাতোয়ার।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ করে নাম সংকীর্ত্তন
পূর্ব্বরাগ গায় স্বরূপ দামোদর।
বালকবৃদ্ধ পুরুষ নারী সবে বলে গৌরহরি
কি লীলা করিল প্রভু চমৎকার।
দীন কৃষ্ণদাস বলে রেখো প্রভু চরণ তলে
ভজনবিহীন জনে কর পার।

মধ্যাহ্নকালীন ভোজন আরতি (অদ্বৈতগৃহে)

ভজ পতিতোদ্ধারণ-শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী—
দীন দয়াময়-হিত কারী॥
প্রভু লয়ে নিত্যানন্দ আনন্দে মগন।
গঙ্গাতীরে দুইজনে কৈল আগমন॥

হেন কালে শ্রীঅদ্বৈত সেথায় আসিয়া ।
কর জোড়ে প্রভু আগে রহে দাঁড়াইয়া—
প্রভু কহে সীতানাথ কেন হেথা আইলা ।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ॥
অদ্বৈত কহেন তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন ।
মোর ভাগ্য শান্তিপুরে তব আগমন ॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥
এত বলি প্রভু লয়ে আনন্দ অন্তর ।
চলিলা শ্রীসীতানাথ আপনার ঘর ॥
বসিতে আসন দিলেন রত্নসিংহাসন ।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে প্রভুর ধোয়ালেন চরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কর অবধান—।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বামে প্রভু সীতানাথ দক্ষিণে নিতাই ।
মধ্য আসনে বৈসে চৈতন্য গোঁসাই ॥
সীতাঠাকুরাণী আর শান্তিপুর-নারী ।
হুলু হুলু দেয় সবে গৌর বদন হেরি ॥
শাক সুকুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি ।
ভোগের উপরে দেন তুলসী-মঞ্জরী ॥
নাহি জানি পরিপাটি নাজানি রন্ধন ।
শুখা রুখা একমুষ্টি করহ ভোজন ॥
দধিদুগ্ধ ঘৃতছানা আর লুচি পুরী ।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী ।
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি ।

ভৃঙ্গার পূরিয়া দিল সুবাসিত বারি ॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকা দিয়ে দন্ত শোধন ॥
আচমন করিয়া প্রভু বৈসে সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
বিচিত্র পালঙ্কে প্রভু করিলেন শয়ন।
হরিদাস মুকুন্দ করে পদ সম্বাহন ॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
শেষ উচ্ছিষ্ট মাগে নরোত্তম দাস ॥

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী—
হে গিরিধারী গোবর্দ্ধন ধারী—
কেলিকলা রস মনোহারী ॥
ভজ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা।
জয় অধম উদ্ধারণ নন্দ-দুলালা ॥

———

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-বর্ণিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজনলীলা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লিখিত শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোজন-বিলাসের প্রতিচ্ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা ছাড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগৌরী-দাস ও পুরীতে শ্রীসার্ব্বভৌম গৃহে ভোজন-বিলাস দেখা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ সকল স্থানের ভোজন বিলাসেরই পৃথক পৃথক পদ রচনা করিয়াছিলেন। তথাপি সমস্ত পদগুলি একত্র করিয়া দেখিলে বড়বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। সেই জন্য সব পদগুলি মিশিয়া খিচুড়ি হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন্ লীলায় কোন্ কোন্ ভক্ত সঙ্গে ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেখিয়া সন্নিবেশ করাই ভাল। ইহা না বুঝিয়া অনেকে শ্রীঅদ্বৈত গৃহের ভোজন-বিলাস কীর্ত্তন করিতে গিয়া

চৌষট্টি মোহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী বৈসে অষ্ট কবিরাজ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

ইত্যাদি অসংলগ্ন পয়ার যোজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত খুলিয়া দেখিবেন, যেদিন শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈত গৃহে সীতাঠাকুরাণীর হস্তে ভোজন করেন, সেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীমদদ্বৈত প্রভু, হরিদাস ও মুকুন্দ এই পাঁচজন ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। আরও দেখিবেন, শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি কখনও শ্রীনবদ্বীপ কিংবা শ্রীশান্তিপুরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা দর্শন করেন নাই। ছয়চক্রবর্ত্তী কিংবা অষ্ট কবিরাজের ত কথাই নাই। ইহারা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ইহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই শ্রীঅদ্বৈত গৃহের ভোজন বিলাসে এ সমস্ত অসংলগ্ন পয়ার যোজনা করা কখনই উচিত নহে। ঘরে বসিয়া সর্ব্বজ্ঞ হওয়া অপেক্ষা গ্রন্থ দেখিয়া কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ মুখে শুনিয়া কার্য্য করাই ভাল।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোজন-বিলাস

(শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে)

ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
গদাধরের প্রাণ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ॥
শ্রীবাস শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু তথায় আইল ॥
শ্রীবাস-গৃহিণী দিলেন বসিতে আসন।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে প্রভুর ধোয়ালেন চরণ ॥
এই নিবেদন দাসীর এই নিবেদন।
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ গমন ॥
তবে মহাপ্রভু উঠি মন্দিরে চলিল।
ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু ভোজনে বসিল ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসে চৈতন্য গোঁসাই ॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে আনন্দে মগন।
যথাযোগ্য স্থানে বৈসে যত ভক্তগণ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে সারি সারি।
ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥
শ্রীবাস-গৃহিণী আর নবদ্বীপ-নারী।
হুলুধ্বনি করে সবে গোঁরা মুখ হেরি ॥

ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
ভৃঙ্গার পুরিয়ে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলেন আচমন।
সুবর্ণ খড়িকা দিয়ে দন্ত শোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে।
কপূর্ব তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
বিচিত্র পালঙ্কে প্রভু করিলেন শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে চরণ সেবন॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলে রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥
ফুলের পাঁপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে মহাপ্রভুর গায়।
আনন্দেতে গদাধর চামর ঢুলায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

সুধীগণ এই দুই পদ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকায় কেমন ভাবে মিশিয়া গিয়া একটি অদ্ভুত পদ হয়।

শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন কালীন কীর্ত্তন।

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
কলি ঘোর মোচন আনন্দ কন্দ॥
রাবণ মারি বিভীষণ উদ্ধারী।
দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণকারী॥

গোকুল সখা সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সো পঁহু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে।
সুরধুনী-তীরে বিহরে দোন ভাই।
কৃপা করি উদ্ধারিল জগাই মাধাই॥
শিব-সনকাদি যাঁকো ভেদ না পাওয়ে
সো প্রভু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে॥
ভকত-বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
দীন কৃষ্ণদাস স্বামী যাও বলিহারী॥

রাম কহে সুখভজে, কৃষ্ণ কহে দুঃখ যায়, মহিমা মহাপ্রসাদ পাওয়ে সাধু প্রেম পিরীতি লাগাই। প্রেম সে কহ শ্রীরাধেকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কি জয়, শ্রীমহাপ্রসাদ কি জয়, দাতা ভোক্তাকি জয়, রসুইয়া পুজারি কি জয়, নগর বাসীকি জয়, চারিধাম কি জয়, চারি সম্প্রদায় কি জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয়, গৌরভক্তবৃন্দ কি জয়।

মহাপ্রসাদ ভোজন কালীন ধ্বনি—

গৌরচন্দ্র অবতার শিরোমণি যো দীননাথ প্রচণ্ড।
যোহি নাহি মানত গৌরহরি সো নর হওত পাষণ্ড॥

প্রেম সে কহ ইত্যাদি।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন ভোজন করত দোন ভাই।
রোহিণী দেবী করত পরিবেশন রসবতী দেয়ত বাঢ়াই॥

প্রেম সে কহ ইত্যাদি।

এইপ্রকার নানাবিধ দোঁহাদ্বারা শ্রীভগবৎ স্মরণ-পূর্ব্বক ভক্তগণ প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন।

সন্ধ্যাকালীন আরতি-কীর্ত্তন।

শ্রীমহাপ্রভুর আরতি।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে মধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুমে দোলে গলে বনমালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো যোড়করে।
সহস্র বদনে ফণী মণি ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিচারে।
নাহি পরাৎপর যাঁকো পরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর গোবিন্দাদি চামর ঢুলাওয়ে॥
বীর বল্লভদাস শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগভরি রহিল মহিমা প্রকাশ॥

শ্রীরাধারাণীর আরতি।

জয় জয় রাধে জীকো মারণ তোঁহারি।
ঐ ছন আরতি যাও বলিহারী॥
পাট পট্টাম্বর ওড়ে নীলশাড়ী।
সীঁথকি সিন্দুর যাই বলিহারী॥

বেশ বনাওত প্রিয় সহচরী ।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী ॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মতি ।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গের জ্যোতি ॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি ।
আরতি করতঁহি ললিতা পিয়ারী ॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে ।
প্রিয় নর্ম্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥
রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহি আশা ।
দাস মনোহর করত ভরসা ॥

শ্রীমদন গোপাল আরতি ।

হরল সকল সন্তাপ জগৎকো
মিঠ তপন যায় কালো কি ।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥
গোঘৃত রচিত কর্পূরক বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থার কি ।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥
বাজে ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী
বাজত বেণু রসাল কি ।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥
চরণ কমল পর নূপুর বাজে
অঞ্জলি কুসুম গোলাল কি ।
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥

ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে

উরে দোলত বৈজয়ন্তী মাল কি।

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি ছবি

মুখ শোভা নন্দ দুলাল কি।

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

সুন্দর লোল কপোলন কিয়ে ছবি

মোহন গোকুল লাল কি।

আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি॥

সুরমণীগণ করতঁহি আরতি

ধেনুবৎস প্রতিপাল কি।

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী

নিরখত মদন গোপাল কি।

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি॥

মদন গোপাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।

গোবিন্দ গোপাল জয় জয় মদনমোহন লাল কি॥

মদনমোহন লাল জয় জয় গোপীনাথ লাল কি।

গোপীনাথ লাল জয় জয় রাধারমণ লাল কি॥

রাধারমণ লাল জয় জয় রাধাবিনোদ লাল কি।

রাধাবিনোদ লাল জয় জয় রাধা দামোদর লাল কি॥

রাধা দামোদর লাল জয় জয় গিরিধারী লাল কি।

গিরিধারী লাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি॥

যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দগোপাল কি।

নন্দগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কি॥

শচীর দুলাল জয় জয় গৌরগোপাল কি।
গৌরগোপাল জয় জয় নিতাই দয়াল কি ॥
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল কি।
অদ্বৈত দয়াল জয় জয় গদাধর লাল কি ॥
গদাধর লাল জয় জয় শ্রীবাস দয়াল কি।
শ্রীবাস দয়াল জয় জয় ভক্তবৃন্দ লাল কি ॥
আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি ॥

"হরত সকল সন্তাপ জনম কো
মিটত তলপ যম কালকি।"

এইভাবে শ্রীমদন গোপালের আরতি কীর্ত্তন বহুদিন হইতে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। ঢাকা জেলার উথলী গ্রামে প্রভু সীতানাথের বংশধর অনেক প্রভু সন্তান ৭।৮ পুরুষ হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুত প্রাণাধিক গোস্বামী মহাশয় পদ কীর্ত্তন প্রভৃতির বিশেষ সমালোচনা করেন। তাঁহার নিকট প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়।

"হরল সকল সন্তাপ জগৎ কো
মিঠ তপন যাম কাল কি।"

এই ভাবে শ্রীমদন গোপালের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে প্রাচীন পুঁথিতে প্রাপ্ত পদাংশ বড়ই মধুর। তাহাতে অতি সুন্দর ভাবে সূর্য্যাস্ত কাল বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীব্রজরাজ নন্দন এই সময়ে গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন করিলে মা যশোদা গো ঘৃত রচিত কর্পূর বাত্তি প্রভৃতি লইয়া গোপালের আরতি করেন। "হরত সকল সন্তাপ জনমকো, মিটত তলপ যম

কাল কি" এই পদাংশের অর্থ করিতে পারা গেলেও সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত হয় না। প্রচলিত পদে দেখা যায়—"সুর নর মুনিগণ কর-তঁহি আরতি, ভকত বৎসল প্রতিপাল কি" মা যশোদা যে সময়ে গোপালের আরতি করেন, সে সময়ে সুর নর মুনিগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া আরতি করিতে পারেন বটে, কিন্তু "সুরমণীগণ করতঁহি আরতি, ধেনু বৎস প্রতিপাল কি" এই প্রাচীন পুঁথির পদাংশ বড়ই মধুর।

প্রাচীন পুঁথির গোপাল আরতি অনুসারে আমি ২।১ পঙ্‌ক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম। ভক্তগণের মনোনীত হইলে ব্যবহার করিবেন।

শ্রীতুলসী আরতি (১)

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী।
বৃন্দে মহারাণী নমো নমঃ॥
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি চরণ কমলে লপটানি॥
যাঁকো নামে নিয়ত অঘনাশন
মহিমা বেদ পুরাণ বাখানি॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি
পূরণ কিয়ে বরখে বরখানি॥
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু একলা মানি॥
শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদি
ঢুঁরত ফিরত মহিমা নাজানি॥

চন্দ্রশেখর মেয়্যা তেরি যশ গাওয়ে
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী ॥

শ্রীতুলসী আরতি (২)

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী ॥
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ॥
এই মনে অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি ॥
দীন কৃষ্ণদাস কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ গুণে প্রেমানন্দে ভাসি ॥

শ্রীজয়দেবকৃত আরতি।

শ্রিত কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল-
কলিত-ললিত বনমাল। (জয় জয় দেব হরে)
(জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালা
জয় যশোদা দুলালা ভজ ভজ নন্দলালা
জয় মদনগোপালা জয় জয় দেব হরে)।
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানসহংস। (জয় জয় দেব হরে)
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল নলিনী-দিনেশ। (জয় জয় দেব হরে)

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান ! (জয় জয় দেব হরে)
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিদান ! (জয় জয় দেব হরে)
জনক-সুতা-কৃত ভূষণ জিত-দূষণ
সমর শমিত-দশকণ্ঠ। (জয় জয় দেব হরে)
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর ! (জয় জয় দেব হরে)
তব চরণে প্রণতা বয়বিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু। (জয় জয় দেব হরে)
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি। (জয় জয় দেব হরে)

শ্রীনামমালা কীর্ত্তন।

জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে। জয়দেবের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে। সীতানাথের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ রাধে। রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে। জয় জয় রাধামদনমোহন রাধামদনমোহন রাধে। সনাতনের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে। মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে. জয় জয় রাধা শ্যাম-সুন্দর রাধাশ্যামসুন্দর রাধে। শ্যামানন্দের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে। গোপালভট্টের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে। লোকনাথের প্রাণধন হে। জয় জয় রাধাদামোদর রাধা দামোদর রাধে। জীবগোস্বামীর প্রাণধন হে। জয় জয় রাধাগিরিধারী রাধাগিরিধারী রাধে। দাসগোস্বামীর

প্রাণধন হে। হরি বল বদনে হরি বল বদনে হরি বল বদনে গৌর হরিবোল বলরে।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ভজন কীর্ত্তন।

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র !
হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র !
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর !
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ্র !
হা নাথ হাড়াই পণ্ডিত পুত্র !
রস্থ জাহ্নবীপ্রাণ দয়ার্দ্র চিত্ত !
পদ্মাবতীসুত ময়ি প্রসীদ ॥
সীতাপতি শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র !
হা নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধো !
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-দয়ার্দ্র চিত্ত !
শ্রীঅচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ ॥
রত্নাবতীনন্দন প্রেমপাত্র !
হা নাথ মাধব আচার্য্যপুত্র !
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমরস বিলাস !
হা শ্রীগদাধর কুরু তেঽঙ্ঘ্রিদাস ॥
শ্রীমন্নামাদি লীলার্দ্র চিত্ত !
শ্রীঅদ্বৈতপ্রেম করুণৈকপাত্র !
হা শ্রীগৌরাঙ্গভক্তাগ্রগণ্য !
শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন ॥

শ্রীকৃষ্ণগোপাল হরে মুকুন্দ !
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ !
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী
গান্ধর্ব্বিকা শ্রীবৃকভানুকুমারী।
হা শ্রীকীর্ত্তিদাতনয়ে প্রসীদ
রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা আদি।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদির আদিতে-গৌরচন্দ্র যথা—

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ)
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় জয় শান্তিপুর পুরন্দর শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ—
জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিনপুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আর চৌষট্টি মোহান্ত।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌরভক্তবৃন্দ।

সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ।
কৃপা করি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ ॥

শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণ ইচ্ছা করিলে এই পদের সঙ্গে অন্যান্য শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভু পার্ষদগণের নাম যোজনা করিতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের গুণ বর্ণনা করিতে পারেন। দিগ্দর্শন ভাবে তাহার দুই একটিপদ সন্নিবেশ করিতেছি ; যথা—

শ্রীনন্দনন্দন গোপীজন বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরনর মুনি মনোমোহন ধাম।
জয় নিজকান্তা- কান্তি কলেবর
জয় নিজ প্রেয়সী ভাব বিনোদ
ব্রজতরুণীগণ লোচন-রঞ্জন
নদীয়া বধূগণ নয়ন আমোদ ॥ ইত্যাদি।

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারি নারায়ণ
যাঁর অংশ কলাতে গণন।
লীলা লাবণ্য ধাম আগম নিগমে গান।
যাঁর রূপ ভুবনমোহন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা-
সেই রাম রোহিণী-নন্দন।
এবে আকিঞ্চন বেশে ফিরে প্রভু দেশে দেশে
উদ্ধার করিতে ত্রিভুবন।

ব্রজের বৈদগ্ধী সার　　যত যত লীলা আর—
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাস কয়　　প্রভু মোর দয়াময়
ভজ ভজ নিতাই চরণ॥

জয় জয় অদ্ভুত　　সো পঁহু শ্রীঅদ্বৈত—
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদে রহে　　প্রেমে নদী বহে—
বসন তিতিল ঘামে।
নিজ পঁহু মনে　　সঘনে গরজনে
উঠয়ে জোরে জোরে লম্ফ।
নাচে বাহুতুলি　　কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প।
অদ্বৈত হুঙ্কারে　　সুরধুনী তীরে
আওল নাগর-রাজ।
তাঁহার পীরিতে　　আওল তুরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ।
জয় সীতানাথ　　করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন　　অদ্বৈত চরণ—
হিয়ার মাঝারে ধরি॥

শ্রীমদ্ভাগবতপাঠাদির অন্তে যুগল নাম কীর্ত্তন যথা—

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
(রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ)
জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন চন্দ্র।
জয় জয় রাধা-রমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী অনুকূল চন্দ্র।
জয় জয় পৌর্ণমাসী যোগ মায়া জয় বীরা বৃন্দ।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ ॥
জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী রতিমঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥

শ্রীহরিবাসরের গৌরচন্দ্র।

শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নিত্য আরম্ভিল প্রভু জগতের প্রাণ ॥
ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়ে বিভোলা ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে সংকীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥

যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে ।
যাঁর প্রেমে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন ।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসারবন্ধ ঘুচে।
সেই প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যাঁর নাম লয়ে শুক নারদ বেড়ায় ।
সহস্রবদন প্রভু যাঁর গুণ গায় ॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সে প্রভু নাচযে দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর ॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

শ্রীভাগবত পাঠ, শ্রীঅষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতির পূর্ব্বদিনে শ্রীঅধিবাসকীর্ত্তন যথা—

জয়রে জয়রে গোরা   শ্রী শচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম ।
কীর্ত্তন আনন্দে   শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসুগুণগান ॥
দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি   মাদল বাজত
মধুর মন্দীর রসাল ॥

শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভেল
মিলন পদতলে তাল।
কো দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতীর মাল ॥
পিরীতি ফুল শরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর।
কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ
শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচবাণ ॥
নয়নানন্দের মনে আন নাহিক মানে
আমার গদাধরের প্রাণ।
একদিন পঁহু হাসি অদ্বৈত মন্দিরে আসি
বলিলেন শচীর কুমার ॥
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার।
শুনিয়া আনন্দে আসি সীতাঠাকুরাণী হাসি
কহিলেন মধুর বচন ॥
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
কহে কিছু শচীর নন্দন।
শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে হেথা—
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে ॥
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক পৃথক জনে জনে।
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ ॥

খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া—
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ।
আরোপণ কর কলা তাহে বাঁধ ফুল মালা
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে ॥
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ।
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল তথা
নানা উপহার গন্ধবাসে ॥
সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রসে ভাসে ॥

নানাদ্রব্য আয়োজন করি করে আমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন ।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টিকরি কর সমাপন ॥
এত করি নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস ।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সভার অভিলাষ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র সকল ভকত বৃন্দ
গুণগায় বৃন্দাবন দাস ॥

আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
আম্রপল্লব সারিসারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি করে নারীগণ জয় করে
আর সবে বলে হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দমন বৈষ্ণবের আগমন
কাল হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম নিত্যানন্দ গুণধাম
গুণগায় দাস বৃন্দাবন॥

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন দেই মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥

চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব॥

অধিবাসের পরদিন যথা-সংকল্পিত জন্মোৎসব, কীর্ত্তন পাঠ কিংবা অষ্ট প্রহরাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়; তদন্তে শ্রীশ্রীনগর সংকীর্ত্তন শেষ করিয়া দধিমঙ্গল, মোহান্ত বিদায় প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে হয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মোৎসব।

এতিন ভুবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম॥
শোকদুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম।
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজ রায়
লাভা দেবী তাহার গৃহিণী॥
শান্তিপুরে করি স্থিতি কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী।
কলিহত জীব দেখি মনে দুঃখ পায় অতি
ভক্তে আরাধিয়ে ভগবান্॥
সেই আরাধন কাজে লাভাদেবী গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হইলা অধিষ্ঠান।
মাঘমাসে শুভক্ষণে শুক্ল সপ্তমী-দিনে
অবতীর্ণ হইলা মহাশয়॥

দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয়।
আচম্বিতে জগজ্জনে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়ে কিছুই না জানে।
এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইব হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে ॥ ১ ॥

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম, যে আছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ ॥
সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বদন কমল শোভা।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবাসিত, জগজন মনোলোভা ॥
নাভি সুগভীর, পরমসুন্দর, নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ জিতি কত বিধুমণি ॥
মহাপুরুষের, চিহ্নমনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হ'তে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে ॥
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি, আনন্দ-সায়রে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া, নিরখয়ে অনিমিষে ॥
তাহার মাতারে, করে পরিহারে, কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্যসীমা, কি দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ গদ ভাষা।
জগত তারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ২ ॥

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব, ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকালে-সর্পবিষে, দগ্ধজীব মিথ্যারসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি

নিজকন্যা পুত্রোৎসবে, ধনব্যয় করে সবে, নাহি অন্য শুভকর্ম্ম-লেশ ।
যক্ষ পূজে মদ্যমাংসে, নানারূপে জীবহিংসে, এই মত হৈল সর্ব্বদেশ ॥
দেখিয়ে করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশ ।
ব্রজরাজ-কুমার, সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার, করাইব এই অভিলাষ ॥
সব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ, শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে, কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥ ৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ।

রাঢ়দেশ নাম, একচাকা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর ।
শুভ মাঘমাসি, শুক্ল ত্রয়োদশী, জনমিল হলধর ॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র-মহোৎসব করে ।
ধরণীমণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ নাহিক ধরে ॥
শান্তিপুর-নাথ, মনে হরষিত, করি কিছু অনুমান ।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন, আনন্দ-সাগরে ভাসে ।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, কহে দীন কৃষ্ণ দাসে ॥ ১ ॥

প্রেম আনন্দ কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে ।
ঘুচল সকল দুঃখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ, ভাসে লোক আনন্দ-হিল্লোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম ।
কনক চম্পক কাঁতি, অঙ্গুলে চাঁদের পাঁতি, রূপে জিতল কোটি কাম ।
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি, দীঘল নয়ন ভাও ধনু ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ, তল থল-পঙ্কজ, কটি ক্ষীণ করি-অরি-জনু ।
চরণ কমলতলে, ভকত ভ্রমর বুলে, আধবাণী আসিয়া প্রকাশ ॥

ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইবে সবে, কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস ॥ ২ ॥

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ। পাতিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়। সবারে করুণা নয়নে চায় ॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। রূপ হেরি তার নয়ন ঝরে ॥
দেখি সবে মনে বিচার করে। এই কোন মহাপুরুষ নরে ॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ। ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাধ ॥
মনে কর ইহায় হিয়ার ভরি। নয়নে কাজর করিয়া পরি ॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। এহেন বালক দিল বিধাতা।
এত কহি কাহার নয়ন দিয়া। আনন্দ ধারা পড়ে বাহিয়া ॥
কারো স্তন বাহি দুগধ ঝরে। কেহো যায় তারে করিতে কোরে।
এসব বিকার রমণী গণে। শিবরাম আশা করয়ে মনে ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিল গোরা পড়ে হুলাহুলি ॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিলা জনম গোরা যাবে সব দুখ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয় ধ্বনি সুরকুলে কুসুম বরিষে ॥
জগভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবাল বনিতা আদি নর নারীগণ ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল ॥
সেইকালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥

দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥ ১ ॥

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে ।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী ।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণপ্রকাশ ।
দূরে গেল অন্ধকার হইয়া নিরাশ ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার ।
যশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥
শচীর উদরে জন্ম এবে নদীয়াতে
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা ।
গৌর-পদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥ ২ ॥

হের দেখ গিয়া, নয়ন ভরিয়া—কি আর পুছসি আনে ।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে চাঁদের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখ বান, কষিত কাঞ্চন, রূপের নিছনি গোরা ।
শচীর উদর, জলদে নিকসিল, স্থির বিজুরী ধারা ॥
কত বিধুবর, বদন উজোর, নিশি দিন সম শোভে ।
নয়ন ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে, ধায় মকরন্দ লোভে ॥
আজানু-লম্বিত ভুজ সুবলিত, নাভি হেন সরোবর ।
কটি করি অরি, উরু হেমগিরি, এ লোচন মনোহর ॥ ৩ ॥

প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র। দশদিকে বাড়ে আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজবজ্র শোহে। সব অঙ্গে জগমন মোহে॥
দূরে গেল সকল আপদ। ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন তছু পদে গান॥ ৪॥

শ্রীচৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপ হর, শ্রীমুখ সুন্দর, দেখিয়া সকলে বিভোর রে॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি যত দেব, সবাই নররূপ ধারি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
কেহ কহে স্তুতি, কারো হাতে ছাতি, কেহ চামর ঢুলায় রে।
পবন হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, কেহ নাচে কেহ গায় রে॥
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি রে।
মানুষ দেবে মেলি, এক ঠাঁই করে কেলি, আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে, প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে, দুর্জ্জ্বেয় চৈতন্য খেলা রে॥
সকল শক্তিসঙ্গ, আইলা শ্রীগৌরাঙ্গ, পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
রাহু ধরল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু, কলিমর্দ্দন বালা রে॥ ৫॥
দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মহুরি জয়ধ্বনি, গাওয়ে মধুর বিশাল রে।
বেদের অগোচর, ভেটিব গৌর বর, বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
আনন্দ ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজে রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য প্রকাশে, পাইল নবদ্বীপ মাঝে রে॥
অন্যোন্য আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন, লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরবাসী, জনম উল্লাসী, আপন পর নাহি জানে রে॥

ঐছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে, আওল শুনি হরি নাম রে।
পাইয়া গৌররসে, বিভোর পরবশে, চৈতন্য জয় জয় গান রে।
দেখিলা শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে, যৈছে কত কোটি চাঁদ রে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে॥
সকল শক্তি সঙ্গ, আইলা শ্রীগৌরাঙ্গ, পাষণ্ডী কেহ নাহি জান রে॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব।

তদুচিত গৌরচন্দ্র।

পূরব জনম, দিবস দেখিয়া, আবেশে গৌরাঙ্গ রায়।
নিজগণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া, নন্দ-মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত খোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধামোহন দাসে॥

শঙ্খ দুন্দুভি-বাজে নাচে দেবগণ
জয় জয় হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী।
দশদিক্ নিরমল শুভক্ষণ জানি॥
জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
অন্তরীক্ষে দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজায়া।
অভিষেক করে দেবে জয় জয় দিয়া॥
অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব্ব।
মঙ্গল জয় করে দেই দেব পত্নী সর্ব্ব॥
কত কত কোটি চাঁদ জিনিয়া উদয়।
এ দ্বিজ মাধবে কহে আনন্দ হৃদয়॥ ১॥

নিদ্রায় অচেতন রাণী কিছুই না জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে॥
ব্রজরাজ বলি রাণী ডাকে ধীরে ধীরে।
শুনিয়া আইল নন্দ সূতিকা-মন্দিরে॥
হরল গেয়ান দেখি আপন তনয়।
লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া উদয়॥
উপনন্দ অভিনন্দ সন্নন্দ নন্দন।
একে একে আসি সভে ভরিল ভবন॥
যে যায় দেখিতে পুনঃ আসিতে না পারে।
জগন্নাথ দাস দেখি ধৈরজ না ধরে॥ ২॥

গোকুল নগরক, নর নব রঙ্গিণী, যশোদা মন্দিরে গেল।
নব দুর্ব্বাদল, ধান্য কুসুম ফল, বালক শিরোপর দেল॥

যশোমতী প্রতি, কহ তঁহি এক ধনি কৈছন বালক দেখি ।
কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহ ত্রিভুবনে পুণ্যপুঞ্জ তব লেখি ॥
শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন ভাসই আনন্দ হিল্লোলে ।
আপন হৃদয় সঞে, করে ধরি বালক, দেয়ল তাকর কোলে ॥
গদগদ যশোমতী, কহই সকল প্রতি, মঝু নহ তুঁহ সবাকর ।
কহ যদুনন্দন, একে একে সবজন, পরশিয়া আনন্দ অপার ॥ ৩ ॥

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী ।
দেখিলা যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি ॥
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে ।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল হরষিত হইয়া ।
রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া ॥ ৪ ॥

নন্দ সুনন্দ, যশোমতী রোহিণী, আনন্দে করত বাধাই ।
গোকুল নগর, লোক সব হরষিত, নন্দমহল চলু যাই ॥
গোরোচনা জিনি, গৌরী সুনাগরী, নব নব রঙ্গিণী সাজ ।
নন্দসুত সবে, হেরইতে আনন্দে, লোক চলত পথমাঝ ॥
আনন্দ কো করুওর ।
পন্থহি গান, তাল কত করতঁহি, মনসুখে সবজন ভোর ॥

আওল নন্দ, মঙ্গল মহো আনন্দে, অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিনী, লেই সব গোপীগণ, করতঁহি সব জনপ্রীত।
যশোমতী বয়ন, হেরি সবে পুছত, কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া, আনন্দ ধনজন, পূণ ভুবনে কত লেখি॥
গোপ গোপীগণ, দধিঘৃত মাখন, ঢালত ভারহি ভার।
কহ শিবরাম, সকল দুঃখ মিটব, আনন্দে কো করু পার॥ ৫॥

যশোদা-নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি, কৌতুকে নাচে গোপরাণী
তৈল হরিদ্রা পায়, সভে সভার অঙ্গে দেয়, হুলাহুলি দিয়া জয়ধ্বনি॥
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ নানা বাদ্য বায়,
নন্দের আনন্দের নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে, ঘন ঘন হরি বোলে।
কি কহিব যশোদার মহিমা॥ ৬॥

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধিদুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এদাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥ ৭ ॥

জয় জয় ব্রজ ভরিয়া।

উপনন্দ অভিনন্দ, সন্নন্দ নন্দ নন্দন, পাঁচ ভাই নাচে বাহু তুলিয়া ॥
যশোধর যশোদেব, সুদেব আদি গোপ সব, আনন্দে নাচয়ে সবে মাতিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে নাচে গোপবৃন্দ,হাতে লড়ি কাঁধে ভার করিয়া ॥
খেলে নাচে খেলে গায়, সূতিকা-মন্দিরে ধায়, গীরয়ে বালক মুখ হেরিয়া।
দধিদুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালয়ে আঙ্গিনা পরে, কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া ॥
লগুড় লইয়া করে, নাচয়ে ধীরে ধীরে, নন্দের জননী বড়িয়াসি বুড়িয়া।
যত ব্রজ গোপনারী, জয় কার ধ্বনি করি, আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া ॥
নর্ত্তক বাদক যত, ধাওত শত শত, ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া।
ভোর হইল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব, এদাস শিবাই নাচে ফিবিয়া ॥ ৮

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে নড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দ আবেশে ঢালে নাহিক অবধি ॥
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়া হুড়ি।
হাতে লড়ি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি ॥

গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশু মুখ হেরি॥
লক্ষ লক্ষ গো, ধেনু অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি॥
দেহ দেহ রাণী বই আর নাহি বোল।
সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল॥ ৯॥

রোহিণীর কোলে বলাই সূতিকা মন্দিরে।
আনন্দে অধীর হয়ে চৌদিকে নেহারে॥
তা দেখি রোহিণী দেবী পুত্র কোলে করি।
যশোদার ঠাঁই আইলা যেথা শিশু হরি॥
আনন্দেতে যশোমতী বলাই কোলে নিল।
আপন দক্ষিণ কোলে যত্নে বসাইল॥
বাম কোলে আছে কৃষ্ণ দক্ষিণেতে রাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত কোটি কাম॥
জননীর কোলে দোঁহে আনন্দে মগন।
দোঁহে দোঁহা নিরখয়ে থির নয়ন॥
দেখিবারে গোপ গোপী ছুটিয়া আইল।
এ রাধাবিনোদের মন আনন্দে ভাসিল॥

যশোদার কোলে রাম কৃষ্ণের মিলন বড়ই মধুর। কিন্তু প্রচলিত ও মুদ্রিত পদাবলী দেখিলে সে মধুরতা রক্ষা করা কঠিন হয়; কারণ প্রচলিত পদে দেখিতে পাই রোহিণী আনন্দে নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার পিছে পিছে বলরাম ছুটিয়া বেড়াইতেছেন ও অঙ্গুলি সঙ্কেতে সূতিকাগার দেখাইয়া দিতেছেন। এই ভাব দেখিয়া রোহিণী দেবী বলরামকে কোলে করিয়া যশোদার নিকটে আসিলেন ও যশোদার কোলে রাম কৃষ্ণ মিলন হইল ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীভাগবত শ্রীগোপাল-চম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থরচনায় বুঝা যায়, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আট দিনের বড, কাজেই এ অবস্থায় রোহিণীর পাছে পাছে ছুটিয়া সূতিকা-গার দেখান কোন মতেই সম্ভব পর হয় না; কাজেই প্রচলিত পদ পরিত্যাগ করিয়া একটি নূতন পদ রচনা করিয়া দিতে বাধ্য হই-লাম। আশা করি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

শ্রীরাধিকা জন্মোৎসব।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দে ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানুপুরে, উদয় করল জনু॥
গদাধর মুখ হেরি পুনঃ পুনঃ, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, মহামহোৎসব গায়।
দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি॥

গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল—এ হেন, আনন্দে, এদাস বল্লবী গায়॥

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, শ্রীমতী জনম সেই কালে।
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি, জয় জয় দেই কুতুহলে॥
বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় রাধে শ্রীরাধে বোলে।
কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হৈলা মহাসুখী, দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, আইল সবে কীর্ত্তিদা মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈল অনুকূলে, এহেন বালিকা মিলে তোরে
মনের মনে হেন লয়, এহো ত মানুষ নয়, কোনছলে কেবা জনমিলা।
ঘন শ্যাম দাস কয়, না করহ সংশয়, কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা॥ ১॥

এ তোর বালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানুপ্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোণেতে রেখেছ, এহেন সোনার মেয়ে॥
তড়িত জিনিয়া, বরণ সুন্দর, মুখে হাসি আছে বাঁধা।
গণকে যে নাম, সেনাম রাখুক, আমরা রাখিনু রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে, সঙরিবা যদি জিয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ, ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানাদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ॥ ২॥

জয় জয় কলরব বৃষভানুপুরে।
আনন্দ অবধি নাই প্রতি ঘরে ঘরে॥
কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিদা বটে গোপ গোপী বলে।
কোন কীর্ত্তিফলে এই মূর্ত্তিমতী কোলে॥
কেহ বলে বৃষভানু ভানু মেনে বটে।
নহিলে বা কার ভাগ্যে হেন কন্যা ঘটে॥
কেহ বলে একি কথা চেয়ে দেখ মাই।
ত্রিভুবনে হেন রূপ কোন জনে নাই॥
রূপের ছটা চাঁদের ঘটা না পারি লখিতে।
দেখি আঁখি জুড়াইল পরাণ সহিতে॥
রূপ দেখিতে বুক ভাসিছে আনন্দ পাথারে।
আপনি নাচিছে পদ কি আর বিচারে॥
জনমে জনমে যেন হেন নিধি মিলে।
কেহ বলে মনের কথা তুমি সে কহিলে॥
যত সুমঙ্গল আছে করহ নিছনি।
ব্রাহ্মণ আনিয়া দান দেহ রত্ন মণি॥
মগ্ন মনে গোপগণে করে মহোৎসব।
কবে হব কৃষ্ণকান্ত সে সব সম্ভব॥ ৩॥

আজ কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।

নানা বাস ভূষা পরি, ধায়ত গোপনারী, রহিতে না পারে ধৃতি ধরিয়া।
কিবা অপরূপসাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনী, বালিকা বদন বিধু হেরিয়া॥
সুভানু সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু নাচে সব গোপী তায় ঘেরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি, বসন উড়য়ে ফিরি ফিরিয়া।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ, ঢালে কারো মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল কত, কৌতুকে দেখয়ে নর হরিয়া॥ ৪॥

বৃষভানু পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্ন ভানু সুভানু নাচে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে।
আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥

গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ এই মাত্র রোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা নাজানি॥
কত কত পূর্ণ চন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়॥ ৫॥

ব্রজেশ্বরী যশোমতী আনন্দিত চিতে॥
কীর্ত্তিদা মন্দিরে যায় বালিকা দেখিতে।
দেখয়ে কীর্ত্তিদা কোলে চাঁদের উদয়।
মহানন্দে যশোমতীর চক্ষে ধারা বয়॥
যশোদার কোলে কৃষ্ণ আনন্দেতে ভাসি।
নেহারে বালিকা মুখ অন্তর উল্লাসি।
তা দেখি কীর্ত্তিদা রাণী গোপাল কোলে নিল।।
আপনার দক্ষিণ কোলের উপরে রাখিলা॥
বাম কোলে আছে রাধা দক্ষিণে গোপাল।
আনন্দে অধীর দোঁহে করয়ে সম্ভাল॥
দেখিয়া সভার মন আনন্দে ভাসিল।
এ রাধাবিনোদ কহে যুগলে মিলিল॥ ৬॥

শ্রীশ্রীপ্রভু সীতানাথ প্রভৃতির জন্মোৎসব দিন যথাবিধি অভিষেকাদি সমাপনান্তে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে জন্মলীলা গান করিতে হয়।

অষ্টপ্রহর নগর কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে নগর কীর্ত্তনের পর দধি মঙ্গল, মোহান্ত বিদায় প্রভৃতি পদ গান করিতে হয়। কোন কোনও স্থানে দধি মঙ্গল ও মোহান্ত বিদায়ের পৃথক পদ দেখা যায়; কোনও স্থানে বা একপদেই দুই কর্ম্ম সমাধান হয়। শেষোক্ত পথই সমীচীন।

দধিমঙ্গল মোহান্ত বিদায় কীর্ত্তন যথা—

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ।
দধি মঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচী নন্দন॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার করেতে ধরিয়া।
কহিছেন মহাপ্রভু কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
গোলোকের সম্পদ হরিনাম সংকীর্ত্তন।
কেমনে বিদায় দিব মোহান্তের গণ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ আইল ধাইয়া।
ভূমিতে ফেলিল ভাণ্ড আছাড় মারিয়া॥
দ্বাদশ গোপাল গেল আপন ভবন।
চৌষট্টি মোহান্ত গেল নিজ নিকেতন॥
নিত্যানন্দ চলি গেলা আপনার বাস।
ভূমিতে পড়িয়ে কাঁদে নরোত্তম দাস॥

———

দধি মঙ্গলাদির পরে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনে মহোৎসব পূর্ণ করিতে হয় ।

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা ।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি গিয়ে ব্রজে কৈল বাস ।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ॥
এই ছয় গোসাঞি যার তার মুঞি দাস ।
তা সবার পদ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস ॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ ।
নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

বোল হরি বোল, বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল হরি গৌর হরি বোল ॥
গৌর হরি বোল গৌর নিত্যানন্দ বোল।
নিত্যানন্দ বোল সীতা অদ্বৈত বোল ॥
অদ্বৈত বোল গৌর গদাধর বোল।
গদাধর বোল গৌর শ্রীনিবাস বোল।
শ্রীনিবাস বোল গৌর ভক্তবৃন্দ বোল।
ভক্তবৃন্দ বোল শ্রীধাম নবদ্বীপ বোল ॥
নবদ্বীপ বোল গঙ্গা ভাগীরথী বোল।
যার তীরে নীরে বিহরয়ে গৌর কিশোর ॥

প্রেম ধ্বনি।

গৌর হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।
প্রেম সে কহো শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্যাদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কি জয়।
কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কি জয়।
প্রেমদাতা পতিত-পাবন শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় ॥
মহাবিষ্ণু-অবতার-গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীমদদ্বৈত প্রভু কি জয়।
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি কি জয়। শ্রীবাস পণ্ডিত কি জয় ॥
গৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয়। নাম সংকীর্ত্তন কি জয় ॥
খোল করতাল কি জয়। শ্রীধাম নবদ্বীপ কি জয় ॥
গঙ্গা ভাগীরথী কি জয়। চারি ধাম কি জয় ॥
চারি সম্প্রদায় কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয় ॥
আপন আপন গুরু গোবিন্দ কি জয়। ইত্যাদি।

ইতি পঞ্চমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ ॥

———

ষষ্ঠ উল্লাসঃ।

স্তব-প্রকরণম্।

নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং রাধাবিনোদ-শর্ম্মণা।

আকরাৎ কিঞ্চিদাহৃত্য স্তবরত্নং প্রদর্শ্যতে ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্।

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।

প্রাপ্তস্য কারুণ্য-গুণার্ণবস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তননৃত্যগীত-বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।

রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানা-শৃঙ্গারতন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।

যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

চতুর্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ,-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।

কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার,-মাধুর্য্যলীলাগুণরূপনাম্নাম্।

প্রতিক্ষণ-স্বাদনলোলুপস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জ-যূনোরতিকেলিসিদ্ধ্যৈ, যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।

তত্রাতি দাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ, রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেবমুচ্চৈ, র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ, সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্তএব ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীস্তবামৃতলহরীধৃতং শ্রীগুরুদেবাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ॥ (১)

শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।

সদোপাস্য শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদম্ ॥ ১
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশু-পালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদয়িতঃ
প্রপন্নশ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতরলঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতিপদম্ ॥ ৩

রসোদ্দামা কামার্ব্বদমধুরধামোজ্জ্বলতনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরনিকর-বিদ্যোতিবসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্॥ ৪

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৫

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্॥ ৬

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবিনীলাচলপতেঃ
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৭॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-স্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক-নবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৮

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণপদবী মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভস্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমলপদাম্ভোজযুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী॥ ৯

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্। (২)

কলৌ যং বিদ্বাসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহু র্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১
চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং
জয়েদ্ ঘোষৈঃ সম্যগ্ বিরচিতশচীশোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ডদ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিত-কটিঃ
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ২
অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং ন কৃপয়তু॥ ৩

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতি-মধিদৈবং ত্রিজগতি ।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালং কুর্ব্বন্ ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিরাং নঃ কৃপয়তুঃ ॥ ৫

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃতরসং
দৃশো র্দ্বারা যস্তং বমতি ঘনবাষ্পাম্বুমিষতঃ ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিত তনুঃ
স দেব শ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬

তনূগাবিষ্কুর্ব্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসৎ
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণগজরাজাঞ্চিতগতিঃ ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮

শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবক-নব-সৌরভ্যনিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্ ।
স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদসরোজে প্রণয়িতাং
দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীশচীসুতাষ্টকম্ ।

শ্রীশ্রীশচীসুতায় নমঃ ।

উপাসিত-পদাম্বুজ স্বমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্যে পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ ।
সমস্তনতমণ্ডলী স্ফুরদভীষ্টকল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥

ন বর্ণয়িতু মীশ তে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ২

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভি রপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে ।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে ! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩

নিজপ্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গবিস্মাপিত

ত্রিনেত্র! নতমণ্ডল প্রকটিতাঙ্গুরাগামৃতঃ

অহঙ্কৃতি-কলঙ্কিতোদ্ধত জগাদি দুর্বোধ! হে

শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৪

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়ঃ

ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ।

ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং

শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৫

মুখাম্বুজ পরিস্খল ন্মৃদুলবাঙমধূলী রস-

প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গরঙ্গোৎকর!

সমস্তজন মঙ্গলপ্রভব নাম-রত্নাম্বুধে!

শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম ॥৬

মৃগাঙ্গমধুরানন-স্ফুরদনিদ্রপদ্মেক্ষণ!

স্মিতস্তবকসুন্দরাধর! বিশঙ্কটোরস্তট!

ভুজোদ্ধত ভুজঙ্গমপ্রভ! মনোজকোটিদ্যুতে!

শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥৭

অহং কনককেতকীকুসুমগৌর! দুষ্টঃ ক্ষিতৌ

ন দোষলবদর্শিতাবিবিধদোষপূর্ণেঽপি তে!

অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল! ত্বাং ভজে

শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ! মন্দে কৃপাম্॥ ৮

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব! ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচী-হৃদয়নন্দন! প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র! প্রভো!
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব! তেভ্যঃ শুভম ॥ ৯

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশচীসুতাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীশচী-সুতাষ্টকম্।

হরি দৃ'ষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীমাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ১

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহু র্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদপরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদকমল নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্র মরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রিদ্যুতিভি রভিতঃ সেবিততনুঃ।

মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুরনামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতি কৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫

পুরঃ পশ্যন নীলাচলপতিমুরুপ্রেমনিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬

মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতিবিজিতবন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটিনিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিতপুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭

সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গোকুলবিধো
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়নজলধারাবিততিভিঃ।

মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশ-বিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী-বিরচিতং
শ্রীশ্রীশচী সূন্বষ্টকং সমাপ্তম্।

---

(১) শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকম্।

কনকরুচিরগৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ
প্রকৃতিমধুরখেলঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ।
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ১

বহুলচিকুরবন্ধঃ স্নিগ্ধমুগ্ধপ্রবন্ধঃ
প্রসরপুরপুরন্ধ্রীচিত্তসন্তানমন্ত্রী।
বিহিতবিবিধবেশ-দ্যোতিতাশেষদেশঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥ ২

বিকসিতশতপত্র-দ্যোতিবিস্ফারনেত্রঃ
প্রিয়মৃদুলপবিত্র-স্নিগ্ধদৃক্প্রেমপাত্রঃ।

অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোল্লাসচ্চারুগাত্রঃ।

স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৩

মলয়জকরবীরশ্চিদ্বিলাসাতিধীরঃ

সুবিমলসিতরক্ত-প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ।

রভসময়বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ

স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৪

সকলরসবিদগ্ধঃ সর্ব্বভাবপ্রশুদ্ধঃ

সকলসুখবিনোদ-খ্যাতনিত্যপ্রমোদঃ।

সকলসুখদনামা ধন্যতারুণ্যধামা

স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৫

অবিরতগলদস্রঃ প্রেমধারাসহস্রঃ

স্নপিতসকলদেশঃ খ্যাতনামোপদেশঃ।

ভুবনবিদিতসর্ব্ব-প্রাণিনিস্তারগর্ব্বঃ

স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৬

ঘনপুলককদম্বঃ স্থূলমুক্তাসমাম্ভঃ-

স্নপিততরহৃদোরঃ প্রেমহুঙ্কারঘোরঃ।

সদয়মধুরমূর্ত্তি বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ

স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র॥ ৭

অখিলভুবনকর্ত্তা দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা

কলিকলুষনিহন্তা দীনদুঃখৈকশান্তা।

নিরবধিনিজগাথা-কীর্ত্তনানন্দদাতা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৮

সুরমুনিগণবন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যেকসিন্ধুঃ
প্রকটসুরভিনন্দ শ্রীলপদারবিন্দঃ।
নটনমধুরমন্দঃ সুপ্রগাঢ়প্রবন্ধঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ৯

সকলনিগমসারঃ প্রেমপূর্ণাবতারঃ
প্রচুরগুণগভীরঃ সর্ব্বসন্ধানধীরঃ।
অধমপতিতবন্ধুঃ পূর্ণকারুণ্যসিন্ধুঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ১০

মধুরিমণি মনোজ্ঞস্তাণ্ডবাত্যন্তবিজ্ঞ-
স্তরুণিমণি বিচিত্রঃ প্রেমনিস্তারপাত্রঃ।
মহিমনি নিজনাম গ্রাহিসম্পূর্ণকামঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥ ১১

শ্রীগৌরাঙ্গনটেন্দ্রস্য স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্।
যঃ পঠেৎ পরমপ্রীতঃ স প্রেমসুখভাগ্ ভবেৎ॥ ১২

ইতি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ ।

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং

হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখম্ ।

সদা ঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ১

রসানামাধারং স্বজনগণসর্ব্বস্বমতুলং

তদীয়ৈক প্রাণপ্রতিমবসুধাজাহ্নবিপতিম্ ।

সদা প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ২

শচীসূনুপ্রেষ্ঠং নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং

কলৌমজ্জজ্জীবোদ্ধরণকরণোদ্দামকরুণম্ ।

হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতিহরং

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা

তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে ।

ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ ! কুরু হরিহরিধ্বানমনিশং

ততো বঃ সংসারাম্বুধিতরণদায়ো ময়ি লগেৎ ।

ইদং বাহুস্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং

ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥ ৫

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণকুম্ভোদ্ভবমহো

সতাং শ্রেয়ঃসিন্ধূন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতম্।

খলশ্রেণীস্ফূর্জত্তিমিরহরসূর্য্যপ্রভমহং

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৬

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি

ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্।

প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্-

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৭

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং

মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দহৃদয়ম্।

ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ মদয়ন্তং পুরজনান্

ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৮

রসানামাধানং রসিকবরসদ্বৈষ্ণবধনং

রসাগারং সারং পতিততিতি-তারং স্মরণতঃ।

পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-

স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯

ইতি শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিতং

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকম্।

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগরভূপ-বরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ১

ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্র বিনিন্দিত-লাটি বিধুম্।
মৃদু-মন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ২

সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্।
ভৃশ লাঞ্ছিত-নীলসরোজদৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৩

অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতি-দোলিত-মাকরকুণ্ডলকম্।
কটি-বেষ্টিত-পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৪

কল-নূপুর-রাজিত-চারুপদং
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৫

ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম্।
ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৬

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দহরিং
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুম্।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৭

বৃষভানুসুতা-বর-কেলি-পরং
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্॥ ৮

ইতি শ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীরাধিকাষ্টকম্।

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপীমরালী।
ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ১

স্ফুরদরুণদুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-

স্থলমভি বরকাঞ্চীলাস্যমুল্লাসয়ন্তী ।

কুচকলসবিলাস-স্ফীতমুক্তাসরশ্রীঃ

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব্বকান্তিঃ সমুদ্যৎ-

তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।

দর-বিকসিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং

ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।

মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪

ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং

পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।

সুললিতললিতান্তঃস্নেহফুল্লান্তরাত্মা

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথপ্রসূনৈঃ

স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে ।

অঘবিজয়বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬

প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
দ্রুতগতিহরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতীনম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৭

অমল-কমলরাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু॥ ৮

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্দাসগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীরাধিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বাষ্টকম্।

অনুবিধ-বিদগ্ধতাস্পদ-বিমুগ্ধ-বেশ-শ্রিয়ো-
রমন্দ-শিখিকন্ধরা-কনক-নিন্দি-বাসস্ত্বিষোঃ।
স্ফুরৎ-পুরটকেতকীকুসুম-বিভ্রমাভ্র-প্রভা-
নিভাঙ্গ-মহসোর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্॥ ১

সমৃদ্ধ-বিধু-মাধুরী-বিধুরতা-বিধানোদ্ধুরৈ-

নবাম্বুরুহ-রম্যতা-মদ-বিড়ম্বনারম্ভিভিঃ।

বিলিম্পদিব বর্ণকাবলি-সহোদরৈর্দিকৃতটী-

মুখদ্যুতিভরৈর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্॥ ২

বিলাস-কলহোদ্ধতি-স্খলদমন্দ-সিন্দূরভা-

গথর্ব্ব-মদনাঙ্কুশ-প্রকর-বিভ্রমৈরঙ্কিতম্।

মদোদ্ধুরমিবেভয়োর্মিথুনমুল্লসদ্‌বল্লবী-

গৃহোৎসবরতং ভজে ব্রজনবীন-যূনোর্যুগম্॥ ৩

ঘন-প্রণয়-নির্ঝর-প্রসর-লব্ধ-পূর্ত্তের্ম্মনো-

হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতম্।

স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নবকদম্ব-জৃম্ভশ্রিয়ং

ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজ-নবীনযূনোর্যুগম্॥ ৪

অনঙ্গরণবিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং

মিথশ্চল-দৃগঞ্চলদ্যুতি-শলাকয়া কীলিতম্।

জগত্যতুলধর্ম্মভির্ম্মধুরনর্ম্মভিস্তম্বতো-

র্মিথো বিজয়তাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্॥ ৫

অদৃষ্টচর-চাতুরীচন-চরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ

সহপ্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমাণয়োঃ কাননে।

পরস্পর-মনোমৃগং শ্রবণ-চারুণা চর্চ্চরী-

চয়েন রচয়দ্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্॥ ৬

মরন্দভরমন্দিরপ্রতিনবারবিন্দাবলী-
স্থগন্ধিনি বিহারয়োর্জলবিহার-বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ ।
তপে সরসি বল্লভে সলিলবাদ্যবিদ্যাবিধৌ
বিদগ্ধভুজয়োর্ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৭

মৃষা বিজয়কাশিভিঃ প্রথিত-চাতুরী-রাশিভি-
র্ম্মহস্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়ন্তিরুচ্চৈর্গিরা ।
তদক্ষ-কলি-দক্ষয়োঃ কলিতপক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ
কুলৈঃ স্বসুহৃদাং ভজে ব্রজ-নবীন-যূনোর্যুগম্ ॥ ৮

ইদং বলিত-তুষ্টয়ঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং
দ্বয়োর্গুণবিকাশি যে ব্রজ-নবীন-যূনোর্জনাঃ ।
মুহুর্নবনবোদয়াং প্রণয়মাধুরীমেতয়ো-
ররাপ্য নিবসন্তি তে পদসরোজযুগ্মান্তিকে ॥ ৯

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীব্রজনব-
যুবদ্বন্দ্বাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতক্তরলো *
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ ।
রমাশম্ভুব্রহ্মামরপতিগণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১

---

* সঙ্গীত কয়বো ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩

কৃপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো

রমা বাণী বামে স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ ।

সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ

স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং*সিন্ধুসদয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নে।

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি ।

রসানন্দী রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬

---

*"সিন্ধুসুতয়া" ইতি বা পাঠঃ ।

ন চ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকতাং ভোগবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং নিখিলজন-কাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে !
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতং
শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীমধুরাষ্টকং ।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্ ।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনমং ধুরং বলিতং মধুরম্ ।

চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ২

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৩

গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৪

করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৫

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৬

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্।

হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৭

গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যবিরচিতং শ্রীমধুরাষ্টকং
সম্পূর্ণম্।

শ্রীকেশবাষ্টকম্।

নব-প্রিয়কমঞ্জরী-রচিতকর্ণপূরশ্রিয়ং
বিনিদ্রতর-মালতী-কলিত-শেখরেণোজ্জ্বলম্।
দরোচ্ছ্বসিত-যূথিকা-গ্রথিত-বল্ল-বৈকক্ষকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১

পিশঙ্গি-মণিকস্তনি প্রণতশৃঙ্গি পিঙ্গেক্ষণে!
মৃদঙ্গমুখি ধূমলে শবলি হংসি বংশিপ্রিয়ে!
ইতি স্ব-সুরভীকুলং তরলমাহ্বয়ন্তং মুদা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ২

ঘনপ্রণয়মেদুরান্ মধুর নর্ম্ম-গোষ্ঠীকলা-
বিলাসনিলয়ান্ মিলদ্‌বিবিধবেশবিদ্যোতিনঃ।

সখীনখিলসারয়া পথিষু হাসয়ন্তং গিরা
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৩

শ্রমাম্বুকণিকাবলী-দর-বিলীঢ়-গণ্ডান্তরং
সমূঢ-গিরিধাতুভির্লিখিত-চারু-পত্রাঙ্কুরম্।
উদঞ্চদলিমণ্ডলী-রুচি-বিড়ম্বি-বক্রালকং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৪

নিবদ্ধ নব-তর্ণকাবলি-বিলোকনোৎকণ্ঠয়া
নটৎখুরপুটাঞ্চলৈরঘুভির্ভুবং ভিন্দতীম্।
কলেন ধবলাঘটাং লঘু নিবর্ত্তয়ন্তং পুরো
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৫

পদাঙ্কততিভির্ধরাং বিরচয়ন্তমধ্বশ্রিয়ং
চলত্তরল-নৈচিকী-নিচয়-ধূলি-ধূম্র-স্রজম্।
মরুল্লহরি চঞ্চলীকৃত দুকূল-চূড়াঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৬

বিলাস-মুরলী-কলধ্বনিভিরুল্লসন্মানসাঃ
ক্ষণাদখিল-বল্লবীঃ পুলকয়ন্তমন্তর্গৃহে।
মুহুর্বিদধতং হৃদি প্রমুদিতাঞ্চ গোষ্ঠেশ্বরীং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥ ৭

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।

স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চলং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৮

ইদং নিখিল-বল্লবীকুল-মহোৎসবোল্লাসনং

ক্রমেণ কিল যঃ পুমান্ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকম্।

তমুজ্জ্বলধিয়ং সদা নিজপদারবিন্দদ্বয়ে

রতিং দদদচঞ্চলাং সুখয়তাদ্বিশাখাসখঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীকেশবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্।

মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

ক্ষ্মামানাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১

মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশবসন্ত্রাসং

ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দ্দশলোকালিম্।

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২

ত্রৈবিষ্টপ-রিপু-বীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং

কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্।

বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং
শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ ৩

গোপালপ্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং
গোপীখেলনগোবর্দ্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্‌ ।
গোভির্নিগদিতগোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং
গোধীগোচরদূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ ৪

গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং
শশ্বদ্গোখুরনির্ধূতোদ্ধৃতধূলীধূসরসৌভাগ্যম্‌ ।
শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং
চিন্তামণিমণিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ ৫

স্নানব্যাকুলযোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
ব্যাদিৎসন্তীরথ দিগ্বস্ত্রা উপাদাতুমুপকর্ষন্তম্‌ ।
নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ ৬

কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালঘনাভাসং
কালিন্দীগতকালীয়শিরসি মুহুর্নৃত্যন্তং সুনৃত্যন্তম্‌ ।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্‌ ॥ ৭

বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দারাধিতবন্দ্যোহহং
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্‌ ।

বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং

বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো

গোবিন্দাচ্যুতমাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।

গোবিন্দাংঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো

গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থং স সমভ্যেতি ॥ ৯

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করার্য্যবিরচিতং শ্রীগোবিন্দাষ্টকং

সমাপ্তম্ ।

শ্রীদামোদরাষ্টকম্ ।

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং

লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।

যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং

পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥

(২)

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং

করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।

মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-

স্থিত-গ্রৈবদামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥

(৪)

বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥

(৫)

ইদং তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-বক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ববক্ত্রাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥

(৬)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ ॥

(৭)

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

(৮)

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে
শ্রীসত্যব্রতমুনিপ্রোক্তং শ্রীদামোদরাষ্টকং
সম্পূর্ণম্।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

(১)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুবিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

অস্যার্থঃ।

মানস-দর্পণ যেই করয়ে মার্জ্জন।
ভব-মহা-দাবানল করে নির্ব্বাপণ॥
কল্যাণকুমুদে করে জ্যোৎস্না বিতরণ।
বিদ্যারূপা বধূটীর যে হয় জীবন॥
আনন্দ-সমুদ্র যিনি করেন বর্দ্ধন।
যাঁর পদে-পদে পূর্ণ সুধার স্বদন॥
সকল আত্মায় যিনি করান স্নপন।
জয় জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন॥

(২)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

অস্যার্থঃ।

ভিন্নরুচি জীবে দেখি ওহে ভগবন্।
কত নাম প্রচারিলে—নাহিক গণন॥
নিজ সর্ব্বশক্তি তাহে করিলে অর্পণ।
নিয়মও না রাখিলে করিতে স্মরণ॥
এত দয়া তব, মম দুর্দ্দৈব ঐছন।
অনুরাগ না জন্মিল নামেও এমন॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি॥

অন্বয়ার্থঃ।

তৃণের অপেক্ষা নীচ—অতি নীচ হৈয়াও
বৃক্ষসম সহ্যগুণ আশ্রয় করিয়া॥
নিজে মান নাহি চাহি, অন্যে দিয়া মান।
শ্রীহরিকীর্ত্তন সদা কর্ত্তব্য-বিধান॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

অন্বয়ার্থঃ।

ওহে জগদীশ! নাহি চাহি ধন-জন।
সুন্দরী কবিতা কিংবা না করি কামন॥
হে ঈশ্বর! তোমা লাগি যে ভক্তি তোমায়।
সে ভক্তি আমার যেন জন্মে জন্মে হয়॥

(৫)

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥

অস্যার্থঃ।

তোমার কিঙ্কর আমি হে নন্দনন্দন!
বিষম-ভবাব্ধি-মাঝে পতিত এখন ॥
কৃপা করি তব ঐ কমল-চরণে।
সংলগ্ন রেণুর মত মোরে কর মনে ॥

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

অস্যার্থঃ।

অজস্র অশ্রুর ধার নয়নে গলিবে।
বদনে গদ্গদে বাণী নাহি নিঃসরিবে ॥
পুলক-কদম্বে অঙ্গ পূরিয়া যাইবে।
তব নাম নিতে নাথ! কবে হেন হবে ॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

অস্যার্থঃ।

গোবিন্দবিরহে মোর একি হৈল দায়।
একটি নিমেষ যায় কত যুগ প্রায়॥
নয়নে ঝরিছে বারি বরিষার মত।
দশদিক্ শূন্যময় হেরি অবিরত॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গমুখোদ্গীর্ণং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্॥

অস্যার্থঃ।

তাঁর চরণেতে মতি মোর অনুক্ষণ।
মোরে আলিঙ্গিয়া হয় করুন পেষণ॥
কিংবা নাহি দেখা দিয়া মর্ম্মেতে আমার।
দিউন প্রবল পীড়া—যত ইচ্ছা তাঁর॥
লম্পট—করুন্‌নাকো যেমন তেমন।
মোর প্রাণনাথ কিন্তু সে-ই—অন্য ন'ন॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের
ভাষা সমাপ্ত।

শ্রীমুকুন্দ-মুক্তাবলী।

শ্রীব্রজনাগরায় নমঃ।

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥ ১

মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ
করবিনিহিতকন্দুর্বল্লবীপ্রাণবন্ধুঃ।
বপুরপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণু-
র্বচনবশগধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ॥ ২

ধ্বস্তদুষ্টশঙ্খচূড়! বল্লবীকুলোপগূঢ়!
ভক্তমানসাধিরূঢ়! নীলকণ্ঠপিচ্ছচূড়!।
কণ্ঠলম্বিমঞ্জুগুঞ্জ! কেলিলব্ধরম্যকুঞ্জ!
কর্ণবর্ত্তিফুল্লকুন্দ! পাহি দেব! মাং মুকুন্দ!॥ ৩

যজ্ঞভঙ্গরুষ্টশক্র-হুন্নঘোরমেঘচক্র-
বৃষ্টিপূরখিন্নগোপ-বীক্ষণোপজাতকোপ!।
ক্ষিপ্রসব্যহস্তপদ্ম-ধারিতোচ্চশৈলসদ্ম-
গুপ্তগোষ্ঠ! রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ!॥ ৪

মুক্তাহারং দধদুড়ুচক্রাকারং
সারং গোপীমনসি মনোজারোপী।

কোপী কংসে খলনিকুরম্বোত্তংসে

বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫

লীলোদ্দামা জলধরমালাশ্যামা

ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।

সা মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা

গব্যাপূর্ত্তিঃ প্রভুরঘশত্রোর্মূর্ত্তিঃ ॥ ৬

পর্ব্ববর্ত্তুলশর্ব্বরীপতিগর্ব্বরীতিহরাননং

নন্দনন্দনমিন্দিরাকৃতবন্দনং ধৃতচন্দনম্।

সুন্দরীরতিমন্দিরীকৃতকন্দরং ধৃতমন্দরং

কুণ্ডলদ্যুতিমণ্ডলাপ্লুতকন্ধরং ভজ সুন্দরম্ ॥ ৭

গোকুলাঙ্গনমণ্ডনং কৃতপূতনাভবমোচনং

কুন্দসুন্দরদন্তমম্বুজবৃন্দবন্দিতলোচনম্।

সৌরভাকরফুল্লপুষ্করবিস্ফুরৎকরপল্লবং

দৈবতং ব্রজদুর্লভং ভজ বল্লবীকুলবল্লভম্ ॥ ৮

তুণ্ডকান্তিদণ্ডিতোরুপাণ্ডুরাংশুমণ্ডলং

গণ্ডপালিতাণ্ডবালিশালিরত্নকুণ্ডলম্।

ফুল্লপুণ্ডরীকখণ্ডক্লৃপ্তমাল্যমণ্ডনং

চণ্ডবাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংসখণ্ডনম্ ॥ ৯

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগসঙ্গমাতিপিঙ্গল-

তুঙ্গশৃঙ্গশার্ঙ্গপাণিরঙ্গনালিমঙ্গলঃ।

দিগ্ বিলাসিমল্লিহাসিকীর্ত্তিবল্লিপল্লব-

ত্বাং স পাতু ফুল্লচারুচিল্লিরত্ন বল্লবঃ ॥ ১০

ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং

নির্ধুতবারং হৃতঘনবারম্ ।

রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং

ত্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রম্ ॥ ১১

কংসমহীপতিহৃদ্গতশূলং

সন্ততসেবিতযামুনকূলম্ ।

বন্দে সুন্দরচন্দ্রক-চূলং

ত্বামহমখিলচরাচরমূলম্ ॥ ১২

মলয়জরুচিরস্তনুজিতমুদিরঃ

পালিতবিবুধস্তোষিতবসুধঃ ।

মামতি রসিকঃ কেলিভিরধিকঃ

স্মিতসুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩

উরসি কলিত-মুরলীকৃতভঙ্গং

নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গম্ ।

যুবতিহৃদয়ধৃতমদনতরঙ্গং

প্রণমত যমুনাতটকৃতরঙ্গম্ ॥ ১৪

নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষিশীলং

মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসম্ ।

করালম্বিবেত্রং বরাম্ভোজনেত্রং
ধৃতস্ফীতগুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জম্ ॥ ১৫

হৃতক্ষৌণিভারং কৃতক্লেশহারং
জগদ্গীতসারং মহারত্নহারম্ ।
মৃদুশ্যামকেশং লসদ্বন্যবেশং
কৃপাভির্নিদেশং ভজে বল্লবেশম্ ॥ ১৬

উল্লসদ্বল্লবীবাসসাং তস্কর-
স্তেজসা নির্জ্জিত-প্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ ।
পীনদোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭

সংস্তুতেস্তারকং তং গবাং চারকং
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতম্ ।
ধাতুভির্বেশিনং দানব-দ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবীকামিনম্ ॥ ১৮

উপাত্তকবলং পরাগশবলং
সদেকশরণং সরোজচরণম্ ।
অরিষ্টদলনং বিকৃষ্টললনং
নমামি সমহং সদৈব তমহম্ ॥ ১৯

বিহারসদনং মনোজ্ঞরদনং
প্রণীতমদনং শশাঙ্কবদনম্ ।

উরঃস্থকমলং যশোভিরমলং
করাত্তকমলং ভজস্ব তমলম্ ॥ ২০

দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ
খেলদ্‌বংশীপঞ্চমধ্বানশংসী।

গোপীচেতঃকেলিভঙ্গীনিকেতঃ
পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংসবৈরী ॥ ২১

বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দনব্যাং
কুর্ব্বান্নারীচিত্তকন্দর্পহারী।

নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী
নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ ২২

রুচিরনখে রচয় সখে! বলিতরতিং ভজনততিম্।
ভ্রমবিরতিস্থিরিতগতির্নতশরণে হরিচরণে ॥ ২৩

রুচিরপটঃ পুলিনতটঃ পশুপততির্গুণবসতিঃ।
স মম শুচির্জলদরুচির্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥ ২৪

কেলিবিহিতযমলার্জ্জুনভঞ্জন!
সুললিতচরিত-নিখিলজনরঞ্জন!।

লোচননর্ত্তন-জিতচলখঞ্জন!
মাং পরিপালয় কালিয়গঞ্জন! ॥ ২৫

ভুবনবিস্তৃমরমহিমাড়ম্বর!
বিরচিতনিখিলখলোৎকরসংবর!।

বিতর যশোদাতনয়! বরং বর-
মভিলষিতং মে ধৃতপীতাম্বর! ॥ ২৬

চিকুরকরম্বিতচারুশিখণ্ডং
ভালবিনির্জ্জিতবরশশিখণ্ডম্।
রদরুচিনির্দ্ধুতমুদ্রিতকুন্দং
কুরুত বুধা! হৃদি সপদি মুকুন্দম্ ॥ ২৭

যঃ পরিরক্ষিতসুরভীলক্ষ-
স্তদপি চ সুর-ভী-মর্দ্দনদক্ষঃ।
মুরলীবাদনখুরলীশালী
স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮

রমিতনিখিলডিম্বে বেণুপীতোষ্ঠবিম্বে
হৃতখলনিকুরম্বে বল্লবীদত্তচুম্বে
ভবতু মহিতনন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরলতুন্দে ভক্তিরুর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯

পশুপযুবতিগোষ্ঠীচুম্বিত-শ্রীমদোষ্ঠী
স্মরতরলিতদৃষ্টির্নির্ম্মিতানন্দবৃষ্টিঃ।
নবজলধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা
ভুবনমধুরবেশা মালিনী মূর্ত্তিরেষা ॥ ৩০

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতা শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী সমাপ্তা

শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ।

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

নবগোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্॥ ১
উপমানঘটামান-প্রহারিমুখমণ্ডলাম্।
নবেন্দুনিন্দিভালোদ্যৎকস্তূরীতিলকশ্রিয়ম্॥ ২
ভ্রূজিতানঙ্গকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলীম্।
কজ্জলোজ্জ্বলতারাজচ্চকোরীচারুলোচনাম্॥ ৩
তিলপুষ্পাভনাসাগ্র-বিরাজদ্বরমৌক্তিকাম্।
অধরোদ্ধূতবন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্॥ ৪
সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্।
কস্তূরীবিন্দুচিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাম্॥ ৫
দিব্যাঙ্গদপরিষঙ্গ-লসদ্ভুজমৃণালিকাম্।
বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্॥ ৬
রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি-বরাঙ্গুলিকরাম্বুজাম্।
মনোহরমহাহার-বিহারিকুচকুট্মলাম্॥ ৭
রোমালীভুজগীমূর্দ্ধ-রত্নাভতরলাঞ্চিতাম্।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধ-ক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্॥ ৮
মণিসারসনাধার-বিস্ফারশ্রোণিরোধসাম্।
হেমরম্ভামদারম্ভ-স্তম্ভনোরুযুগাকৃতিম্॥ ৯

জাম্বুদ্যুতিজিতক্ষুণ্ণ-পীতরত্নসমুদ্গকাম্।
শরন্নীরজনীরাজ্য-মঞ্জীরবিরণৎপদাম্॥ ১০

রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্য্য-জৈত্রপাদনখদ্যুতিম্।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্॥ ১১

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গমনঙ্গোর্ম্মিতরঙ্গিতাম্।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরীম্॥ ১২

অয়ি প্রোত্থমহাভাব-মাধুরীবিহ্বলান্তরে!।
অশেষনায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে!॥ ১৩

সর্ব্বমাধুর্য্যবিঞ্ছোলী নির্ম্মঞ্ছিতপদাম্বুজে!।
ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্য-স্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে!॥ ১৪

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংসমঞ্জরি!।
ললিতাদিসখীযূথ-জীবাতুস্মিতকোরকে!॥ ১৫

চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্য বিন্দুন্মাদিতমাধবে!॥
তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে!॥ ১৬

অপারকরুণাপূর-পূরিতান্তর্ম্মনোহ্রদে।
প্রসীদাস্মিন্ জনে দেবি! নিজদাস্যস্পৃহাজুষি॥ ১৭

কচ্চিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গ-প্রসাদাদ্দ্রক্ষ্যসে ময়া॥ ১৮

ত্বাং সাধু মাধুরীপুষ্পৈর্ম্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥ ১৯

কেলিবিশ্রংসিনো বক্র-কেশবৃন্দস্য সুন্দরি!।
সংস্কারায় কদা দেবি! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০

কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ২১

ব্রজরাজকুমারবল্লভা,
কুলসীমন্তমণি! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা,
পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং
তব বৃন্দাবনচক্রবর্ত্তিনি!
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ
সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥ ২৩

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্
চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ সমাপ্তঃ ॥

অস্যার্থঃ।

নবগোরোচনাদ্যুতি, শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি,
নীল পট্ট সাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী, ফণি-বিজড়িত মণি,
রত্নগুচ্ছ বিরাজিত তায় ॥ ১

জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সম,
শোভে যার ও মুখমণ্ডল।
চৌরস কপালছান্দ, নিন্দিয়া নবীন চান্দ,
কস্তুরীতিলক ঝলমল ॥ ২

কন্দর্পকোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ-সুবলনি,
অলকা তিলক তছুপরি।
উজ্জ্বল কজ্জল জিনি, নেত্রশোভা চকোরিণী,
কটাক্ষসন্ধান মনোহারি ॥ ৩

নাসা তিলফুল-আভা, গজমুক্তা করে শোভা,
বেসর সহিতে মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরের দুটি কূল,
যার শোভা কাম-অগোচর ॥

কুন্দপুষ্প-সম পাঁতি, জিনিয়া দন্তের দ্যুতি,
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাথে রক্তরেখাগণ, চিত্র শোভা মনোরম,
যাহে কৃষ্ণ উনমত-চিত ॥ ৪

কর্ণে স্বর্ণঢেঁড়ি সাজে, নানা রত্ন তার মাঝে,
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, মুখপদ্ম জিনি ইন্দু,
যার শোভা কাম-অগোচর ॥ ৫

পদ্মের মৃণাল জিনি, বাহুযুগ সুবলনি,
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমণিচুড়ি হাথে, নানা রত্ন সাজে তাথে,
কৃষ্ণমন-হংস বন্ধ তায়॥ ৬

করাম্বুজে বরাঙ্গুলি, তাহে নানা রত্নাঙ্গুলী,
উলসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে, নানা রত্ন তাহে মিলে,
পয়োধর বেড়ি যার শোভা॥ ৭

নাভি হৈতে রোমাবলি, ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি,
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি, ত্রিবলিবন্ধন তথি,
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি॥ ৮

বিস্তার নিতম্ব মাঝে, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বিরাজে,
মণিতে রচিত মনোহর।
স্বর্ণকদলিকা জিনি, উরুযুগ-সুবলনি,
যার শোভা কাম-অগোচর॥ ৯

পীতবর্ণ রত্নবাটা, জিনিয়া জানুর ছটা,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
শরতের পদ্ম জিনি, শ্রীচরণ দুইখানি,
নুপুরের ধ্বনি যার গান॥ ১০

কোটি পূর্ণিমার চান্দ, জিনিয়া নখের ছান্দ,
ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্বিকাদি ভাবগণ আকুল তাহার মন,
তাহে হয় বিগ্রহ যাহার ॥ ১১

যাব কটাক্ষ-কামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,
মদাব্ধির তরঙ্গ বাঢ়ায়।
হেন রাধা ব্রজেশ্বরী, তারে বন্দোঁ কর যুড়ি,
কৃষ্ণপ্রিয়াগণানন্দ তায় ॥ ১২

মহাভাব-সুমাধুরী, যাহাতে উদ্দামকারী,
বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকা-গুণ, যাথে হয় প্রকটন,
অপরূপ চরিত্র আশয় ॥ ১৩

সকল মাধুরী যাব পদাম্বুজে পরচার,
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণ-প্রিয়তমা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সীমা,
স্ফুরে যার পদনখ পাশে ॥ ১৪

গোকুল নগরে কত, ইন্দুমুখী শত শত,
সীমন্তমঞ্জরী করি মানে।
ললিতাদি সখীগণ, সাক্ষাত যার জীবন,
মানে যারে পরাণের প্রাণে ॥ ১৫

চঞ্চল কটাক্ষশরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে,

যাহার মাধুর্য্য এক বিন্দু ।

মাতা পিতা গুরুগণ, যার যশে পরসন্ন,

কুমুদ সহিতে যৈছে ইন্দু ॥ ১৬

অপার সাগর, করুণার পূর,

পূরিত অন্তর যার ।

হে দেবি রাধিকে, এই যে দাসীকে,

করি লেহ আপনার ॥ ১৭

নন্দের নন্দনে, বিনয় বচনে,

কত না সাধিবে তোরে ।

তুহু সে মানিনী, প্রিয়বাণী শুনি,

প্রসন্ন হইবি তারে ॥

এসব তোমার, প্রেমের পসার,

তাহে নানা উপচার ।

হেন দিন হব, সে সঙ্গে রহিব,

সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮

মাধবীর ফুলে, করি পুটাঞ্জলে,

তোমারে সাধিব কাণ ।

কাম-কলানিধি, রসের অবধি,

বিহি কৈল নিরমাণ ॥

তুহু কমলিনী, তাহে স্বেদ জানি,
চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর, হইবে আমার,
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ১৯

নানা-লীলাভরে, রসের আবেশে,
কেশ বেশ হব দূরে।
কবে হেন হব, সে বেশ করিব,
এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ২০

তব মুখাম্বুজে, তাম্বূল এই যে,
কবে বা যোগাব আমি।
নন্দসুত তাহা, কাড়িয়া খাইব,
এমন করিবে তুমি ॥ ২১

নন্দের নন্দন, তার প্রিয়জন,
সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি, কি বলিব আমি,
প্রসন্ন হইবে মোরে ॥

পরিবারগণ, আছে যত জন,
তোমার প্রেমের দাসী।
তা-সভা মাঝারে, দাসীপদ মোরে,
কবে দিবে ভালবাসি ॥ ২২

বারে বারে বলি, তুয়া পদ ধরি,
বৃন্দাবন বিহারিণি ! ।
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
রাখ মোর এই বাণী ॥
কেশিরিপুজন, প্রার্থনাভাজন,
তুয়া প্রেম-পরসাদে ।
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর,
নিবেদিয়ে দেবি রাধে ! ॥ ২৩

শ্রীমদ্রূপ-ইত, গোস্বামী বিরচিত,
শ্রীমুখ গলিত ধার ।
রাধাঙ্গবর্ণন, করিল রচন,
অর্থ করি পরচার ।
চাটু পুষ্পাঞ্জলি, এই স্তবাবলি,
যে জন করয়ে গান ।
বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে কৃপা করি,
দাসীপদ দেন দান ॥ ২৬

শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলির শ্রীযদুনন্দন ঠাকুর-বিরচিত ভাষা সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-লীলা-
স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যাকেশ-শেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্নৈর্ষয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়-চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্॥ ১

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ-স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্ল সত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পূর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরঃ স নো রক্ষতু॥ ২

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদি-নিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাম্।
গত্বান্যত্র বরাসনোপরি বসন্ স্বল্পিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৩

প্রাতঃ স্বঃসরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সংপূজ্য গৃহীত-চারু-বসনঃ স্রক্‌চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু-সমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য সদ্
বীটস্থান্যগৃহেক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৪

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্য বক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সার্দ্ধং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।

ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৫

মধ্যাহ্নে সুহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তয়দ্ভির্ভৃশং
সাদ্বৈতেন্দু গঙ্গাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতঃ প্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৬

যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং-
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়পো
মাত্রা দ্বারি মুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৭

যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত-সৎপট্ট্যাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৮

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষ-সময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথা-পীযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দ-সমাকুলশ্চটুলধী সংকীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধমুত্থমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্॥ ৯

শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরত্যুল্লসন্।

ভ্রাম্যন্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতম্
স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি য স্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ১০

শ্রীগৌরাঙ্গবিভোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্টকালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদ্দিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীতান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি বিরচিতং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভো-
রষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রং
সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরষ্টকালীয়লীলা-
স্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্ ॥

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লোলৈ্যকলভ্যা।
সা স্যাং প্রাপ্যা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥ ১

কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥ ২

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীর-শারী
পদ্যৈ র্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্খটীগীঃ সশঙ্কৌ,
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥ ৩

রাধাং স্নাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভি প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনু-সদনং নির্ব্যূঢ়-গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তঞ্চাথ তাঞ্চাশ্রয়ে ॥ ৪

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ র্বিপিনমনুসৃতং গোষ্ঠলোকানুজাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চয়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ৫

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদি ভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখ-ললিতাদ্যালি-নর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণঞ্চৈবাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈ র্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ৭

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশশেষাশনমুদিতহৃদাং তাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননীলালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ৮

রাধাং সালিগণাং তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃতযমুনাতীর-কল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিত-গুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি॥ ৯

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈ নর্ম্মপ্রহেলী-সুলপন-নটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরণৌদ্ধত্যবিস্তারিতান্তৌ॥ ১০

তাম্বূলৈর্গন্ধমাল্যৈর্ব্যজনহিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাদ্যৈঃ
প্রেম্না সংসেব্যমানৌ প্রণয়ি-সহচরী সঞ্চয়েনাপ্তশান্তৌ।
বাচা কান্তৈরণাভি নিভৃতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসঙ্ঘৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি॥ ১১

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরষ্টকালীয়-লীলা-
স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

ইতি ষষ্ঠোল্লাস সমাপ্তঃ॥

শাকেঽগ্নিবেদবহ্নিন্দৌ রাধাবিনোদ-শর্ম্মণা।
গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং নীতঃ কৃপাং কুরুত বৈষ্ণবাঃ॥
যো যোঽত্র দৃশ্যতে দোষো দোষাকরস্য মে কৃতৌ।
তৎসংস্কার শ্রমালস্যাৎ নোপেক্ষন্তাং মনীষিণঃ॥

সম্পূর্ণম্।